

পরিষদ গ্রন্থাবলী ।

কৃতিবাসী (রামায়ণ)

(উত্তরকাণ্ড)

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ।

১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয়
হইতে প্রকাশিত ।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিটের লেন, শ্রীমৎপুর,

“বিশ্বকোষ প্রেস”

এ, এন, বসু কর্তৃক মুদ্রিত ।

সন ১৩১০ ।

উত্তরকাণ্ডের মুখবন্ধ ।



তিনখানি পুঁথি অবলম্বন করিয়া উত্তরকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একখানিতে কোন সন তারিখ নাই, দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলিয়া মনে হয় না। এখানি সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ। অপর দুইখানি পুঁথি বিশ্বকোষ-কার্যালয়ের সংগৃহীত। শেষোক্ত দুইখানিতে সন তারিখ আছে, এবং লেখকের নাম ও ঠিকানা আছে। একখানির সমাপ্তি অংশ এইরূপ—

“কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভণে রামের চরণে ।

উত্তরা হইল সাদ্র গীত রামায়ণে ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং । ভীমজ্ঞাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।

তারিখ ২ সন ১০০৯ সাল...লখিমবার সাকিম থওবোয় পাত্রসাত্র।

পদ্মপণ্ডিত স্বহস্তলিখিতং ॥ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ নমঃ ।”

এই পুঁথির শেষ পত্রাঙ্ক ১৬২। ১ম পাতা নাই, তৎপরে বন্দনার অংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, শিবের বিবাহ হইতে বেশ স্পষ্ট।

অপর পুঁথিখানি ১৫০২ শকের লিপি। এই পুঁথির শেষে এইরূপ লেখা আছে—

“শ্রীরামের চরিত্র শ্রবণে পাপের বিনাশ ।

উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ গাইল কৃত্তিবাস ॥ ০ ॥

ইতি শ্রীবৎস পণ্ডিত শ্রীকৃত্তিবাসবিরচিতং সুকবি স্কন্ধমতি উত্তরকাণ্ডরচিতং সমাপ্তং ॥ ০ ॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকো নাস্তিদোষকঃ । ভীমজ্ঞাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ । শাকে ১৫০২ ইতি তারিখ ২৫ মাঘ শ্রীনরসিংহ শর্মাণঃ স্বাক্ষরমিদং ॥ ০ ॥ ০ ॥ রাবণেন হত্যা নীতা কৃষ্ণপক্ষে সিতাষ্টমী । নীতা রাত্রৌ দিনস্তান্ধে অন্ধচন্দ্রাঙ্কিতাকরে ॥”

ইহার শেষ পত্রাঙ্ক ১৯৯। আত্মোপাস্ত সমস্তই অখণ্ডিত আছে। গ্রন্থমুদ্রণ আরম্ভ হইলে পর এই পুঁথি খানি সংগৃহীত হয়।

সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির সহিত ১০০৯ সালের পুঁথির অনেকটা একা দৃষ্ট হয়। এই উত্তর পুঁথিই আদর্শরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৫০২ শকের পুঁথিখানি অতি প্রাচীন হইলেও ১০০৯ শকের পুঁথির সহিত অধিকাংশ স্থলেই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

নাই। বিষয়গত সাদৃশ্য সত্ত্বেও পাঠবৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিবে, এই দুইখানি পুঁথি বেনে দুই জন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে। ১০০২ সালের পুঁথি ও সাহিত্য-পরিষদের পুঁথির শেষাংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই জন্ত আলোচ্য রামায়ণের শেষাংশ ১৫০২ শকের পুঁথির সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ ও বটতলার রামায়ণের সহিত বর্তমান উত্তর-কাণ্ডের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ছায়াপাত স্পষ্ট, কিন্তু এই উত্তরকাণ্ডে শৈবপ্রভাবই পরিলক্ষিত হয়। আর একটি বিশেষত্ব এই যে, বর্তমান গ্রন্থে শঙ্করের তত্ত্ব-প্রসঙ্গে বর্তমানবাসী আঙুরিজাতির কুলজী কতকটা গ্রথিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বহু অপ্ৰচলিত শব্দ আছে, তাহার একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল; কএকটি অপ্ৰচলিত শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারি নাই।

এই গ্রন্থ সম্পাদনকালে আদ্য পুঁথির প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন রীতি রক্ষা করা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সম্পাদক

রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ।

সূচীপত্র

২২—

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুনিগণের শ্রীরাম-সন্তাবণ	২
ইন্দ্রজিৎ বধের প্রসঙ্গ	৩
মহাদেবের বিবাহোৎসব	৪
গৌরীর অধিবাস	৫
বরযাত্রী ও কল্যাণত্ৰিগণ	৬
শিবের বরবেশে যাত্রা	৭
শিবের বিবাহ	৮
হরগৌরীর ভোজন	৯
ফলশয্যা ও বর ব্রিদায়	১০
সুমেরুর শৃঙ্গ হরণ ও দক্ষা নিৰ্শাণ	১১
সুমেরুর আবেশ	১২
সুমেরুর আমন্ত্রণে পৰ্বতগণের আগমন	১৩
পৰ্বতনামাবালী	১৪
নারদের স্বৰ্গপুরে গমন	১৫
দেবগণের লক্ষ্য রক্ষণে যুক্তি	১৬
ইন্দ্রসহ নারদের ব্রহ্মলোকে গমন	১৭
পৰ্বতগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ	১৮
পৰ্বতগণের পরাজয়	১৯
রাক্ষসগণের জন্ম-বিবরণ	২০
যক্ষরক্ষঃ প্রভৃতির জন্ম-বিবরণ	২১
সুরকেশ ও মাল্যবান প্রভৃতির জন্ম	২২
মারীচ আদি রাক্ষসের জন্ম	২৩
নারায়ণের রাক্ষস বধে প্রতিজ্ঞা	২৪
রাক্ষসসহ নারায়ণের যুদ্ধ	২৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাক্ষসগণের পাতালপুরে গমন	২৬
রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির জন্ম	২৭
রাবণের প্রতি হিমালীর উপদেশ	৩০
কুবেরের লঙ্কাত্যাগ	৩১
মন্দোদরীসহ রাবণের বিবাহ	৩২
রাবণের নিকট কুবেরের দূতপ্রেরণ	৩৩
কুবের ও রাবণের যুদ্ধ	৩৪
পুষ্পকরথ লইয়া রাবণের কৈলাস গমন	৩৭
রাবণের প্রতি নন্দীর ও বেদবতীর বিবরণ	৩৮
রাবণের প্রতি বেদবতীর অভিশাপ	৩৯
রাবণ কর্তৃক মরুৎ রাজার যজ্ঞভঙ্গ...	৪০
রাবণের দিগ্বিজয়ে যাত্রা	৪১
অনারণ্যসহ রাবণের যুদ্ধ	৪২
অনারণ্যের পরাজয়	৪৩
নন্দাদিকূলে রাবণের শিব পূজার উজ্জোগ	৪৪
নন্দাদা নদীর ত্রাস বৃদ্ধির কারণামুসন্ধান	৪৫
অর্জুনের দ্বারপালের সহিত রাবণের দ্বন্দ্ব	৪৬
কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৪৭
রাবণের পরাজয় ও বন্ধন	৪৮
অর্জুন সমীপে পুণ্ড্র্য মুনির প্রার্থনা	৪৯
রাবণের মুক্তি ও অর্জুনের বিবরণ	৫০
ভোজরাজের নিকট অর্জুনের পরাজয়	৫১
অর্জুনের যমদগির আতিথ্য স্বীকার	৫২
তপোবনে সৈমন্তে রাজার ভোজন...	৫৩
মুনির নিকট রাজার কপিলা গাভী প্রার্থনা	৫৪
কপিলা হইতে সৈন্তাদি স্রষ্টি	৫৫
যমদগির সহিত অর্জুনের যুদ্ধ	৫৬
অর্জুনের বাণে যমদগির পতন	৫৭
কটকগণের জীবন দান	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
পরশুরামকে উদ্দেশ্য করিয়া রেণুকার ক্রন্দন	৫৯
পরশুরাম ও গণেশের যুদ্ধ	৬০
শিবের নিকট পরশুরামের অস্ত্রাদি প্রাপ্তি	৬১
পরশুরামের অর্জুনকে যুদ্ধার্থে আহ্বান	৬২
অর্জুনসহ পরশুরামের যুদ্ধ	৬৩
রেণুকার চিত্তাসজ্জা	৬৫
রেণুকার চিত্তারোহণ	৬৬
ভার্গব ও রাবণ সংবাদ	৬৭
বালীর নিকট রাবণের গমন	৬৮
বালীর নিকট রাবণের পরাভব	৬৯
বালীর সহিত রাবণের মিত্রতা	৭০
রাবণের যমপুরে গমন	৭১
যমপুরী বর্ণন	৭২
যমের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৭৬
নাগগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৮১
নিবাত কবচের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৮২
রাবণের সুরভি দর্শন	৮৩
বরশপুরে রাবণের যুদ্ধ	৮৪
রাবণের বলিদ্বারে যুদ্ধ যাত্রা	৮৫
রাবণের বলি দর্শন	৮৬
বলির নিকট রাবণের পরাজয়	৮৭
যারণ-পর্বত সংবাদ	৮৮
মাক্ষাতার সহিত রাবণের যুদ্ধ	৮৯
চন্দ্রের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৯১
রাবণের কপিল দর্শন	৯২
রাবণের রম্মাগমন	৯৩
রাবণের প্রক্তি নলকুবেরের অভিযান	৯৪
রাবণ কর্তৃক বহু রাজকন্যাগ্রহণ	৯৫
কালকেয়ের সহিত রাবণের যুদ্ধ	৯৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাবণ বিহার	৩৭
শূর্ণপথার প্রতাপ	৩৮
মেঘনাদের নিকুন্তিলা যজ্ঞ	৩৯
মেঘনাদের যুদ্ধ যাত্রা	১০২
রাবণের মথুরায় গমন	১০৩
মথুরায় রাবণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ	১০৪
দেবগণের বিষ্ণুর নিকট গমন	১০৫
রাবণ-বধে দেবগণের প্রার্থনা	১০৬
সাবিত্রী বস্ত্রের যুদ্ধ কথা	১০৭
দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ	১০৮
চণ্ডীর প্রতি রাবণের উক্তি	১১১
ইন্দ্র কর্তৃক রাবণের বন্ধন	১১৪
মেঘনাদের যুদ্ধারম্ভ	১১৫
মেঘনাদের যুদ্ধজয়	১১৬
মেঘনাদের নিকট ইন্দ্র বন্দী	১১৭
ইন্দ্রের বন্ধনমুক্তি	১১৮
অহল্যার বিবরণ	১১৯
ইন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মশাপ	১২০
অহল্যার অভিশাপ কথা	১২১
গৌতমের দেবপুরে গমন	১২২
গৌতমের ব্রহ্মা ও শিব দর্শন	১২৩
নারায়ণের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন	১২৪
হনুমানের জন্মকথা	১২৫
হনুমানের বালালীলা	১২৯
হনুমানের বর লাভ	১৩১
হনুমানের প্রেতি চন্দ্রমৌলির অভিশাপ	১৩২
হনুমানের ঋষাশুখে গমন	১৩৩
হনুমানের মধুবন ভঙ্গ	১৩৪
বালীর প্রোধ	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
বানর-ভয়ে রাবণের পলায়ন	১৩৭
সুগ্রীবের আখ্যান	১৩৮
বালীসুগ্রীবাদির জন্মকথা	১৩৯
বানরের জন্মকথা	১৪১
বালীর নিকট সুগ্রীবের পরাভব	১৪৩
রঘুর চরিত্র	১৪৪
দিলীপের অশ্বমেধ-যজ্ঞ	১৪৬
ইন্দ্র ও রঘুর যুদ্ধ	১৪৯
ইন্দ্রের অশ্ব প্রত্যর্পণ	১৫০
রঘুকে দেবগণের ছলনা	১৫১
রঘুরাজার আশ্ববলিধান	১৫২
রঘুর অরুদক্ষিণা	১৫৩
শ্রীরামের নিত্যকর্ম	১৫৬
রামের বহু-রাজ-সম্ভাষণ	১৫৭
রামকর্তৃক হনুমানাদিকে পুরস্কার	১৫৮
বানরগণকে বিদীক্ষিত	১৫৯
হনুমানের প্রতি সীতার বরদান	১৬০
বিভীষণাদির বিদায়	১৬১
অশোকবন-নির্গমন	১৬২
অশোকবনে রামসীতার মিলন	১৬৩
সীতার গর্ভ	১৬৪
রামের অপমণ্ডল শ্রবণ	১৬৫
সীতাবর্জনে রামের অভিপ্রায়	১৬৬
সীতার বনবাস	১৬৭
সীতার বান্ধীকিকুটীরে আগমন	১৭২
রামলক্ষণের শোক	১৭৩
নৃগরাজার আখ্যান	১৭৪
ক্যাতিরি উপাখ্যান	১৭৫
নিমির কথা	১৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুকুর-বিগ্র-সংবাদ	১৭৭
কুকুরের রামের নিকট অভিযোগ	১৭৮
ব্রাহ্মণের কালিজ্ঞের রাজ্যলাভ	১৭৯
কুকুরের পূর্বজন্ম-কথন	১৮০
লবণের কথা	১৮১
শত্রুঘ্নের মধুপুরে গমন	১৮২
কল্যাণপাদ রাজার কথা	১৮৪
লবকুশের জন্ম	১৮৫
মাকাতার কথা	১৮৬
শকর ও লবণের যুদ্ধ	১৮৭
লবণবধ	১৮৮
মথুরা-নির্দোষ	১৮৯
লবকুশের গান	১৯০
শত্রুঘ্নের মথুরায় রাজ্যলাভ	১৯১
ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু	১৯২
শূদ্রের তপস্যা	১৯৩
শম্বকের মন্তকচ্ছেদ	১৯৪
শম্বকের স্বর্গলাভ	১৯৫
শম্বকের পুত্রগণের কথা	১৯৬
পেচক-গৃধিনীর বিবাদ	১৯৭
পেচক-গৃধিনী সংবাদ	১৯৮
ব্রহ্মদত্তের কথা	১৯৯
শ্রীরামের অগস্ত্যাশ্রমে গমন	২০০
শ্বেত উপাখ্যান	২০১
দণ্ডের উপাখ্যান	২০৩
দণ্ডের রাজ্যনাশ ও দণ্ডকারণ্যের উৎপত্তি	২০৫
রাজহয়-প্রদগ	২০৬
বুদ্ধাস্ত্রের কথা	২০৭
ইন্দ্রাপেক্ষ উপাখ্যান	২০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইলার উপাখ্যান	২১১
অশ্বমেধের উত্তোগ	২১৩
অশ্বমেধ যজ্ঞ	২১৫
লবকুশের যুদ্ধ	২২১
বান্দীকি কর্তৃক লবকুশের যুদ্ধ-নিবৃত্তি	২২৪
বান্দীকির রাম-সন্তাষণ	২২৫
হনুমানের নিকট সীতার উক্তি	২২৮
বশিষ্ঠের নিকট রামের যজ্ঞবার্তাশ্রবণ	২৩০
শ্রীরামের অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপন	২৩৩
লবকুশের অযোধ্যাযাত্রা	২৩৫
লবকুশের অযোধ্যা-ভ্রমণ	২৩৮
লবকুশের রামায়ণ-গান	২৭০
সীতা পরীক্ষার প্রস্তাব	২৭২
সীতার পাতালপ্রবেশ	২৭৩
লবকুশের প্রবোধ	২৭৪
শ্রীরামের কোষ	২৭৫
রামের সান্দনা	২৭৬
কেঙ্কয়-দূত আগমন	২৭৮
কুমারগণের রাজ্যাভিষেক	২৭৯
কালপুরুষের আগমন	২৮০
লক্ষণবর্জন	২৮১
রামের স্বর্গারোহণ	২৮৫
ফলশ্রুতি	২৮৭
উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত	২৮৮

পৃষ্ঠার ভ্রমসংশোধন ।

২৮০ পৃষ্ঠার পর লক্ষণবর্জিত শীর্ষক পৃষ্ঠা হইতে “২৮১” হইতে “২৮৮” স্থানে ভ্রমক্রমে ২৭৩ হইতে ২৮০ পত্রাঙ্ক হইবার পড়িয়াছে, অতএব পাঠিকানে ২৮১ হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠা সংশোধন করিয়া লইবেন ।

বায়ণ ।

উত্তরাকাণ্ড ।

—(*)—

(১)

মমো মমো বাণীকির চরণ ।
 গাত কাণ্ড বায়ণ জাহার স্বজন ॥
 রাম জন্মিতে আছে জগন বাটিনহত্র বৎসর
 অন্যপদ পুত্রক ফইল বাণীকি মুনিসর ॥
 স্মিতেন জগদী গুণে পাপ বিনোচন । ৫
 আশু বশ (সান্ত) হয় কীর্তি সর্বক্ষণ ॥
 গদ্যাকাণ্ডে গাইল রাবণ বিনাশ ।
 উত্তরাকাণ্ডে গাইল শুনহু নির্ধাস ॥
 মধু পদগা ধরে খাইয়ে ভাণ্ডে ভাণ্ড ।
 দায়বান্ডে গুম লোক উত্তরাকাণ্ডে ॥ ১০
 লক্ষ্যাকাণ্ডে গাইল রামের ছাতা রণ্ড ।
 উত্তরাকাণ্ডে শুনহু যেন অমৃতের ভাণ্ড ॥
 বৈশ্যাকাণ্ডে বিজয়ী রাম জঙ্ঘর বহুধর ।
 জঙ্ঘর রাখসে মারি খণ্ডাইল ডর ॥
 মুনীগণে মেলিঞা বলেন হইল পরিজ্ঞান ॥ ১৫
 অথবাধ্যাক্ষজাই মতে শ্রীরামের করিতে কন্যাণ
 দ্বিভুবনের মনি আইলা রামের দ্বয়ারে ।
 দ্বারী ভিতর নাঞা শ্রীরামে গোচরে ॥
 মাধব নরমে দ্বারী শ্রীরামে নোজায় মাথা ।
 চতুর্দিশের মুনির শ্রীরামে কহে কথা ॥ ২০

(২)

দ্বারীর কথা শুনিঞা শ্রীরামের হাত বদন ।
 কোন্ কোন্ মুনির হৈল আগমন ॥
 শ্রীরামের কথা শুনিঞা দ্বারিগণ কহে ।
 সমুদ্র মবনে যেন অমৃত মহে ॥
 নোনা দেখিতে আইলা মনি পূর্বাধিগমনী ৫
 অসিত ববনীত আইলা কোণ্ডিলা মহাশক্তি
 উত্তর মতজ আইলা পিঙ্গল পরাশর ।
 শাণ্ডিল্য শঙ্খ বিজয়ী নিশাকর ॥
 কোংল কাঙ্কংল আর কোশিক কাঠিক
 বাচস্পতি অন্তরীক্ষে আইলা তুরিত ॥ ১০
 তংস বাহকি মনি চক্রে শূলপাণি ।
 উদয়রাজ অনুরাজ বঙ্গদেশে জানি ॥
 তোমা দেখিতে আইলা উত্তরদিগের মনি
 ক্রত রত্নেশ্বর আইলা আর অগ্নিপাণি ॥
 বৈশম্পায়ন সাবর্ণিক সনাতন ১৫
 কচি ভৈরব পুঙ্কহর আগমন ॥
 মেধা মনি মহাজ্ঞানী গৌতম গোবন্ধন ।
 কাস বশিষ্ঠ আইলা সঙ্কত চন্দন ॥
 অগ্নিরস বাচস্পতি সৃষ্টির প্রচণ্ড ।
 শীতকণ্ঠ নীলকণ্ঠ আইলা মার্কণ্ড ২০
 তোমো দেখিতে আইলা মনি দক্ষিণদিগের
 অত্রিক অস্তিক বরপুত্রি অগস্ত্য মহাপ্রসি ২৫

১০ পৃষ্ঠা ১৫ পাঠ ওয়াসিক মুখ পাবে

১০ পৃষ্ঠা ১৫ পাঠ

(৩)

(৪)

পূর্বত ভারত চ্যবন দত্তরাজ ।
 জৈমিনি অস্তি মুনি শ্রমস্ত ভারদ্বাজ ॥
 বিষ্ণুশর্মা শিবশর্মা বেদ বেদগর্ভ ।
 অষ্টাবক্র জিজট শঙ্ক মুনি ভার্গব
 বিশ্বামিত্র জমদগ্নি কশ্যপ গৌতম । ৫
 ভোমা দেখিতে পশ্চিমদিগের মুনির আগমন
 পৌলস্ত্য পুলহ আইলা ব্রকার নন্দন ।
 বাল্মীখিলা আইলা বাল্মীকের নন্দন ॥
 বিশ্বদেব জুল শিবা সাবর্ষিক মহা ।
 শতানন্দ নিত্যানন্দ আইলা বরতস্থ ॥ ১০
 কুশধ্বজ বুধধ্বজ ঋতুধ্বজ জনকরাজ ।
 পদ্ম * * * * * মুনির সমাধ ।
 জরংকার জরদ নারদ হুর্খুথ কাতায়ন ।
 গরুড় আইলা বিভা ওক নারায়ণ ॥
 ছারীর বচন শুনিঞা হাসেন গদাধর । ১৫
 সকল মুনি কইঞা কৈল শ্রীরামের গোচর ॥
 চতুর্বেদ পড়ে মুনি কেহো সাম গান ।
 বেদ পঢ়িঞা রামের মুণ্ডে দেন ছরী ধান ॥
 মুনি সব দেখিঞা রামের হস্ত বদন ।
 একে একে বন্দিল মুনিভার চরণ ॥ ২০
 আশীর্বাদ দিল মুনি হরষিত মন ।
 রাক্ষসে বানরে বন্দিল সভে মুনির চরণ ॥
 বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল ।
 ছোড় হাতে মুনিকে রাম পুচ্ছেস্ত কুশল ॥
 মুনি সব বোলেন আমার কুশল নিবৃতি ॥ ২৫
 রাক্ষসের কাথে জখন হৈল অবাহতি ॥
 তুমি লক্ষণ বীর আর সীতা গোসাঞিনী* ।
 রাক্ষসের কাথে এড়াইলা বড় ভাগ্য মানি ॥

গোষ্ঠাজয়—কামিনী ।

বিহম অস্ত্র ধরে রাক্ষস বীরে ।
 মহাজ রাক্ষসের মারিতে কোন্ জন তরে ॥
 হেন রাক্ষস মারিয়া তুমি খুইলে খেয়াতি ।
 বজ্র তপে আমাভার হইল নিবৃতি ॥
 হুর্জর ইন্দ্রজিৎ জিহুবনে জানি । ৫
 আর জত রাজকুমার তাহা নাহি গণি ॥
 ইন্দ্রজিতের তরে কেহ নাহি স্থির ।
 হ্রিভুবন জিনিঞা কুন্তকর্ণের শরীর ॥
 নাথ্য কাটিলে না মরে দৈরী না ধরে টান ।
 হেনবীরথাকিতেকরিলে ইন্দ্রজিতেরবাখান ১০
 কোন তপ করিলেক কাহার পাটিলেক বর ।
 সভা থাকিতে বাখান কেনে রাবণ কোণ্ডর
 ইন্দ্রজিত মনে আমার নাহি দরশন ॥
 জিত মারিবেন স্ত্রীর লক্ষণ ॥
 মুনিবলেন রাম তুমি সংসারেরকাদিকারী ১৫
 তোমারো অধিক লক্ষণের সংগ্রাম পুরস্করী ॥
 হুর্জর ইন্দ্রজিৎ কৈল লক্ষণে সংহার ।
 হেন ইন্দ্রজিৎ মারিঞা লক্ষণ করিলেনিস্তার
 তিন লোক রক্ষণ করিলেন অব্যাহতি ।
 তোমারবশপুত্রিতেরহিলতিনলোকেপূজিত*২০
 ইন্দ্রজিৎ অতিকায় মারিলেন লক্ষণ ।
 লক্ষণ বীর বাখানেস্ত সকল মুনিগণ ॥
 অগস্ত্য মহামুনি বৈসেন্ত দক্ষিণে ।
 রাক্ষসের কথা মুনি ভাগ নতে জানে ॥
 মুনিবলেন রাম তুমি লক্ষণহুঁহে মরাবীর ২৫
 লক্ষণের বাণে পড়ে অতিকায় ইন্দ্রজিৎ ।
 * বোণ হয় শুদ্ধপাঠ—স্মৃতি ।

(৫)

(৬)

বার বৎসর যে কল মূল নাহি ভঞ্জে ।
 বার বৎসর জে জীর মুখ নাহি দেখে ॥
 জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ করয়ে অনাহার ।
 ছেন জনার হাথে জুইর সাঁহার ॥
 তাহার যজ্ঞ ভঙ্গ করে গেই জন । ৫
 সেই জনা নারে দুই রাবণ নন্দন ॥
 মুনির কথা শুনিয়া শ্রীরামের তরাস ।
 ডাক দিএ আনিগ লক্ষণ আগনার পাশ ॥
 রামবলেণ্ড আশ্চর্য্য কথা कहিলেন মুনি ।
 ভুমি কথা कह ভাই তোমার মুখে শুনি ॥ ১০
 জ্ঞাত হুখে পাইল আমি দণ্ডকারণ্যে ।
 তত ছুখে পাইল আমি তোমার কথনে ॥
 রামের বচনে লক্ষণ জোড় কৈল হাথ ।
 মুনির কথা মিথ্যা নহে শুনি রঘুনাত ॥
 সীতায় মুখ দেখিতে আমার কোন অধিকার
 নিত্য চরণ নেহাঙ্গিণী হই নমস্কার ॥ ১৬
 হার কেয়ুর সীতার কিছু নাহি চিহ্ন ।
 দুই পাছ নুপুরের শব্দ মাত্র শুনি ॥
 ফল মূল আনিএ দিএ তোমার আগে ।
 ধর বলিএ ফল মূল দেহ মোর আগে ॥ ২০
 ধর বলিএ ডাক দেহ ধরিএ ততক্ষণ ।
 খাইবারে না বল কেমনে করিব ভক্ষণ ॥
 লক্ষণের বোল শুনিএ শ্রীরাম ব্যথে ।
 লক্ষণকে কোলদিল প্রভু গসারিএ দুইহানে
 রাক্ষসের ব্রহ্মাস্ত্র কহেন অগস্ত্য মহামুনি ॥ ২৫
 মুনির কথা শুনিতে রাম হৈল সাবধান ॥
 কুন্তিবাস গণ্ডিতের সরস পাঁচাগী ।
 প্ররাকাণ্ডে গাইএ দিল প্রথম শিকলি ॥

শ্রীরাম বলেন মুনি ভুমি সহ্য তপোদীন ।
 কাহার তরে কৈল ব্রহ্মা লক্ষার সৃজন ॥
 সাবধানে শুনি রাক্ষস বানবর্গণ ।
 সাবধানে শুনি কথা শ্রীরাম লক্ষণ ॥
 শুনি সুগ্রীব বিভীষণ হৈএ সাবধানো ॥
 বসিএ কথা শুনিহ তরত শক্রঘনে ॥
 পুরাণ কথা কহে অগস্ত্য তপোদীন ।
 সাবধানে কথা শুনি প্রভু কমলদোচন ॥
 মুনি বলেন শুনি রাম পুরাণ উত্তর ।
 লক্ষার সৃজন হেতু কহেন মুনিবর ॥ ১০
 স্রুমেক পবনে বাদ বাটি সহস্র বৎসর ।
 পবন নজিতে নারে স্রুমেক শিখর ॥
 তিন শৃঙ্গে পর্কত জুড়িল গগন ।
 স্রুমেক মধ্যে চক্রে স্রুগোর নারিক পমন ॥
 সকল পক্ষত জিনিএ উত্তেজ জায়ীণ ॥ ১৫
 নিত্য নিত্য সূর্য্য জান করিএ প্রদক্ষিণ ॥
 হিমাগরনন্দিনী জন্মিলা পার্বতী ।
 তাঁহাকে বিভা করিতে গেলা দেবপশুপতি ॥
 শঙ্কর আরাদিএ তপ কৈল তপোবনে ।
 মহাদেবে পার্বতীএ হৈল শুভ দরশনে ॥ ২০
 কাহার জুহিতা ভূমি কাহার নারী ।
 ছেন সংশর স্থানে তুমি কেনে একেশ্বরী ॥
 হস্তী সিংহ মহিব ব্যাঘ্র শূকর ।
 সংশর স্থানে কেনে আইলা একেশ্বর ॥
 মহাদেবের কথা শুনিএ কহেন ততক্ষণ ॥ ২৫
 कहি কথা শুনি তাতে দেহ মন ॥
 হিমাগর নন্দিনী আনি নান পার্বতী ।

* * *

* এই স্থানে কতিপয় আদেশ পুথির একখানি পত্রের অভাব । এরূপ পাটঙ্কিত পুথি দৃষ্টে
 ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০.

(৭)

(৮)

হিমালয়ের নন্দিনী আমি শুন মহাশয় ।
 হর্যোদ্দেশে তপ করি কারে মোর ভয় ॥
 এ বচন শুনি হাসেন দেব শূলপাণি ।
 মিলিব শঙ্কর বর শুনহু ভবানি ॥
 অধিষ্ঠান হয়্যা বর অপনি দিলা হর । ৫
 শিব গেলা নিজ পুরে দেবী আইলা ঘর ॥
 ব্রহ্মা কহিলা শিব এসব উত্তর ।
 মোর কাজে জাহ তুমি হিমালয়ের ঘর ॥
 ব্রহ্মাবিশ্ব চলিলা আর কুবের বক্রণ ।
 অষ্টকবি চলিলা আর জত দেবগণ ॥ ১০
 একত্র হইঞা গেলা হিমালয়ের ঘর ।
 বাহির হৈলা হেমন্ত ঋষি হরিষ অন্তর ॥
 বসিতে আয়ন দিল পান্য অর্ঘ্য জল ।
 কোড় কাথে দেবগণকে পুছেন কুশল ॥
 হেমন্তবলেন কেন তোমাসভার আগমন । ১৫
 বড় ভাপ্য মানি আজি সফল জীবন ।
 ব্রহ্মাকে বলেন পর্বত এতেক উত্তর ।
 শুনিঞা হইলা বড় আনন্দ অন্তর ॥
 ব্রহ্মা বলেন শুন মোর কথার প্রবন্ধ ।
 আমার ভাই শিবকে কর তব কল্পার সম্বন্ধ ২০
 বিলম্ব না কর দেখ বেলা শুভক্ষণ ।
 সঙ্কীকার কর তুষ্ট হউক দেবগণ ॥
 হিমালয় বলেন মোর জীবন সফল ।
 মহাদেবে কল্পা দিব বড়ই মঙ্গল ॥
 বিনয় বচনে হেমন্ত করে পরিহার । ২৫
 শিবে কল্পা দিব আমি কৈলু অঙ্গীকার ॥
 রবি সোম মঙ্গল আর বুধ বৃহস্পতি ।
 শুক্র শনি রাহু কেতু নবগ্রহ পতি ॥

জখন গৌরী তপত্বা করিল তপোবনে ।
 ভবানী শঙ্করে বিভা জানে গ্রহগণে ॥
 শুভক্ষণে গ্রহগণ হইঞা সমবার ।
 কেহ বিয় না হইব গৌরীর বিভায় ॥
 এত বাক্য হিমালয় বৈলা দেবের পাশে । ৫
 বর আইলে বিভা দিব লগ্ন তার কিসে ॥
 অঙ্গীকার কৈলা হেমন্ত আপনার মুখে ।
 দেবগণ গেলা ঘর নিজ মনহুখে ॥
 কল্পা দেখি দেবগণ কৈলা আগুসার ।
 ত্রিভুবনে হরিধ্বনি জয় জয়কার ॥ ১০
 সব কথা কহে গিয়া মহাদেবের ঠাকুর ।
 বিবাহের কার্যে তুমি থাকহ শিবাই ॥
 কালিবিভা হবে তোমার আজি অধিবাস ।
 শঙ্করের সম্বন্ধ গাইলু কৃতিবাস ॥

অধিবাসেঙ্গ দ্রব্য সব করিলা শঙ্কর । ১৫
 নারদের সঙ্গে দিলা ভীমা জে নক্ষত্রপী ।
 অধিবাসের দ্রব্য দিলা দশ সহস্র ভার ।
 আশ্র কাঁটাল গুড় নারিকেল আপার ॥
 খদি দরি কলা দিলা পাট পাটাম্বর ।
 লেখাজেঁথা নাই দ্রব্য চলিল বিস্তার ॥ ২০
 অধিবাসের দ্রব্য পাঠান নারদমুনি দিয়া ।
 সব দ্রব্য নিয়োজিলা ভীমে আজ্ঞা দিয়া ॥
 হিমালয়ের ঘরে গেলা নারদ আশে হঞা ।
 পাছে পাছে জায় ভীমা সব দ্রব্য লঞা ॥
 আগে হয়্যা গেলা নারদ হিমালয়ের ঘর ২৫
 বাহির হৈলা হিমালয় আনন্দ অন্তর ॥

(২)

(১০)

ভারীর সঙ্গেতে জায় শিবের নফর ।
 ভীমার পাছু পাছু জায় জত অহুসর ॥
 সন্দেশ কলা দেখি ভীমা ধরিতে নারে মন
 মুদা ভেঙ্গে ভাল দ্রব্য করিল ভক্ষণ ॥
 অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার । ৫
 আত্র কাঁঠাল খাইল চারি সহস্র ভার ॥
 জাইতে জাইতে পথে খায় হর্ষ হঞা ।
 অর্দ্ধাঅর্দ্ধি খাইয়া হাণ্ডী পুরে বালী দিঞা ॥
 নদনদীতে দেখে জত নিরমল বালী ।
 শুখানা বালীতে সব পুরিলেক পাতিলী ॥ ১০
 শুখানা বালীতে সব পাতিলী পুরিঞা ।
 দশ সহস্র ভার পাছু ভীমা আইল ধাঞা ॥
 নারদ বলেন কেন বাপু বিলম্ব এতক্ষণ ।
 ভীমা বলে মাঠে পাইল্লম ঝড় বরিষণ ॥
 জল বরিষণে আমি বহু দুঃখ পাইল ॥ ১৫
 আমাকে এড়িঞা সব ভারী পালাইল ॥
 তপোবন ভিতরে আমি সান্তাইল্লম দেয়্যা
 সবভাষী পালাইল ভার পেলাইয়্যা ॥
 নারদ বলেন কার্য্য না কর উপেক্ষণ ।
 জাহাতে শিবের কার্য্য হয় সুশোভন ॥ ২০
 নারদের বচনে হেমন্তের নাঞি হেলা ।
 আঙ্গিনাতে টানাইল পাটের ছাঙলা ॥
 চাঁদআ টানাল্য তাথে মুকুতা খেচনী ॥
 আঙ্গিনাতে বান্ধা সব সোণার দত্তাখানি(৭) ॥
 মধ্য ধানে ঝট তার করিল স্থাপন । ২৫
 অধিবাসের দ্রব্য আনা ল্য তখন ॥
 গুরু শক্তি গুরু পাটী অতি পরিপাটী ।
 হাশ কুশ রেসে হেমন্ত লঞা তাম্রবাটী ॥

সঙ্কল্প করিলা হেমন্ত শুভক্ষণ বেলে ।
 বেদধ্বনি করে মুনি জয় জয় রোলে ॥
 ততক্ষণে বাহির হইলা চক্রমুখী ।
 দেবীকে দেখিঞা সব দেব হৈলা সুখী ॥
 হাথে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার । ৫
 গন্ধ দিঞা কৈলা মুনি জয় জয় কার ॥
 মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলেন কত্বাতে ।
 মঙ্গল বিহিত কর্ম্ম সূত্র বান্ধে হাথে ॥
 তবে শঙ্খ পরাইলা অধিক রূপ দেখি ।
 কত্বারে উথিত তবে আইলা সব সখী ॥ ১০
 মঙ্গল দ্রব্য লঞা আইলা সখীগণ মেলি ।
 কত্বার অধিবাস করে দিয়্যা হলহলী ॥
 অধিবাস সঙ্গে হৈল সিদ্ধ সব কাজ ।
 হেমন্তে মেলানি করি চলে মুনিরাজ ॥
 আইহগণে সন্দেশদিতে ভাঙ্গে দ্রব্যশালী ১৫
 পাতিলী ভিতরে দেখে সব বালী ॥
 হাঁড়ীর ভিতরে বালী দেখি সর্বলোকহাসে
 পার্শ্বতীর অধিবাস গাইলা কুস্তিবাসে ॥

রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহানে ।
 দেশে দেশে কুটুম্বকে পাঠাল্য জানান ॥ ২০
 চারিদিগের পর্ব্বতকে দিলা আমন্ত্রণ ।
 আনন্দিত দেবগণ এতিন ভুবন ॥
 আজি জাবে কালি আসিবে না কর বিলম্ব ।
 চারিদিগে ধায়্যা আন সকল কুটুম্ব ॥
 সভাকে জানান দেহ গৃহ ব্যবহার । ২৫
 আমন্ত্রণ পাইলে সূভে করিবেন আশুসার ॥

(১১)

(১২)

উদয় গিরি অস্ত গিরি আইলা দুইজন ।
 নীল গিরি সুরভঙ্গ আইলা নারায়ণ ॥
 অজয় দুঃ পর্কত আইলা কলিঙ্গ কেশরী ।
 কুইদাস পর্দাস মহীদাস গিরি ॥
 বিন্দুমেঘ আইলা আর কৈলাস শিখর । ৫
 শরাসন অঙ্গন আর পর্কত শ্রীধর ॥
 বর্দ্ধমান কুমুদ আইলা গন্ধমাদন ।
 ধ্যামুখ ধ্বি আর মলয় চন্দন ॥
 ত্রিকূট পর্কত আর আইলা হেমকূট ।
 চন্দ্রকূট স্বর্ষাকূট আইলা বজ্রকূট ॥ ১০
 ধবল গিরি গোবর্দ্ধন বরাহ বাসত ।
 বল্লভ শ্রীমন্ত আইলা মৈনাক পর্কত ॥
 দ্বিতুবনে পর্কতের হৈল আশুসার ।
 পর্কত চলিতে হৈল সংসার অন্ধকার ॥
 আইলা পর্কত সব পরম হরিষে । ১৫
 আপন কার্য বুঝি স্মেরু নাহি আটসে ॥
 লড়িলা মৈনকা আর হিমালয়নন্দন ।
 আপনে আনিলা গিঞা স্মেরু করিয়া বতন ॥
 হিমালয়ের চরণে স্মেরু হৈলা নমস্কার ।
 বসিতে আসন দিল করিল পুরস্কার ॥ ২০
 সনোগামী পর্কত মুনির ধরে বেশ ।
 ঘরে ঘরে নগরে কৈল বিচিহ্ন বেশ ॥
 বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্ঘ্য জল ।
 দ্বান জোজন করিঞা সঙ্গে হৈলা স্থশীতল ॥
 নাটগীত দেখি শুনি শরম কুতূহলে । ২৫
 কেহো বেদ পড়ে কেহো পঢ়ে মঙ্গলে ॥
 নানা মঙ্গল নাটগীত হিমালয়ের ঘরে ।
 পুরুষ আনন্দে লোক আপন্য পাসরে ॥

ধ্বিরাজের ঘরে বাদ্য বাজএ বাজন ।
 ওথা মহারাজে আছেন সকল দেবগণ ॥
 গঙ্গা আনিতে গেলা স্রুমন্তের* ঘরে ।
 গঙ্গা রন্ধন করিলে সকলদেব ভোজন করে
 নিঞা যাবে গঙ্গাকে ঘটন করিঞা । ৫
 রন্ধন করিলে গঙ্গাকে এড়িহ আনিঞা ॥
 দেবের বচন আমি করিতে নানি জান ।
 বেলা থাকিতে গঙ্গা আনিহ আমার স্থান ॥
 এতেক শুনিঞা হর বোলন্ত বচন ।
 গঙ্গা রন্ধন করিলে সকলদেবের ভোজন ॥ ১০
 রন্ধন ভোজনের বেলাগেল হইল অন্ধকার ।
 গঙ্গা নিঞা জান হব শুণিঞা অপার ॥
 ক্রোধে স্রুমন্ত বলেন বেলা হৈল অবসান ।
 গঙ্গা নিঞা গেলা হর স্রুমন্তের স্থান ॥
 গঙ্গাকে দেখিঞা স্রুমন্ত রহে লক্ষ্যপমনে ॥ ১৫
 এতক্ষণ বিলম্ব হৈল তোমার কি কারণে ॥
 তোর রূপ দেখিল যত দেবের সমাধ ।
 দেবের রন্ধন হৈতে না বাসসি লাজ ॥
 কেমনে দেবগণের করিলে রন্ধন ।
 তোর রূপ ঘোঁরন দেখিল দেবগণ ॥ ২০
 কেহো তোমার দেখিল ছুই গোটা স্তন ।
 কেহো তোমার দেখিলেক যুগল নয়ন ॥
 অর দিতে গেলা তুমি জার জার পাশ ।
 সেই সব দেবের গেল তোমাকে অভিলাষ ॥
 অপবিজয়রী তোমার কেনে অহিলে স্থান ২৫
 আমার গৌরবে চল নহে করিব অপমান ॥

কোপে মুনি কবিল গঙ্গার বর্জন ।
 হাসিঞা গঙ্গাকে শিরে ধরিল ত্রিলোচন ॥
 মহাদেবের শিরে রহিলা গঙ্গা গোসাইনী ।
 গঙ্গা শিরে ধরিঞা হাসেস্ত শূলপাণি ॥
 সর্কাজে বিভূতি শিরে শোভে গাঙ্গ । ৫
 গলাতে বাসুকিনাগ কপালে শোভে চাঁদ ॥
 কখনো থাকেন গঙ্গা মহাদেবের শিরে ।
 কখনো থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতরে ॥
 স্বর্গ হৈতে গঙ্গা আইলা মর্ত্যলোকে ।
 গঙ্গার মহিমা লোক জানে হুখে শোকে ॥ ১০
 জত তত পাপ লোক করে মহীতলে ।
 সকল পাপ হরে স্নান করিলে গঙ্গাজলে ॥
 মহাদেবের অধিবাস করাইল দেবগণ ।
 ব্রহ্মার বচনে বসিলা দেশনারায়ণ ॥
 প্রাতঃকালে দেবলোকের আমন্ত্রণ করি ॥ ১৫
 স্নান সন্ধ্যা নান্দিমুখ কেল ত্রিপুরাসি ॥
 স্নান করিঞা প্রবেশ করিল রন্ধনশালে ।
 সকল দেবগণ একঠাই ভোজনের বেলে ॥
 গঙ্গার রন্ধন যেন দেব অধিষ্ঠান ।
 মহাসুখে দেবলোক করিল ভোজনপান ॥ ২০
 নানা বাদ্য বাজে রাজবাজন ।
 নানা বেষে নাচেন তথা সকল দেবগণ ॥
 মহাদেবের বেষ করেন আপনি নারায়ণ ।
 মহাসুখে দেবলোক করিল ভোজন ।
 সুরণের মুখুট শিরে রাহেতে কঙ্গ ॥ ২৫
 ললাটে চক্রে শোভে শিরে সুরেশ্বরী ।
 বুঝে চাপিঞা লড়িলা ত্রিপুরারি ॥
 রাজসিংহে রথ বহে রথে চলিলা প্রজাপতি ।

ঐরাবতে চাপিঞা আইলা দেবসুরপতি ॥
 মকরে বরণ চড়ে মহিষে শমন ॥
 ছাগলে অগ্নি চড়েন হরিণে পবন ॥
 গরুড়ে চটিঞা আগনে চলিলা নারায়ণ ।
 জার যে বাহনে চড়ে সকল দেবগণ ॥ ৫
 সন্ন্যাসী তপসী আর তত্ত্বিগাড়ি (?) ॥
 ব্রহ্মচারী নিরাহারী সন্তোষ লড়ি ॥
 সভার আগে যান নারদ কলহ লঞা ।
 সাত ধোকড়ি কন্দলি কাঁথিত করিঞা ॥
 নারদ দেখিঞা হরষিত হৈলা হিমালয় ॥ ১০
 হরিষ বদনে পুছেন তোমার কুশল হয় ॥
 আগু আইলা নারদের কন্দলি ধোকড়ি ।
 মহাদেবের যথা আছে স্বপ্তর শাস্ত্রী ॥
 তোমারি দেখিঞা আমার মনে বড় ব্যথা ।
 সাবধান হৈঞা শুন জামাতার কথা ॥ ১৫
 ঘরে ভাত নাহি তার চালে নাহি খড় ।
 শুইতে শয্যা নাহি পরিতে নাহি কাপড় ॥
 চিতার ভস্ম অমঙ্গল লেগে সর্ব গায় ।
 গলেতে হাড়ের মালা সাপ কৌফার ॥
 তিননয়নে অগ্নিজলে শিরে শোভে গাঙ্গা ২০
 লাস্ত উন্মত্ত বেশ খায় ধূতরা ভাস ॥
 ঘরের নকর নন্দী মহাকাল ভীমা ।
 ঘবে ঘরে বেড়ায় তারা ভাতকে কান্দিয়া ॥
 ঘবে ঘরে মাঙ্গিয়া কেবা আনে তুণ ॥
 রন্ধনের বেলায় সব হয়ে আকুল ॥ ২৫
 জখন বলক রাখিঞা ঘর আইসে ভীমা ।
 অর্দ্ধশুলি তুণ সে জে খাঙ্গ হিমালয় ॥
 এতক গুনিঞা স্বামীকে পাড়ে গালি ॥

(১৫)

(১৬)

কোণে পর্ত্তরাজ মেনকার ধরে চুলি ॥
 সাত পাঁচ দশ বিশ করি মারামারি ।
 কাহাকে কে মারে নারদ দেখ টিটকারি ॥
 নারদ বলেন তোমরা কেনে কর মারামারি
 এ তিন ভুবনে রাজা দেব ত্রিপুরারি ॥ ৫
 কোনজন্য বৃষ্টিতে পারে মহাদেবের কাজ ।
 মহাধনী মহাদেব দেবের সমাক্ষ ॥
 কন্দলি বুড়াঞা নারদ গেলা দেবতার পাশ ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

সমস্ত দেবগণ গেলা হিমালয়ের ঘর । ১০
 বাহির হইলা রাজা দেখিঞা মূনিবর ॥
 বর বেদি রহিলা সকল দেবগণ ।
 সমিতে আসন দিল দিল বসিতে বরণ ॥
 দাঁধি হুয়ু দ্বত গজাজল আগর চন্দন ।
 শুবাক নারিকেল দিল উত্তম বসন ॥ ১৫
 বরের বরণ কৈল বেশা শুভক্ষণে ।
 জয় মঙ্গল বেদ ধ্বনি শুনি চারিপানে ॥
 বর বরিঞা হিমালয় গেলা ঘর ।
 কস্তুর মাতা আইলা উলতিতে বর ॥
 বরের পাশ গেলা মঙ্গল সজ্জা লঞা । ২০
 ভোলে পড়িলা মেনকা বরের রূপ দেখিঞা ।
 পায়ে দধি দিল শিরে ছুঁকা দান ।
 মাথায় নিছিঞা পেগেন শত শত পান ॥
 বরের রূপ দেখিঞা মেনকা পড়িঞা গেলা ভোলে
 নারদ বুড়াইল পরিধান বাঘের ছালে ॥ ২৫
 সূর্য্যদেব বর লাফট সমুখে শান্তভী ।
 অতিক্রম গালায় করিঞা হড়াহড়ি ॥

ছই চক্ষু ঢাকিঞা রাণী হেঁট মাথা করি ।
 নারদ মূনি তবে দিল টিটকারি ॥
 লাজে পালায় শ্বশুর বিরারী বহুয়ারী ।
 হড়াহড়ি করিঞা জায় হাতে করিঞা ব্যারি ॥
 এতক দেখিঞা কোপিলা নারায়ণ । ৫
 ঝাট্ কহা আনহ চাহিল শুভক্ষণ ॥
 বরের বেশ করেন সকল দেবগণ ।
 আপনার মূর্ত্তি ধরেন দেব ত্রিলোচন ॥
 ত্রিভুবন মোহিলেক দেব ত্রিপুরারি ।
 পার্শ্বতীর বেশ করে দেবতার নারী ॥ ১০
 ত্রিভুবন মোহিলেক রূপে বিদ্যাধরী ।
 রূপে ত আলোক কৈলেক সকল অপ্সরী ॥
 বদন জিনিলেক তার পূর্ণচন্দ্র কলা ।
 বাহির হইলা গাফিলী হাথে পুষ্পমালা ॥
 জটাতে নুকাইলা দেবী গঙ্গা গোঁসাইনী ॥ ১৫
 মুকুট উপর শোভে তারি নাগিনী ॥
 ললাটে চন্দ্র শোভে ভঙ্গ্য সর্ব্বগায় ।
 স্বদয়েত ভঙ্গ্য লেপে নাগ ফোঁপায় ॥
 আসে নুকাইলা সাপ নিভাইল আঙুলি ।
 বরের নিকট গেলা আগনে ভবানী ॥ ২০
 শিরে পারিজাত মালা মধুপান করে অলি ।
 বিশ্বকর্মা আনিঞা জোগায় অশোক ডাঁলি ॥
 সপ্ত সাগর আনিয়া যোগাইল পানী ।
 শুভক্ষণে হরগৌরীর হৈল ছামানি ॥
 হৃন্দুভির বাদ্য বাজে নধুর তালু ॥ ২৫
 বেশে অবেশে নাচে ইন্দের নাচনী ॥
 কহা নুকাইল লইঞা অন্ধকার ঘর
 কহা আনিতে হর দাড়াইলা ছায়ে

(১৭)

(১৮)

ডাহিন হাথে পার্শ্বতী করে কঙ্কণ বনবনি । জামাতা লাজ বাসে শ্যামুড়ী দেখিঞা ।
 হাণে ধরি কস্তা আনিল দেব শূলপাণি ॥ একবারে দেহ ভাঁত ব্যঞ্জন আনিঞা ॥
 কস্তা লঞা হর ছায়ামণ্ডপে বসি । সোণার খাল ঘুচাই পরসপাত পাত ।
 চারিদিকে বেড়িল সব দেব ঋষি ॥ পিষ্টক পরমায় আনিঞা তাহাতে দেহ ভাঁজ ॥
 চারিদিকে বসিলা দেব ছাড়িঞা বিমান । দধি দুগ্ধ স্নত দিতে না করিহ হেলা ।
 নানা দান দিঞা ঋষি করিল কস্তাদান ॥ ঘনাবর্ত দুগ্ধ দেহ মর্তমান কলা ॥
 মুনি সব বেদ পঢ়েন জয় মঙ্গল । জল লঞা দুই জনাতে করিল পঞ্চগ্রাসী ।
 গন্ধ পুষ্প কাঞ্চন দিল অর্ঘ্য-চন্দন ॥ হরের নিকট বসিলা দেবরাজ ঋষি ॥
 সম্প্রদান করে ঋষি কস্তা সমর্পণ । ভোজন করেষু দেবরাজ ত্রিপুরারি ।
 সর্বকাল করিহ কস্তার রক্ষণ পোষণ ॥১০॥ হরের সন্নিকটে বসিলা দেবী গৌরী ॥১০॥
 জোড় হাথে বলি শুন সকল দেবগণ । হেঁঠে গোনয় উপরে আলিপনা ।
 আমারকস্তারপালনতোমরা করিবেসর্বক্ষণ ॥ দুই পাশে করিল স্ততার মেলনা ॥
 এ বোল শুনিয়া হাসেন ব্রহ্মা নারায়ণ । কথোক ভোজন করিল দেব ত্রিলোচন ।
 তোমার বিকে বল সজ্জ করিতে পালন । নারদ বলেন ছোঁয়াছি পড়িলা নাকর ভোজন ॥
 কুশণ্ডিকা লাজ-হোম করিল সাবধানে । আলিপনা দেখিঞা ভীমা দিল নখরেণ ॥১৫॥
 নানা দান করেন সব দেবের বিদ্যামানে ॥ স্তভাগাছ দেখাঞা বলে দেখ পরতেথ ॥
 খণ্ডর শ্যামুড়ী সব করিঞা অহমুন । দেবাদেবী ছোঁয়াছি পড়িলা করিল আচমন ।
 নানা প্রকার পাঠাইল শুভা পান ॥ দোহাঁরপাতে বতছিল ভীমা করিল ভোজন ॥
 নানা রঙ্গে দেখে লোক নাচন গীত । আচমন করিঞা দুই জনা হৈলা একস্থান ।
 উত্তরাকাণ্ড গাইল কুন্তিবাস গণ্ডিত ॥২০॥ মহামুখে ভীমা তবে করিল ভোজন ॥২০॥

মহাদেবী বলে রাজা* তুমি অগেয়ান । সমস্ত ভাত খাঞা ভীমা পেটে বুলায় হাথ ।
 কি জামাতা ভোখে মরে করাহ ভোজন পান ॥ হাসিঞা ভীমা বলে আন পিঠা ভাত ॥
 পাদ প্রক্ষালন করে রাজা ভূদ্রারের জলে । রাণীবলেভীম তোমারপেটেলাগিল আগুনি ।
 কি জামাতা লঞা বসিলা দেবগণে ॥ ভীমার পাতে আনিঞা দিল চাডলানী (১)* ॥
 সোণার পিড়িতে বসিলা কি জামাতা লঞা । পোড়াভাত দিল দিল আর খুদ কুঁড়া ॥২৫॥
 পূরে খাটিঞা বলে ঘরের নফর ভীমা ॥২৬॥ কেহ ভীমাকে মারে কাঁটার মুড়া ॥

* 'ভীমের পাতে উড়াডিল হাড়ির কেল্যামি' ।
 গ চিত্রিত পুথির পাঠ ।

(১৯)

(২০)

ভীষ্মার কথা শুনিঞা সভা খণ্ড হাসে ।

উত্তরকাণ্ড গাইল সে পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ।

পুষ্প শয্যা করিল গন্ধে মনোহর ।

সোণার চৌখণ্ডী তাতে নিশ্চাইল বাসর ॥

সোণার খাটে পাড়িল নেতের তুলী ।

আইহুত মেলিঞা দিল মঙ্গল ছলাছলি ॥

চারিদিক রত্নদীপ নারীগণেত শোভিল ।

বরের রূপ ঘোষন মেনকা নেহালিল ॥

সোণার খাটে শয়ন করিল দেব পশুপতি ।

পরম স্তম্বে কোলে করিল পার্শ্বতী । ১০

চারিদিকে বেঢ়িল ঋষির স্নিগ্ধারি বহুমারী ।

মানারসচক্ষ করেন লাজ বাসেন গোঁরী ॥

বিবস্ত্র হঞা হর করিলা শয়ন ।

লাজ পাইল তবে সকল স্ত্রীগণ ॥

সভে লাজে পলাইল স্বতন্ত্র হৈল ঘর । ১৫

নানারসে রাত্রি পোহাইলা হর ॥

নানারসে রাত্রি পোহাইলা ত্রিলোচন ।

রাত্রি পোহাইলে বেঢ়িল সকল স্ত্রীগণ ॥

বিবস্ত্রে দাণ্ডাইলা দেবের দেবরাজ ।

আস্তেবাস্তে পালাইলা গুরুজনা বাসেন লাজ

মান সন্ধ্যা করিল হর প্রত্যাঘ বিহানে । ২১

দেবগণ লঞা হর বসিলা দেআনে ॥

ব্রহ্মা বলেন পৰ্বতরাজ দেহত মেলানি ।

ছায়ামণ্ডপে বসিলা শূলপাণি ॥

নানারসে নানানন্দ দিল ব্যবহার । ২৫

দেবগুণের আগে পৰ্বত মাগেন পরিহার ॥

মড়িলা দেবগণ পরম মানন্দে ।

গোঁরীকে কোলে করিঞা রাজা রাণী কান্দে

বুঝতে চাপিঞা মড়িলা শূলপাণি ।

সিংহে চটিঞা মড়িলা আপনে ভবানী ॥

পরম হরিষে মড়িল সকল দেবগণ । ৫

চটিঞা চটিঞা মড়িলা সভে আপন বাহন ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মড়িলা দেবপুরন্দর ।

দেবরাজে মেলানি করি সভে গেলা ঘর ॥

আপনগণ লঞা হর গেলা আপন পুরী ।

নানারসে গেলা হর আপনার পুরী ॥ ১০

যতক লোক তাকে দিলেত মেলানি ।

ঘরের সেবকভীমা ডাক দিঞা আনি ॥

গোশাশ্রিত বচনে ধাঞা আইল ভীমা ।

ক্ষুধাএ শরীরদহে কিছু খাবার আন গিঞা ॥

গোঁরী লঞা হর করেন ভোজ বিলাস । ১৫

উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

অগস্ত্য বলেন রাম কথ্যেতে দেহ মন ।

তবে স্ত্রে রহিল ঘরে দেবপঞ্চানন ॥

সভাকে বিদায় দিল দেব ত্রিলোচন ।

ঘরে রহিলা তবে দেবপঞ্চানন ॥ ২০

ওথা হেমন্ত ঋষি কহিল কাহিনী ।

বসিলা হেমন্ত ঋষি মেনকা রাণী ॥

হেনবেলে পৰ্বত সব মাগিল মেলানি ।

রহাইতে পৰ্বত অনেক বলিল প্রিয়বাণী ॥

মান সন্ধ্যা করিঞা সভে করহ ভোজন । ২৫

তবে ভোমরা সব যরকে করিহ গমন ॥

মান সন্ধ্যা করিল পৰ্বতসব ভাগীরথীর জলে

এক ঠাই হৈলা সভে ভোজনের বেসে ॥

(২১)

(২২)

সুবর্ণের খালে অন্ন বিস্তর পরিপাটী ।
 সারি দিঞা বসিলা পর্বত তিনকোটি ॥
 মধ্যে বসিলা অমেরু করিতে ভোজন ।
 সজাতে বসিলা অমেরু তাহা দেখিল পবন ॥
 সধৰ্ত্ত আবৰ্ত্ত দ্রোণ মেঘ পুঙ্কর ।
 চারি মেঘ হাঁকারিঞা আনিল পূরন্দর ॥
 আগে পবন মাঝে ইন্দ্র পাছেত বরুণ ।
 অমেরু শৃঙ্গ দেখিঞা করিল ঝড়বর্ষণ ॥
 অমেরু কাঞ্চন শৃঙ্গ শতেক যোজন ।
 শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পেলেন দেবপবন ॥১০
 পর্বতের শৃঙ্গ লঞা ধায় বাতকুমার ।
 কাঞ্চন শৃঙ্গ মাথাএ সাগর হৈলা পার ॥
 অমেরু চড়িলা পর্বত ত্রিকূটের চূড় ।
 দুই পর্বত চূড় সাগরে লক্ষ্য এডে ॥
 বিশ্বকর্মা লঞা গেলা দেবপূরন্দর ॥১৫
 মধ্যে পুরী নির্মাইল চারিদিকেতে সাগর ॥
 সপ্তগোটা পাঁচির তাতে কৈল স্বজর ।
 লোহাতে গড়িল পাঁচির উপরে কাঞ্চন ॥
 শতেক যোজন পরিখাগড় লজ্জিতে নাপারি
 দশ যোজন প্রসর ডরেম (?) চউরী ॥২০
 সুবর্ণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরী ।
 নাটশাল পাঠশাল বিচিত্র চউরী ॥
 খাট পাট নির্মাইল সোণার আওয়ার ।
 সুবর্ণের পুরী নির্মাইল ব্রজার উঠে হাস ॥
 সুবর্ণে বান্ধিল ঘাট দীঘী পোখরী ॥২৫
 রাজার ঘর প্রজার ঘর গড়িল সারি সারি ॥
 বহু করি গড়িল রাজার অন্তঃপুরী ।
 বাহির ভিতর সব কাঞ্চনের পুরী ॥

চিত্রে নির্মাইল ঘর বিহ্নতের ছটা ।
 অন্তঃপুর নির্মাইল দশ সহস্র কোঠা ॥
 সহস্র স্তম্বে নির্মাইল দেঅান চৌতারা ।
 নানা রত্ন লাগে তথি মণি মাণিক্য হীর্য
 ঘরের উপর শোভে সোণার বাহরা ॥
 চারিভিতে লাগে গজমুক্তার কাঁরা ॥
 সুবর্ণের আআতন গড়িল সিংহাসন ।
 চতুর্দোল সিংহাসন জেহু রবির কিরণ ॥
 রত্নে নির্মাইল ঘর করে বালমলি ।
 সোণার নির্মাইল পাখী পাখীআলি* ॥
 সুবর্ণে বান্ধিল গাছের গুড়ি ॥১১
 সোণার নির্মাইল ঘর চৌথস্তী ॥
 সোণার পতাকা উড়ে দেখিতে রূপস ।
 ঘরের উপর শোভে সুবর্ণের কলস ॥
 সোণায় বান্ধিল গাছ পুরিণীর ঘাট ॥১৫
 সোণার নির্মাইল ঘরের কপাট ॥
 সোণাতে নির্মাইল কনক লঙ্কাপুরী ।
 সোণায় স্বজিল জত দীঘী পোখরী ॥
 অদ্বুত পুরীখান দেখিতে সুন্দর ।
 সপ্ত কোটি আছে তাতে ইটার ঘর ॥২০
 নবকোটি কৈল তাতে আশ্রম আলায় ।
 চারিলক্ষ কৈল তাতে পর্বত দুজ্জয় ॥
 হেনমতে নির্মাইল কনক লঙ্কাপুরী ।
 দেব দানব গন্ধর্ব লজ্জিতে না পারি ॥
 সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নির্মাণ ॥২৫
 ইন্দ্রের অমরাবতী জিনি'তার বাখান ॥
 * সুবর্ণে নির্মিত নানা পাখী সারি সারি ।
 গ হি হত পুথির পাঠ ।

(২৩)

(২৪)

পুরী দেখিঞা হরষিত দেবগণ।
 না জানি হেন পুরী পায় কোন জন ॥
 মহাদেবের বরে পুরী পাইল সুকেশ।
 কণোদিন বাস করিল সুকেশের বংশ ॥
 বিষ্ণুর শাপে তেহৌ গেলাত পাতাল।
 তবে লক্ষা পাইল কুবের লোকপাল ॥
 ভলন্ত রাবণ হৈলা বিক্রমে বিশাল।
 কুবের খেদাডিঞা নিলেক ঠাকুরাল ॥
 রাবণ মারিতে আপনে জন্মিলা নারায়ণ।
 রামের প্রসাদে পাইল বিভীষণ ॥১০
 অগস্ত্য বলেন বেলা হৈল অবসান।
 হান সন্ধ্যা কর আর ভোজন গান ॥
 নানা ফলমূল আইল নানা উপহার।
 নানা দ্রব্য আনিঞা করিল পুরস্কার ॥
 রাক্ষসে বানরে করে ভোগ বিলাস।
 সর্বদা পোহাইল হৈল অরুণ প্রকাশ ॥
 হান সন্ধ্যা করিল রাম প্রত্যুষ বিহানে।
 স্তম্ভ করিঞা বসিল রাম মুনির কথা শুনে ॥
 অগস্ত্য মুনি কথা কহেন প্রবন্ধে প্রবন্ধ।
 মুনিবর কথা কহেন সতেই আনন্দ ॥২০
 মুনিবর কথা কহেন শুনে বানরগণ।
 সাবধানে কথা শুনে রাক্ষস বিভীষণ ॥
 বশিষ্ঠ বামদেব শুনে কুলের পুরোহিত।
 ঈশ্বর বেচিঞা বসিলা সকল পাত্র মিত্র ॥
 অপূৰ্ণ প্রস্তাব কথা কহেন মুনিবর ॥২৫
 আনন্দিত মনে শুনে রাক্ষস বানর ॥
 কুতীরাস পণ্ডিত রাজ পুঞ্জিত।
 সঙ্গপাশ হরে শুনিলে রামের চরিত ॥

ভোজনে বসিলা সুমেরু হিমালয়ের ঘরে।
 ধাঞা বাক্তি জানাইল সুমেরুর অচুচরে ॥
 বসিঞা আছ রাজা তুমি কিছু নাহি জান।
 তোমার কাঞ্চনশূঙ্গ নিল দেব পবন ॥
 চরের মুখে সুমেরু দারুণ বাক্তি পাঞা।
 হাথে গণ্ডি সুমেরু আইলা ধাইঞা* ॥
 হিমালয় কহেন কোথাছাহ অবোধ শেখর।
 লেউটিলা পর্বতরাজ দেখিঞা সাগর ॥
 আক্ষমা করেন সুমেরু আপনাকে নিলেক।
 সুমেরু আক্ষমা দেখি সকল পর্বত কান্দে ॥
 তবে পর্বত গেলা মহাদেবের স্থান ॥১১
 দেবরাজ স্থানে কহেন আপন অপমান ॥
 সুমেরু সন্তোষিঞা বলেন দেব ত্রিলোচন।
 এড়াইতে নারি শুভু দৈব নির্বন্ধন ॥
 কোনজনা বুঝিতে পারে ব্রহ্মার কাজ ॥১৫
 বচন শুন ঘর তুমি জাহ গিরিরাজ ॥
 এতেক বচন ভবে বলিল শূলপাণি।
 বিরস বদনে সুমেরু গেলাত আপনি ॥
 মনে মনে গুণেন পর্বত আপনার গতি।
 নিরপেক্ষ বচন বলিল দেব পশুপতি ॥২০
 দেবের বচন শুনিঞা সুমেরু শেখর।
 অপমান পাঞা পর্বত গেলা আপন ঘর ॥
 মনঃপ্রবেশে ঘনে ঘনে ছাড়ে নিশ্বাস।
 কান্দিঞা রাত্রি পোহাইল নিতাইপবাস ॥

* 'হাথে গণ্ডিবাণ করি চলিলা আইয়া'।
 গ পুথির পাঠ।

† 'আক্ষেপ' গ পুথির পাঠ।

(২৫)

সকল ইন্দ্র নিল নাহিক পরিচ্ছদ ।
 হুমেরু বলেন ইহার নাহিক আপদ ॥
 হুমেরু সম্ভাষিতে আইলা সকল দেবগণ ।
 হাথ প্রসারিঞা নারদ দিল আলিঙ্গন ॥
 নারদ কোলে করি হুমেরু জুড়িল ক্রন্দন ।
 প্রবোধ বচন বলেন নারদ তপোধন ॥৬
 না কান্দ না কান্দ তুমি হুমেরু শেখর ।
 হুমেরুর কান্দনাতে কান্দেন মুনিবর ॥
 প্রবোধ বচন বলেন হুমেরু বিদ্যমান ।
 শোক সম্ভাপ ছাড় করহ ভোজন পান ॥
 পর্বতরাজ হৈঞা কেনে কর আপন

অপমান ১১

এক এক পর্বত তোমার সহস্র বোজন ॥
 পর্বত থাকিতে চিন্তা করহ কি কারণ ।
 তোমার প্রসাদে হৈল লঙ্কার সৃজন ॥
 ক্রন্দন রাখিল নারদ করিয়া যতন ॥৫
 মান সম্ভা করাইল করাইল ভোজন ॥
 চতুর্দিকের পর্বতকে পাঠাইল নিমন্ত্রণ ।
 পাত্র মিত্র বন্ধু বান্ধব সকল পরিজন ॥
 তাঁহা সভাকে বলিহ আসিতে এখন ।
 আমার কার্যে সভে করহ বতন ॥২০
 দিগে দিগে দূত সব গেলাত ধাইঞা ।
 নানা দিগের পর্বত সকল আইল

এক হঞা ॥

ঘরে ঘরে পরিবার সকল নিযোজিঞা ।
 লড়িলা পর্বত সকল রাজ আক্স পাঞা ॥
 নাক্সা দরিঞা চলিলা হুমেরু সম্ভাষণ ॥২৫
 মনোগামি পর্বতরাজের অলঙ্ঘ্য বচনে ॥

(২৬)

চলিলা পর্বত পশ্চিম পূর্ব উত্তর দক্ষিণে,
 সভাকে দেখিঞা হুমেরু হরষিত মনে ॥
 অগস্ত্যের কথা শুনি হাসেস্ত শ্রীরাম ।
 সভাথণ্ডে শুনিল পর্বতের গুণগ্রাম ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তোমাতে গোচর ।
 তোমার কথা শুনিলে মোর হরষ অন্তর ॥
 কোটা কোটা পর্বত আছিল দেশে দেশে
 সকল পর্বত আইলা হুমেরু সম্ভাষে ॥
 অগস্ত্য মুনি বন্দিঞা গাইল কুস্তি বাস ।
 শুনিলে মধুর গীত পাপের বিনাশ ॥১০

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র শুনহ বচন ।
 সকল পর্বত আইল হুমেরু সম্ভাষণ ॥
 ব্রহ্মদাস ধর্মদাস গৌনকদাস ।
 বসুদাস বিষ্ণু আর পরীকিত দাস ॥
 অর্কদ শিখর দাস সুভাল প্রভাস ॥৫
 ঐন্দ্রদাস বাসব দাস আর কৈলাস ॥
 কৈলাস সিংহ আইলা সিদ্ধ গিরি রাজ ।
 শ্রীবৎস পশুরাজ সপ্তকীর্ষি রাজ ॥
 অধ্বজ আসন গিরি আর বজুরাজ ।
 সিন্ধুবিন্দ ইন্দ্র চন্দ্র গিরি রাজ ॥২০
 বিশ্বস্তর কুঞ্জর গুজ্জর গিরি রাজ ।
 পদ্ম মহাপদ্ম সুরেন্দ্র মহারাজ ॥
 স্বরগিরি বিশ্বগিরি বিশ্বগিরির সমাধ ।

* * * * *

উদর গিরি রাজ গিরি আর চন্দ্র গিরি ২৫
 কাঞ্চন গিরি নীল গিরি বিশ্বাম্ভ
 অজ গিরি ॥

(২৭)

(২৮)

ত্রিপুর কনকচূড় ভঙ্গুর গোআরি ।
 বিনোদ কামোদ গিরি কায় অমরি ॥
 কুমারি কেশ গিরি বেহারি নিরাহারি ।
 কুমারী সিঙ্গারী আর গৌরী গিরি ॥
 নীলকণ্ঠ সিতকণ্ঠ ক্রৌঞ্চ কাঞ্চন ।
 বিদ্যুত দীপ্ত আর সমুদ কাঞ্চন ॥
 শরাসন বরণ সুবন্দ সুদর্শন ।
 হেম দ্রোণ পবন আইল গন্ধমাদন ॥
 বঙ্গনাভি স্বর্ণগুণ স্বর্ণঙ্গ মোরঙ্গ ।
 কামতাজ মিত্রজানি বড়ই আতঙ্ক ॥ ১০ ॥
 স্তম্ভধর শ্রীধর আর শ্রীগদাধর ।
 সূন্দর সুবল সরাজ মহেশ্বর ॥
 কালস্বর কলাবন আর চলাচল ।
 বুলাচল সূর্যনাদ কুশল মঙ্গল ॥
 রাজমণ্ডল মেঘমণ্ডল চক্রমণ্ডল ॥ ১৫ ॥
 হলিহল কুলাচল সুরঙ্গ আটল ॥
 ধরামুড়ি বড়ামুড়ি আর গিরিবর ।
 চিত্রকূট জটাজুট মোরঙ্গ কেদার ॥
 লোহাবর বীরবর কলিঙ্গ স্রধাকর ।
 কামেশ্বর কলাবন মহেন্দ্র শিখর ॥ ২০ ॥
 আদরস খেদারস আর সর্কেশ্বর ।
 তুরঙ্গ সুরঙ্গ খুবঙ্গ মথুরা বর ॥
 চক্রবাক বিধিবান মাগ্যবান চক্রবান ।
 সত্যবান শৃঙ্গবান আর বজ্রবান ॥
 নারৈঙ্গন গোবর্দ্ধন বজ্ররাজ ফেত্র ॥ ২৫ ॥
 মৈন্যাক জয়চাকর বরাহ স্তম্ভিত্র ॥
 সাতাবি আতালি গড় কামাক লড়া ।
 অলকা তিলকা জোহা হুহড়া বিহড়া ॥

নাটুভাঙ্গা তেহড়া বতড়া গরুড়া ।
 নীলা নানা বামানী উভড়া গিরি ষড়া ॥
 জয়মুখ নামে পর্বত গুণিবীর মুড়া ।
 সুরা খুরা এক ধারা নামে পদধাড়া ॥
 সাহড়িয়া সগাড়িয়া আমড়া আগড়া ॥
 বলহরা নাটামুণ্ডা নহ বিরটন ॥
 মহানাদ মেঘনাদ সুরঙ্গ ভঙ্গরাজ ।
 সুরাজ মহারাজ নিরাজ আর অধিরাজ ॥
 হিমালয় মহালয় কার্তিক রাজ গিরি ।
 এক অশ্বত পর্বত আইল কতেক
 লেখা করি ॥*১০

আইল পর্বত সব সুরমের আশ্রমে + ।
 আইলা পর্বত সব পরিঞা মুনি বেশে ॥
 সুরমের সন্তানে আইলা পর্বত কোটা কোটা
 একমেলি তঞা আইলা পর্বত গোটা গোটা
 উর্দ্ধমুখ করিঞা পর্বত দ্বিভ উড়ে ॥ ১৫ ॥
 কাহার অব্যাহতি নাহি যথা গিঞা পড়ে
 উড়িঞা আইলা পর্বত সারিঞা ছুইগাথা ।
 জাহা চাপিঞা পড়ে তার নাই রক্ষা ॥

* অন্য কোন পুথিতে পর্বতগণের নামো-
 লেখ নাই হুতরাং আমরা এই নামাবলী
 সংশোধনে বিরত রহিলাম । য চিহ্নিত
 পুথিতে এইরূপ পাঠ আছে—

'কত নাম লইব পর্বত কোটা কোটা ।
 একত্র হইয়া সভে আইল তিন কোটা ॥
 উর্দ্ধমুখে পাখা দাঙ্গি পর্বত সব উড়ে ।
 সে দেশের নিস্তারনাই যে দেশতে পড়ে ।
 ঠাই ঠাই রহিব সব পর্বত শিখা ॥
 মুনি বেশ ধরি গেলা সুরমের বর ॥
 + 'আগড়ানে' এই পাঠ সঙ্গত ।

হাই হাই রহিল পর্বত শেখর ।
 মুনির বেশ ধরিঞা গেলা স্মরকের ঘর ॥
 দুরে থাকিয়া পর্বত নব স্মরক চরণবন্দে ।
 হেট মাথা করিঞা পর্বত রাজ কান্দে ॥
 পর্বত সব বলে রাজা সখর ক্রন্দন ।
 আমরা সব সাধিব তোমার প্রয়োজন ॥
 সাগর পরিখা হইল লঙ্কার পটন ।
 ব্রহ্মার বরে পুরীখান করিল স্বজন ॥
 রাজা বলেন নিমন্ত্রণে গেলাহেঁ হিমা-
 লয়ের ঘর ।

আমার অবস্থা করেন পবন পুরন্দর ॥১০
 আমার শূঙ্গ ভাঙ্গিঞা নিলেক পবন ।
 কাঞ্চনের শূঙ্গ ভাঙ্গিঞা নিল শতেক
 যোজন ॥

চারিদিকে সাগর দেখ্য লঙ্কার স্বজন ।
 ব্রহ্মার বরে পুরী নজিবে না পাণ্ডে
 কোন জন ॥

যদি নিমন্ত্রণে না যাই হিমালয়ের ঘর । ১৫
 খেঁজল করিতাহেঁ পবন পুরন্দর ॥
 শূঙ্গ ঘর দেখিঞা শূঙ্গ ভাঙ্গিল পবন ।
 তোমার সভা আনাইল ইহার কারণ ॥
 তবে সব পর্বতে করিল অঙ্গীকার ।
 লঙ্কা চাপিঞা ধড়ি ব করিব চুরমার ॥২০
 আশুভঙ্গ করিব তবে ভরিব সাগর ।
 তবে চাপিঞা পড়িব লঙ্কার উপর ॥
 মুনির বেশ ধরিঞা রহিলা স্থানে স্থানে ।
 কল মূল দিল রাজা সকল পর্বতগণে ॥

বিস্তর সজ দিল আতিথ্য ব্যবহারে ।
 কোন কোন পর্বত করিল ফলাহারে ॥
 জ্ঞান সন্ধ্যা করিল পর্বত প্রত্যাঘ বিহানে ॥
 সকল পর্বত মেলি বসিলা দেআনে ॥
 দেআন করি বসিলা রাজা স্মরক শিখর ।
 সভাখণ্ডে বলে রাজা বিনয় বিস্তর ॥৩
 সভে ক্রিয়াদয়া করিলে হয় আমার উদ্ধার ।
 নানা দ্রব্যে তাহা সভায় করিল পুরস্কার ॥
 কুন্তিবাস পাঞা দিন উত্তর কাণ্ডে সার ।
 ভক্তিভেজে জন শুনে তার রাম করেন
 নিস্তার ॥১০

শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বিবরণ করিঞা ।
 কিকরিল পর্বত সব রাজার আজ্ঞা পাঞা ।
 অগস্ত্য বলেন শুন আমার উত্তর ।
 ত্রিভুবনের স্রত কথা তোমাতে গোচর ॥
 সকল পর্বতের জানিঞা সারা ভারি ১৫
 এতেক জানিঞা নারদ গেলা স্বর্গপুরী ॥
 তোমার পুরী নাশ কৈল না জান কারণ
 ভাঙ্গিয়া স্মরক গিরি কৈলেন কোন
 প্রয়োজন ॥

শুনহ বাউ রাজা আমার বচন ।
 যত্নরে চিত্তহ আপনার রক্ষণ ॥২০
 এবে পুরী নাশ কইলে কাহারো নাহি রক্ষা
 সকল পর্বত একত্র হৈল কতেক করিব
 লেখা ॥

অমুমানে জানিল লঙ্কার নাহিক রক্ষণ ।
 ব্যর্থ পুরী নিশ্চাইল ব্রহ্মা শুনহ বচন ॥

উত্তরাকাণ্ড ।] ইন্দ্রসহ নারদের ব্রহ্মলোকে আগমন ।

নিদ্রা তেজি ছই ভাই মুখে দিল পানি ।
 হৈন কালে গেল তথা সব বৃদ্ধ মুনি ॥
 চারি দিগে বসিলা সকল মুনিগণ ।
 তাহাদের মধ্যে বৈসে ভাই ছই জন ॥
 যুক্তি হেতু বৈসে ছই কুমারের পাশে ।
 ছজনারে বুঝান মুনি অশেষ বিশেষে ॥
 শ্রীরামের রাজ্যে বসি রাম মোর রাজা ।
 নানা মতে রাম করে সভাকার পূজা ॥
 সূর্য্য সম তেজে রাম মহা ধনুধর ।
 জার তেজে বন্দি হৈল অলঙ্ঘ্য সাগর ॥১০
 বালিরাজা মালা রাম না করিল রণ ।
 রাক্ষস চউদ্র সহস্র খর দূষণ ॥
 মায়ায় মারীচ মালা দেবতার বরে ।
 ত্রিভুবন দুর্জয় মারিল লঙ্কেশ্বরে ॥
 কুম্ভকর্ণ মকরাঙ্ক শ্রীলাম সংহারি ।
 লঙ্কণ মারিল ইন্দ্রজিত দেব-অরি ॥
 মৈল দশরথ দিল রায়ে দরসন ।
 রামের প্রসাদে জিল মরা কপিগণ ॥
 পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ ত্যজে ।
 চৌদ্দবৎসর বনবাস মুনি সব পূজে ॥২০
 দেশে আসি শ্রীরাম মুনির করে পূজা ।
 পদতলে খাটে স্নানের উনকুটী রাজা ॥
 বিষ্ণু অবতার রাম লোকে হিতকারী ।
 তেজিল লোকের বোলে সীতা হেন নারী ॥
 সীতা হেন স্ত্রীকে দিলেন বনবাস ।
 হেন রাম লজ্জিলে মুনির সর্কনাশ ॥
 বিনয় বলেন মুনি হাত কুরি জোড়া ।
 সর্কনৈশ ছাড় রামের আর যজ্ঞ বোড়া ॥

রামের তেজে বিভীষণ পাল্য মন্দোদরী ।
 রাজপাট পাইল কনক লঙ্কাপুরী ॥
 মুনির গোরব রাখ তেজহ সংগ্রাম ।
 যজ্ঞ বোড়া সৈন্ত দিয়া তৌবহ শ্রীরাম ॥
 আমাদের না করিহ বচন লঙ্ঘন ।
 নহে বা মেলানি দেহ ছাড়ি তপোবন ॥
 সত্যবাদী রামচন্দ্র মুনির ছল্ল ভ ।
 গুণবান ধর্ম্মশীল সংসারে বল্লভ ॥
 বসিয়া রামের রাজ্যে রাম সনে বাদ ।
 ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদার বদন্তের সাধ ॥১০
 আপন মহত্ত্ব লোক রাখএ আপনি ।
 স্নেহে থাক দৌহে মোরা মাগিব মেলানি ॥
 এত সব মুনিগণ কহিলেন কথা ।
 স্ননি লব কুশ দৌহে হেট কৈল মাথা ॥
 তপোবনে বসি হইলুঁ তোমার কুর্পূর ।
 তোমাদের হেথা হইতে জাব অন্তর ॥
 মায়ের সনে আগে গিয়া করি অনুমান ।
 তোমাদের পুরী থাকি জাব অন্তহান ॥
 এতবলি গেলা ছই সীতার কোণ্ডর ।
 তপোবন ছাড়িয়া মায়ের গেলা ঘর ॥২০
 মুনির বচনে ছই ভাই কোপে জলে ।
 কোপ মুখ হইয়া উঠিলা সভাতলে ॥
 এতেক রহস্য কথা সীতা নাহি শুনে ।
 ছই ভাই প্রণমিল মায়ের চরণে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত কবিত্তে বিচক্ষণ ।
 শ্লোক ভাঙ্গি রচিল উত্তর রামায়ণ ॥

(৩৩)

|

(৩৪)

সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গি এগা নিলেক পবন ।
 নদ্য শৃঙ্গ ভাঙ্গিল তার শতেক যোজন ॥
 সেই কাঞ্চন শৃঙ্গে লঙ্কার নির্মাণ ।
 নাগরের মাঝে পুরী হইল নির্মাণ ॥*
 কাহার তরে করিলে পুরী কৈলে কোন
 কাঙ্ক্ষ ৷৫
 এবে পুরী নাশ গেল শুন দেবরাজ ॥
 তোমা হৈতে সুমেরু পাইল অপমান ।
 সংসারের সার হৈল উত্তম স্থান ॥
 রাজমণ্ডল পর্কত পবনের বাস ।
 আগু তাহা ভাঙ্গি এগা করিব বিনাশ ॥১০
 তবে ভাঙ্গিবেক বরুণের মেঘমণ্ডপ গিরি ।
 তাহার অন্তরে ভাঙ্গিবেক অমরাবতীপুরী ॥
 আমার বসতি তোমার স্বাতব্য ।
 উত্তম লোক তাহাতে আছি এ অবশ্য ॥
 তোমার নগর চাপি এগা করিল বসতি ৷১৫
 ব্রহ্মার পুরীর তরে করিবেক বিতণ্ডি ॥
 সকল স্বর্গবাসীর তবে করিবেক দুর্গতি ।
 দেবতা নহিলে তুমি কিসের সুরপতি ॥
 তুমি আমি চল জাব ব্রহ্মার স্থান ।
 এ সব কহ গি এগা ব্রহ্মার বিদ্যমান ॥২০
 ইন্দ্রে নারদে দৌহে করিল যুগতি ।
 ব্রহ্মার ঠাই হুঁহে গেলা শীঘ্রগতি ॥
 ব্রহ্মার ঠাই দৌহে প্রণাম করে ।
 ছুইজনা দেখি এগা ব্রহ্মা হরিষ অন্তরে ॥
 ছুইজনা দেখি এগা ব্রহ্মার হরষিত মন ৷২৫
 বসিতে আসন দিল কহ প্রয়োজন ॥

* নাগরের মাঝে নির্মাণ হৈল পুরীখান ।"
 ইহাই সঙ্গত পাঠ ।

পৃথিবী রাখিতে ছুই করিলা আগমন ।
 নারদের বচনে হাসে দেব নারায়ণ ॥
 আছিল সুমেরু সভার হিতকারী ।
 সুমেরুর বিনাশে পতন হৈল লঙ্কাপুরী ॥
 তিনকোটি পঞ্চলক্ষ পঁচইশ সহস্র শিখর ৷৫
 পর্কত চাপি এগা নাশ হইবেক পুরন্দর ॥
 পর্কত চাপিলে তবে কোন্ মতে তরি ।

* * *

আপনি আপনার সৃষ্টি রক্ষা কর ।
 সুমেরুর বিচার দেখি এগা বড় লাগে ডর ॥১০
 পবনের ঝড়া বরুণের বরিষণ ।
 পর্কত চাপিলে হব লোকের মরণ ॥
 কেনে দেবরাজে গোসাঞি দিলেক আরতি ।
 এবে নাশ গেল গোসাঞি লোকের বসতি ॥
 সুমেরুর প্রবোধ করাহ দেবগণ ৷১৫
 সৃষ্টি রক্ষা পাউক বলেন নারায়ণ ॥
 এতেক বোল বলেন বিষ্ণু ব্রহ্মার বিদ্যমান ।
 দেবগণের মাঝে কিছু বলেস্ত দৈশান ॥
 জদি শক্তি করিতে পারহ পুরন্দর ।
 এবার এড়াব দুঃখ কাহাকেহা নাহি ডর ॥
 মহাদেবের বরে সকল দেব হরষিত ৷২০
 উত্তরাকাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

অগস্ত্য বলেন অপূর্ব কথা শুনহ শ্রীরাম ।
 চলিলাতো দেবরাজ করিতে সংগ্রাম ॥২৪

* লিপিকর প্রমাদবশতঃ এই স্থলের কয়েক
 পংক্তি ছাড় হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় । সং

(৩৫)

(৩৬)

ব্রহ্মা বলেন অজিল সকল আমার পুরী ।
 দৈবে বিপরীত করে কি করিতে পারি ॥
 অজিল সকল পুরী অনেক শক্তিতে ।
 সকল পুরী নাশ আমার করিল পৰ্বতে ॥
 বারেক ইন্দ্র তুমি যদি কর রক্ষা ।
 হাতে বজ্র করিঞা পৰ্ব্বতের কাট পাখা ॥
 স্মেরুর ঘরে সব আছেন নানা বেষে ।
 সব এক হইলা কেহ নাহি দেশে ॥
 ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র করিল অঙ্গীকার ।
 সকল দেবগণে করেস্ত আশুসার ॥১০
 ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পবন ।
 অষ্টলোকপাল লড়িল সকল দেবগণ ॥
 মাতলি রথ সাজে চঢ়েন পুরন্দর ।
 আবর্ত সামন্ত আর দ্রোণ পুঙ্কর ॥
 ইন্দের বোল শুনি বলেন নারদ মুনিবর ।
 পৰ্ব্বতের আগে বৈসে গন্ধৰ্ব্ব কিন্নর ॥
 হাথে অস্ত্র করিঞা জ্ঞাএ গন্ধৰ্ব্বগণ ।
 যুদ্ধ করিতে সব হৈলা একমন ॥
 উড়িঞা পৰ্ব্বত চাপিঞা চাপিঞা পড়ে ।
 ঠাঞি প্রাণ ছাড়ে কেহ কাণ নাহি নাড়ে ।
 আকর্ণ পুরিঞা বাণ এড়েন পুরন্দর ।
 রণে ভঙ্গ দিঞা পালাঅ গন্ধৰ্ব্ব কিন্নর ॥
 অসুর না রহে ডরে পালাঅ দানব ।
 সাহস করিঞা রণে প্রবেশে গন্ধৰ্ব্ব ॥
 তাহা দেখিঞা অসুরগণ সামাইল রণে ।
 অসুর দেখিঞা পালাঅ দেবগণে ॥
 উৰ্দ্ধমুখ করিঞা পৰ্ব্বত উড়ে গগনে ।
 পৰ্ব্বতের চাপ দেখিঞা পালাঅ দেবগণে ॥

ইন্দ্র দেখিঞা রহিলা সকল দেবগণ ।
 যম কুবের বহিলা বরুণ পবন ॥
 প্রাথমে পাখা কাটা গেল পড়িলা মহেন্দ্রশিখর
 সাধু সাধু করিঞা বাখানেন দেব পুরন্দর ॥
 বাণ বর্ষে ইন্দ্ররাজ অতি অদ্ভুত ।
 কাটা গেল পাখা পৰ্ব্বত পড়িল বিছ্যত ॥
 পাখা কাটা গেল পড়িল কিলিঙ্গ কেশরী ।
 সাগরের মাঝে রহিলা পৰ্ব্বত বিদ্যাগিরি ॥*
 কোপে পাখা কাটিয়া পেলায় পুরন্দর ।
 সাগরের কূলে পড়িল চন্দ্রশেখর ॥১০
 তপোবনের ভিতর পড়িল পৰ্ব্বত মাল্যবান†
 সহস্র যোজন যুড়িঞা পড়িলা গন্ধমাদন ॥
 গোকুল চাপিঞা পড়িলা গোবর্দ্ধন ।
 চন্দ্রগিরি রাজগিরি স্মেরু স্বদর্শন ॥
 বিন্দ পৰ্ব্বত পড়িল কুমুদ অঞ্জন ।
 ১৬

* * *

উদয়গিরি অস্তগিরি হেমগিরি কৃষ্ণগিরি ।
 পাখা কাটা গেল সভার লড়িতে না পারি ॥
 জতেক পৰ্ব্বতগণ বৈসে কোশে কোশে ।
 তাহা সভার পাখা কাটিঞা ইন্দ্র বেড়ায়
 বোম্বে ॥২০

* 'সাগরের উত্তর পড়িল বিদ্যাগিরি ।'
 গ চিহ্নিত পৃথক পাঠ ।

† 'পশ্চিমে পড়িল' গ, পৃথক পাঠ ।

‡ 'সুসেনের দেশেতে পড়িল স্বর্ধ্বমুখ ।

ঐহটদেশ চাপি পড়িল ঐমান ॥

ঋষির আশ্রমে পড়ে ঋষ্যমুখ পৰ্ব্বত
 যক্ষ পুরে দক্ষিণে পড়িল মরকত ।'

অস্ত পৃথক পাঠ ।

(৩৭)

(৩৮)

স্বমেক ছাড়িঞা পৰ্বত পালায় দেশে দেশে ।
 তথা জাঞা পাখা ইন্দ্র কাটএ হরিষে ॥
 প্রাণ লঞা পৰ্বত সব পালায় পবন বেগে ।
 তের কোটা পৰ্বত রহিলা চারিদিকে ॥
 তিনকোটা পৰ্বতের ইন্দ্র কাটিল পাখা ।
 সবোমাত্র চারি পৰ্বতের পাখ গেল রক্ষা ॥
 হিমালয় পৰ্বত আর স্বমেক কৈলাস ।
 বিষ্ণুদাস কৃষ্ণদাস ব্রহ্মদাস রোহিদাস ॥
 নীলাচল সুচল সোমনাথ ।
 বেহারি কেদারি রহিলা নিপাত্র ॥১০
 ত্রাসে পালায় মৈনাক হিমালয় নন্দন* ।
 পালাইতে পথে হৈল পবন সনে দরশন ॥
 পবন কহেন ঝাটপালাহ আগায় করিঞা ভর
 পাছখেদা করিঞা তেঁমাকেআইসে পুরন্দর
 হুই ভাইকের পবন হৈঞা গেল সখা ॥১৫
 জে যথা পালায় ইন্দ্র তাহার কাটে পাখা ॥
 সমুখ হৈঞা রহে পবন দাক্ষণ বড়ি ।
 হুই ভাই পৰ্বত পালায় দিঞা লড় ॥
 জলগিরি পৰ্বত সমুদ্রে পড়িলা জয়ঢাক ।
 মহোদধি মধ্যে পড়িলা মৈনাক ॥২০
 †পর হইতে হুই ভাইর পাখা গেল রাখ ।
 সাগরে পবনে হৈতে পাখা গেল রাখ ॥
 দিগ বিদিগ নাহি পৰ্বত শিখরে ।
 সকল পৰ্বতের পাখা কাটে পুরন্দরে ॥২৪

* “মৈনাক জয় ঢাক হিমালয় নন্দন ॥”

† “পবন হৈতে হুই ভাইর রক্ষা হৈল পাখা ।

সাগরে রহিল হুই মৈনাক জয় ঢাক ॥”

গ চিহ্নিত পুঁথির পাঠ ।

পৰ্বতগণ পড়িল রহিল স্থানে স্থানে ।
 পরাজয় পাঞা সব পালাইল অপমানে ॥
 রণজয় করিঞা লড়িল দেবগণ ।
 সকল দেবগণ বন্দন ব্রহ্মার চরণ ॥
 পৰ্বতের আগে বৈসে জত মুনি ॥৫
 সকল মুনি মেলি ইন্দ্রকে দিল শাপবাণী ॥
 মেঘনাদ নামে হইব রাবণ কুমার ।
 তার ঠাঞি অপমান পাইবে পুরন্দর ॥
 মহাপুরুষ হইবেক রাবণ তনয় ।
 তার ঠাঞি ইন্দ্র তুমি পাবে পরাজয় ॥১০
 অযোনিমন্তবা কথা কুলে পতিব্রতা ।
 অহল্যা তাহার নাম ব্রহ্মার ছহিতা ॥
 গুহর পত্নী হরিবে তুমি শাপ দিব মুনি ।
 তাহার শাপে তোমার গাএ হব সহস্রযোনি
 মুনিগণ শাপ দিল কভু নহে আন ॥১৫
 তে কারণে ইন্দ্রজিতের ঠাঞি পাইল অপমান
 মুনির শাপে ইন্দ্র হইলা নিহল ।
 তে কারণে ইন্দ্রের নহিল কুশল ॥
 মুনির কথা শুনিঞা সভাখণ্ড হাসে ।
 উত্তরাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥২০

অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম শুনহ বচন ।
 রাক্ষস বুভাস্ত্র কহি ইহাতে কর মন ॥
 পৌলস্ত্য মহামুনি ব্রহ্মারনন্দন ।
 মহামতি মহোদর মহা তপোমন ॥
 তপ করিতে গেলা তেহৌ স্বমেক গিরি ॥২৫
 কেলি করিতে আইসে তথা অনেক* সুন্দরী
 প্রায় সর্বত্রই ‘অনেক’ পাঠ দৃষ্ট হয় ।

(৩৯)

(৪০)

দেবকন্ঠা নাগকন্ঠা গন্ধবী অম্বর ।
 সকল কন্ঠা কেলি করিতে তৎপর ॥
 হাসন্তি নাচন্তি গায়ন্তি স্তব্ধে স্বদূরে* ।
 কোপে মুনি শাপ দিল সকল কন্ঠারে ॥
 কন্ঠা হঞা জেট জন আগিবে এখানে ।
 বিনি পুরুষে গর্ভ হইবে পাটবেক অপমানে ।
 অবস্থিত কন্ঠা তার নাম কলাবতী ।
 মুনি শাপ দিলা কন্ঠা হৈলা গর্ভবতী ॥
 অম্বর + হৈল কন্ঠা পরম রূপধরে ।
 মুনি শাপ দিল কন্ঠার স্তনে ছন্ধ বারে ॥১০
 মুনির শাপে কন্ঠা পাইল অপমানে ।
 বাপ মোর তৃণবিন্দু কিছু নাহি জানে ॥
 অপমান পাঞা কন্ঠা রহিলা তপোবনে ।
 একেশ্বরী আছে কন্ঠা সেই তপোবনে ॥
 স্তনে ছন্ধ দেখিঞা স্তব্ধে গেল ঘর ॥১৫
 গর্ভবতী কন্ঠা দেখি বাপ মাএ ডর ॥
 তৃণবিন্দু দেখি গেল আপন আশ্রম ।
 তোমার † কন্ঠা মোর পাইল অপমান ॥
 আপনি বিভা করহ কন্ঠা আমি করি দান ।
 তবে সে বুচে মোহার অপমান ॥ ২০
 ব্রহ্মার নন্দন পৌলস্ত্য মহামুনি ।
 কলাবতী বিভা করিল পরম কামিনী ॥
 বিভা করিঞা তুষ্ট হৈলা কন্যার গুণে ।
 বরদানে তুষ্ট করিলা কন্যা ততক্ষণে ॥
 মোর বীৰ্য্যে প্রসবিলে উত্তম কুমার ॥২৫
 পিতৃ মাতৃ কুলে কীর্তি বিচারি বিস্তর ॥

বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র প্রসবিল সুন্দরী ।
 তপে মহাতপা তেঁহ মহাশুণ ধারী ॥
 তপ কৈল বিশ্বশ্রবা চৌদ্দ সহস্র বৎসর ।
 জল পবন আহার কৈল উপবাসে ভর ॥
 ব্রহ্মা বলেন পৌলস্ত্য শুন আমার বচন ॥৫
 ভরদ্বাজ নামে মুনি মহা তপোদন ॥
 তাহার কন্ঠা আছে ধরে সর্ব সুলক্ষণ ।
 বিশ্বশ্রবার তরে তাহার করহ বচন ॥
 বাপের বচনে তপোবন গেল মুনি রাজা ।
 পাদ্যঅর্ঘ্য দিঞা প্রণাম করিল
 ভরদ্বাজ ॥১০

দেবতার পুত্র তুমি ব্রহ্মার নন্দন ।
 আমার ঠাই আইলা কহ কোন প্রয়োজন
 পৌলস্ত্য বলেন জেঁমার কন্যা আছে
 গুণবানে ।
 আমার পুত্রকে তুমি কন্যা দেহ দানে ॥
 ভরদ্বাজ ইনি কহেন তুমি পরম পিতা ॥১৫
 তোমার পুত্রকে দিব আপন ছহিতা ॥
 বৈশাঙ্গী নামে কন্ঠা আছে পরম সুন্দরী ।
 বিশ্বশ্রবা বিভা করি গেল স্মরক গিরি ॥
 রাজি দিনে কন্ঠা লঞা করএ বিহার ।
 কন্ঠা লঞা ক্রীড়া করে বিবিধ প্রকার ॥২০
 ধনের অধিকারী পুত্র হৈল দেবতার বরে ।
 শুভক্ষণে কুবের নাম খুলি তাহারে ॥
 বিশ্বশ্রবার পুত্র হৈল মহা তপোদন ।
 তপ ছাড়ি তাহার আর নাহি মন ॥
 কঠোর তপ কৈল চৌদ্দ সহস্র বৎসর ॥২৫
 জল পবন আহার উপবাসে ভর ॥

* 'গীত গায়ন্তি স্তব্ধে' গ পুথির পাঠ ।

† 'গর্ভবতী' ‡ 'তোমা হৈতে' সঙ্গত পাঠ ।

(৪১)

(৪২)

* * * *

লোক পাল কৈল তারে ধনের ঈশ্বর ।
 ইন্দ্র বরুণ যম সনে হইল সমান ।
 পুষ্পকরথ সাজিঞা ব্রহ্মা তাহাকে দিলদান ।
 ব্রহ্মার বরে তুষ্ট হইল। বাপেরে নমস্করি ।
 জত বর পাইল তাহা বাপকে গোচরি ।
 দুর্ভব বর ব্রহ্মা মোকে দিল দান ।
 ব্রহ্মা না দিল মোকে বসিবার স্থান ।
 বাপ হঞা পুত্রকে কর বসিবারে স্থিতি ।
 লোক স্থানে যুক্তি আইসে আমার যুগতি ।
 বিশ্বশ্রব। বলেন শুন ধনের অধিকারী ।
 বিশ্বকর্ম্মার নির্মাণ আছে লঙ্কাপুরী ॥১০
 রাক্ষসের রাজ্য ছিল রাক্ষসের অধিকার ।
 বিষ্ণু সনে রণ করিঞা রাক্ষস সংহার ।
 মণিমাণিক্য নির্মিত রত্ন মিশাল ।
 হেন লঙ্কায় তুমি কর ঠাকুরাল ॥
 বাপের আজ্ঞাতে কুবের বৈসে লঙ্কাপুরী ॥১৫
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ সম্ভে সেবা করি ॥
 সুরমের পর্ব্বতে বাপ মাএ নমস্করি ।
 পুষ্পকরথ চাপিঞা গেলা লঙ্কাপুরী ॥
 লঙ্কা দেখিঞা হৈল সম্ভে হরষিত ।
 লঙ্কা চাপিঞা রহিলা কাহারো নাহি ভীত ॥
 অগস্ত্য মুনির কথা হইল অবসান । ২১
 মুনির কথা শুনিয়া পুনঃ পুছেস্ত শ্রীরাম ॥
 পৌলস্ত্য হইতে হৈল রাক্ষসের প্রচার ।
 সর্ব্বকালের রাক্ষস লোক কৈল ঠাকুরাল ॥
 রাক্ষস কাহা হৈতে হৈল মনে বিস্ময় করি ।
 সে রাক্ষস কোথা গেল কেবা বা সংহরি ॥২৬

তোমা হৈতে শুনি পূর্ব্ব রাক্ষস কাহিনী ।
 কথাতে উত্তম তুমি কহ মহামুনি ॥
 কাহার বরে তাহা সভার বাড়িল ঠাকুরাল ।
 বিষ্ণুর সনে রণ করিঞা গেলা পাতাল ॥
 কি কারণে বাদ কৈলেক নায়ায়ণে ।
 অগস্ত্য মুনি কথা কহেন শ্রীরাম শুনে ॥
 কুন্তিবাস উত্তরাকাণ্ড গাইল রামায়ণ ।
 শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ বিমোচন ॥

অগস্ত্য বলেন সৃষ্টিকর্ত্তা আগে সৃষ্টিল
 আপনি ।
 প্রাণী রাখিতে আগে সাজিলেন আপনি ॥
 সকল প্রাণী গেলা ব্রহ্মার স্থান ।
 কোন কার্য্যে করিলে আমা সভার উপাদান
 ব্রহ্মা বোলেন্ত প্রাণী রাখিতে তোমা সভার
 উৎপত্তি ॥১১

* প্রাণী রাখিতে আপন শক্তি ॥
 কেহ বলে ভোখে মরি প্রাণ রাখিতে নারি ।
 পানী খাব পানী পিব পানীতে সঁতারি ॥১৬
 কেহ বলে প্রাণ শক্যে রাখিব পানী ॥১৫
 তাহার বচন শুনি ব্রহ্মা বোলন্তি আপনি ॥
 যেই বলিল পানী রাখিব সেই হউ যক্ষ ।
 * * * * * ২০
 হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী রাজার ছতি ।
 কথু নামে শঙ্খু রাজা তাহার বিবাহিতা ॥*

* এ স্থানে গ চিহ্নিত পৃথির পাঠ এইরূপ :—

“অগস্ত্য বলেন সৃষ্টি কথায় সৃষ্টিল পানী ।
 পানী রাখিতে ব্রহ্মা সৃষ্টিল অনেক প্রাণী ॥
 প্রাণিগণ মেলি সম্ভে গেলা ব্রহ্মার স্থান ।
 কোন কার্য্যে আমা সভায় কৈলে উপাদান ॥

(৪৩)

প্রতি দিন পানীর ভিতর করএ শৃঙ্গার ।
 হেতু প্রহেতু নামে হৈল হই পুত্র তাহার ॥
 উগ্রতপ কৈল প্রহেতু বাতাস ভক্ষণ ।
 নারায়ণ চিন্তিঞা তেঁহ করিল স্বর্গকে গমন
 হেতু নামে হৈল রাক্ষসের রাজা । ৫
 বিদ্যাংকেশ নামে পুত্র রাক্ষসের পূজা ॥
 বিদ্যাংকেশ বিভা কৈল সন্ধ্যা কুণ্ডরী ।
 সমানষ্টা নামতার পরম স্নন্দরী ॥
 সন্দার পর্কতে জ্বী লঞা করে রঙ্গকেলি ॥
 জ্বীড়া রসে তেঁহ পর্কতে পর্কতে বুলি ॥ ১০
 পুত্র এড়িঞা জ্বীড়া দোহে করেস্ত সানন্দে ।
 ক্ষুধায় ব্যাকুল শিশু আশ্রুলি চুম্বিঞা কান্দে
 হেঠে ছাওয়াল কান্দে দেবী জান উপর
 গগনে ।

শঙ্কর পার্কতী জাস্তি বৃষভ বাহনে ॥
 অনাথ হেন বালক কান্দে মা বাপ দারুণ ।
 বলদ রহাঞা দেবী শুনন্তি ক্রন্দন ॥ ১৬
 দেবীর বরে পুত্র হৈল অজর অমর ।
 তখন অমৃত শিশু বাপের শোষর ॥

ব্রহ্মা বলেন তোমা সভার পানীতে উৎপত্তি ।
 পানী রাখ গিয়া সন্তে করিয়া শক্তি ॥
 কেহ বলে ক্ষুধা শোকে পানী রাখিতে নারি ।
 পানী খেয়া পানী রাখি পানীতে সাতরি ॥
 কেহ বলে অনেক শক্তিতে রাখিতে পারি পানী ।
 তার কথা শুনা ব্রহ্মা তাহাকে বাখানি ॥
 যে বলে রাখিব পানী সে হউক যক্ষ ।
 যেই বলে পানী খাব সে হউক রক্ষ ॥
 জালদি নামে কন্যা হৈল জলদহুহিতা ।
 কুন্তনামে শব্দ কৈল তারে বিবাহিতা ॥

(৪৪)

আকাশে হইল পুরী মহাদেবের বরে ।
 আকাশে হইল পুরী স্থখে রাজ্য করে ॥
 সংসারের দুর্লভবর তাকে দিলেন্ত পার্কতী । ৫
 তাহার হেন গর্ভে ধারা ধরিহে জ্বী জাতি(?) ॥
 ততক্ষণে বাঢ়িঞা হৈল পর্কত প্রমাণ ।
 দেবা দেবীর বরে হৈল রাক্ষস খরসান ॥
 মহাদেব নাম তার থুইল সুকেশে ।
 অনেক তপ কৈল সেই ব্রত উপবাসে ॥ ১০
 বরদান শুনিল তার সকল দেবগণ ।
 গ্রামলীলা নামে কন্যা গন্ধর্বে দিল দান ॥
 হুই জনা মেলিলা পরম পিরীতি । ১৫
 মহাবল পুত্র হৈল তিন বেকতী ॥
 মাল্যবান সর্কজ্যোষ্ঠ সুরমাণী মাণী ।
 তিন ভাই মহাবল সর্কগুণ শালী ॥
 তিন ভাই সহোদর তাড়কা বহিনী ।
 মাংস খাইঞা বুলে সেই পিএ বধিনী* ॥ ২০
 ধুকুমাণী* রাজার পুত্র ধুকু মহাগুণী ।
 তাহাকে বিভাঞা দিল তাড়কা বহিনী ॥
 ধুকুসনে তাড়কা থাকে রাত্রি দিনে ।
 প্রাণিগণ খাঞা বুলে কাহো নাহি গণে ॥
 কথোক দিন স্বামীর সনে নানা রঙ্গকরে ।
 তবেত তাড়কার গর্ভ হইল উদরে ॥ ২৬
 গর্ভবতী তাড়কা নাড়িতে নারে না পাষ
 আহার । ২৫
 আহার না পাঞা খাইলেক আপন ভাতার

(৪৫)

(৪৬)

অনেক দুঃখে বৈসে তাড়কা বনের ভিতরে ।
 মারীচ নামে পুল হৈল নানা মায়া ধরে ॥
 মায়া মারীচ লঞা বেড়ায় তাড়কা রাক্ষসী ।
 মাতাপুলে থাঞা বেড়ায় জত মুনি ঋষি ॥
 কালাদিত্য নামে রাজার বেটা নাম

কুলাচার । ৫

তাহারে বোলে মোকে করহ শৃঙ্গার ॥
 তোমার সঙ্গে রাজা নানা শৃঙ্গার করোঁ ।
 শৃঙ্গার না কইলে তবে সবংশে থাকোঁ ॥
 কালাদিত্য রাজারপোলা নানা শৃঙ্গার জানে
 তাহার বীৰ্য্যে তাড়কা গর্ভ ধরিল কথোক
 দিনে ॥ ১০

তাহা হইতে হইল দুই সহোদর ।
 দুইজনে বেড়ায় তপোবনের ভিতর ॥
 মায়াৰূপে বেড়ায় মারীচ তপোবনে ।
 মুনি মনির পুল বেড়াই স্থানে স্থানে ॥
 শিশুকালে বেড়াই তুমি শ্রীরাম লক্ষণ । ১৫
 মৃগরূপে বেড়ায় মারীচ তিনজন ॥
 তোমার তেজ বিক্রম মারীচ নাহি জানে ।
 তাহার দুই অহুজ পড়িল তোমার স্থানে ॥
 তপ করে মারীচ আরাধে প্রজাপতি ।
 ব্রহ্মা বলে রাজা হবেতোমাকে করিব নৃপতি
 তপোবনে জত ছিল রাক্ষস কোটি কোটি
 মারীচের সৈন্য মেলিল তিনকোটি ॥ ২২
 তিনকোটি সৈন্য মারীচ পরিবার ।
 যজ্ঞনাশ করে রাক্ষস না করে বিচার ॥
 মাএ পুত্রে তাড়কা সব করিল সংহার । ২৫
 কুন্তিবাস গাঞা দিল উত্তরকাণ্ডের সার ॥

কথা শুনিঞা শ্রীরাম হরষিত মন ।
 আর সব রাক্ষসের কহত কখন ॥
 অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম কথাতে দেহ মন ।
 মালাবানের কথা শুনহ বিচিত্র কখন ॥
 তিন ভাই মালাবান তপে দিল মন । ৫
 কভু উপবাস করে কভু ফল মূল ভক্ষণ ॥
 স্নানেক পর্বতে তপ করয়ে ছন্দর ।
 তুষ্ট হঞা ব্রহ্মা তাকে দিতে আইলা বর ॥
 দুর্জয় শত্রু জিনিবে না পাবে পরাজয় ।
 চিরঞ্জীব হৈতে তোকে নাহিক সংশয় ॥ ১০
 তিন ভাই তুষ্ট হৈল। শুনিঞা ব্রহ্মার বাণী
 দেবপুরী স্বজিতে বিশ্বকর্মা আনি ॥
 দেবের তুলা পুরী সাজাহ অতি মনোহর ।
 * আমার পুরী সাজাহ সত্তর ॥
 বিশ্বকর্মা বলেন পুরী স্বজিল ব্রহ্মার বরে ।
 লক্ষা নাম পুরী স্বজিল অতি মনোহরে ॥ ১৬
 স্নানেক ত্রিকূট হই পর্বতের তলে ।
 শতেক যোজন আড়ে শতেক যোজন দীঘলে
 সোণার আওয়াস সোণার চৌরী ।
 তাহাতে নিৰ্ম্মাণ কৈল কনক লক্ষাপুরী ॥ ২০
 গঢ় পরিখা তার লজ্জিতে না পারি ।
 বিশ্বকর্মার বোলে তেঁহ গেলা লক্ষাপুরী ॥
 লক্ষাপুরী স্বজিল অতি মনোহর ।
 লক্ষাপুরী দেখিল ব্রহ্মা পরম সুন্দর ॥
 লক্ষাপুরী দেখিঞা রাক্ষস হরষিত । ২৫
 লক্ষা লঞা রাক্ষস করে কারো নাহি ভীত ॥
 লড়িলা বিশ্বকর্মা করিঞা মেলানি ।
 কুন্তিবাস গাঞা দিল উত্তরকাণ্ডের কাহিনী

(৪৭)

অগস্ত্য বলেন শ্রীরাম শুনহ বচন ।
 কহিব বিচিত্র কথা তাতে দেহ মন ॥
 নন্দনা নামে কহা গন্ধর্ব্ব ঝিআরি ।
 তিন কহা আছে তার পরম সুন্দরী ॥
 তিন ভ্রাতাকে তিন কহা দিল দান ।
 তিন পত্নী ছাড়িঞা তিনের গতি নাহি আন
 মালাবানের ভার্যা পরম সুন্দরী ।
 পুত্র প্রসবিল সেই দেব দানবের বৈরী ॥
 বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ যজ্ঞ কোপন ।
 মত্তা উন্নতা * বীর তপন ॥১০
 সপ্তদ্বীপ সম্পত্তি জার কহা সুরেশ ।

* * *

মালাবানের দশ বেটা বলে মহাবল ।

* * *

সুমালীর ভার্যা নামে কেতুমতী ॥১৫
 বীর প্রসবিল সেই রাবণের সেনাপতি ॥
 প্রহস্ত অকম্পন ধুমাক্ষ বিকট ।
 কালিকামুখ মেঘমালা বলে উৎকট ॥
 তাম্রক পার্শ্বকর্ণ ঘস প্রঘস ।
 সুমালীর দশ বেটা বীর রাক্ষস ॥২০

* তারা চিহ্নিত স্থানগুলিতে গ পুথির পাঠ
 এইরূপ :—

“বজ্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ যজ্ঞকোপ নাম ।
 মাতা আর উমাতা মিত্রতপন আখ্যান ॥
 সপ্তদ্বীপ সম্পত্তি হৈল আর মহাবল ।
 মালাবানের পুত্র সব হইল প্রবল ॥
 দশ পুত্র প্রসবিল কন্যা একখানি ।
 নিকসা তাহার নাম অতি সুরূপিণী ॥”

(৪৮)

নিকসা নামে কন্যা হৈল পরম সুন্দরী ।
 রাবণ তিন ভাই সেই গর্ভে ধরি ॥
 রাবণ তিন ভাই হৈলা জাহার উদরে ।
 সীতা লাগিঞা সেই বুঝাইল বিস্তরে ॥
 মালীর ভার্যা হইল নাম কলাবতী ।
 নল আনল প্রসবিল ভীম সম্পত্তি ॥
 চারি মন্ত্রী লঞা মন্ত্র করে বিভীষণ ।
 আর যত মন্ত্রী ভাগ নিলেক রাবণ ॥
 সুরেশের তিন বেটা সুখে রাজ্য করে ।
 ত্রিভুবন জিনিঞা বেড়ায় ব্রহ্মার বরে ॥১০
 মুঞি ব্রহ্মা মুঞি বিষ্ণু মুঞি মহেশ্বর ।
 কুবের বরুণ যম দেব পুরন্দর ॥
 হেন সব রাক্ষস করে অহঙ্কার ।
 দেব দানব জিনিঞা নিলেক অধিকার ॥
 রাজ্য হারাইঞা দেবগণ দিলেক ভঙ্গিআন
 রাক্ষসের ডরে মহাদেবের ঠাই পশিলা শরণ ॥
 রাক্ষস সারহ তুমি করহ সংহার ॥১৭
 রাক্ষস মারিঞা দেবগণের খণ্ডাই ডর ॥
 সুরেশের পুত্র না মারেন মহেশ্বর ।
 কেমনে মারিব তাকে দিঞাছি বর ॥২০
 *অসমর্থ অসাহস না ধরি মনে ।

এ সব রাক্ষস মারিতে শরণ পশিলা

নারায়ণে ॥

জয় করিঞা সকল দেবগণ হরষিত ।
 নারায়ণ শরণ পৈশহ হবেক মুনোহিত ॥

“আমায় উপদেশ” দেব, মারিব কেমনে ।
 রাক্ষস মারিতে শরণ পৈশ নারায়ণে ॥”

গ পুথির পাঠ ।

(৪৯)

(৫০)

এই মতে গেলা সভে বৈকুণ্ঠপুরী ।
 রাক্ষসের বিবরণ সকল গোচরি ॥
 নারায়ণ বলেন শ্রু কেশ আমি ভালে জানি ।
 মহাদেবের বরে সে ত্রিভুবন জিনি ॥
 বংশধর করিবোঁ তার যদি দেবগণ হিংসে ॥
 ঘর জাহ দেবগণ নারায়ণ আশ্বাসে ।
 রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ সেই মাল্যবান্ শুনে ।
 মন্ব করিতে ছই ভাই ডাক দিঞা আনে ॥
 আমা সভা মারিতে দেবগণ বেড়ান্ত
 ঘরে ঘরে ।
 মহাদেব পরিহরি বিষ্ণুতে কৈল ভরে ॥১০
 আমা সভা মারিতে নারায়ণের অঙ্গীকার ।
 হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যাকশিপু জাহার সংহার ॥
 ছই ভাই বলে আমাদের বাদ নাঞি বিষ্ণুর
 মনে ।
 দেবগণে বিষ্ণু আনে আমা মারিবার মনে ।
 দেবগণ উপর আজি সাজিবোঁ ধাণ্ডি ॥১৫
 দেবগণ মারি প্রলয় না বাছড়ি ॥
 হস্তী ঘোড়া রণে কৈল আরোহণ ।
 গাধা গরুতে চঢ়িল কেহো সর্পবাহন ॥
 সিংহ বাঘ কেহ শূকর বাহন করি ।
 কুস্তীরে মকরে কেহো ধাঞা অন্তসারি ॥২০
 জলচর স্থলচর ঘোড়ার উপরি ।
 আগুজাএ মাল্যবান্ বীর অহঙ্কার করি ॥
 যুঝিবারে গেলা রাক্ষস নারায়ণ গিরি ।
 শুনিঞা আইলা নারায়ণ গরুড় বাহন করি ॥
 বিষ্ণুর স্থানে দূত পাঠাইল ত্বরিত ॥২৫
 গরুড়ে চড়িয়া বিষ্ণু আইলা আচম্বিত ॥

নারায়ণে রাক্ষসে হইল দরশন ।
 ততক্ষণে ছুঁ হাতে হইল মহারণ ॥
 নারায়ণ উপরে করে অস্ত্রের বান্ধনি ।
 পূর্বত উপরে জেন বর্ষা পানী ॥
 নারায়ণের শঙ্খনাদে ত্রিভুবন জোড়ে ॥
 হস্তী ঘোড়া রাক্ষস সব মোহিঞা পড়ে ॥
 রাক্ষস উপরে অস্ত্র করিল অবতার ।
 বাণে ফুটিয়া রাক্ষস সংগ্রন অপার ॥
 মাগী রাক্ষস হইল রণে আগুআন ।
 বিষ্ণুর বাণে রাক্ষস হৈল খান খান ॥১০
 মাল্যবান্ মাগী শুমালী তিন জন ।
 তিন জনার রণ একা মহিল নারায়ণ ॥
 মাগী রাক্ষস গরুড় উপরে মারে গদার
 বাড়ি ॥
 রণে বিমুখ হৈলা গরুড় বিষ্ণু লঞা উড়ি ।
 গরুড় উড়িঞা বেড়ায় রাক্ষস দিলা
 টটকারী ॥১৫
 লেউটিঞা চক্রবাণ এড়িল শ্রীহরি ॥
 চক্রবাণ এড়ে হরি কি কহিব কথা ।
 এক চক্রে কাটা গেল তিন ভাইর মাথা ॥
 মুণ্ড কাটা গেল লোটায় ভূমিতলে ।
 রণে ভঙ্গ দিঞা পলায় রাক্ষসগণে ॥২০
 কোপে গরুড় বিষ্ণুকে নিঞা উড়ে ।
 পৃষ্ঠোপরি হঞা বিষ্ণু চক্রে রাক্ষস মারে ॥
 চক্রবাণ এড়ি বিষ্ণু রাক্ষস লও ভণ্ড ।
 মহাদেবের বরে রাক্ষসের লাগে মুণ্ড ॥
 তিন ভাই রণে যুঝে হুঙ্কার ধনুর্ধর ॥২৫
 দেবগণ ভঙ্গ দিল রহিলা গদাধর ॥

(৫১)

বিষ্ণু এড়িঞা পালায় সকল দেবগণ ।
 ইন্দ্র চন্দ্র পালায় যম পবন ॥
 সকল দেবগণ পালায় এড়িঞা নারায়ণ ।
 গরুড় উপরে বাণবর্ষে রাক্ষসগণ ॥
 তিন ভাই বাণ মারে বিষ্ণুতে গিঞা বাজে ।
 বাণে বাণে ফুটিলা গরুড় পক্ষরাজে ॥৬
 নারায়ণ বাণ মারে তিন ভাইকে বাজে ।
 বিষ্ণুর বাণ সহিঞা তিন ভাই যুঝে ॥
 হাথে শেলপাট নিল বিষ্ণু মারিবার তরে ।
 দৃঢ় মুষ্টি মারিলেক গরুড়ের শিরে ॥১০
 ছইজন মারিঞা বহিলা ধনুক আপে (?) ।
 সকল রাক্ষস গরুড় ঝাপিলেক পাখে ॥
 গরুড়ে আরোহণ করি বাণ মারিল
 জগন্নাথে ।

তিন ভাই মেলিঞা বিষ্ণুকে জোড়
 কৈল হাথে ॥
 ডাক দিঞা বলে মালাবান শুন দেব হরি ।
 রণে বিমুগ্ধ হৈলে যোদ্ধে নাহি মারি ॥১৬
 ব্রহ্মার বরে আমি হইলাহৌ অমর ।
 না মরিব তোমার বাণে শুন নারায়ণ ॥
 বিষ্ণু বলেন মালাবান শুনহ সাবধানে ॥
 প্রতিজ্ঞা করিল আমি দেবগণের স্থানে ॥২০
 রণ সহিতে না পার পৈশাচ পাতাল ।
 তোমাকে মারিঞা দেবগণের ঘুচাইব শাল ॥
 বিষ্ণুর চরণে রাক্ষস হৈলা নমস্কার ।
 তিন কোটা দেখিল রাক্ষস সুলুঙ্গ ছুআর ॥
 বিষ্ণুর ডরে রাক্ষস পশিল পাতাল ॥২৪
 বিষ্ণু হৈতে এড়াইল অষ্ট লোকপাল ॥

(৫২)

বিষ্ণু হৈতে রাক্ষস পশিল পাতাল ।
 বিষ্ণু হৈতে দেবগণ এড়াইল জঞ্জাল ॥
 সে সব রাক্ষস তুমি মারিলে বাণে ।
 ততোধিক রাক্ষস শুনিএ সংগ্রামে ॥
 বরের তেজে রাক্ষস ত্রিভুবন জিনে ।
 রাক্ষস জিনিতে নারি বিনি নারায়ণে ॥
 তখন নারায়ণ তুমি এখন নারায়ণ ।
 তেঁঞি সে মারিলে তুমি লঙ্কার রাবণ ॥
 অজয় প্রতাপ তুমি বিষ্ণু অবতার ।
 তে কারণে কৈলে তুমি রাক্ষস সংহার ॥১০
 শুনিঞা মুনির কথা সভাধণ্ডে হাস ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

বিষ্ণুর তেজেতে রাক্ষস গেলত পাতাল ।
 লঙ্কাপুরীতে রাজা হৈল কুবের লোকপাল ॥
 পুষ্পক রথ জায় কুবেরের সম্ভাষণে ॥১৫
 দশদিগ আলো করে বর্ণের কিরণে ॥
 দশদিগ দীপ্ত করে জ্যোতি জায় অঁত্তরীক্ষে ।
 সুলুঙ্গ দ্বারে থাকিঞা সুলুঙ্গী সকল দেখে ॥
 লঙ্কা ছাড়িঞা রাক্ষস গুণে প্রমাদ ।
 কুবেরের সম্পদ দেখিয়া ছাড়ে নিশ্বাস ॥২০
 আপনার ভাল রাক্ষস মনে মনে গুণে ।
 নিকষা নামে কন্যাকে ডাক দিঞা
 আনে ॥*

* তুমি যদি কর মাগো রাক্ষস পরিজ্ঞান ।
 বেশ ধরি গ্রাহ তুমি বিশ্বশ্রবর স্থান ॥
 গ পুথিতে এইটুকু অধিক পাঠ আছে ॥

(৫৩)

জেই পুত্র উপজিবে বিশ্বশ্রবার বীজে ।
 লক্ষা উদ্ধারিতে পারে আপনার তেজে ॥
 রাক্ষসী দেখিঞা বিশ্বশ্রবার হৈল হাস ॥
 আপন বেশ করি গেলা বিশ্বশ্রবার পাশ ॥
 বিশ্বশ্রবার পাশ গেল বেশ অভরণে । ৫
 জেই বেলে বিশ্বশ্রবা অগ্নিতে বৃত হনে ॥
 কন্যা দেখিঞা পুছে তুমি কোন জন ।
 কোন কার্গো আইলা তুমি আমার সদন ॥
 স্মালীর কি আমি জাতি রাক্ষসী ।
 বাপের ঠাঞি আজ্ঞা পাঞা তোমার
 ঠাঞি আসি ॥ ১০
 মুনি বলেন পুত্র ইচ্ছা অতি উগ্রবেল ॥
 কোপ যুক্ত পুত্র হবেক উচিত নহিবেক
 কুলে ॥
 প্রণাম করিঞা বলে কন্যা না আইসে
 যুগতি ।
 তোমার পুত্র বলবান হবেক কুলের
 খেআতি ॥
 মুনি বলেন সৰ্ব্বকনিষ্ঠ প্রসবিহ কুণ্ডর । ১৫
 কুলোচিত কৰ্ম করিবেক হৈবেক গুণের
 সাগর ॥
 সকল বৈরি মারিঞা করিবেক নিঃসন্তান ।
 তাহাকে মারিঞা সাধিবেক আপন মান ॥ ১৮

(৫৪)

রাক্ষস হইঞা সেই রাক্ষসপূজিত ।
 বিভীষণ নাম হবেক ভুবনে বিদিত ॥
 আমার উচিত পুত্র কুবের লোকপাল ।
 ব্রহ্মার বরে চিরযুগ করিবে ঠাকুরাল ॥
 তুষ্ট হৈল কন্যা তবে মুনির বচনে । ৫
 গর্ভ ধরিল কন্যা মুনির সঙ্গমে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র উপজিল নাম রাবণ ।
 দশমুণ্ড বিশ বাহু বিকট দরশন ॥
 উচ্চা নির্ধাত পড়ে ঝড় বরিষণ ।
 পৃথিবী সমস্ত লড়ে সাগর জঙ্গম ॥ ১০
 কুন্তকর্ণ প্রসবিল অতি খরমান ।
 হৈলে মাত্র দেব দানব নাহি ধরে টান ॥
 মর্পনখা নামে কন্যা হইল কৰ্কসা ।
 দাম্বিক পণ্ডিত হৈল বিভীষণ জশা ॥
 তিন ভাই সহোদর এক বৃহিনী । ১৫
 পুত্র জুহিতা দেখি হরষিত হইলা মুনি ॥
 সুরেখা† নামে কন্যা মাণ্যবানের জুহিতা ।
 কাকে কন্যা দিব মাণ্যবানের হৈল চিন্তা ॥
 তপ স্থান তপ করিতে জায় মাণ্যবান । §
 লোমশ নামে মহামুনিকে কৈল কন্যাদান ॥ ২০

* আমার উচিত পুত্র কুলের ভূষণ ।

ব্রহ্মার বরে চারিযুগ তাহার জীবন ॥

গ পুত্রের পাঠ ।

† বিভীষণ প্রসবিল সকলের শেখা ।

‡ ‘সুবলা’ গ, পুথির পাঠ ।

§ পাতালে তপ করে মুনি গেলা তার স্থান ।

পাঠান্তর ।

* বিনয়ে পিতাকে কস্তা দিলেক আশ্বাস ।

দ্বিতীয় বেশে জায় কস্তা বিশ্বশ্রবার পাশ ॥

গ. পুথির পাঠ ।

† ‘অগ্নিহোত্র বেলে’ পাঠান্তর ।

‡ মারিতে আসিবে বৈরি করিতে নিঃসন্তান ।

তার পাঠ হঞা তার বাচাণ সম্মান ॥

পাঠান্তর ।

(৫৫)

(৫৬)

তপোবনে সেই তপ করে রাত্রি দিনে ।
 রাত্রিকাল হৈল শৃঙ্গার করে ছুই জনে ॥
 ছুই জনে কেলি করে পাতালপুরে ।
 কথোক দিনে গর্ভ রহিল তাহার উদরে ॥
 গাছের বাকল পরিধান মাথায় ধরে জটা ।
 আগে কুন্তিলাসী* হৈল পাছে ত্রিজটা ॥
 তবেত সুরেখার হৈল পঞ্চ পুত্রবর ।
 বিদ্যাংজিহা'খর দুষণ মহাপাশ মহাদর ॥
 ধর্মশিলা গন্ধর্ব পাতালপুরে জানি ।
 তাহাকে বিভাণ্ডা দিল কন্যা রোহিণী ॥১০
 বজ্রকণ্ঠ শোণিতাক্ষ প্রজ্জ্বল শাঙ্খোপন ।
 চারি মহাবীর হৈল ত্রিজটার নন্দন ॥
 পাতালপুরে রাক্ষস আছে পরিবারে ।
 তিন ভাই রাবণ বাড়ে ব্রহ্মার বরে ॥
 ব্রহ্মার বরে রাবণ বাড়ে দিনে দিনে ॥১৫
 দেব দানব গন্ধর্ব কাহো নাহি গণে ॥
 বাপের আদেশে কুবের গেলা লঙ্কাপুরে ।
 পিতৃসম্ভাষণে গেল স্নমেক গিরিবরে ॥
 বাপের চরণে কুবের হৈলা নমস্কার ।
 বসিতে আসন দিল করিল পুরস্কার ॥২০
 ধন্য ধন্য বলিঞা সভে করেস্ত প্রশংসা ।
 হেন বেলে তিন পুত্র লঞা গেল নিকষা ॥
 বাপের ঠাই চারি ভাই বসিলা এক ঠাই ।
 উঠিয়া বন্দন কুবের সতমাই ॥
 রাজরাজেশ্বর গেলা কুবের বাপ সম্ভাষণে ।
 কুবের সম্বোধিঞা নিকষা বুঝাএ বিবিধ
 বিধান ॥২৬

বৈমাত্র ভাই দেখ বাপু ঐশ্বর্য্যতেজে ।
 জেই বীর্য্যে জন্মিলা তুমি রাবণ সেই বীর্য্যে ।
 রাবণ বলে মাতা তুমি না পাত জঞ্জাল ।
 কুবের জিনিঞা নিবু' লঙ্কার ঠাকুরাল ॥
 গৌকর্ণ তপোবন বিশ্বশ্রবায় বিদিত ।
 তপোবন জাত্রা করে সহোদরে বেষ্টিত ॥
 অগস্ত্য মুনি কথা কহেন রাক্ষসের বাখান ।
 কেমন তপ করিল তাহারা পুচ্ছস্ত শ্রীরাম ॥
 শুন শুন শ্রীরাম কথায় দেহ মন ।
 জেমতে তপ করিল তাহারা তিন জন ॥১০
 কঠোর তপ করিল রাবণ কথোক দিনে ।
 তপের কথা কহে মুনি শুনে জনে জনে ॥
 কেমন তপ কৈল তাহারা জনে জনে ।
 কুন্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাইল রামায়ণে ॥

রাম বলেন কতেক তপ কৈলেক রাবণ ॥১৫
 বিস্তারিয়া কহ মুনি শুনিউ' কখন ॥
 কুন্তকর্ণ তপ করিল অগ্নি চারিপাশে ।
 গ্রীষ্মকালে মাথার উপর* সূর্য্য আকাশে ॥
 বর্ষাকালে কুন্তকর্ণ থাকে একাসনে ।
 বরিষণের পানীতে বিরতি রাত্রিদিনে ॥২০
 রাত্রিদিনে শীতকালে থাকে পানীর ভিতর ।
 হেন তপ করিল দশ সহস্র বৎসর ॥
 বিভীষণ তপ করিল এক পাএ ভর ।
 পবন আহাঁর পঞ্চ সহস্র বৎসর ॥
 আর পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্য উদানে (১) ।
 উভকরি ছুই বাছ লাগিল গগনে ॥২৬

(৫৭)

(৫৮)

দশ সহস্র বৎসর তপ কৈল রাক্ষস বিভীষণ
গন্ধর্ব গীত গায় দেব করে পুষ্পবরিষণ ॥
দশ সহস্র বৎসর তপ কৈলেক রাবণ ।
সহস্র বৎসর গেলে একমুণ্ড কাটে ততক্ষণ ॥
নবমাথা কাটিল নব সহস্র বৎসরে ।৫
ব্রহ্মা বর দিতে আইলা দশসহস্র বৎসরঅন্তরে
বর মাগ রাবণ বোলন্ত পরিহার ।
যত বর মাগ দিব করিল অঙ্গীকার ॥
রাবণ বলে মরণ বহি আর নাহি ডর ।
তোমার বরে হব আমি অজয় অমর ॥১০
ব্রহ্মা বলেন অমর বর দিতে বড়ই ছুর ।
ইহা ছাড়াও রাবণ তুমি আন মাগ বর ॥
রাবণ বলে দেব দানব রাক্ষস যক্ষ ।
ইহার ঠাই মরণ নাঞি আমার বিপক্ষ ॥
ব্রহ্মা বলেন সেই বর বাহির হব তুণ্ডে ।১৫
অস্থি সরিতে মাথার স্বক্ষে লাগুক মুণ্ডে ॥
নর বানর বহি তোমার নাহিক মরণ ।
রাবণ বলেন নর বানর আমার ভক্ষণ ॥
তবে গেলা ব্রহ্মা বিভীষণের স্থান ।
জেই বর চাহ সেই না করিবুঁ আন ॥২০
বিভীষণ বলেন ধর্ম ছাড়ি আন বর না কহি
সর্বকাল বিষ্ণুতে ভক্তি এই বর চাহি ॥
সদয় হৃদয় হৈলা দেব প্রজাপতি ।
জন্মে জন্মে হইবে তোমার নারায়ণ মতি ॥
ব্রহ্মা বলেন তুষ্ট হইলাহেঁ তোমার বচনে ।
অমর হই রহ তুমি আমার বরদানে ॥২৬
বিনিশ্চয়ে ব্রহ্মঅস্ত্র জানিহ ভাল মতে ।
তবে বর দিতে গেলা ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণের ভিতে ।

দেবগণ বলেন ব্রহ্মা পাড়িলে প্রমাদ ।
ত্রিভুবন সহিতে নারিবে কুম্ভকর্ণের প্রতাপ ॥
দেবগণ বলেন ব্রহ্মা স্মরণ করহ সরস্বতী ।
ততক্ষণে আসি দেবী হৈলা উপস্থিতি ॥
ব্রহ্মা বলেন জখন বর মাগিবেক নিকষাকুণ্ডর
রাক্ষসের দেহে থাকিঞা তুমি মাগিহ বর ॥৩০
ব্রহ্মা বলেন কুম্ভকর্ণ চাহ কোন বর ।
সরস্বতী বলেন নিদ্রা জাব নিরন্তর ॥
বর দিঞা ব্রহ্মা গেলা স্বর্গ-ভুবন ।
সরস্বতী ছাড়িলেক কুম্ভকর্ণ পাইলেক চেতন
কুম্ভকর্ণ বলে তপে নাহি কলেবর ।১১
তপশ্রা করিল আমি নহিলাহেঁ অমর* ॥
হেনমতে ব্রহ্মা রাক্ষসে দিল * ।
ভরিল সভাতে * * ॥

* গ—চিহ্নিত পুঁথিতে এই স্থানে আরো
কিছু বর্ণী আছে।—

‘এত বলি কুম্ভকর্ণ মনঃপ্রবেশে কান্দে ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিঞা আপনাকে নিন্দে ॥
অচেতনে কুম্ভকর্ণ ভূমেতে লোটায় ।
তাঁহা দেখি বড় দুঃখ রাবণ হিআয় ॥
রাবণ বলে কুম্ভকর্ণ সম্বন্ধেতে নাতি ।
তপ কৈল নাদিঞা বর শাপিলে প্রজাপতি ॥
তোমার বর খণ্ডন নহে বাক্য নহে আন ।
নিদ্রা জাবেক জদি কর রণের বিধান ॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা জায় হঞা অচেতনে ।
তুষ্ট হৈলা প্রজাপতি রাবণ বচনে ॥
রাবণের বাক্যে ব্রহ্মা তুষ্ট হঞা মনে ।
ছয় মাস নিদ্রা এক দিন জাগরণে ॥
ব্রহ্মা বলেন বর দিলাম মনের বাঞ্ছিতে ।
বর দিঞা গেলা ব্রহ্মা আপন আয়েতে ॥
দেবের শাপ রাক্ষসের তপে নাই ছাড়ি ।
ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভোলে পড়ে ॥’

রাবণের বর শুনিঞা সভাথণ্ড নিশবদ ।
 কুবের সম রাজ্য করিব নানা পরিচ্ছদ
 আপনাআপনি বসিঞা আছে রাক্ষসরাজ ।
 রাবণ রাক্ষসরাজে প্রহস্ত বুঝায় কাজ ॥
 ভাই গুরু করিঞা কোথাও নাহি শুনি । ৫
 জিভুবন জিনিঞা ভাই বিরোধিঞা জানি ॥
 দেব দানব রাক্ষস চিন্তে আন কার্য্য ।
 ভাই মারিঞা ভাই নেই তার রাজ্য ॥
 ইন্দ্র শুক্র শনি তিন সহোদর ভাই ।
 ভ্রাতৃবিরোধে তিনে হইলা তিন ঠাই ॥ ১০
 শুক্র হইলা দৈত্যগুরু ইন্দ্র লোকপাল ।
 শুনিঞাছ শুনিবে তাহা সভার বিবরণ ॥
 বিষ্ণুর বিরোধে বলি গেলা পাতালভুবন ।
 সে সব কহিতে * * হৃদয়ের শাল ॥
 মহাপুরুষ হইলা দক্ষ প্রজাপতি । ১৫
 কশ্যপবনিতা হইল দিতি অদिति ॥
 চারি কন্যা প্রজাপতি কশ্যপে কৈল দান ।
 চারি বংশ হৈল চারি মহাবলবান ॥
 অগ্নিতপা দান হৈল ভানু ভাস্কর ।
 দ্বিতীয় তনয় হৈল রবি পুরন্দর ॥ ২০
 বিনতা তনয় হৈল জতেক কলাবর ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল কৃষ্টিবাস কবিবর ॥

রাবণ রাজা বর পাইল রাক্ষস হরষিত ।
 তপোবন হৈতে রাক্ষস উঠে কারো
 নাহি হিত ॥
 পাতাল হৈতে উঠে রাক্ষস লঞা পরিবার ।
 প্রহস্ত মহাপাত্র আর জতেক যুঝার ॥ ২৬

মাণ্যবান উঠে জতেক সেনাপতি ।
 সৈন্য সামন্ত উঠে জতেক ঘোড়া হাথী
 রাবণে কোল দিঞা বোলে স্ত্রমালী
 তোমার তেজে রাক্ষসের ঠাকুরালী ॥
 জথির তরে তোমার বাপে করিল কন্যাদান ।
 তুমি নাতি সর্ব্বভাবে করিলে পরিব্রাণ ॥ ৬
 দেবের ভয়ে সবেই হইলাহোঁ পাতালবাসী ।
 তুমি বর পাইলে এবে নির্ভয়ে বসি ॥
 রাক্ষসের রাজ্য ছিল এই লঙ্কাপুরী ।
 বিনয় বোল বিরোধ কর ক্ষেমেতে উদ্ধারি ॥
 রাবণ বোলে মাতামহ হেন নাহি বলি । ১১
 স্ফোৰ্ত্ত পিতৃতুল্য সর্ব্বগুণশালী ॥
 কুবের বিরোধ মোর না জাবেক ভালমতে ।
 কোন বোল মুখে বলিলে আনাতে ॥
 গরুড় সন্ধে ছুই ভাই বুলিঞা বুলিঞা খেলি
 বৈরি বলিঞা সাপ খায় গরুড় পাখী ॥ ১৬
 আমা সভা দেখিঞাও রাখ ভাইআল ।
 পর রাখ আমা সভার কিসের ঠাকুরাল ॥
 বিবাদ দরশনে সভার লাগে মন ।
 কুবের ঠাকুর প্রহস্ত পাঠায় রাবণ ॥ ২০
 দূরে থাকিঞা প্রহস্ত কুবেরে নোঙায় মাথা ।
 ভরিল দেহানে রাবণের কহে কথা ॥
 সিংহাসনে বসিঞা আছে রাজরাজেশ্বর ।
 সাবধানে শুন গোমাঞি রাবণ উত্তর ॥
 রাক্ষসের রাজ্য ছিল এই লঙ্কাপুরী ॥ ২৫
 রাক্ষস ছাড়ি কুবের হইল অধিকারী ॥
 রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসারে বিদিত ।
 রাক্ষস ছাড়িল দেবের পাঞা ভীত ॥

(৬১)

এবেত রাক্ষস সব হৈল উপনীত ।
 এতুঁ রাজ্য করহ তুমি নহেত উচিত ॥
 কেনে ভাই রাবণে নাহি রাজ্য করদান ।
 রাজরাজেশ্বর তুমি জাহ আপনস্থান ॥
 এতেক বচন শুনিঞা ধনের ঈশ্বর* ।
 মুনিজন্যর আগে তাকে ভঙ্খি বিস্তর ॥
 বলদর্পে কাহো না মানেন না মানেন বাপ ভাই
 আপনদোষে রাবণ হবেক অন্নাই ॥
 কৈলাস পর্বতে বাপু বহে ভাগীরথী ।
 তোমার অহু পাঠাইব হও তুমি তথি + ১০
 উত্তম জনা পাইবে খাইবে উত্তম ফল ।
 তোমার তরে পুস্ত মুনি করিঞাছেস্ত
 স্থল ॥

কুবের ক্রীড়া পর্বতে বৈসে দেবগণে ।
 চিরযুগ রাজ্য করহ পরম কল্যাণে ॥
 বাপের বচনে কুবের মানিল যুগতি ১৫
 রাবণের ঠাই প্রহস্ত পাঠাইল পিরীতি ॥

* 'হেট মাথা রহে কিছু না দেই উত্তর ॥
 কুবেরের ঠাকি প্রহস্ত মাগিল মেলানি ।
 বাপের ঠাকি কহিতে কুবের চলিল আপনি ॥
 প্রহস্ত কহিল জত রাবণের উত্তর ।
 বাপের ঠাকি গিয়া সব করিল গোচর ॥
 বাপ সম্ভাষিয়া গিঞা হুমের শিখরে ।
 প্রণাম করিঞা বাপে সকল গোচরে ॥
 রাবণ দূত পাঠাইল আমার সরিধানে ।
 লঙ্কা ছেড়ে যেতে আমার বলে অন্যস্থানে ॥
 বিশ্বশ্রবা বলে শুন ধনের ঈশ্বর ।'

এই অংশ টুকু আদর্শ পুথিতে ছাড় বলিয়া
 বোধ হয় । ইহা গ চিহ্নিত পুথির পাঠ ।

+ 'তোমার যোগ্যস্থান বটে বঞ্চ গিঞা তথি ।'
 প পুথির এই পাঠই সমীচীন ।

(৬১)

লঙ্কা লঞা রাজ্য করহ নাহি কোন কাঁটা ।
 ভাইএর বলে ভাইএর ধনে নাহি ভাই বাঁটা ॥
 কোটি কোটি বঞ্চে কুবেরের ধন বহে ।
 লঙ্কা ছাড়িঞা কুবের কৈলাসে রহে ॥
 কুবেরের বচন শুনিঞা রাবণ হরষিত ।
 লঙ্কাপুরে রাজ্য করে রাক্ষসে বেষ্টিত ॥
 প্রহস্ত বলেন কুবের রাজরাজেশ্বর ।
 হেন পুরী ছাড়িঞা কৈলাসে কৈল ঘর ॥
 স্রবর্ণের ঘর সব বিশ্বকর্ম্মার নিৰ্ম্মাণ ।
 চিরযুগে* রাজ্য করিব পরম কল্যাণ ১০
 ত্রিভুবন জিনিঞা ধনের অধিকারী ।
 হেন কুবেরের চরণে কৃতিবাস নমস্করি ॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন ।
 লঙ্কাপুরী পাইল জবে রাজ্য দশানন ॥
 সকল রাক্ষসের রাবণ হইল রাজা ১৫
 ত্রিভুবনের লোকে কৈল রাবণের পূজা ॥
 কালকের কুলে জন্ম বর বিদ্যাজ্জিহ্বা জানি ।
 তাহাকে বিভাঞা দিল স্র্পনখা বহিনী ॥
 মৃগী মারিতে গেল রাবণ গহন কানন ।
 ময়দানব সনে পথে হৈল দরশন ২০
 কন্যারত্ন পাশে তার পরমসুন্দরী ।
 ত্রিভুবন মোহিনী তার নাম মন্দোদরী ॥
 রাবণ বলে কন্যা লঞা কেনে তুমি দণ্ডকবনে
 আপনে দানবরাজ কহিল কারণে ॥

'চির যুগ' সর্বত্রই 'চারি যুগ'

গ পুথির পাঠ ।

(৬৩)

(৬৪)

যুবতী কহা আমি খোব কার স্থানে ।

রাত্রিদিবা চিস্তি এই মনে মনে ॥

কহা দেআইলে বাপ মা হয় দুঃখিত ।

কহা কাকে দিব মনে আমি এই চিস্তিত

রাজশ্রী ধর তুমি অতি মহাশয় । ৫

কোন বংশে জন্ম তোমার দেহ পরিচয় ॥

রাবণ বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন ।

লঙ্কাপুরীর রাজা আমি নাম দশানন ॥

দানবরাজ বলে আমি এসে সে তোমা জানি

তোমাকে কহা দিব করহ ছামানি ॥ ১০

কহা বিভাঞা দানব দিলেক যৌতুক ।*

তল্লে মল্লে শেল পাট দিলেত যৌতুক ॥

যে শেলের তেজ্জে ত্রিভুবন চমকিত ।

সেই শেলে লক্ষ্মণ তোমার হইল মুর্ছিত ॥

রাবণের পিতৃশাপ আছে ময়দানব না

জানে । ১৫

কহাদান দিঞা পাছু বিবাদ ভাবে মনে ॥

বিরোচনের ঝি + নামে বিদ্যাংমালা ।

কুস্তকর্ণে বিভা দিল নাম চন্দ্রকলা ॥

সরমা নামে কহা গন্ধর্বকুমারী ।

বিভীষণ বিভা করিল পরমসুন্দরী ॥ ২০

মন্দোদরীর পুত্র হৈল অতি সে দুর্জয় ।

জাহার ঠাই তুমি পাইলে পরাজয় ॥

মেঘ গর্জনে গর্জে লঙ্কা কাঁপে ডরে ।

মেঘনাদ বলিঞা তার বাপে নাম ধরে ॥

রাত্রি দিন কুস্তকর্ণ নিদ্রাতে ঢুলে ।

নিদ্রাঘর সাজাইতে রাবণ রাজা বোলে ॥

বার যোজন ঘর কৈল আড়তে প্রসর ।

যাট যোজন ঘর কৈল দেখিতে সুন্দর ॥

ঘরের সমুখে রূপিল পুষ্প পারিজাত । ৫

নানা পুষ্প বিকসিত সুগন্ধি বহে বাত ॥*

সুবর্ণ খাটে নিদ্রা জায় পরম সুখে । +

ব্রহ্ম শাপে নিদ্রা জায় কাহো নাহি দেখে

ব্রহ্মশাপে কুস্তকর্ণ নিদ্রা জায় অচেতনে

কুস্ত নিকুস্ত হৈল কুস্তকর্ণের নন্দনে ॥ ১০

ইন্দ্রজিৎ তপ কৈল দশ সহস্র বৎসর ।

জল পবন আহার উপবাসেই ভর ॥

আগু ইন্দ্রজিৎ সভাতে হইল বিদিত ।

তবেত তাহার নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ ॥

ব্রহ্মার বরে সে পাইল জাপ্য মালা । ১৫

যজ্ঞ করিতে স্থান পাইল নামে নিকুস্তিলা ॥

নিকুস্তিলা যজ্ঞ করিবেক রাত্রি দিনে ।

বিভীষণ তপ করে একাসনে ॥

রাবণ আনিতে গেল গরের স্ত্রী ।

হেন বেলে গেল মধুদৈত্য লঙ্কাপুরী ॥ ২০

* ইহার পরে থ পুথির পাঠ—

‘রত্নময় হেমঘর উপরে হেম বেড়া ।

চারিভিতে নাশে তার গজমুক্তার ঝারা ॥’

+ ‘ছয় মাসে উঠিল বীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া ।

নানা কেলি করে স্ত্রী বিদ্যাংমালা লঞা ॥

কথোদ্বিগ্নে বিদ্যাংমালা হৈল গর্ভবতী ।

মহাবীর প্রসবিল দুই বেকতি ।

থ পুথির পাঠ ।

* ‘কন্যা দান করিঞা ময়দানব যৌতুক ।’

+ ‘বিরোচনের নাভিনী থ পুথির পাঠ ।

(৬৫)

(৬৬)

অস্ত্রপূরে রাণ থাকে সকল রাক্ষসী ।
মধুদৈত্য বিভা করিল কন্যা কুন্তিলাসী ॥
রাবণ রাজার কুন্তিলাসী হএত বহিনী ।
মধুদৈত্য বিভা করিল রাবণ নাহি জানি ॥
কুন্তিলাসী লঞা ক্রীড়া করে রাত্রি দিনে ॥৫
মধুদৈত্যের পুত্র হৈল নাম লবণে ॥
কুন্তিলাসীর কি নামে কুন্তিলাসিনী ।
খর বিভা করিল তাহার বার ভগিনী ॥
কুন্তিলাসিনী লৈঞা ক্রীড়া করে খর ।
মকরাক্ষ পুত্র হৈল তাহার মহা ধনুর্ধর ॥১০
বাপ তার গো খর মাতা কুন্তিলাসিনী ।
ইন্দ্রজিত সমান তাকে ধনুকে বাখনি ॥
তপের ফলে রাক্ষস ত্রিভুবন জিনে ।
হেন সব রাক্ষস পড়িল তোমার বাণে ॥
সবংশে রাবণ তুমি করিলে সংহার ॥১৫
লঙ্কাকাণ্ডে উত্তর কাণ্ড গাঞা দিল সার ॥

অগস্ত্যবলেন শ্রীরামচন্দ্র শুনহ বচন ।
তবে জে কহিল শুন কমললোচন ॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা কাহো নাহি গনি ।
ধাড়ি দিয়া রাজা সব ধনভাণ্ডার আনি ॥
পুষ্পক রথে চড়িঞা বেড়াএ রাবণ ॥২১
সভার আগে ভাঙ্গিলেক ইন্দ্রের নন্দনবন ।
হেন বেলে গেলা কুবের ইন্দ্রের ঘর ।
কুবের লঞা ইন্দ্র গেল নন্দনবনের ভিতর ॥
নন্দনবন ভাঙ্গিল রাবণ সকল ডালে মুগে ॥
কুবেরের হাথে ধরি ইন্দ্র দেখাঞা বুলে ॥২৬

জ্ঞানে গম্ভীর তুমি দেব অবতার ।
তোমার ভাই রাবণের দেখ ব্যবহার ॥
কুবের বলেন ইন্দ্র শুনহ বচন ।
আমি দূত পাঠাইব বুঝাব রাবণ ॥
সদয় হৃদয় কুবের তত্ত্ব বৎসল ॥৫
রাবণ বুঝাইতে দূত পাঠাইল কেবল ॥
বিভীষণ প্রহস্ত করিঞা রাবণে নোঞারমাথা
ভরিল দেহানে কহে কুবেরের কথা ॥
বিশ্বশবার পো তুমি দেব অবতার ।
তোমাকে করিতে বুঝি উত্তম আচার ॥১০
দেবগণ হিংস তুমি দেবতা অসুখী ।
ঋষি তপস্বী মার তুমি কোন কার্যে লেখী ॥
জ্যোষ্ঠ হৈঞা কনিষ্ঠের করিএ পালন ।
বারে বারে বলি তোমাকে না শুনহ বচন ॥
রুদ্রের* তপ করিতে গেলা কুবের হিমালয়ের
ঘর ॥১৫

ক্রীড়ারসে বুলেস্ত তথা ভবানী শঙ্কর ॥
পরম রূপ ধরিল দেবী ত্রিভুবনের সার ।
মহাদেব লোভাইতে দেবী বাঢ়াইল শৃঙ্গার ॥
আর রূপে ছিল দেবী চিহ্নিতে না চিহ্নি ।
বাম চক্ষুর কোণে মোকে চাহিল ভবানী ॥২০
আমার অলৌকিক দেখিঞা কুপিঞা
গেলা মনে ।
বাম আঁখি পুড়িঞা পিঙ্গল হৈল ততক্ষণে ॥
তবে কঠোর তপ কৈল সহস্র বৎসর ।
তুষ্ট হৈলা মহাদেব আমাকে দিলা বর ॥

(৬৭)

অষ্ট সহস্র বৎসর আমি শুধিল কলেবর ।
 কোনজন্য কৈল হেন ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
 আজি হৈতে মিত্র মোর রাজ রাজেশ্বর ।
 তোমার ঠাই আমি বসিব নিরন্তর ॥
 বাম চক্ষু পুড়িল দেবীর কোপানলে ।
 তে কারণে নাম হৈল আঁখি পিন্ধলে ॥
 আপনে বর দিল পার্শ্বতী বড় কুতূহলে ।
 মহাদেবের বরে চক্ষু হইল নিশ্চলে ॥
 দেবগণ হিংস তুমি দেবতা অসুখী ।
 দেবগণে অপরাধ ভাল নাহি * দেখি ॥১০
 দেবগণ মুনিগণ হইঞা এক ঠাই ।
 তোমার বধ চিন্তেন শুনহ রাবণ ভাই ॥
 কোন বংশে জন্ম তোমার কাহার নন্দন ।
 আজি হৈতে সোজা তুমি করহ দশানন ॥
 জ্যেষ্ঠ হৈঞা বলিল তোমাকে নিষেধ বচন ।
 আজি হৈতে দেবের হিংসা না করহ রাবণ ॥
 এতক নিরিপেক্ষ জবে বলিল বচন ।১১
 দস্ত কড়মড়াঞা উঠিলা রাবণ ॥
 হাথে হাথ মোচড়ে ওষ্ঠ কামড়াঅ দন্তে ।
 সভাখণ্ড অপমান চাহে রাবণ ভিতে ॥
 রাবণ বোলে দূত তোমার শুনিল বচন ।
 আশু তোমা পাঠাইব বমের সদন ॥২২
 পাছে তাহারে মারিব জে পাঠাইল
 আমার ভিতে ।
 মহাদেবের মিত্র হইল বড়াই শুনাইতে ॥

(৬৮)

জ্যেষ্ঠ গৌরবে আমি তে কারণে সহি ।
 বড়াই শুনাইলি যম আজি জাবে কঁহি ॥
 লোকপাল বলিঞা আজি না থুহবৌ এথা ।
 হাথে খাণ্ডা করিঞা দূতের কাটে মাথা ॥
 দূত কাটা গেল সভাখণ্ড বিস্মিত ॥৫
 রাবণের জত চর খাইলেক শোণিত ॥
 মুনির কথা শুনিঞা সভাখণ্ডে তরাস ॥
 উক্ত বকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাত্তে দেহমন ।
 কুবের জিনিতে তবে চলিলা রাবণ ॥১০
 কুবের জিনিতে চলিলা লঙ্কেশ্বর ।
 কুবেরের অনুচর করিল গোচর ॥
 জ্যেষ্ঠ গৌরব ছাড়িঞা যুকিতে আইল
 লঙ্কেশ্বর ।

মারীচ মহাপাশ লড়ে লড়ে মহাদর ॥
 মার মার করিঞা প্রবেশ কৈল কুবেরের
 নগর ॥১৫

শুনিঞা কুবের তবে আইলা সত্বর ॥
 কুবের বলে রাবণ জবে জুঝিবাকে আইসে ।
 রাবণের বিদ্যামানে মারহ রাক্ষসে ॥
 হাথে অস্ত্র করিঞা সব যক্ষ সান্তায় রণে ।
 সকল রাক্ষস উদ্যত হৈঞা সান্তাইলা রণে ॥
 পালাএ রাক্ষস কটক রণ নাহি সহে ।২১
 রণে আশুসরি রাজা সংগ্রাম সহে ॥
 শেল জাঠা ঝগড়া মুদার মুসল ।
 যক্ষগণে অস্ত্র বর্ষে রাবণ উপর ॥

* 'নাহি' শব্দ পুথিতে সর্বত্রই নাহি লিখিত আছে ।

(৬৯)

(৭০)

ব্যাঙ্কুল হৈল রাবণ অস্ত্র নারে সম্বরিতে ।

সংগ্রামে প্রবেশ করিঞা যুঝে ভাল মতে

কুপিল রাবণ রাজা শীঘ্র বাণ এড়ে ।

রাবণের বাণ দেখিঞা যক্ষ ভঙ্গ পড়ে ॥২৪

আগুসরিঞা যুঝে মারীচ প্রহস্ত মহাবল ।

যক্ষসৈন্য মারিঞা সব করিল বিকল ॥

* * * * কোলাকুলি হইল ক্ষমতি ।

যক্ষগণ দলিঞা আইসে রাবণ সেনাপতি ॥

যক্ষগণ একত্র হৈঞা রাবণের কটক দলে ॥

পালাএ রাক্ষস কটক আউদড় চলে ॥

রাক্ষসের ভঙ্গ দেখিঞা রাবণ কোপে জলে ।

সকল কটক দিরাইঞা যক্ষগণ দলে ॥

যক্ষগণ বলে শুন যক্ষ অধিপতি ।

আপনে রাবণ আইসে লঞা সৈন্য

সেনাপতি ॥১০

যোগদণ্ড নিন্দ্যক* নামে কুবেরের সেনাপতি

কুবের পাঠাইল যুঝিতে শীঘ্রগতি ॥*

বিষ্ণুর চক্রের সমান তার চক্রের ধার ।

মারীচের উপরে করে অস্ত্রের প্রহার ॥

চক্রের ঘাএ রাক্ষস মোহ গেল রণে ॥১৫

মারীচ দেখিঞা ভঙ্গ পড়িল যক্ষগণে ॥

যক্ষগণ যুঝিতে তার নাহিক আয়াসে ।

খেদাড়িঞা যক্ষগণ রাক্ষসকে আইসে ॥

আঁধির নিমিষে মারীচ আপনা সম্বরে ।

রুধিঞা মারীচ আইসে যক্ষ পালায় ডরে ॥২০

ত্রাসে হইল গিঞা দ্বারপালের আড় ।

যুঝিবারে দ্বারপাল হৈলা সজাড় ॥

* যোগবিন্দু খ, পুথর পাঠ ।

স্বর্ঘ্যভানু নামে আছে তাহার ছুআরে ।

দ্বার এড়ি না দেয় রাবণ মহাবীরে ॥

দ্বার এড়ি না দেঅ দ্বারী মহাবলী ।

দ্বারী ঠেলিঞা রাবণ জায় পেলাপেগৌ ॥

দ্বার বন্ধ পাথরখান্ দ্বারী উপাড়ে

হাথের টানে ॥

ছই হাথে পাথর তুলিঞা মারিল রাবণে ॥

রক্তে রাক্ষা হঞা পড়িল রাবণ ।

প্রাণে না মরিল ব্রহ্মার বরের কারণ ॥

সেই পাথর তুলিঞা যক্ষের ছিণ্ডে মৃণ্ড ।

পড়িল স্বর্ঘ্যভানু হৈঞা খণ্ড খণ্ড ॥১০

দ্বারী পড়িল সকল যক্ষ পলায় ডরে ।

পালাইঞা মায়াইল গুহার ভিতরে ॥

যক্ষের ভঙ্গ দেখিঞা কুবের কোপে জলে ।

মন্ত্রিভদ্র* সেনাপতি পাঠায় রণস্থলে ॥

মন্ত্রিভদ্র বলি শুনহ বিক্রমসাগর ॥১৫

রাবণ মারিঞা যক্ষের বুচাহ ডর ॥

ষাটি সহস্র সেনা লঞা মন্ত্রিভদ্র লড়ে ।

মন্ত্রিভদ্র দেখিঞা রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে ॥

দেবদানব জত আছন্তি আকাশে ।

যক্ষ রাক্ষসে যুদ্ধ দেখিঞা পড়িলা তরাসে ।

এক সহস্র যক্ষ প্রহস্ত সংহারি ॥২১

ছই সহস্র যক্ষ মহোদরে মারি ॥

তিন সহস্র যক্ষ মারীচ বীর দলি ।

একলা মন্ত্রিভদ্র রহিলা রণস্থলি ॥

* গ পুথিতে পার্শ্বমালী, ভদ্রমালী, এবং মালী
ভদ্র এইরূপ পাঠ আছে । আদর্শ পুথিতেও
মণিভদ্র ও মন্ত্রীভদ্র এই দুই প্রকার পাঠ দেখা
যায় ।

(৭১)

বড় বড় যক্ষ যুদ্ধে ছুটিঞা আইসে বলে ।
 তাহা দেখিঞা মারীচা আইসে মহাবলে ॥
 মারীচার মুণ্ডে মারে গদার বাড়ী ।
 পড়িল মারীচ বীর জায় গড়াগড়ী ॥
 মারীচ দেখিঞা পলায় সকল রাক্ষসগণে ।
 কুপিল রাবণ রাজা যক্ষগণ হানে ॥
 ক্রবিল মন্ত্রিভদ্র রাবণের অহঙ্কারে ।
 শেলপাট তুলিঞা মারে রাবণের উপরে ॥
 মাথা ছুটিঞা রাবণের রক্ত বহে ধারে ।
 রণে চেতন হারাইল রাবণ আপনা পাসরে ॥
 মেরুভদ্র ভূম্যে যুঝে রাবণ যুঝে রথে । ১১
 কুপিল রাবণ রাজা গদা লৈল হাথে ॥
 গদার বাড়ী রাবণ তাহাকে মাইল নির্জাস ।
 মাথার মুকুট তার হৈল এক পাশ ॥
 পাষমুনি গুনিলেক মণিভদ্রের নাম ।
 পাষমুনি রাবণে বাজিল সংগ্রাম ॥ ১৬
 কোপে রাবণ বাণ এড়িলেক ধনুকের গুণে ।
 বাণে ছুটিঞা মণিভদ্র মোহগেলা রণে ॥
 মণিভদ্র দেখিঞা পালায় যক্ষগণে ।
 পালাঞা সকল বার্তা কহে কুবের স্থানে ॥
 ক্রতিবাস পণ্ডিত কবিত্তে শিঅলি । ২১
 অমৃত অধিক গাইল উত্তরকাণ্ড পাঁচালী ॥

অগস্ত্যবলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন ।
 ক্রোধ করিঞা কুবের যুদ্ধিতে আইসে
 ততক্ষণ ॥

পুষ্পক রথে চটিঞা আইলা লোক পাল । ২৫
 যক্ষ রাক্ষসে ছুইতে হৈলা মিশাল ॥

(৭২)

রণস্থল আইলা কুবের পাত্রে বেষ্টিত ।
 ডাক দিঞা বলে, রাবণ নহেত উচিত ॥
 দূত পাঠাইল আমি না থাক প্রবোধে ।
 আমার দূত মার তুমি কোন অপরাধে ॥
 তপ করিঞা তোমার অস্থি চর্ম্ম সার । ৫
 অমর বর না পাইলে তবে এত অহঙ্কার ॥
 আমরা সব অমর হইলাহৌ তপের
 প্রকার ।
 অমর বর না পাইলে আমাকে কর অহঙ্কার ॥
 অমর যদি না হইলা অবশ্য মরণ ।
 মরণ বেলে স্মরিবে আমার বচন ॥ ১০
 আগাত্য মাতৃ পুত্র বাঢ়ে পুণ্যবলের তেজে* ।
 অদ্বৈত পাপিষ্ঠ সবংশে মজে ॥
 বাপ মায় সোদর ভাই গৌরব নাহি রাখি ।
 হেন ছার চাঁড়ালের মুখ নাহি দেখি ॥
 কোন্ ছার সনে মোর হৈল সম্ভাষণ । ১৫
 আপন*পাপে নাশ তুমি হৈবে রাবণ ॥
 এতেক ডাকিঞা বলে কুবের মহারাজে ।
 রাবণের মামা প্রহস্ত পলাইলা লাজে ।
 জ্যেষ্ঠ গৌরব ছাড়িলেক হৈল পাষণ্ডী ।
 দ্বার পালের মুণ্ডে মারিলেক দোহাথিয়া
 বাড়ি ॥ ২০

দৌহে নিরপেক্ষে করে অস্ত্রের প্রহার ।
 নানা বাণ নানা অস্ত্রে করে অবতার ॥
 অগ্নিবাণ রাবণ রাজা করেন অবতার ।
 বরুণ বাণে কুবের তাহা করিল সংহার ॥

* ধনধান্যে পুত্রপৌত্রে বাঢ়ে ধর্ম্ম তেজে—
 থ, পুথির পাঠ ।

(৭৩)

(৭৪)

ব্রহ্ম অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্র কৈল অবতার ।
 দেব দানব গন্ধর্বে লাগে চমৎকার ॥
 রাক্ষস মায়া ধরে রাজা রাবণ ।
 নানা মায়া করিঞা কুবের সনে করে রণ
 ব্যাঘ্র হৈঞা কাহাকেহো কামাড়াঞা মারে ।
 রুদ্ররূপ ধরিঞা কাহাকেহো চিরে ॥ ৬
 মেঘরূপে রাবণ কাহাকেহো ফাঁকর করে
 জাড়ে ।
 পর্কতরূপে কাহাকেহো রাবণ চাপিঞা
 পড়ে ॥
 খাল ডোভ হৈঞা রাবণ যক্ষ যুঝিতে নারে
 আচম্বিতে গদার বাড়ী মারিল কুবেরশিরে ॥
 পুষ্পকরথে হৈতে কুবের গড়িল ভূমিতলে ॥ ১১
 কাটিল অশোকবন জেন পড়ে ডালে মূলে ॥
 কুবের কান্ধে করিঞা নিলেক অমুচরে ।
 কুবের থুইল নিঞা নন্দনবনের ভিতরে ॥
 লুকাঞা থুইল নিঞা ধনের অধিকারী ।
 কটক সনে রাবণ সান্তাইল অস্ত্রপুৰী ॥ ১৬
 ধনুমাণী নামে কত্যা কুবেরের হুহিতা ।
 এতেক অগস্ত্য মুনি কুবেরের কহেন কথা ॥
 সেই কত্যা লঞা রত্নরতি করে লঙ্কারনাথে ।
 লাজে বিভীষণ হেঠ কৈল মাথে ॥
 সেই কত্যাতে উপজিল অতিকা কুণ্ডর ॥ ২১
 শুন কথা শ্রীরঘুর কুণ্ডর ॥
 সেই অতিকায় বীর ধর্মস বীর ।
 হেন অতিকায় মারিল লঙ্গন মহাবীর ॥
 পুষ্পকরথ বন্দি হৈল ভাণ্ডার লোড়ে ।
 পুষ্পকরথে চড়িঞা রাবণ দিগবিজয় করে ॥ ২৬

মুনির কথা শুনিঞা সভাএ লাগিল
 চমৎকার ।
 কৃত্তিবাস পণ্ডিত গাঞা দিল সার ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথাতে দেহ মন ।
 দিগবিজয় করিতে লড়িলা রাবণ ॥
 পুষ্পকরথে চড়িলা রাজা রাবণ ॥ ৭
 রথে চড়িঞা জায় সোণার শরবন ॥
 কার্ত্তিকের জন্ম জথা সোণার শরবন ।
 দিগ আলোক করে রত্নের কিরণ ॥
 রথখান ঠেকিল গিঞা নাহি আগুসরে ।
 মস্তিগণ লঞা রাবণ নানামন্ত্র করে ॥ ১০
 মারীচ মহাপাত্র রাবণে কথা কহে ।
 দানবের রথখান তোমাকে নাহি বহে ॥
 হেন রথে সতে আছে রথ নাহি লড়ে ।
 হেন বেলে মহাদেবের দূত আইল রড়ে ॥
 না জাহ রাবণ রাজা কহিল তোমারে ॥ ১৫
 গৌরী লঞা মহাদেব নানারঙ্গ করে ॥
 হেন পর্কত আইলা তুগি মরিবার তরে ।
 আপনা চিহ্নিঞা ঘর জাহ নিশাচরে ॥
 দেব দানব গন্ধর্ব জাকে ডর করে ।
 একলা নির্ভয়ে রহে চন্দ্রশেখরে ॥ ২০
 কোপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে ।
 রথে হৈতে নাষিঞা জাএ মহাদেবের স্থানে
 মহাদেবের দ্বারী মহাদেবের সমান ।
 বানরের হেন মুখ দ্বারীর বানর হেন ঠান ॥
 মুখ দেখিঞা রাবণ দিলেক টিটকারী ॥ ২৫
 মহাদেবের দ্বারী মো নন্দী নাম ধরি ॥

৩৮ রাবণের প্রতি নন্দীর শাপ ও বেদবতীর বিবরণ । [রামায়ণ

(৭৫)

(৭৬)

আমাসনে রাবণ তোর কিসের ঢামালি ।
 নর বানৱ তোর করিবেক আউলী ॥
 আমাকে দেখিসি বানর ছেন ঠান ।
 সবংশে রাবণ তোর করিব নিঃসন্তান ॥
 মন পবন জিনিঞা আমার গমন ।
 সবংশে মারিব তোকে সেই বানরগণ ॥
 তোমাকে রাখিঞা মোর কোন প্রয়োজন ।
 আপন দোষে অন্নাযুঃ হৈবেক দশানন ॥
 কোন ছার সনে মো করিবো সস্তাষণ ।
 আপন পাপে নাশ যাবেক রাবণ ॥১০
 কোপিল রাবণ রাজা নন্দীর বচনে ।
 ছুই হাথে পৰ্ব্বত তোলে মারিবার মনে ॥
 রাবণে পৰ্ব্বত তোলে মহাদেব হাসে ।
 পাএ চাপিল পৰ্ব্বত রাবণে তরাসে ॥
 তুলিতে নারে পৰ্ব্বত চাকরাই করে* ॥১৫
 স্বৰ্গ মৰ্ত্ত পাতাল উফড়িঞা পড়ে ॥
 মহাদেব বলেন শুন দশানন ।
 তোর রাএ উফড়িল এ তিন ভুবন ॥
 বিপরীত শব্দ তোর শুনিল রাবণ ।
 রাবণ বলিঞা তোর থাকিল ঘোষণ ॥২০
 পুষ্পকরণ মুক্ত হৈল মহাদেবের বরে ।
 রথে চটিঞা চলে রাবণ দিগবিজয়ের তরে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের সরস আলাপ ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল রাবণে নন্দীদিল শাপ ॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথ্যতে দেহ মন ।
 দিগবিজয়ে চলিল তবে রাজা দশানন ॥
 নন্দীর শাপ নাহি শুনে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 রথে চটিঞা যায় রাবণ হৈঞা বীরবর ॥
 হিমালয় পৰ্ব্বত গেল লঙ্কার অধিকারী ॥
 তথা গিঞা কত্যা দেখিল পরম সুন্দরী ॥
 জটা বাকল ধরে কৃষ্ণচর্ম পরিধান ।
 মূর্তিমান দেখি জেন দেব অপিত্তান ॥
 হৃর্গের ছায়া জেন সাবিত্রী বেদমাতা ।
 ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী জেন প্রত্যক্ষ দেবতা ॥১০
 অতিথি ব্যবহারে কত্যা দিল আসন পানী ।
 কামভাবে কত্যা কে কহেত কাহিনী ॥
 রূপ যৌবন কেনে না কর বিলাস ।
 কাহার তরে কঠোর তপ কর উপবাস ॥
 কাহার ভার্যা তুমি কাহার বহুআরী ॥১৫
 কোন কার্যে মর্ত্যলোকে তপ করিঞা
 মরি ॥

কত্যা বলে আদ্য উপাস্ত কহিতে বিস্তর ।
 জাহার তপ করি শুন আমার উত্তর ॥
 কুশধ্বজ বাপ আমার মা বৃহস্পতী* ।
 কুশধ্বজের বি আমি নাম বেদবতী ॥২০
 বেদ পঠিতে বাপের মুখে আমার উৎপত্তি ।
 তে কারণে বাপে নাম খুইল বেদবতী ॥
 বিষ্ণুকে দান দিতে আমা বাপ চাহে ।
 দান না করিল কত্যা পাঞা রজ মোহে ॥

* 'হাথে বেথা পাঞা রাবণ পৰ্ব্বত গোটা ছাড়ে
 —গ পুথির পাঠ ।
 বুকে ব্যথা পাঞা রাবণ চিকরাই পাড়ে—
 খ পুথির পাঠ ।

* কুশধ্বজ পিতা গিতামহ বৃহস্পতি—
 গ পুথির পাঠ ।

(৭৭)

(৭৮)

কাহাকেহো না দিব কহা বাপের অঙ্গীকার
শব্দ* নামে দৈত্যহাথে বাপ গেল মার ॥
বাপ মরণে মাএ নিরাপ পাব কহি † ।
বিষ্ণুর উদ্দেশে তপ করি যৌবন নাহি চাহি
মরিল বাপের জবে সিদ্ধ করিব অভিলাষ ॥৫
বিষ্ণুর উদ্দেশে তপ করি উপবাস ॥
কন্তার বচন শুনিঞা রাবণে উঠে হাস ॥২৫
রথে হৈতে গেলা রাবণ কন্তার পাশ ॥
ত্রৈলোক্যমোহিনী কহা পরম রূপ ধরে ।
হেন কহা কেনে তপ করিঞা মরে ॥১০
আমি ব্রহ্মা আমি ইন্দ্র আমি নারায়ণ ‡ ।
পাইল তোমাকে কহা ছাড়িব কোন কারণ
কহা বলে হেন বোল মুখে নাহি আনি ।
ত্রৈলোক্যবিজ্ঞই নাম কোন দোষে হানি ॥
এবোল শুনিঞা রাবণ কন্তার হাথে ধরি ॥১৫
হাথে ধরিঞা শৃঙ্গার করে রাবণ অধিকারী
হাথ পা আছাড়ে কহা রাবণ ধরিলেক চূলে ।
শৃঙ্গার করিঞা রাবণ এড়িলেক চূলে ॥
কহা বলে জাতিনাশ কর কিসের কারণে ।
অগ্নিতে প্রবেশকরিব তোমার বিদ্যামানে ॥২০
ব্রহ্মার বরে রাবণ তোমাকে ত্রিভুবনে নারি
কি করিতে পারি আমি নারী অকুমারী ॥১২
তপের তেজে ভস্ম করোঁ তপ জাবেক নাশ
আপনার সতীত্ব আমি করিব প্রকাশ ॥

* 'সিদ্ধ' পাঠান্তর ।

† অনুমতা হৈল মাতা বাপ পাব কহি ।

অন্য পুথির পাঠ ।

‡ 'কহি হরি কহি বিষ্ণু কহি নারায়ণ ।'

অন্য পুথির পাঠ ।

নানা কাষ্ঠ আনিল কহা উঠিল অগ্নিরাশি
অগ্নি প্রদক্ষিণে বুলে কহা রূপসী ॥
দানবকুমারী আমি বিস্তর কৈল সেবা ।
উত্তম কূলে জন্ম হইবেক অযোনিমন্তব ॥
বিষ্ণুর রমণী হৈব জন্ম জন্মান্তরে ॥৫
আমার লাগিঞা যেন রাবণ রাজা মরে ॥
রাবণ লাগিঞা মরি আমি দেবগণ দেখি ।
আমার লাগিঞা রাবণ মরিবেক তোমরা
হৈহো সাফলী ॥
পতিব্রতার শাপ নামানে আপন অহঙ্কারে ।
পুষ্পবৃষ্টি ছন্দুভি হইল স্বর্গপুরে ॥১০
হাল ধরিঞা জনক রাজা বজ্রভূমি চষি ।
লাঙ্গলে উপজিল কহা রূপসী ॥
ইহার লাগিঞা তার নাম খুইল সীতা ।
বিষ্ণু অবতার তুমি সীতা পতিব্রতা ॥
পতিব্রতার কঠোর তপে হএ বিপরীত ॥১৫
সীতা লাগিঞা রাবণ মরিল সংসারে বিদিত ॥
সীতার জন্ম রহস্য কহেন অগস্ত্য মুনিবর
উত্তরকাণ্ড গাইল কৃতিবাস কবিবর ॥
অগস্ত্য বলেন রবুনাথ কথাত্তে দেহ মন ।
দিগবিজয় করিঞা বুলেন লঙ্কার রাবণ ॥২০
ব্রহ্মার বরে রাবণ কাহো নাহি গণে ।
শাপ গালি জত পাড়ে কিছু নাহি শনে ॥
জত জত রাজা বৈসে পৃথিবী ভিতরে ।
মকল রাজা জিনিলেক আপন বাহুবলে ॥
মকল রাজা বজ্র করে বলে মহাবলী ॥২৫
উত্তম ব্রাহ্মণ বজ্র করায় মহাজ্ঞানী ॥

(৭৯)

(৮০)

যজ্ঞভাগ নিতে আইলা সকল দেবগণ ।
 আচম্বিতে রথে চড়িঞা গেল রাবণ ॥
 বিদ্যা পরিত* উপরে যজ্ঞের অম্বুবন্ধ ।
 রথে চড়িঞা উঠিলা রাজা দশস্কন্ধ ॥
 দেবগণ চমকিত দেখিঞা রাবণ । ৫
 পঙ্কের ভিতর লুকাইল সতে হৈলা অদর্শন ॥
 ইন্দ্র ময়ুর হৈলা কুবের কেকলাস ।
 যম কাক হৈলা বরুণ হৈলা হাঁস ॥
 মরুত রাজা যজ্ঞ করে বেড়িঞা লোকে ।
 সংগ্রাম দেহ সংগ্রাম দেহ রাবণ রাজা

ডাকে ॥১০

মরুত বলে আমি তোমা নাহি জানি ।
 পরিচয় দেহ যেন আমি চিহ্নি ॥
 রাবণ বলে ত্রিভুবনে আমি পরিচয় ।
 ত্রিভুবন জিনিয়া বুলি আমি মহাশয় ॥
 সব দেব বড়াই করে ধনের অধিকারী । ১৫
 তাহাকে জিনিয়া নিল লঙ্কাপুরী ॥
 অষ্টলোকপাল কুবের ধনের ঈশ্বর ।

হেন কুবেরের রথ আনিল সত্বর ॥
 আপনে বড়াইঞা করে ভরিল সভাতলে ।
 রাবণের বড়াইঞা দেখিঞা মরুত কোপেজলে
 জ্যেষ্ঠ ভাই মারিঞা কহে অপূর্বকাহিনী ॥২১
 হেন কথা কহিতে লাজ না বাস আপনি ॥
 ধার্মিকের অপমান ধার্মিক নাহি করে ।
 ধার্মিক শুনিলে তার কিছু নাহি সহে ॥
 বিক্রম করিয়া বেড়াইসি কাকেহো নাহি ডর
 মানুষ্যের হাথে তুমি জাবে যমঘর ॥২৬

*উষীর্ষ্য পরতে পাঠান্তর ।

ধনুক বাণ লইঞা আইসে যুঝিবার মনে ।*
 হাথপ্রসারিঞা আমা লঞা বৈসি সভাতলে ।
 যজ্ঞ সজ খাঞা রাক্ষস সব বুলে ॥
 সংগ্রাম জয় করিঞা চলিলা রাবণ ।
 আপন মুক্তি দেবগণ হইলা ততক্ষণ ॥৫
 ময়ুর হৈতে বাহির হৈঞা ময়ুরে দিলা বর ।
 আমার সহস্র চক্ষু হউ তোমার পুচ্ছেরউপর ॥
 পূর্বে ময়ুর ছিল নীল আকার ।
 ইন্দের বরে সহস্রলোচন হৈল তাহার ॥
 আমার বরে হউক তোমার নীল কলেবর ।
 মনের স্থখে ইন্দ্র ময়ুরে দিল বর ॥১১

মেঘ পাতিঞা জখন করিব বর্ষণ ।
 লেজ প্রসারিঞা তুমি করিহ নাচন ॥
 বরুণ বলেন হংস তোমাকে দিল বর ।
 চন্দন হেন হউক তোমার কলেবর ।
 বরুণ বোলে আমি জলের অধিপতি ॥১৬
 জলে থাকি তোমার বাড়িএ পিরীতি ॥

* হস্ত পসারিঞা রহায় সকল ব্রাহ্মণে ॥
 পরামর্শ যজ্ঞ করিতে কোপ নাহি করি ।
 মারকাট কৈলে যজ্ঞে সবংশেতে মরি ॥
 পুরোহিত বাক্য ধর কোপ কর দূর ।
 পিরীতে প্রবোধি পাঠাও রাক্ষস নিষ্ঠুর ॥
 যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে হয় বড় দোষ ।
 পরাজয় সেথা কর রাবণে সম্ভোষ ॥
 পরাজয় মানিল রাজা সকল সভাতলে ।
 যজ্ঞের সামগ্রী খেয়া রাবণ কটক বুলে ॥
 খ ও গ, চিহ্নিত পুথিতে এইরূপ অধিক
 পাঠ আছে।

(৮১)

(৮২)

নীলবর্ণ ছিল হংস হৈল ধবল ।
 বরুণের বরে হৈল শরীর নির্মল ॥
 কৈকলাসে বর দিল ধনের ঈশ্বর ।
 সুবর্ণ হেন দেহ হউক তোমার কলেশ্বর
 সুবর্ণ হেন হউক তোমার পা খণ্ডে ॥
 ঘন মাথা নাড়িহ মুকুট ধরিহ মুণ্ডে ॥
 বম বলেন কাক তোমাকে দিল বর ।
 আমার বরে হহ তুমি অজয় অমর ॥
 রোগ পীড়াতে তোমার কিছু করিতে নারি ॥
 মারুঘ যদি কাক মাঝবেক তবে সে মরি ॥১০
 তোমার বন্ধু বান্ধব তোমাকে বোগাবে
 আহার ।
 বম করণে তার তৃপ্তি হবেক আপার ॥
 যজ্ঞ সংপূর্ণে পক্ষে দিঞা বর ।
 অষ্টলোক পাল গেলা আপনার ঘর ॥
 গোড়ে পূজিত কৃতিবাস পণ্ডিত ॥১৫
 মরুত রাজার যজ্ঞ সাঙ্গ সংসারে বিদিত ॥

প্রাতঃমান করি রাম বসিলা দেহানে ।
 সভা খণ্ড লঞা রাম মূনির কথা শুনে ॥
 অগস্ত্য বোলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহ মন
 দিগ্বিজয় করিঞা তবে বেড়ায় রাবণ ॥২০
 পুষ্পক রথে চড়িঞা বেড়ায় ত্রিভুবন ।
 সৈন্যশব্দ রথশব্দ শুনি ঘনে ঘন ॥
 বড় বড় রাজা রাবণ জথা জথা শুনে ।
 কাহার কথা না জানে সকল রাজা জিনে ॥
 সংগ্রাম চাহিঞা বলে দেহ মোরে রণ ॥২৫
 রণ না দিহ বোল হারিল সর্কজন ॥

হারিল বুলিঞা ছাড়ি এ নিশ্চয় ।
 আপনার মুখে সকল রাজা মাগিলপরাজয় ।
 কখনো জদি আমাকে করহ অহঙ্কার ।
 তবেত আমার ঠাই তার নাইক নিস্তার ॥
 ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা নানা মায়া ধরে ॥
 পরাজয় মানিল তবে সকল নৃপবরে ॥
 শুমন্ত রাজা বলে সর্বলোক লেখে ।
 পরাজয় মানিল সেই আপনার মুখে ॥
 পুরোরবা সুরথ আদি জত মহাশয় ।
 আপন মুখে সব রাজা মানিল পরাজয় ॥ ১০
 সকল রাজা জিনিলেক আপনার বলে ।
 অমোঘ্য জিনিতে জাএ জয় জয় রোলে ॥
 অনারণ্য রাজ্য করে অবোধার রাজে ।
 রাবণ রাজার বার্তা পাঞা যুঝিবারে সাজে ॥
 রাক্ষস কটক লাগিল গিঞা গড়ের ছাতারে ॥
 দ্বারী ভিতর গিঞা রাজাকে গোচরে ॥১৬
 রাবণ রাজা আইল সংগ্রাম চাহে ।
 তোমার অনারণ্য রাজ্য ডরে গেল কহে ॥
 কুপিল অনারণ্য রাবণের অহঙ্কারে ।
 কটক লঞা বাহির হৈল যুঝিবার তরে ॥
 অষ্টকোটি পাতক তিন কোটি ঘোড়া ॥২১
 কোটি সহস্র হস্তী জেন পর্কতের চুড়া ॥
 সূর্য্যবংশে অনারণ্য বীর অবতার ।
 দিনে সূর্য্য অস্ত গেল হৈল অন্ধকার ॥
 তাজি অষ্ট ঘোড়াতে বহে কাঞ্চনরথখান ।
 রথে চড়িঞা অনারণ্য করিল পয়ান ॥২৬
 জন্মেজয় মহাবীর রাজার নন্দন ।
 বাপের চরণ বন্দিঞা বলএ বচন ॥

(৮৩)

(৮৪)

আমি হেন পুত্র থাকিতে তুমি করিবে রণ ।
মোকে আজ্ঞা কর মারিবাঁ রাবণ ॥
এ বোলশুনিঞা অনারণ্য পুত্র কৈল কোলে
পুত্রকে রাজ্য সমর্পিল ভরিল সভাতলে ॥
পুত্রকে কহিল করিহ প্রজার পালন ।
নানি অস্ত্র লঞা রাজ্য করিতে জ্ঞাএ রণ ॥
পাত্র বোলেন তুমি কথা শুন মহাশয় ।
তুমি থাক আমরা সব করিব পরাজয় ॥
পাত্র ভাগের কথা শুনিঞা হরষিত মনে ।
শুভ দৃষ্টি করিঞা চাহে পাত্রভাগপানে ॥১০
জন্মেজয়ে দিল রাজ্য কনক নবদণ্ড ।
সমর্পিল পুত্রকে রাজ্য সকল রাজ্য খণ্ড ॥
রাজ্য করিহ বাপু হইঞা স্থস্থির ।
আমার আজ্ঞা লজ্জাহ যদি হহ গড়েরবাহির
বসিষ্ঠের চরণে রাজ্য হৈলা নমস্কার ৥১৫
রথে চড়িঞা রাজ্য করিল আগুসার ॥
কুন্তি বাস পণ্ডিত সকল শাস্ত্র জানে ।
আশ্চর্য্য গীত করিল উত্তর রাগায়ণে ॥

অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র কথাতে দেহমন ।
যুঝিবারে লড়িলা তবে রাজ্য অনারণ্য ॥২০
রাম রাম করিঞা রাজ্য সামাইল রণে ।
দশদিগ আলোক করিঞা বাণে হানে ॥
দুই কটকে দেথা দেখি দুর্জয় বাঝিল রণ ।
মস্ত পতি বাণ সভে করি বরিষণ ॥
দুই কটক যুঝিয়া মরে রণের বিবাদী ৥২৫
রক্তে পূর্ণিত হঞা বহে সব নদী ॥

হস্তীর মুণ্ডে মারে খরসান অক্ষুশে ।
দন্তে ধরিঞা হস্তীর ঘড় মারে রাক্ষসে ॥
এক চাপে হঞা চাপে জতেক ঘোড়াঘুড়ী ।
লেগে ডাবুস মারে কাণ্ড চিআড়ি ॥
ধনুকী সব যুঝে লইঞা ধনুক ৥
বড় বড় রাক্ষসের বাণে বিক্ষে বুক ॥
এক চাপ হঞা কটক করে মহারণ ।
রাক্ষস কটক ভঙ্গ দিল সহিতে নারে রণ ॥
আকাশে থাকিঞা দেখে সকল দেবগণ ।
রাবণ এড়িঞা পালায় রাক্ষস নাহি সহে রণ ॥
রহিল অতিকা মকরাক্ষ যোদ্ধপতি ৥১১
বড় বড় বীর যুঝে সামস্ত পতি ॥
সেনাপতি সব যুঝে ধনুকে দিঞা চটা ।
যুখে যুখে যুঝিঞা মরে পর্ত্ততিয়া ঘোড়া ॥
তিন বীরের বাণ বর্ষণে ত্রিভুবন ফাটে ৥১৫
রাক্ষসে মানুষধরিঞা গিলে গোটেগোটে ॥
কটকের দুর্গতি দেখিঞা রাজ্য বড় হুংখী ।
তিন কোটা পড়িল রাজ্যার যুঝার ধনুকী ॥
কুড়ি সহস্র পড়িল রাজ্যার ধনুক যুঝার ।
চৌরাশী লাখ পড়িল ঘোড়ার উকমাল ॥২০
হস্তী ঘোড়া পড়িল রক্তে ভাসে পালান ।
একশত কাটা কান্ধ উঠিঞা মাগে দান ॥
ডালে বসিঞা রক্ত পিএ শশুনি গুধিনী ।
খাপর ভরিঞা রক্ত পিএ ভবানী ॥
সুমন্ত সারথী কহে হাথ করিঞা জোড়া ৥২৫
পড়িল সকল সৈন্য রথের সব ঘোড়া ॥
সুমন্ত বলে ইন্দ্র রাজ্য করহ স্মরণ ।
শব্দভেদিবাণ এড় মরুক রাক্ষসগণ ॥

(৮৫)

(৮৬)

শঙ্কভেদিবাণ রাজা জুড়িল ধনুকে ।
 বজ্র হেন বাণ বাজিল মকরাঙ্গের বৃকে ॥
 বাণে ফুটিঞা মকরাঙ্গ হৈল অচেতন ।
 আপনে সামাইল রাবণ করিতে রণ ॥
 অগ্নিবাণ রাবণ রাজা করিল অবতার । ৫
 বরুণ বাণে অনারণ্য করিল সংহার ॥
 অনারণ্য বাণ এড়ে রাবণ রাজা ফুটে ।
 রাবণরাজার সানাতোপের বাণের তেজেকাটে
 অনারণ্য করিল নানা বাণ অবতার ।
 রাবণের কটক পালায় সস্ত্রম-আপার ॥১০
 মারীচ মকরাঙ্গ পালায় রহিল রাবণ ।
 মায়ামই বাণে রাবণ যুঝে ততক্ষণ ॥
 বাণে খান খান হৈলা রাজা অনারণ্য ।
 বাণের ডাহে রাজা হইলা অচেতন ॥
 খান খান হইল রাজার সানাতোপের । ১৫
 সর্কাস ফুটিঞা রাজা হৈলা জর্জর ॥
 অনারণ্যের মুণ্ডে মারে গদার বাতি ।
 রথ সারথি রণে পড়িল জায় গড়াগড়ি ॥
 বিরথী হইঞা রাজা পড়িলা ভূমিতলে ।
 রাজা এড়ি সৈন্য সব পালায় রণস্থলে ॥২০
 অনারণ্যের মুণ্ডে রাবণ মারিল চাপড় ।
 ভূমি পড়িলা রাজা করে ধড়ফড় ॥
 হাসিঞা রাবণ গেল অনারণ্যের নিকট ।
 রাবণ বলে অনারণ্য পড়িল শঙ্কট ॥
 আমার সনে রণ কর জাবে যমধর । ২৫
 পরাজয় করি তোমে আপন মুখে বল ॥
 ত্রিভুবন জিনিল আমি আপনার তেজে ।
 অনারণ্য রণ করে আমাতে নাহি রঞ্জে ॥

অনারণ্য বলে রাবণ বোলসি অহঙ্কার ।
 কর্তু হারি কর্তু জিতি রণের ব্যবহার ॥
 বিক্রমে টুটীলাঙ আমি বৃদ্ধ বএস বেলে ।
 তোমাকে শাপ দিব আমি সংগ্রাম স্থলে ॥
 দান পুণ্য বিস্তর করিল আমি অগ্নি সন্তর্পণ ।
 বিস্তর স্তবর্ণ দিঞা তুষিল ব্রাহ্মণ ॥৬
 এতেক তপ মোর জানিনু ভালে ভালে ।
 তোর বধের তরে রাজা জন্মিব মোর কূলে ॥
 জতেক শাপ দিল রাজা কিছু নহে আন ।
 তে কারণে তোমার হাথে তেজিল পরাণ ॥
 জন্মেজয় পুত্রকে রাজা রাজ্য করিল সমর্পণ
 বিষ্ণু অরণে রাজা তেজিল জীবন ॥১২
 জন্মেজয় পুত্র তার করিল সংকার ।
 রণে পড়িঞা রাজা গেল স্বর্গ ছুআর ॥
 রথে চটিঞা রাজা গেল স্বর্গ ভ্রমন ।
 পৃথিবী দলিঞা বেড়ায় রাজা দশানন ।
 তোমার পূর্বপুরুষ মারে অবোধ্য জিনে । ১৭
 হেন রাবণ রাজা পড়িল তোমার বাণে ।
 পূর্বপুরুষের শাপ শুনিঞা শ্রীরামের হাস ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥

রাত্রি প্রভাত হৈল প্রাত্যুষ বিহান ।
 মুনি রাক্ষস লঞা শ্রীরামের দেহান ॥২২
 রাম বলেন সেকালের রাজা বলে টুটন ।
 তে কারণে মারিঞা কাটিঞা বেড়ায় রাবণ ॥
 বীর শূত্র পৃথিবী ছিল সে সব কালে ।
 তে কারণে রাবণ রাজা মারিঞা কাটিয়া
 বলে ॥

(৮৭)

(৮৮)

সে কালের রাজা ব্রহ্মঅস্ত্র নাহি জানে ।
 তেঁকারণে রাবণ ঠাই পরাজয় মানে ॥
 অগস্ত্য বলেন সেকালের রাজা মায়া জানে
 সভারে রাক্ষসের মারাত কাহো নাহি জিনে ॥
 রাক্ষসের মারাত মানুষ্যের অনেক অন্তর ।
 তেঁকারণে পরাজয় না মানে লঙ্কেশ্বর ॥
 জে জে বড় রাজা ছিল বিষ্ণুঅবতার ।
 তাহার ঠাই রাবণ রাজার নাহিক নিস্তার
 সেই কথা কহি রাম তাতে দেহ মন ।
 জে জে রাজার ঠাই অপমান পাইল দশানন
 কার্তিকবীৰ্য্য অর্জুনরাজার জন্ম চন্দ্রবংশে ॥১১
 সহস্র বাহু ধরে রাজা জন্ম বিষ্ণু অংশে ॥
 অর্জুন মহারাজা সহস্র বাহু ধরে ।
 মানুষ্যের কার্য্য দেবে নাহি পারে ॥
 সহস্র যোজন ডাকাচুরি নাহি বলাবল ।
 প্রতোথ হঞা তার করে ফলাফল ॥১৬
 দানপুণ্য করিঞা সভাথও রাখে ।
 প্রতাপে আগল রাজা সর্বলোক রাখে ॥
 জাহা অণ্ডরণে হারাইল ধন পায় লোকে ।
 মানুষ্য হঞা রাজা প্রতি তুল্য দেখে ॥
 জলকলি করিতে গেল নৰ্মদার কূলে ॥২১
 জীর শব্দে ছড়াছড়ী বড়ই কল্লোলে ॥
 মাহেশ্বরী নগরী ছাড়িঞা তংপর ।
 তথা গিঞা জিজ্ঞাসে রাবণের অমুচর ॥
 লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি ।
 তোমার অর্জুন রাজা এখন গেল কাই ॥২৬
 রাক্ষস কটক দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
 অর্জুন রাজার লোক না করে উত্তর ॥

লোক বলে কি চাহ শূন্য নগরে ।
 নৰ্মদা গেল রাজা জলক্রীড়া করিবারে ॥
 নৰ্মদা জায় রাজা অর্জুন উদ্দেশে ।
 বাটে বিদ্রূপকর্ষতে রাবণ বসিল হরিষে ॥
 নানা পুষ্প ফুটে তাতে গন্ধে মনোহর ॥
 নানা পক্ষ কেলি করে শোভিত সরোবর ॥
 দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যাধরী ।
 পর্কত উপর কেলি করে পুরুষ স্ত্রী ॥
 ময়ূর পেখন ধরিঞা নাচে ভ্রমর গুঞ্জরে ।
 সিংহ শার্দূল রা কাতে উচ্চসরে ॥১০
 নৰ্মদা নদীর জল পর্কত জেন বহে ।
 সকল কটকে রাবণ রাজাকে চাহে ॥
 বিদ্রূপ পর্কত দিঞা গেল নৰ্মদার কূল ।
 জলকলি করে মহিব সিংহ শার্দূল ॥
 ছুই কূল শূন্য হৈল সকল জন্তু দেখি ॥১৫
 হংস সারস তথি জলচর পাখী ॥
 স্নান করিতে রাজা করিলেন মন ।
 সকল কটক লঞা তথা রহিল রাবণ ॥
 মহাদেবের পূজা করিব রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 অন্তরীক্ষে রথে তাহা দেখিল দিবাकर ॥২০
 রাবণ পূজা করিবেক দেব শূলপাণি ।
 মন্দরশি হৈলা ঠাকুর দিনমণি ॥
 ছুই প্রহর বেলাতে পৌড়এ গৃণিবী ।
 রাবণ দেখিঞা মন্দতেজ হৈঞা গেলা রবি ॥
 কোনজন্য বুঝিতে পারে রাবণের মায়া ॥২৫
 রাবণরাজার উপরে হৈঞা গেল ছায়া ॥
 নৰ্মদার কূল হৈঞা গেল অতি সুশোভন ।
 ধীরে ধীরে বাত বহুে সুগন্ধি চন্দন ॥

(৮৯)

(৯০)

স্নান করিল রাবণ রাজা নৰ্মদার জলে ।
গাএর রক্ত পাখালে জত লাগিঞাছিল
রণে ॥

সাঁতারিঞা যায় রাবণ নৰ্মদার জলে ।
স্নান করিঞা রাবণ চাহে চারি পানে ॥
সুবর্ণের শিবলিঙ্গ আনিলেক রাজা ।
নানা ধূপ ধূনাতে তাহার করে পূজা ॥
সোণার শিবলিঙ্গ পূজে দুই গুহর বেলা ।
রাবণের গলাতে শোভে মাণিক জাপ্য
মালা ॥

ময় জপে রাবণ রাজ্য লঞা জাপ্যমালা ।
মৌনব্রত করে রাবণ পূজিবার বেলা ॥১০
জতেক মহাপাত্র চারি ভিতে সাজে ।
শঙ্খ ছন্দুভি শিঙ্গা চারি পানে বাজে ॥
শিঙ্গা ডম্বুর বাজে কাংশু করতাল ।
পাড়া মাদল ভেঙ্ক দোসরি কাহাল ॥১৪
এতেক বাদ্যাকা বাজে অর্জুন নাহি জানে ।
ঢাক ঢোল মাদল বাজে কটকেরমিশালে ॥
করড়া করড়ী বাজে কুণ্ডলা কুণ্ডলী ।
বেণু বাঁশী সরমগুল বাজে চন্দ্রাবলী ॥
নানা বাদ্য বাজে শুনি মধুর ধ্বনি ।
মোহন বাঁশী কবিলাস বাজে বেণু বেণী ॥২০
এক ছন্দে বাদ্য বাজে নৰ্মদার জলে ।
ত্রিভুবনে রাজা নাহি রাবণের সমতুলে ॥
সহস্রেক ভার অইল কপূর মধু জল ।
হুই কূল চাপিয়া বহে নৰ্মদার জল ॥
ফল মূল স্থান হইল কেবলে ॥২৫
ফল মূল রাশি রাশি ভাসে নৰ্মদার জলে ॥

দশ অঙ্গ ধূপ ধূনা প্রদীপ জলে ।
সুবর্ণের শিব লিঙ্গ ভাসিলেক জলে ॥
সুগন্ধি চন্দন ভাসে শুনি কলকলী ।
পুষ্প নৈবেদ্য ভাসে আখালি পাখালী ॥
কুড়িহাথ প্রসারিঞা নাচে ভঞ্জে পিভঞ্জে ॥৫
দণ্ড প্রণাম করে সোণার শিবলিঙ্গে ॥
দণ্ড প্রণাম করে রাবণ পূজি ত্রিলোচন ।
রাবণের দেবার্চন না জানে অসুর ব্রাহ্মণ ॥
মহাদেব পূজে রাবণ বিস্তর ফল ফুলে ।
পুষ্প রাশি রাশি ভাসে নৰ্মদার জলে ॥১০
হেন মত দেবার্চন করে লঙ্কেশ্বর ।
তখন অর্জুন রাজার শুনহ উত্তর ॥
বারহ বৎসরের লৈঞা যুবতী ।
রাবণের ভাটি কেলি করে লইঞা জীজাতি ॥
নদীর মাঝে দুই হাথ গসারিল দীঘল ॥১৫
জাত্বাল বান্ধিঞা রাখে নৰ্মদার জল ॥
কাঁকালেক পানী ছিল হইল পাথার ।
সহস্র যুবতি তাতে এড়িল সাঁতার ॥
হাথ কুড়াইলেক রাজা নিকলিল পানী ।
শুখানাতে লোটায় রাজার সহস্র রাণী ॥২০
হাথ গসারিলেক রাজা রাণী সব ভাসে ।
দেখিঞা অর্জুন রাজা কোতুক হেনবাসে ॥
হাথে হাপ প্রসারিল লাগিল কান্ধে ।
হুই কূল বাহিঞা জল উচ্ছাল বান্ধে ॥
রাবণের ফল মূল পর্বত আকার ॥২৫
ভাটি এড়ি উজান বহে রাবণে চমৎকার ॥
আপনে গীত গায়ে রাবণ আপনে জে নাচে
পানীরবার্তা জানিতেরাজা শুকসারণপাচে ॥

(৯১)

(৯২)

মৌন নাহি ভাঙ্গে রাজা হাথে দেয় খুড়ি ।
 পানীর বার্তা জানিবারে শুকসারণ লড়ি ॥
 শুকসারণ মূর্তি ধরে মামুষের বেশ ।
 জলক্রীড়া স্থান গিঞা করিল প্রবেশ ॥
 মামুষ রূপে প্রবেশ কইল শুক সারণ ।
 বার্তা উদ্ধারিঞা আইল না জানে কোনোজন
 বার্তা উদ্ধারিঞা রাবণের আগে কহে ।
 না জানিএ নদীর তীরে কোন জনা রহে ॥
 সুন্দর পুরুষ নাহে সুন্দর আকৃতি ।
 তাহার সঙ্গে স্নান করে সহস্রেক যুবতি ॥ ১০
 সহস্রেক হাথে বান্ধে নন্দ্যদার পানী ।
 ভাট পানী উজানি ধরে অপরূপ কাহিনী ॥
 নদীর মাছ মকর কুন্তীর উথলে ।
 গাছের কানে যাবড়ি ভাঙ্গে তাহা দেখিলে ॥
 বসন্তের নদী হৈল হেমন্তের নদী ।
 তে কারণে ভাসে তোমার পুষ্প গাদিগাদি ॥
 রাবণ বলে জা চাহিঞা দেশে দেশে বুলি ।
 হেন রাজা স্নান করে আউদড চুলী ॥
 জোড় হাথে বলে শুক সারণ ।
 আমার বচন শুন রাজা দশানন ॥ ২০
 সহস্রেক কচ্ছা স্নান করে স্বর্গ বিদ্যাপরী ।
 সভা বন্দি কর গিঞা লঞা জাব লঙ্কাপুরী ॥
 শুক সারণের গৌলে রাবণ হরষিত ।
 রথে চড়িঞা পাত্র গিত্রে লড়িল তুরিত ॥
 অস্ত্রে বাস্ত্রে চড়িঞা গেল রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 অৰ্জুন রাজা দেখে স্ত্রীগণের ভিতর ॥ ২৬
 অৰ্জুনের দ্বারী দেখিঞা বলে তুরাক্ষর ।
 ঝাঁট জাঞা অৰ্জুন রাজা অকরাহ গোচর ॥

স্ত্রী লঞা তোর রাজা কোন স্থখে নাহে ।
 লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহে ॥
 এতেক বচন জবে লঙ্কেশ্বর বলে ।
 উঠ উঠ এত বোল যোদ্ধা সব বলে ॥
 রাজা হঞা স্ত্রী লঞা করে জলকেলি ।
 হেন বেলে রণ চাহে কোন ছারে বুলি ॥
 রণের বেলা না জান জাতি নিশাচর ।
 অৰ্জুনের সেনাপতি তোকে না করে ডর ॥
 সহস্রেক স্ত্রী লঞা হাস পরিহাস ।
 হেনবেলে আমি কেনে জাব রাজার পাশ ॥ ১০
 কুড়িখানা হাথে তৌ করিসু অহঙ্কার ।
 সহস্রেক হাথের বার্তা না জান আমার ॥
 মরা হেন সংসার জিনিলি অহঙ্কারে ।
 পরের বল না জান ব্রহ্মার বরে ॥
 অৰ্জুন রাজার ঠাই আইলা মরিবার তরে ।
 দশমুণ্ড চুর হবেক অৰ্জুনের শরে ॥
 চুর করিবেক দশমুণ্ড ভান্ধিবেক হাড় ।
 হেলায়ে মরিবে কেনে কর অহঙ্কার ॥
 আগে আমা সনে করহ সংগ্রাম কেলি ।
 এড়াইঞা গেলে দেখিহ অৰ্জুনমহাবলী ॥ ২০
 দেব দানব গন্ধৰ্ব্ব জিনিলে সব সর্প ।
 তেঁ সি বাড়িল তোর এত বড় গৰ্ব্ব ॥
 অৰ্জুন রাজাকে না করিহ মামুষ গেআন ।
 মামুষ মূর্তি রাজা হএ বিষ্ণুর সমান ॥
 অশেষ মায়া না জানসি বরে লঙ্কেশ্বর ।
 তোমা হৈতে মোর রাজা মায়ায় সাগর ॥
 অশেষ মায়া জানে রাজা দেখিতে না দেখি
 মেঘ হঞা জল বর্ষে উড়িঞা হয়ে পাখী ॥

(৯৩)

উচ্চকে উচ্চ রাজা বন্ধে বন্ধ ।
 বাহার বাণে চক্ষু হৃদ্য পড়ে জয়ভঙ্গ ॥
 অর্জুন ঠাই আইলিন্দু মরিবার তরে ।
 আপনা চিহ্নিঞা ঘর জাহ নিশাচরে ॥
 আমা সভার ঠাই যদি পাসি অব্যাহতি ।
 তবে গিঞা জিনিস তৌ অর্জুন নৃপতি ॥
 রাক্ষসে মানুষে রণ বড় ভয়ঙ্কর ।
 অস্ত্র বরিষণে কটক পড়িল বিস্তর ॥
 রাক্ষসে মানুষে রণ দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
 রাক্ষস কটক লঞা ঘর জাহ নিশাচর ॥১০
 ছুই কটকে যুদ্ধ হয় অতি ঘোরতর ।
 ভাঙ্গিল রাক্ষস সেনা পড়িল ফাঁকর ॥
 শুক সারণ প্রহস্ত মহাবীর ।
 সর্কাজে ফুটিল কেহ রণে নহে স্থির ॥
 পঞ্চপাত্র ভঙ্গ দিল এড়িঞা লঙ্কেশ্বর ।
 মানুষের বাণে হৈল রাক্ষস ফাঁকর ॥
 একলা রাবণ রাজা সহিলেক রণ ।
 মনে মনে করে রাজা অস্ত্র বরিষণ ॥
 অষ্টপাত্র রাজার বড়ই যুঝার ।
 রাবণের উপরে করে অস্ত্র প্রহার ॥২০
 কোপে রাবণ রাজা এড়ে নানা বাণ ।
 বাণে পাত্র বিক্ষিঞা করিল খান খান ॥
 রাবণের বাণ বর্ষণে মানুষ কটক পড়ে ।
 পালায় অর্জুনের কটক গগনে ধূলা উড়ে ॥
 অর্জুনের কটক ভঙ্গ দিল রণ সহিতে না পারি
 রণের বার্তা রাজার ঠাই জানায় ছুআরি ॥২০
 রাবণ নামে রাজা গোসাঞি পুলস্ত্যের নাতি
 বাণে পোড়ায় গোসাঞি নগর মাহেন্তী ॥

(৯৪)

ক্রীড়ারসে থাক তুমি না জান কারণ ।
 সেনাপতি অষ্টপাত্র সহিতে নারে রণ ॥
 পাত্র মিত্র ধাঞা আইসে ডরে ।
 শুনিঞা অর্জুন রাজার ক্রীগণে ভঙ্গ পড়ে ॥
 ক্রীগণে কেয়ঙ্কার উঠিল গভির ।
 অভয়দান দিঞা রাজা সভায় করিল থির ॥
 ক্রীলোকের বোল শুনিঞা রাজা অর্জুন ।
 পেলাইঞা তিতা বস্ত্র পহিলা শুখান বসন ॥
 প্রবোধিদিঞা ক্রীলোক পাঠাইল অস্ত্রপূরী
 বাহির হৈল অর্জুন রাজা সংগ্রামকেশরী ॥১০
 রথ সারথিকে রাজার পড়িল হাঁকার ।
 সাজিঞা রথ যোগাইল রথকার ॥
 যুগান্তের অগ্নি জেন সংসার পোড়ে ।
 হাথে কাঞ্চনগদা রাজা যুঝিবারে লড়ে ॥
 দোহাথিঞা গদার বাড়িতে রাক্ষসের মুণ্ড
 ছিঙে ॥১৫
 হৃদয়ের কিরণে জেন অন্ধকার খণ্ডে ॥
 গুরুড় মূর্তি ধরে রাজা দেখিতে আপার ।
 গদার বাড়িতে রাক্ষসের মুণ্ড করে চুর মার ॥
 পশিল সংগ্রাম রাজা লঞা কাঞ্চনগদা ।
 হাথে গদা লঞা রাক্ষসে করে থেদা ॥২০
 জাহার উপরে রাজা গদার মারে বাড়ি ।
 চারিদিকে রাক্ষস পড়িল জায় গড়াগড়ি ॥
 খর দুষণ আর প্রহস্ত মহাবল ।
 অর্জুন রাজার বুক মারে লোহার শাবল ॥
 হাথে গদা রহিল রাজা প্রহস্তের আগে ॥২৫
 গদার হৈতে অগ্নি বাহিরায় আলোক
 দশদিগে ॥

(৯৫)

মারিণ গদার বাড়ি অর্জুন নৃপতি ।
 রণে পড়িল মোহ গেল প্রহস্ত সেনাপতি ॥
 প্রহস্ত বীর পড়িল সংগ্রামের ভিতর ।
 তা দেখিঞা অর্জুন রাজাকে বলে মহোদর ॥
 হাথে মুদগর করিঞা সান্ত্বায় সংগ্রামের
 ভিতর । ১
 দেখিঞা অর্জুনের সেনা হয় কাতর ॥
 অর্জুনকে মুদগর মারিলেক রোষে ।
 বৃকে বাজিঞা মুদগর ভাঙ্গিল অর্জুন রাজা
 হাসে ॥
 সংগ্রামে কৃষিঞা রাজা বলে ধর ধর ।
 গদার বাড়ি মারিলেক পড়িলা মহোদর ॥ ১০
 রণে কৃষিল মকরাঙ্গ শুক সারণ ।
 গদার বাড়িতে রাজা মারিল তিনজন ॥
 পুষ্পকরথে চটিঞা আইলা রাবণ ।
 অর্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
 সহস্রেক হাথে গদা লইল নৃপতি । ১৫
 রাবণের বৃকে মারিলেক প্রাণ শক্তি ॥
 ব্রহ্মার বরে তার রহিল পরাণ ।
 গদার বাড়িতে রাবণ রাজা হারাইল গেহান
 মোহ গেল রাবণ রাজা গদার আঘাতে ।
 ধনুক না পাতে বসিল কোঁফাইতে ॥ ২০
 লাফ দিঞা অর্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে ।
 গরুড় পক্ষ জেন সাপ জাঞা ধরে ॥
 সহস্রেক হস্ত প্রসারিঞা চাপিলেক কাঁকালে
 নারায়ণ জেন বলি বান্ধিঞা খুঁটল পাতালে
 সর্প বাসুকি জেন বেড়িল মহেশ্বরে ॥ ২৫
 অর্জুনের হাথে বন্দি হৈল লঙ্কেশ্বরে ॥

(৯৬)

হস্তী ধরিঞা সিংহ জেন ছাড়ে সিংহনাদ ।
 মৃগ মারিঞা শ্রম জেন পাএ ব্যাধ ॥
 হাথে হাথে বান্ধিঞা চাপিল কাঁথতলে ।
 বান্ধিঞা ঘরকে আনিলা অর্জুন মহাবলে ॥
 রাবণ বন্দি করিঞা ভূমিতে বাট বহে । ৫
 অর্জুনের কাঁথে রাবণ লাশ্বে স্বর্গলোক চাহে
 সাধু সাধু করিঞা দেবগণ বাখানেে ।
 অর্জুন উপর করে পুষ্প বরিষণে ॥
 শুক সারণ মারীচ * মহোদর ।
 রাজা রহাইতে রণ করিল বিস্তর ॥ ১০
 অস্ত্র বরিষণ রাজা করে চারি ভিতে ।
 রাক্ষসের বাণ রাজা ধরে হাথে হাথে ॥
 কথোক হাতে ধরিঞা কথোক খেদিল
 নিশাচর ।
 পবনে খেদাড়ে জেন আকাশের জলধর ॥
 রাক্ষসের উপর করে বাণ বরিষণ । ১৫
 ভাঙ্গিল রাক্ষস কটক সহিতে নারে রণ ॥
 চতুর্দিকে ভঙ্গ পাইল পালার রাক্ষসে ।
 রাবণ লঞা অর্জুন রাজা সান্ত্বায়
 আওয়াসে ॥ †

* শুক সারণ মারীচ রাক্ষস মহোদর ।
 রাজা সনে যুগ্মে রাখিতে লঙ্কেশ্বর ॥
 খ পুথির পাঠ ।

† খ চিহ্নিত পুথিতে এই স্থানে নিম্নলিখিত
 পাঠ অধিক আছে ।

“কুড়ি হাথে রাবণের বান্ধিল শিকল ।
 দশ গলে বান্ধি তার লোহার শিকল ॥
 তেজ বিহঙ্গে তারে রাখে বন্দিশালে ।
 নির্যাস হাড়কা দিল লোহার শিকলে ॥

(৯৭)

রাবণ বন্দি করি থুইল বন্দিমান ঘরে ।
কেলি করিতে সান্নাইল জীর অস্ত্রপূরে ॥
সহস্র কামিনী লঞা করে হাস পরিহাস ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত রুত্তিবাস ॥

অর্জুন রাজা বন্দি করিঞা থুইল রাবণ ।
ঘরে ঘরে বার্তা কহে সকল দেবগণ ॥৬
রাবণের কথা শুনিঞা হরিষ পুবন্দর ।
সকল দেবগণে গেল ব্রহ্মার ঘর ॥
জোড়হাথ করিঞা বোলে দেব সুরপতি ।
অর্জুন বন্দি করিল তোমার পড়িনাতি* ॥
পুলস্ত্য মহামনি স্বর্গভুবনে বৈসে ॥১১
নাতির বার্তা পাঞা মুনি মর্ত্যলোক
আইসে ॥

গাএর জ্যোতিতে দশদিগ আলোক করে ।
আসিঞা বসিলা মুনি রাজার ছায়ে ॥
সভা সহিতে গেলা রাজা মুনির গোচরে ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা রাজা মুনিকে নমস্কার
করে ॥১৬
সহস্রেক হাথে বান্ধে পঞ্চশত পুটাঞ্জলি ।
মুনিকে স্তবন করে অর্জুন মহাবলী ॥
অমরাবতী ছাড়ি কেনে আইলা বসুমতী ।
মাহেশ্বরী পুরী মোর আজি সে স্মৃতি ॥

লোহার শিকল দিয়া বান্ধিল কঁকালি ।
পামে দড়ি দিঞা বান্ধে দশমাখার চুলি ॥
পুনরপি হাথ সব বান্ধে দড়ি দিঞা ।
পাথরের স্তম্ভে তারে বান্ধিল চালিঞা ॥
গলে দড়ি দিঞা বান্ধে বৃকে পা কঠায় ।
চাহিঞা অর্জুন পানে ঘন ছাড়ে হাস ॥”
* পড়িনাতি = পরনাতি = প্রপৌত্র ।

(৯৮)

জাহ্নকে কল্যাণ কর সেই সমুদ্রকৃতি ।
হরিহর বংশে আমি আজি সে নৃপতি ॥*
হরিহর বংশ মোর আজি সে নির্মল ।
তোমার চরণ দেখি মোর জনম সফল ॥
পূর্ব সহিত আমি আছি বিদ্যমান ॥
কেনে আগমন গোসাঞি কহ

বিদ্যমান† ॥

মুনি বলেন রাজা তোমার সফল জীবন ।
রূপে কামদেব তুমি অভিনব মদন ॥
রাবণ দেখিঞা পালাএ সকল দেবগণ ।
রাবণ উপরে চক্ৰ সূর্য্য না করে গমন ॥১০
রাবণ দেখিঞা কাঁপে অষ্ট লোকপাল ।
সপ্ত সমুদ্র কাঁপে আর সপ্ত পাতাল ॥
তিন লোক নিদ্রা না জায় রাবণের ডরে ।
রাবণ দেখিলে চেউ না করে সাগরে ॥
রাবণ দেখিলে নদ নদী স্রোত না বহে ॥১৫
রাবণ রাজার বিক্রম কোন জনা সহে ॥
রাবণ রাজার বিক্রম ত্রিভুবনে জানে ।
মাহুষ হঞা জিনিলে তুমি হেন রাবণে ॥
অজয় প্রতাপ তুমি বিষ্ণুঅবতার ।
তোমার বিক্রম রাজা বুধিব সংসার ॥২০
রাবণ রাজা হয় মোর সম্বন্ধে নাতি ।
আমার নাতি ছাড়িঞা দেহ আমার

পিরীতি ॥

* “হৈহয় বংশ” থ পুথির পাঠ ।

† কি কার্য্য করিমু আজ্ঞা কর সন্নিধান ।

থ পুথির পাঠ ।

(৯৯)

নাতি মোর বন্দি আছে তোমার বন্দিশালে ।
হাথে পদে বন্দি আছে লোহার শিকলে ॥
মাগ্ন গৌরব মোর রাখ একবার ।
কোপ রাগ ছাড় নাতিকে দেহ জে

একবার ॥

মুনির বচন রাজা করিতে নারে আন ।
রাবণ আনিতে পাঠাএ পাত্র প্রধান ॥
পাত্র সব দেখি রাবণের ডাণ্ডকা নিয়লী (?)
হাথে গলে বন্দি আছে লোহার শিকলী ॥
কুড়ি হাথে লাগিল তাহার জোড়ে জোড় ।
পাত্র সকলের বচনে রাবণের ঘুচে নিঅড় ॥
স্নান করিএ গাত্রে লেপিল চন্দন । ১১
পুষ্প মালা গলে দিল উত্তম বসন ।
জে জে কাঢ়িএ নিএ ছিল রত্ন অভরণ ।
সে সব আনিএ তাকে দিল ততক্ষণ ॥
জথা মুনি বসিএ আছেন সহস্র অর্জুন । ১৫
সকল পাত্র ভেঠাইল নিএ রাজা দশানন ॥
নানা রত্নে রাবণের বাড়াইল সম্মান ।
সহস্র হাথে ধরিএ রাবণ মুনিকে দিল দান ॥
অপমান পাইল রাবণ ভরিল সভায় ।
মাথা তুলিএ রাবণ অর্জুন নাহি চায় ॥ ২০
দৌছে নমস্কার হৈলা মুনির চরণে ।

* * * শ্রীত মৈত্র হৈল হুই জনে ॥

অর্জুন রাবণে হৈল মিত মিতালি ।
মুনির বচনে অগ্নি ততক্ষণে জালি ॥
ব্রহ্মলোক গেলা মুনি রাবণ গেল লক্ষা ।
সর্বত্র বিজই অর্জুন রাজা কাকেহা

নাহি শঙ্কা ॥ ২৬

(১০০)

হরিহর বংশ রাজা হইল নিঃসন্তান* ।
বিষ্ণুর আরাধনে যজ্ঞ করিল বিবিধান ॥
প্রত্যক্ষ হএ বর দিল কমললোচন ।
অর্জুন রূপে জন্মিলা দেব নারায়ণ ॥
ছোট ছোট জিনিলে আপনা নাহি নিন্দি ।
বড় বড় জিনিলে আপনা হইএ বন্দি ॥ ৬
অর্জুন রাজার ঘর জখন গেলা সন্তান ।
অর্জুন রাজা করিতে গেলা পাত্র প্রধান ॥
অর্জুন বলে আপন বলে পালিব পরক্ষা
ছাতা দণ্ড ধরিএ তবেসি হৈএ রাজা ॥ ১০
উপবাসে কায়ক্লেশে শোধে কলেবর ।
দত্তাত্রেয় আরাধিএ হুর্লভ মাগে বর ॥
দত্তাত্রেয় বরে সহস্র বাহু ধরে ।
দেব দানব গন্ধর্ষ জিনিতে না পারে ॥
সোণার থাটে নিদ্রা জায় আপনার স্রুথে ।
নাহি জাহাকে দেখে শুনে তাকে আনিএ

দেখে ॥ ১৬

সহস্রেক দ্রী লএ থাকে নিজ বরে ।
সহস্রেক কীর্তি রাজার বেড়ায় সংসারে ॥
পথে তেপাতস্তে (?) রাজা করে বলাবল ।
তথা গিএ রাজা করে ফলাফল ॥

* হৈহয় বংশে রাজার হইল সন্তান ।

গ, পুথির পাঠ ।

অর্জুনের পিতার নাম ধরেন সান্তান ।

খ, পুথির পাঠ ।

† অর্জুন রাজার বাপ স্বর্গ গেলা সে সান্তান ।

খ পুথির পাঠ ।

(১০১)

পরের ধনে জেবা বাঢ়ায় হাথ ।
তখন ফলাফল করে চন্দ্রবংশের নাথ ॥
রাজার প্রতাপে না হয় ডাকা চুরি ।
রাজ্যে কোটাল নাহি আপনে প্রহরি ॥
বিষ্ণুর যজ্ঞ করে তপে নাহি হেলা ।
সকল ছুঃখ তরিতে বিষ্ণু নাম ভেলা ॥
উপনাসে বিষ্ণু আরাধে শরীরে না করে
আস্থা ।
অর্জুন রাজার শরীর নাশ আনের কিবা
কথা ॥
তপ করি পুণ্য করি ব্রাহ্মণে দিয়ে সোণারতি ।
সে সব পুণ্য পাই অরিলে অর্জুন নৃপতি ॥
বিষ্ণু অবতার রাজা সহস্র বাহ ধরে ।
হেন অর্জুন রাজা পরশুরামে মারে ॥
স্বর্গলোক গেল রাজা ঘোবেত সংসারে ।
কুন্তিবাস গাইল অর্জুন রাজার অবতারে ॥

শ্রীরাম বলেন তোমার সকল গোচর ।
ত্রিভুবনে বীর নাহি অর্জুন রাজার সৌমর ॥
বিষ্ণুর বরে রাজা সহস্র বাহ ধরে ।
কোন অপরাধে তাকে পরশুরাম মারে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বংশে নাহি এত শুনে ।
হেন অর্জুন ভৃগুরাম মারিল কি কারণে ॥
মহাদেবের বরে বীর ত্রিভুবনের সার ।
নিঃক্ষত্রী করিল (পৃথ্বী) তিন সাত বার ॥
বড়ই কৌতুক কথা কহ মুনিবর ।
তোমার কথা শুনিতে মোর হরিষ পিস্তর ॥

(১০২)

মুনি বলেন রামচন্দ্র শুন সাবধানে ।
পরশুরামে অর্জুন মারিল যে কারণে ॥
মন দিঞা শুন তুমি দশরথের নন্দন ।
অপূর্ব্ব কথা কহি শুন রাক্ষস বানরগণ ॥
অমৃত খাই জত সন্তোষ পাই মনে ।
ততোধিক তৃপ্তি পাই এ কথা শ্রবণে ॥
দিগবিজয় করিঞা বেড়ায় অর্জুন নৃপতি ।
সকল রাজ্য জিনিয়া রাজরাজচক্রবর্তী ।
সিন্ধু নদীর কূলে নগর রত্নাবতী ।
বিদর্ভ নগরে রাজা ভোজ নৃপতি ॥১০
তাহারে জিনিঞা গেলা করিঞা শক্তি ।
জিনিতে নারিলে রাজ্য ভোজ নরপতি ॥
নানা টাট করে ভোজ করে নানা মায়া ।
মেঘাগ্রম কোথাহৌ করে কোথাহৌ
করে ছায়া ॥
আগু অন্ধকার করে মেঘ গর্জনে ।
তবে টাটক দিল অগ্নি বরিষণে ॥
আগে ভঙ্গ দিলেক জত ঘোড়া হাণী ।
তবে ভঙ্গ দিলেক জতেক সেনাপতি ॥
তবে পাছে ভঙ্গ দিল সহস্র অর্জুন ।
রণে হারিঞা আইল মুনির তপোবন ॥২০
নিদাঘ সময় সেই জ্যৈষ্ঠ মাস ।
তপোবনে রহিলা রাজা করিঞা উপবাস ॥
ঘোড়া হাণী রাজার জতেক পাওদল ।
তপোবনে পাইল কটক সরোবরের জল ॥২৪

* সিন্ধু নদীর তীরেতে নগর রত্নাবতী ।

বিদর্ভ নগরে বৈশম্য ভোজ নরপতি ॥

গ, পুথির পাঠ ।

(১০৩)

(১০৪)

উপবাসে কটক রহিল। শুভিঞা ।
 যমদগ্নিমুনি আইল রাজার শব্দ পাইঞা
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি ঘরের ব্যবহার ।
 মুনির চরণে রাজা হৈল। নমস্কার ॥
 কুশল বার্তা পুছে মুনি রাজার বিদ্যামানে ৫
 রাজা বলেন সকল কুশল তোমার বরদানে ॥
 দিগবিজই করিঞা আমি বেড়াই
 দেশে দেশে ।
 ভোজ নামে রাজা রত্নপুরীতে বৈসে ॥
 জিনিতে নারিল তাকে মায়ার বিশেষে ।
 তোমার তপোবনে আসিঞা করিল প্রবেশে
 তোমার তপোবনে বসি করিব উপদেশ । ১১
 ভোজ রাজা না জিনিলে কেমনে জাব দেশ ॥
 মুনি বোলেস্ত আমি তুমি করহ বিশ্রাম ।
 ভোজ রাজার মনে কালি করিহ সংগ্রাম
 বেলা অবশেষ হৈল দিবস অবসান । ১৫
 আমার ঘরে অতিথ্য হয় করহ ভোজন ॥
 মুনির বচন শুনিঞা হাসিলা নৃপবর ।
 একা কেমনে ভুঁজিব ছাড়িঞা অনুচর ॥
 কটক উপবাসে আছে আমি করিব ভোজন ।
 একাকী ভোজন করিলে নরকে গমন ॥ ২০
 মুনি বলেন রাজা জতেক কটক তোমার ।
 কটক সহিতে তুমি অতিথ্য আমার ॥
 মুনির বচন রাজা করিতে নাবোন আন ।
 রাজপাত্র লঞা রাজা করিছেন অনুমান ॥
 রহাইল কটক মুনি দিঞা আশোআস । ২৫
 নিশ্চয় জানিঞা গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

পাত্র মিত্র যোদ্ধ সব যতেক সেনাপতি
 সভেঞি বসিয়া করেন যুগতি ॥
 সভার কথা শুনিঞা হাসেন মুনিবর ।
 রাজা সম্ভাষিঞা মুনি গেলা আপনার ঘর
 কপিলার চরণে গিঞা কৈল নমস্কার । ৫
 রাজা অতিথ্য করিল তোমারে দিল ভার ॥
 শুনিঞা মুনির কথা গাবীতে উঠে হাস
 কুড়িআ বেঢ়িঞা হৈল বিচিত্র আওআস
 রাজা বোলেস্ত তোমার পুণ্যস্থান তপোবন ।
 পালিব তোমার বাক্য স্বরূপ বচন ॥ ১০
 সপ্তসাগর বলিঞা করিল ধোয়ান ।
 ত্রাসে সপ্তসাগর আইলা মুনির বিদ্যমান
 গব্য স্নাত দধি দুগ্ধ আনিল আপার ।
 মুনির চরণে আসিঞা করিল নমস্কার ॥
 অশ্ব লবণ রত্নাকর জলনিধি অমৃত * । ১৫
 মুনিকে বেঢ়িঞা সম্মতে রহিলা চারিভিত ॥
 মুনি বোলেস্ত সপ্তসাগর আইলা আমার
 ঠাই ।

জাহাকে জে চাহি তা ততক্ষণে পাই ॥
 বিজয় করি রাজার ঠাই গেলা মুনিবর ।
 মুনি বলেন শুন তুমি রাজরাজেশ্বর ॥ ২০
 তপোবনের বৃক্ষচ্ছায়া বড় শ্রুতীতল ।
 জেই জার যোগ্য সেই করুক আপন স্থল
 তৈলসাগরে তৈল স্নান জলসাগরে ।
 নানা ফল খাএ জে জতেক পারে ॥

* লবণ ইক্ষু ক্ষীর নীর আদি দধি যত ।

(১০৫)

মুনির বরে তপোবনে হৈল নানা ফল ।
ফল খাঞা লোক সব হৈলা সুশীতল ॥
হেন বেলে রাজার ঠাই মুনি গেলা ।
মান সন্ধ্যা কর হৈল ভোজনের বেলা ॥
রাজাকে বেঢ়িঞা বসিল সৈন্ত কোটি

কোটি ॥

মুনির ঘরের কথার শুন পরিপাটি ॥
অগ্নি আরাধন করিল মহামুনি ।
দশ সহস্র কত্থা আইল পরম কামিনী ॥
মুনির আগে দাণ্ডাইলা জোড় করিঞা হাথ
মুনি বলেন সকল কটকে আনিঞা দেহ
ভাত ॥১০

অষ্টসহস্র কত্থারে অন্ন দেঅ তুরিত ।
আর সহস্র কত্থাকে বলেস্ত আনিঞা দেহ
স্বত ॥
আর সহস্র কত্থাকে বোলেস্ত থাকহ আমার
পাশে ।

দধি দুগ্ধ আনিঞা দিবে ভোজন অবশেষে ॥
ভোজন করিতে বসিলা পাত্র প্রদান ॥১৫
হাসিঞা হাসিঞা কত্থা দেয় শাল্যম ॥
পরমান পিষ্টক দেস্ত সোণার থালে ।
অমৃতের ভাণ্ড কত্থা সব ঢালে ॥
লবণ সমুদ্রে আনিঞা যোগাএ লবণ ।
স্বত লবণে জড় করি সভার ভোজন ॥২০
পরমান সিদ্ধান্ন লাড়ু পিষ্টক ।
চিনি নবাতথও দেয় মর্তমান কদলক ॥
শাক হৈতে দিল উনপঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
নানা উপহারে কটক করিল ভোজন ॥

(১০৬)

পালাইল দারিদ্র্য জালা পাইল পঞ্চনিধি ।
কদলক মর্তমান দিল দুগ্ধ দধি ॥
মহামুখে সকল কটক করিল ভোজন পান ।
আঁচমন করিঞা সতে গেলা রাজার স্থান ॥
সর্বলোক কোলাহলে পরম সানন্দে ।
সোণা রূপার থাল নেয় কেহো বাটাবাটা
বাক্সে ॥

নানারত্ন নিঞা মুনি গেলা রাজার স্থান ।
রাজাকে কল্যাণ করিল শাস্ত্র বিধান ॥
রাজমন্ত্রী সুখী হৈল সকল পাত্রভাগে ।
সভা পরিতোষ করিঞা মুনি পরিহার
মাগে ॥১০

রাজা বলে গোমাঞ্চি আমি বড় ভাগ্যবান ।
নানা সুখে ভুঞ্জিল পাইল নানা দান ॥
রাজা পুরস্করিঞা মুনি গেলা নিজ স্থান ।
মান সন্ধ্যা করিঞা মুনি করিল ভোজন পান
রেণুকা সনে মুনি কহেস্ত সব বাণী ॥১৫
বুঢ়িল সব আওয়াস রহিল কুড়িয়া খানি ॥
নদনদী উপাইল সন্তুসাগর ।
তপোবনে রহিল মাত্র মুনির কুড়িয়া ঘর ॥
কুড়িয়াতে ভিতর আছে কামধেনু গাই ।
জেই জখন মাগিএ তাই তখন পাই ॥২০
কটক বলে সেবা করিল রাজার অনেক
বৎসর ॥

ইহা ধন বসিঞা থাব এহো জন্মান্তর ॥
সোণার থাল সোণার গাড়ু সোণার
বাটাবাটা ।
উভালিঞা চাহে কটক নাহি এক গোটা ॥২৫

(১০৭)

ধনের তাপে কটক গুণিল হাতাস ।
উপগারে শত্রু হইল গাইল কৃষ্ণিবাস ॥

পাত্র মিত্র জে জত সব গেলা রাজার স্থান
মস্ত্রিগণ লঞা রাজা করেন অনুমান ॥
মাথায় জটা ধরেন মুনি পরিধান বাকল ।
তপের প্রসাদে সৃজিল মুনি মধুর ফুল ফল ॥
একখানি কুড়িয়া দোঁসর নাহি আর ।
এতক কটকের মোর করিলেক পুরস্কার ॥
রাজার অনুচর কুড়িআতে দিল উগি ।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান আছে এক গোটি গাবী ॥১০
রাজার আগে বার্তা কহে সকল ভৃত্যগণ ।
সর্বাপে সুন্দর গাবী অতি সুলক্ষণ ॥
চক্রে হেন তেজ গলার জ্যোতি ।
ছুই চক্ষু দেখি যেন প্রভাতের সূর্য্যকান্তি ॥
ছুই কর্ণ জেন প্রবালের ঝারা ॥১৫
নানারত্ন ছুই শৃঙ্গী মণি মাণিক হীরা ॥
চন্দ্রবদনী গাবী চৌরস ললাট ।
কালবর্ণে সুরেণ ক্রহি ছুই পাট ॥
উরু নিতম্ব সব দেখিতে সুন্দর ।
লেজের লোমাবলী যেন শ্বেত চামর ॥২০
চারি পাএর খুর জেহু স্রবণের কান্তি ।
দেখিতে সুন্দর গাবী শোহন মুরতি ॥
চারি বাটে গাবীর সদায় ক্ষীর ঝরে ।
যাহার ক্ষীরের তেজে ত্রিভুবন তরে ॥
এক বাটের ক্ষীরে জীএ সপ্তপাতাল ॥২৫
আর বাটের ক্ষীরে জীএ অষ্টলোকপাল ॥

(১০৮)

তৃতীয় বাটের ক্ষীরে জীএ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
চতুর্থ বাটের ক্ষীরে ভরে ক্ষীরোদ সাগর ॥
লই গাবী গুণী গোসাক্ষি যারে দেই বর ।
ধনপুত্র পায়ে সে হয় অজয় অমর ॥
মন্ত্রীভাগ বলে রাজা কি চাহ অনুমান ।
সভেই বলিল গাবী মাগিঞা নেহ মুনিস্থান ॥
পাত্রভাগ বলে রাজা জবে কটকাঞি ।
সভার ভরণ করিবেক কামধেনু গাই ॥
অর্জুন রাজা চিস্তে বসিঞা সভামাঝ ।
মুনির গাবী মাগিঞা লব এহো বড়লাজ ॥১০
পাত্রবলে রাজা শুনহু বচন ।
কামধেনু গাবী বটে বড় সুলক্ষণ ॥
জে চাহিলে তাই পাই গাবী দেঅ দান ।
হেন গাভী নিতে তুমি কেন ভাব অনুমান ॥
যদি না দেয় গাবী তবে দেশে নাহি থোবা ॥১৫
প্রীতে না দেয় তবে বলে কাড়িঞা লব ॥
সভাকপ বচনে রাজা মানিল যুগতি ।
গাবী মাগিঞা নিব আমার লইলেক মতি ॥
মুনির ঠাই পাঠাইল রাজা পাত্র প্রধান ।
রাজার আজ্ঞাতে মুনি আইলা রাজার স্থান ॥
মুনির চরণে রাজা হৈলা নমস্কার ॥২১
একদান মাগি মুনি জদি করঅঙ্গীকার ॥
জোড় হাতে বলেন মুনি রাজার সরিধান ।
না জানি আমাকে তুমি মাগ কোন দান ॥
তোমার ঘরে আছে গোসাক্ষি কামধেনু গাই
সেই গাবী গুণী আমি মাগিতোমার ঠাই ॥২৬
প্রীতে দেহ অ প্রীতে দেহ অবশ্য নিব গাই
মুনির পৌরবে আমি মাগি তোমার ঠাই ॥

(১০৯)

(১১০)

রাজার বাক্য শুনিঞা মুনি কহে বিদ্যমান ।
 রেণুকা সঙ্গে গাবী স্থানে করিঞা অনুমান ॥
 চিত্তে দুঃখ ভাবেস্ত মুনি শুনিঞা রাজারকথ
 বিরস বদনে ঘর গেগাহ ঠকরিঞা মাথা ॥
 রেণুকা বলেন প্রভু কেহে বিরস বদন ।
 লোহে ভরিল নয়ন কেনে করহ ক্রন্দন ॥
 মুনি বলেন শ্রিয়ে না জান কারণ ।
 কামধেনু মাগেন্ত রাজা অর্জুন ॥
 কুড়িআতে সামাইঞা গাবীর চরণ বন্দে ।
 ধরিঞা গাবীর চরণ মুনির পত্নী কান্দে ॥১০
 রাজার কটক অতিথ্য করিল তোমার
 প্রসাদ ।
 ভালর তরে অতিথ্য করিল হইল প্রমাদ ॥
 রাজা হঞা দান মাগে মনে বিশ্বয় করি ।
 উহার রাজ্যে বসতি করি কোন বুদ্ধে তরি ॥
 গাবী বলে মুনি জদি দিলে তুমি দান ১৫
 ইচ্ছা সূথে তবে আমি জাব রাজার স্থান ॥
 মুনি বলেন মা গো নাহি করি দান ।
 বলে নিতে চাহে রাজা করিঞা অপমান ॥
 এতেক বলিল মুনি গাবীর চরণে ।
 কুপিল কামধেনু রক্ত লোচনে ॥২০
 কামধেনু বলেন বাছা না করিহ ডর ।
 কাহার শক্কে নিতে পারি আমি কাহার
 কুপ্পর ॥
 গাবীর কথা শুনিঞা মুনিতে উল্লাস ।
 উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

মুখ হৈতে তেজঃপুঞ্জ সৃজে রথখান ।
 সহস্র ঘোড়া বহে রথ বিচিত্র নির্মাণ ॥
 নানা অস্ত্র রথের উপর দেখিতে ভয়ঙ্কর ।
 জাতি ঝগড়া গদা টাঙ্গী মুঘল মুদার ॥
 গায়ে সাহা মাথাতে টোপর হাথে ধনুক
 বাণ ৫
 রথে চাপিঞা মুনিরাজ করিল পয়ান ॥
 বজ্র আরাধিল মুনি পশুপত দেবা ।
 সুন্দর শরীর হইল জেন পুনরবা (?) ॥
 দশ সহস্র মত্তহস্তী জত বল ধরে ।
 তত বল হৈল যমদগ্নি মুনির শরীরে ॥১০
 হাথে গাণ্ডি লইল মুনি যুঝিবার মনে ।
 সহস্র বাণ পূরিঞা লইল টেনে* ।
 গাবী প্রদক্ষিণ করিঞা মুনি রথে গিঞা চড়ে
 যাত্রা মঙ্গল করিঞা মুনি যুঝিবারে লড়ে ॥
 মুনিরাজ রথে চড়ে জেন সুরপতি ১৫
 চক্রমণ্ডল জিনিঞা মাথাতে ধরে ছাতি ॥
 চতুরঙ্গ বল যোদ্ধ সেনাপতি ।
 চিত্র গতি নামে রথের সারথি ॥
 মুনিরাজ যুঝিতে গেলা গাবী চিহ্নিত ।
 গাবীর মুখে হৈতে ক্ষেত্রী বাহিরায় চারি-
 ভিত ২০
 উদরে হৈতে বাহির হৈল জাতি উজান ।
 চক্ষু হৈতে বাহির হৈল জাতি চৌহান ।
 পাএ হৈতে বাহির হৈল জাতি পাঠান ।
 খুরে হৈতে বাহির হৈল জাতি গোরামান ॥

(১১১)

(১১২)

অলাট কুটীরা গাবীর বাহির হৈল কাল
যাম ।

ললাটিয়া বলিঞা ক্ষেত্রীর হৈল নাম ।।

কাণে হৈতে বাহির হৈল তাহার নাম
কর্ণলাল ।

গুহ বার হৈতে বাহির হৈল তার
নাম গল* ।

জিহ্বা হৈতে বাহির হৈল জাতি জিবনা ।।

গোনি দ্বার হৈতে বাহির হৈল তার নাম
জোনা ।।

নাকে হৈতে বাহির হৈল জাতি নিসাবলী ।

কণ্ঠে হৈতে বাহির হৈল জাতি সিবাকুলী ।।

লেঞ্জে হৈতে বাহির হৈল জাতি নিগড় ।

পাশে হৈতে বাহির হৈল জাতি পাশড় ।।১০

মহাবংশে জন্ম হৈল জাহার জন্ম হৈল শৃঙ্গে

বানুকী বলিঞা তাহার বসত তেলেঙ্গে ।।

কুলে শীলে রূপে গুণে বলে রণে অদ্বুত ।

ছয়কুল ছত্রিশ জাতি হৈল রজপুত ।।

কুড়িআতে ভিতর আছে গাবী নহেত
বাহির ।।১৫

চৌরশি লাখ হৈল ক্ষেত্রী রণে মগ বীর ।।

বাজনদার সিলইদার আর সানীদার ।

চির্ণ চণ্ডা গাছল বঞ্চল ভাটি কয়বার ।।

ফলাকার ফরিকার থাণ্ডার চিকিমিকি ।

অউনিঞা পাইক যুঝার ধনুকী ।।২০

রাউতঘড় চলিল চাপিঞা ঘোড়াধুড়ী ।

হাথে অস্ত্রে রণস্থলে জাএ রড়ারড়ি ।।

ঘোড়া সব জাইতে বাজে কিস্কিনী ।

হস্তীর ঘড় জাইতে বাজে ঘণ্টার ঢন ঢনী ।।

কোটি সহস্র চলিল পর্ত্তীয়া ঘোড়া ।।৫

কোটি সহস্র মত্ত হস্তী জেন পর্ত্তের চুড়া ।।

সিংহনাদ ঢাক ঢোল নানা বাদ্য বাজে ।

একচাপে কটক জাএ সংগ্রামের মাঝে ।।

রথের উপর মুনিরাজ জেন পুরন্দর ।

তিমির বিনাশিতে জেন উঠিলা ভাস্কর ।।১০

শুনিঞা মুনির কথা শ্রীরামে উঠে হাস ।

উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাস ।।

রণের উপর মুনিরাজ আগে ক্ষেত্রীগণ ।

দুই কটকে দেখাদেখি দুর্জয় বাজিল রণ ।।

মানুষ কটক মারিঞা বলে ক্ষেত্রী বল ।।১৫

ভার সহিতে নারে পৃথিবী করে টলবল ।।

ক্ষেত্রী সব যুদ্ধ করে মানুষ না ধরে টান ।

দুই কটকে বল করিঞা হৈল শরীরখানখান

পালায় মানুষ সব ছাড়িঞা তপোবন ।

ক্ষেত্রীর চাপ দেখিঞা কুপিল রাজা অর্জুন ।।

আকর্ণ পুরিঞা রাজা এড়ে নানা বাণ ।।২১

রণ সহে ক্ষেত্রী সব অশঙ্ক পরাণ ।।

সহস্র হাথে করে রাজা বাণ বরিষণ ।

ভাগিল ক্ষেত্রীগণ সহিতে নারে রণ ।।

যমদগ্নি মুনি করে বাণ বরিষণে ।

জারে জারে বাজে বাণ তার না রহে জীবনে ।।

* মল দ্বারে বাহির হৈল জাতি মোগল ।

গ 'পুণির পাঠ ।

(১১৩)

(১১৪)

ছুই কটকে যুঝিঞা মরে রণের বিবাদী ।
 রক্তে পূর্ণ হঞা বহেন নন্দাদা নদী ॥
 গিদিনী শূণালী করে মাংস ভক্ষণ ।
 ছুই হাথে মুণ্ড করিঞা নাচে ভূতগণ ॥
 মুনি রাজ্যতে দেখা হৈল ছুই জন ।
 ছুই জনের বাণ বরিষণ সহে ছুই জন ॥
 নানা বাণ এড়ে মুনি মন্থ স্মরণে ।
 বাণে ফুটিঞা রাজা মোহ গেলা রণে ॥
 ভ্রমিতে পড়িঞা রাজা হৈঞা অচেতন
 রাজাকে এড়িঞা পালায় সকল সৈন্যগণ ॥
 কথোক্ষণে রাজা পাইলেন সন্নিহিত । ১১
 সারথি রথ জোগায় তুরিত ॥
 লাক দিঞা অৰ্জুন রাজা রথে গিয়া চড়ে ।
 সহস্র হাথে সহস্র বাণ ধনুকে যোড়ে ॥
 একবারে এড়ে রাজা পাঁচশত বাণ । ১৫
 মুনির গায়ের সাহা টোপন করে খান খান ॥
 খান খান করিয়া পেলো সাহা টোপন ।
 সর্দাঙ্গ ফুটিলা মুনি হৈলা জর্জর ॥
 সর্দাঙ্গ ফুটিঞা মুনি হারাইল সন্নিহিত ।
 মুনি এড়িঞা ক্ষেত্রীবল পালায় চারিভিত ॥
 পালায় ক্ষেত্রীবল সামান্য তপোবনে । ২১
 সেথা সদরিঞা মুনি পাইল চে নে
 আপনা সহস্রিঞা মুনি রণের উপর চড়ে ।
 অৰ্জুন রাজার উপর মুনি নানা অস্ত্র এড়ে
 ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে মহাধ্বনি ।
 রাজার কটক পোড়াইঞা করে ভস্মরাশি ॥
 বরুণ বাণ রাজা করিল অবতার । ২৭
 নিভাইল অগ্নিরাশি হৈল জলাকার ॥

নিজ মায়া ধরে রাজা সহস্র অৰ্জুন ।
 সেই মায়াতে রাজা হৈলা অদর্শন ॥
 সহস্র বাহুতে বাণ বর্ষে ধনুকে দিঞা চটা ।
 বাণে কাটিঞা পেলো রণের অষ্ট ঘোড়া ॥
 ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে রাজা সহস্র অৰ্জুন । ৫
 সর্দাঙ্গ ফুটিঞা মুনি হৈলা অচেতন ॥
 সহস্র হাথে মুনিকে মারিল গদার বাড়ী ।
 পড়িলা জমদগ্নি মুনি যায় গড়াগড়ী ॥
 গড়াগড়ী জান মুনি ঘাএ অচেতন ।
 মুখে রক্ত উঠে ঘন বহে পবন ॥ ১০
 তপোবনে সামান্য ক্ষেত্রী কোটি কোটি ।
 ঘাএর ডাহে সবেই করেন ছটকটি ॥
 শুনিঞা মুনির কথা সভাপথে চমৎকার ।
 কুন্তিবাসে উত্তরকাণ্ড গাঞা দিল গার ॥
 বিরথী হৈঞা মুনি লোটায় ভ্রমিতলে । ১৫
 হাথে ধনুকে মুনি লোটায় চারিপানে ॥
 সর্দাঙ্গ পুড়িল মুনির বাণঅগ্নিজালে ।
 মুনিকে ধরিঞা নাধাইল নন্দাদার কূলে ॥
 তীরে মুনির শরীর জলে ছুই পা ।
 প্রভু প্রভু করিঞা ধাইলা রেণুকা ॥ ২০
 সতী গতিব্রতা নারী ধাইল আউদড় চুলী ।
 মুনির চরণ ধরিঞা লোটাইঞা বলে পুলি ॥
 ভৃগুবংশে জন্ম পূর্য তোনার মহাতপোধন ।
 নাএর মাথা কাটিঞা বাপের করিলেক
 আজ্ঞা পালন ॥
 ছুইজন মহাগুরু জানি মাতা পিতা । ২৫
 বাপের মত্যাশ্রিতে মায়ের কাটিলেক মাথা

(১১৫)

(১১৬)

মাকে কাটিঞা বাপের সত্য করিলে পালন
রাজহু ছাড়িঞা তপস্তা করিলে তপোধন ॥
তপ করিলে মূনির বাঢ়ে পরমাই ।

তপের প্রসাদে পাইলে কামদেহু গাই ॥
জে গাইর প্রসাদে রাজাকে আতিথ্য ।
সেই গাই নিতে রাজার বড় হইল চিত্ত ॥
এতক বিলাপ করেন মূনির ব্রাহ্মণী ।
হোথা সকল কটকে রাজার বেড়িল কুড়িআ
খানি ॥

আতি ব্যথৈ ব্রাহ্মণী সামাইল কুড়িআ ঘরে
কুড়িআতে ভিতর গাবী আছে বসিঞা
জ্বারে ॥১০

গাবী ধরিঞা আন রাজা ঘন ডাক ছাড়ে ।
পাত্রমিত্র সব আমাত্য মূনির কুড়িআ বেড়ে ॥
পাইক রাউত ধাইল জতেক অন্তরে ।

নিরুড় হৈতে নারে কেহ সভাকে লাগে ডর
গাবী আন গাবী আন রাজা বলে বারে
বারে ॥১৫

মূনির ব্রাহ্মণী দ্বারে কেহ আসিতে না পারে
হীরামণি মানিক জত মূনির কুড়িআ খানি ।
হেন কুড়িআতে হৈতে গাবী বাতির হৈলা
আপনি

বাহির হঞা গাবী চারিপানে চাহে ।
ধর ধর বলিঞা রাজা অর্জুন ধাএ ॥২০
চতুর্দিকে ধায় কটক পরম হরিনে ।
অন্তরীক্ষ হৈলা গাবী উঠিল আকাশে ॥
সকল কটকে দেখে গাবী উঠিল গগনে ।
অর্জুন রাজা রূপে চটিঞা ধায় পবন গমনে ॥

পবন গমন জিনিঞা গাবীর গমন আকাশে
না পাইঞা গাবীর লাগ রাজা নেওটিঞা
আইসে ॥

গাবী না পাইঞা রাজার বিরস বদন ।
আপন কটক লঞা রাজার দেশকে গমন ॥
অনেক কটক পড়িল অনেক ঘোড়া হাশী ।
সৈন্য সামন্ত পড়িল অনেক বোদ্ধপতি ॥
অপমান পাঞা রাজা গেলা আপনার দেশ ।
মাহেন্দ্রবী নগরীতে রাজা করিলা প্রবেশ ॥
সিংহাসনে বসিলা রাজা সহস্র অর্জুন ।
স্নান সন্ধ্যা করে রাজা অমৃত ভোজন ॥২০
সহস্র স্তম্ভরী লঞা রাজা করে উপহাস ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥

তপোবনে জত পড়িল ক্ষেত্রীগণ ।
কেহো প্রাণ ছাড়ে কেহো ঘাএ আচেতন ॥
তাই কটক শুরিঞা পড়িল কোটা কোটা ।
ঘাএ জর্জর করে ছটপটি * ॥২৬
কাথে করিঞা হইল সব অমৃত কলসী ।
জেখানে পড়িঞা আছে কটক রাশি রাশি ॥
সভার মুখে অমৃত দিঞা বুলে শবির রাণী ।
ঘা বেথা পালাইল জুড়াইল পরাণী ॥

* ঘাএ জর্জরিত মতে করে ছটপটি ॥
কাথে করা লৈল রেণুকা অমৃতকলসী ।
রণ করিয়া ক্ষেত্রীগণ পড়াচ্ছে রাশি রাশি ॥
সভার মুখে অমৃত দিল মূনির রমণী ।
বেদনা হইল দূর জুড়াল্য পরাণী ॥
গ পুঁথির পাঠ ।

(১১৭)

(১১৮)

সতীর বচন বার্য্য নহে তিনলোকে জানে ।
 নিতে নারে যমে সভে জীলা পরাণে ॥
 অদ্ভুত তপোবন নানা ফল ফুলে ।
 ফল খায় ঘা পালায় সবেই হরষিত মনে ॥
 এতেক বলিয়া রাণী গেলা মুনির পাশ । ৫
 ঘাএ জর্জর মুনি বন ছাড়ে নিশ্বাস ॥
 পরম ভক্তি করিঞা রাণী স্বামীর চরণবন্দে ॥
 স্বামীর চরণ ধরিঞা আবরনয়ানে কান্দে ॥
 প্রেত পিচাস গন্ধর্ব্ব বিদ্যাপর ।
 মহারৌরব হৈল মুনিএ ভরস্কর ॥ ১০
 রক্তমাংস খাঞা বলে সুগনা সুগনী ।
 গায়ের মাংস শৃগাল করে টানাটানি ॥
 ধর্ম্মগত্যা পাল প্রভু মহাতপোধন ।
 আর ভৃগুর সনে তোমার নাহিক দরশন ॥
 মরিবার তরে করিলে অর্জ্জুন সনে
 সংগ্রাম । ১৫
 তাবত থাকুক তোমার প্রাণ যাবিত না
 আইসে ভৃগুরাম ॥
 পতিবর্তা ধর্ম্ম মোর কভু আন নহে ।
 আইসুক ভৃগুরাম তবেসি প্রাণ জাইহে ॥
 তুমি না শাপিলে অর্জ্জুনকে ধর্ম্ম প্রতিভএ
 আমি শাপ দিব তাকে ফলিব নিশ্চএ ॥ ২০
 ভৃগুরামের বাণে অর্জ্জুনের কাটিবেক মাথা ।
 তাহার সহস্র বাহু আমাকে সাজিঞা দিবেক
 চিতা ॥

রেণুকা জন্ম হৈল আমার নাম বেদমাতা ।
 রেণুকা নাম ধরিল আমার আমি জার
 হুহিতা ॥

স্বামীর সঙ্গে মরিঞা আমি স্বর্গপুরি জাব ।
 কত বনের তরে বাপু তুমি মহাদেব সেব ॥
 তুমি হেন মহাপুরুষ জন্মিলা আমার উদরে
 তোমা হেন পুত্র থাকিতে তোমার বাপকে
 মারে ॥
 পুত্র হঞা মা বাপের তুমি ছুংখ নাহি জানাও
 হেন পুত্র তবে থাকে কি কারণ ॥
 ঠাকুরাল কবিলে তুমি না পুয়িলে মা বাপ ।
 তুমি মোর বুড়াই বাপু হৃদয়ের তাপ ॥
 তপোবনে থাকিব আমি কাহা সনে করিব
 বৃগতি ।

মহাভরস্কর বন আইল কাল রাতি ॥ ১০
 তপোবনে কাহা সনে কহিব কাহিনী ।
 সম্বিত দেহ প্রভু খাহ আহার পানী ॥
 ফল খাহ প্রভু ঘোর হয় স্মৃশীতল ।
 চেনন করহ সম্বিত দেহ প্রাণ মোর
 কান্দিঞা বিকল ॥
 ক্ষেত্রীর ভিতর ভৃগুরাম মুনিতে মহামুনি ।
 হেন পুত্র ভৃগুরাম তাহার না পাইলে
 আশুনি ॥ ১৬

কিসের তরে সেব বাপু উমা মহেশ্বর ।
 বৃদ্ধ বাপ দেখিতে তুমি আইস সত্ত্বর ।
 এতেক বলিঞা দেবী ছাড়িল নিশ্বাস ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥ ২০

হা কান্দনে কান্দে রেণুকা বুক নাহি বান্ধে
 ভৃগু ভৃগু বলিঞা দেবী উচ্চস্বরে কান্দে ॥

(১১৯)

(১২০)

নশ্বদার কূলে দেবী করিছেন ক্রন্দন ।
 হোথা কৈলাস পর্বতে ভৃগু দেখিল স্বপন
 নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ভৃগুরাম পাইল গেহান
 মনে মনে চিন্তে ভৃগু করেন অনুমান ॥
 আমার বাপকে মারিল সহস্রবাহু অর্জুন ।
 আমাকে নিন্দিতা মা আমার করিছে ক্রন্দন
 মহাদেবের ঠাই ভৃগু করিল গমন ।
 মহাদেবে মেলানি করিঞা জাব তপোবন ॥
 রাজদ্বারে ভৃগুরাম উচ্চস্বরে কান্দি ।
 ভৃগুর ক্রন্দন শুনিঞা কপাট ফেড়িল নন্দী
 আমার দুঃখের কথা শুন নন্দী ভাই । ১১
 মহাদেবের দেখা আমি কোন মতে পাই ॥
 এতেক বলিঞা আর দ্বার জাএ শীঘ্রগতি ।
 সে দ্বারে আছেন দ্বারী হৈঞা গণপতি ॥
 গণেশে ডাকিঞা বলে ভৃগু আপন উত্তর ।
 আমার বচন গিঞা কর গোসাঁকিগোচর ॥
 আমার বচনে ভৃগু কর অবধান । ১৭
 কেমনে জাইব আমি মহাদেবের স্থান ॥
 বাপ মা আমার নিদ্রা যায় সুবর্ণের খাটে ।
 এতেক রাত্রি কেমনে জাব তাঁহার নিকটে ॥
 হাস পরিহাস করিতেছেন দুই জনে ।
 পুত্র হৈঞা আমি যাইব কেমনে ॥ ২২
 রাত্রি প্রভাতে হব অরুণ প্রকাশ ।
 তবে জাইব ভৃগু, মহাদেবের পাশ ॥
 এতেক কহিল জবে হরের নন্দন ।
 শুনিঞা কুপিলা ভৃগুরাম গণেশের বচন ॥
 সহিতে নারিল ভৃগু বচন দিসাট । ২৭
 লাথির ঘাএ বুচাইল দ্বারের কপাট ॥

কপাট ভাঙ্গিঞা ভৃগু করিল গমন ।
 গণেশে ভৃগুরামে বাজিল মহারণ ॥
 দুই বীরে রণ করে দুই হৈ রাজার কুমার ।
 চড় চাপড় মুটুকা মুটুকী দারুণ প্রহার ॥
 কেহো পড়ে কেহো উঠে রণ বাজিল দুইজনে
 অদ্রুত সংগ্রাম হৈল দেহ স্থানে ॥ ৬
 মহা বীর দুই জন রণের প্রচণ্ড ।
 দুই বীরের বাণে দুই বীর হৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
 ভৃগুরামের রণের কিবা দিব সিদ্ধান্ত ।
 রণের তেজে উপাড়িল গণেশের দাঁন্ত ॥* ১০
 ঘাএ অচেতন গণেশ পড়িলা ভূমিতলে ।
 হাথে দস্ত করিঞা ভৃগু গেলা মহাদেবের
 আগে ॥
 আধর দ্বাবে সামাই ভৃগু রাজবিহ্বলে ।
 বাপ বাপ বলিঞা ভৃগু উচ্চস্বরে কান্দে ॥
 * * * * *
 রোদন করিঞা ভৃগু আপনাকে নিন্দে ॥ ১৬
 ভৃগুর ক্রন্দন শুনিঞা জাগিলা ত্রিলোচন ।
 মহাদেব বলেন ভৃগু কান্দি কি কারণ ॥
 ভৃগু বলেন শুন গোসাঁকি আমার বচন ।
 নিদ্রাকালে দেখিল কুস্বপন ॥
 ঘাএর ডাহে গণপতি হৈলা অচেতন ।
 মূখে রক্ত উঠে দন বহেত পবন ॥
 ঘাএর ডাহে ভূমে পড়ি ছাড়এ নিখাস ।
 হাথে দস্ত ভৃগু জায় মহাদেবের পাশ ॥
 অন্ধকারে ভৃগুরাম সান্তাল্য ভিতরে ।
 বাপ বাপ বল্যা ভৃগু কান্দে উচ্চস্বরে ॥
 গ, পুথির পাঠ ।

(১২১)

(১২২)

আমার বাপকে মারিলেক সহস্র অর্জুন
* * * * *
সকল তত্ত্ব জানিঞা বলেস্ত শূলপাণি ।
নানা অস্ত্র নয় শিখাইল তখনি ॥
মহাদেব দিল পরশুরামকে নানা অস্ত্র-

[শঙ্খ । ৫

তুমি অস্ত্র জুড়িলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
ভৃগুর কাণে কথা কহেস্ত ত্রিপুরারি ।
জিনিগে মরণ তুমি নানা অস্ত্রধারী ॥
অজয় ধনুক দিল টান্ধি খরমান ।
হুই টন পূরিঞা দিল নানা বর্ণের বাণ ॥১০
ভৃগুর কাণে মহাদেব কহেন অস্ত্র স্মরণ ।
অস্ত্র-গুরু হবে তুমি জিনিবে হিভুবন ॥
সকল শাস্ত্র জানিল আদি অন্ত ।
হেন বেলে দিল ভৃগু গণপতির দন্ত ॥
বড় দারুণ কৰ্ম করিল গোসাঞি বড়ই

প্রমাদ ॥১৫

আনে থণ্ডিতে নারে গোসাঞি আমার
অপরাধ
ভৃগু বোলে শুন গোসাঞি ত্রিদশের নাথ
অপরাধ ক্ষেম মোকে জোড় করোঁ হাথ ।
মহাদেব বলেস্ত ঝাঁট গালাহ ভৃগুপতি ।
জাবত জাগেন নাহি দেবী পার্কীতী ॥২০
সেবক বৎসল দেব শূলপাণি ।
ক্ষেমিলেন সকল দোষ দিলেস্ত মেলানি ।

* আমা স্মরণিয়া সাত্য করিছে ক্রন্দন ।

শোকে কাতর হয়্য রাত্রে আমার গমন ॥

শোকেতে কাতর আমি কিছুই না জানি ।

কোন কায্য করি গোসাঞি শুন শূলপাণি ॥

গ, পুথির পাঠ ।

মেলানি করিঞা ভৃগুরাম জায় ঘর
পুত্র দেখিতে আইলা ভোলা মহেশ্বর
ধূলা ঝাড়িঞা পুত্র করিল কোলে ।
পদ্মা হস্ত বুলাইল পুত্রের কুহস্থলে ॥
মস্ত্রে পুত্র দঢ় করিল পশুপতি । ৫
পুত্রের বার্তা পাইঞা ধাইলা পার্কীতী ॥
কোনজন করিল এতেক প্রমাদ ।
আমার পুত্র মারিঞা জীবীর বড় সাধ ॥
আমার পুত্র মারিতে কাহার অহঙ্কার ।
আজি ত্রিভুবন মুক্তি করিবো সংহার ॥১০
মহাদেব বলেস্ত শুন দেবের গতি ।
ইহার দন্ত উপাড়িলেক ভৃগুপতি ॥
তাহার বাপকে মারিলেক সহস্রবাহ অর্জুন
ঘার এড়িঞা না দেয় হুই ভাইতে রণ ॥
শুনিঞা দেবের কথা জতেক আদি অন্ত ।
এক মুণ্ড এক শুণ্ড রহিল একদন্ত ॥১৬
একদন্ত উপাড়িলেক ভৃগুরাম ।
একদন্ত বলিয়া গণেশের হৈল নাম ॥
একদন্ত মহাপুরুষ বীর মহাকায ।
আশু গণেশের পূজা তবেসি আনে পায় ॥
আশু গণপতির পূজা পাছু দেবের সমাধ ।
একমনে পূজিলে সিদ্ধি হয় তার কাজ ॥২২
সিন্দূরে ভূষিত গণেশের ত্রিনয়ন ।
অবিষ্মের দিব নাম গজানন ॥
কুত্ৰিবাস গাইল উত্তর রামায়ণ ।*

এখানে 'গ' পুথির পাঠ এইরূপ—

“একভাবে সেবে জেই দেব গজানন ।

অবিষ্মে থাকয়ে বিষ না হয় কখন ॥

(১২৩)

(১২৪)

হাথে গণ্ডিবাণ ভৃগুরাম গেলা তপোবন ।
 দূরে হৈতে শুনে ভৃগু মায়ের ক্রন্দন ॥
 মায়ের চরণে ভৃগু হৈলা নমস্কার ।
 বাপ দেখিঞা ভৃগু করে হাহাকার ॥
 রেণুকা কথা কহেন ভৃগুরাম শুনে ।
 অনেক ক্ষেত্রীগণ পড়িল মহারণে ॥
 রক্ত মাংস খাঞা বেড়ায় শ্বেত বিস্তর ।
 শৃগাল কুকুর গৃধ্রিনী বক্ষ কিলর ॥
 বাণের ভাহে কেহ করে ছটপটি ।
 মস্থের তেজে কুঢ়া কৈল সৈন্য কোটি কোটি
 মস্থের তেজে দঢ় কৈল ঘোড়ার সারথি ।
 মায়ের চরণ বন্দিঞা রথের উপর চটি ॥
 বাহির হৈল ভৃগুরাম সঙ্গে ক্ষেত্রীগণ ।
 চলিল কটক ছাড়িঞা তপোবন ॥
 রেণুকা বলেন শুন বাপু ভৃগুরাম ।
 ঝাঁট অর্জুন মার করিঞা সংগ্রাম ॥
 উহার সহস্র বাহুতে চিতা সাজিঞা ।
 মা বাপের অগ্নি দেহ তুমি সংযোগ করিঞা
 ভৃগু বলেন ভাল আজ্ঞা করিলে জননী ।
 তোমার আজ্ঞা পালিব অর্জুন মারিঞা আনি
 সতী স্ত্রীর আজ্ঞা কভু নহে আনি ।
 অর্জুন মারিতে ভৃগুরাম করিল পয়ান ॥
 বাণের মুখে ভৃগুরাম করিল লিখন ।
 আমার স্থান নশ্বরায় আইস দৌহে
 করিব রণ

আমার বাপকে মারিলে গাণীর ছলে ।
 আমি আজি দেখিব তোমার কত বলে ॥
 আজি বিনা সংহরে কভু না রাহৌ অর্জুন ।
 এতেক বচন শ্রুত্রে পত্র করিঞা তর্জুন ॥
 জ্ঞানগুরু বলিঞা বাণের ধরে নাম ।
 সংবাদ পত্র পাঠাইল ভৃগুরাম ॥
 এড়িলেক বাণ ভৃগু জুড়িঞা ধনুকে ।
 পড়িল অসিঞা বাণ অর্জুন সম্মুখে ॥
 রাজার সম্মুখে বাণ পড়িল আচম্বিত ।
 বাণের শব্দে সভাখণ্ড হৈল চমকিত ॥১০
 হৃদ্বুর শব্দে পড়িল বাণ জেন বজ্রঘাত ।
 বাণের মুখে পত্র পাঠিল লিখনসজাত ॥
 রাজার নিকটে বসিঞা আছেন জত
 পাত্রগণ ॥
 না জানি হেন বাণ এড়িল কোন জন ॥
 পত্র পড়িঞা শুনাইল মুনি সান্তন ।
 সাবধানে শুন গোমাঞী সহস্র অর্জুন ॥
 জ্ঞানগুরু বলিঞা বাণের ধরে নাম ।
 তোমাকে পত্র পাঠাইল ভৃগুরাম ॥
 রণ হারিঞা তুমি আইলা তপোবনে
 আতিথ্য করিঞা আমার বাপ রাখিল
 যতনে ॥২৫
 আমার বাপ তোমার করিল পুরস্কার ।
 তাহার সনে রণ কর নহে ব্যবহার ॥
 বৃদ্ধ মুনি মারিলে তোমার মুখে নাহি লাজ ।
 আমার সনে রণ করিতে আইস মহারাজ ॥
 ব্রহ্ম বধ করিঞা তুমি লুকাইলিস ডরে ॥২৬
 তোমার অপবশ ঘৃণিব সংসারে ॥

কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ ।

জাহার প্রসাদে লোক শুনে রামায়ণ ॥”

(১২৫)

(১২৬)

এতেক বচন শুনিঞা কুপিল অৰ্জুন ।
 কোপে রাজা মুখ হৈল রাজা লোচন ॥
 পুনরপি দিলেক রাজা পত্রে লেখন ।
 তাহার আমার অবশ্য করিব রণ ॥
 তাহার আমার রণ নশ্বদার কূলে ।
 সেই বাণ এড়ে অৰ্জুন মস্তুর বলে ॥
 বাণের মুখের পত্র পড়িঞা ভৃগুরাম ।
 নশ্বদার কূলে আইল করিতে সংগ্রাম ॥
 রণ সারথি ঘোড়া হাথী সৈন্য অপার ।
 দিনে হৃদ্য অস্ত গেল। হৈল অন্ধকার ॥১০
 বর্ণধ্বনি উড়িঞা লাগিল গগনে ।
 নশ্বদার কূলে রাজা রহিল অৰ্জুনে ॥
 ছই কটকে দেখা দেখি সংগ্রাম আপার ।
 নানা অস্ত্র গাছ পাথর করিল অবতার ॥
 ছই কটকে জ্বলিঞা মরে রণের দিবাদী ॥১৫
 রক্তে পূর্ণ হঞা বহে নশ্বদানদী ॥
 পরশুরাম জানে ননি অস্ত্র শিক্ষা ।
 অৰ্জুনের কটক পোড়ে কারো নাহি রক্ষা ।
 অৰ্জুন রাজা বাণ এড়ে অগ্নি অবতার ।
 বরুণ বাণে ভৃগুরাম করিল সংহার ॥২০
 ব্রহ্ম অস্ত্র এড়েন ভৃগুরাম তপস্বী ।
 অৰ্জুনের কটক পোড়াঞা করে ভস্মরাশি ॥
 অশ্ব বাণ এড়ে অৰ্জুন তারা হেন ছুটে ।
 পবন বাণ পেলে ভৃগু অশ্ববাণ কাটে ॥
 অগ্নিবাণ এড়ে ভৃগুরাম মহামুনি ॥২৫
 চতুর্দিকে ছুটে বাণ অলস্ত আগুনি ॥
 বরুণ বাণ এড়ে অৰ্জুন মহাবলে ।
 ভৃগুরামের অগ্নিবাণ নিতাইঞা জ্বলে ॥

ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে অৰ্জুন বড়ই প্রতাপ ।
 জত বাণ এড়ে রাজা সকল হয়ে সাপ ॥
 গগনে ফেণা পরে মাথাতে পরে মণি ।
 মুখে হৈতে শিকি দাঁকি জ্বলে বিব আগুনি ।
 তপোবনে মানাইল জতেক ক্ষেত্রীগণ ॥
 তাহা দেখিঞা হাসে সহস্র অৰ্জুন ॥
 ভৃগুরাম বাণ এড়েন নামে পশুপত ।
 শবণের গরুড় পক্ষ হৈল জেনক পক্ষিত ॥
 উধা করিঞা বুলে বাণ গগনমণ্ডলে ।
 অৰ্জুন রাজার বাণ ধরিঞা ধরিঞা গিলে ॥
 ছই জনে বাণ বর্ষে নাহিক বিশ্রাম ॥১১
 বিষ্ণুর বাণের তেজে গর্জেন ভৃগুরাম ॥
 সহস্র হাথে বাণ বর্ষে সহস্র অৰ্জুন ।
 পান্নায়ে ক্ষেত্রীগণ ছাড়িঞা তপোবন ॥
 কটক রহাইতে ভৃগুরাম আইসে ॥১৫
 অৰ্জুন বলে ভৃগু না পান্নাহ তরাসে ॥
 কুপিল ভৃগুরাম লেউটিঞা আইসে ।
 অৰ্জুনের বচনে ভৃগুরাম রোবে ॥
 হাথে গাণ্ডি করিঞা ভৃগু মানাইল রণে ।
 মহা সংগ্রাম বাজিল ছই জনে ॥
 ছই দীরে বাণ বর্ষে বাণের ঠনঠনি ॥২১
 ছই বাণে কাটাকাটা বাহির হয় আগুনি ॥
 জাতি বগড়া এ টান্ধী মুকর ।
 খাণ্ডা কাটি কাকেহ মারি শর ॥২৪
 হুচীমুখ বজ্রবাত অগ্নিমুখ বাণ ।
 উদ্ধাবাণ মেঘগর্জন বাণের ঠান ॥
 দিহাত ছটা বাণ নিকলে নানা জ্যোতি ।
 বাণের শব্দ শুনিঞা কম্পিত বসুমতী ॥

(১২৭)

(১২৮)

ছই জনে বাণ বর্ষে অগ্নির উচ্ছাল ।
 চন্দ্র সূর্য্য ত্রাসে কম্পে সপ্ত পাতাল ॥
 বাণের চটচটি ধনুকের টঙ্কার ।
 শুনিঞা ত্রিভুবনে লাগিল চমৎকার ॥
 বাণ বর্ষে অর্জুন রাজা সহস্র বাহুধরে ।
 ভৃগুরাম রণ করে মহাদেবের বরে ॥
 কম্পমান বাসুকি সপ্তমাগরের জল ।
 ইন্দের সিংহাসন করে টলবল ॥
 বাণের শব্দ কটকের গোলে ।
 নাগলোক কম্পমান সব পাতালে ॥১০
 ছই জনে মহাবীর করে বাণ বরিষণ ।
 আকাশে থাকিঞা দেখে সকল দেবগণ ॥
 ছই মহাবীর রণে ধনুকী প্রচণ্ড ।
 ছই বীরের বাণ বর্ষণে ছই বীর খণ্ড খণ্ড ॥
 আকর্ণ পুরিঞা বাণ এড়ে ভৃগুপতি ।
 কাটিগেল অর্জুন রাজার রথের ঘোড়ার
 সারথি ॥
 নানা বাণ এড়ে ভৃগু ধনুকে দৃঢ় চড়া ।
 রণের ধ্বজ কাটি গেল সহস্রেক ঘোড়া ॥
 আকর্ণ পুরিঞা ভৃগু এড়ে নানা বাণ ।
 অর্জুন রাজার সানা টোপর করে খান
 খান ॥২০
 বজ্র সমান বাণ মারে অর্জুনের বৃকে ।
 ছদ্মুর শব্দে ডাকে বাণ ত্রাস লাগে লোকে ॥
 বাণবর্ষে ভৃগুরাম নামে পশুপত ।
 ফুটিল অর্জুন রাজা ধারে বহে রক্তত ॥
 দশ অক্ষরে বিষ্ণু সহস্রেক নাম ।
 হেন বাণ ভৃগুরাম পূরিগ সন্ধান ॥

চক্রবাণ কোণে পেলেন ভৃগুপতি ।
 কাটা গেল রাজার চৌরাশী লাখ হাথী ॥
 সহস্রেক রথ পড়িল পর্ব্বত প্রমাণ ।
 সর্বাঙ্গে ফুটিল সৈন্য শরীর খান খান ॥
 বাণবর্ষে ভৃগুরাম শুনিএ চটচটা ।
 বাণে ফুটিঞা পড়িল পাইক কোটি কোটি
 চৌরাশী লাখ হাথী পড়িল জেন পর্ব্ব-
 তের চূড়া ।
 তাজি অষ্টকোটি পড়িল পর্ব্বতীয়া
 ঘোড়া ॥
 আউনিঞা পাইক পড়িল যুবার ধনুকী ।
 র-উত্বড় পড়িল সোণার চুশুকী ॥১০
 গাছল বৌহল পড়িল চিল চণ্ডা জাতি ।
 কোটি কোটি রথ পড়িল কোটি কোটি
 সারথী ॥
 তাগা দেখিঞা মায়া ধরে সহস্র অর্জুন ।
 মেঘে লুকাইঞা রাজা হৈল অদর্শন ॥
 নানা মায়া ধরে রাজা দেখিতে না দেখি ॥১৫
 ক্ষণে জীব জন্তু হএ ক্ষণে হএ পাখী ॥
 বজ্র সম দেয় রাজা ধনুকে টঙ্কার ।
 মায়ামই বাণ রাজা ক রণ অবতার ॥*
 সহস্র বাণ এড়ে ভৃগু বংশের নাথ ।
 সহস্রেক বাণে কাটে সহস্রেক হাথ ॥২০
 অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে ভৃগুরাম কি কহিব কথা
 বাণের তেজে অর্জুনের কাটিঞা পাড়ে
 মাথা ॥

 মায়ামই বাণ ভৃগু কৈল অবতার,

গ-পুথির পাঠ ।

(১২০)

(১৩০)

রথ চড়ে গড়ে রাজা নর্যদার জলে ।
 সহস্রেক হাথ রাজার ভালে চারি পানে ॥
 সহস্রবাহু কড় করি টানিয়া ধরুকের হলে
 সারি সারি করিয়া এড়ে নর্যদার কূলে ॥
 সীতারিয়া জানে ভুগু অর্জুনের শরীর
 খান ১৫

নর্যদার কূলে এড়ে পরীত প্রমাণ ।
 অস্ত্র মন্ত্রশিক্ষা পাইল ভৃগুরাম ।
 সহস্র অর্জুন পড়িল করিয়া সংগ্রাম ॥
 সাধু সাধু প্রশংসে সকল দেবগণ ।
 ভৃগুরামের মুণ্ডে করিল পুষ্প বরিষণ ॥১০
 ধন্য ধন্য পরশুরাম বিষ্ণু অবতার ।
 কুন্তিবাসে উত্তরকাণ্ড গায়া দিল সার ॥

পড়িলা অর্জুন রাজা পরীত প্রমাণ ।
 ছই উরাত কাটিঞা করিল ছইখান ॥
 কাটিতে কাটিঞা ছইখান করিল বড়ে ১৫
 চারিখান শরীর কাটিঞা মেলাইল গড়ে ॥
 শির বৃক্ষিঞা এড়ে অর্জুনের মাথা ।
 সহস্র বাহু প্রসারিঞা মেলাইল চিতা ॥
 ব্রহ্মার মদন গেলা সহস্র অর্জুন ২০
 পুত্রের কোলে আসন্নয়া তেজিল জীবন ॥
 নর্যদার জলে মুনিকে স্নান করাইঞা ।
 চিত্রার উপর মুনিকে এড়ে শোআইঞা ॥
 বার্ষ না জয় মাগো তোমার বচন ।
 স্বামীর অঙ্গগচ্ছ কর স্বর্গ গমন ॥২৫
 ভূমিঞা পুত্রের বোল রেণুকা ব্রাহ্মণী ।
 ধন্য ধন্য করিঞা ভৃগুরামকে বাখানি ॥

চিত্রার উপর বসিঞা পুত্র দিল আশীর্বাদ ।
 প্রতিজ্ঞা সত্য রহিল রাণু তোমার প্রসাদ ॥
 মনের সুখে সুখী রেণুকা পুত্র দিল বর ।
 স্বর্ঘ্য সমান তেজ হৈছে তোমার কলেবর ॥
 সত্য পতিব্রতা জী সত্যে করে ভর ।
 স্বর্গে রাজ্য করে আউট কোটি বৎসর ॥
 স্বামী সনে অমরমণে মরে জেবা জী ।
 দেবের রথে চড়িঞা জায় স্বর্গপুরী ॥
 তাহার উপর যমের নাহিক অধিকার ॥
 স্বর্গলোক যাইতে পড়ে জয় জয় কার ॥
 তোমার দীক্ষা থাকিবেক আমর্ত ভুবনে ॥
 সত্য জীর গতি নাহি স্বামী বিহনে ॥
 জী হঞা স্বামীর সেবা বৈ আন নাহি জানে ॥
 যশ পুণ্য ধর্ম পাত্র লোক তাকে বাধানে ॥
 স্বামী সনে মরে যে জী আপন সাহসে ১৫
 ছইকুল উদ্ধারে সে চৌদ পুরুষে ॥
 আন জঞ্জাল ছাড়িঞা শুন সাবধানে ।
 কুন্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণে ॥

স্নান করিল রেণুকা রাণী নর্যদার জলে ।
 রাম কদলী বৃক্ষ নারী কপিল ছই কূলে ২০
 নদীর কূলে নারী পুতিল ছই সারি কুল ॥
 ইন্দ্র আসিঞা যোগাইল পারিজাতমালা ॥
 বরুণ আসিঞা যোগাইল চন্দন আগর ॥
 পবন আসিঞা দিল যেত চামর ॥
 চন্দ্র আসিঞা যোগাইল শুবাক
 নারিকেল ২৫
 গঙ্গা আসিঞা যোগাইল নানাভীর্ণের জল ॥

(১৩১)

তপোবনে বৈসেন অত ঋষি তপস্বী ।
 তাঁহার আনিয়া দিল তিল তুলসী ॥
 সর্পিস সাগরে যোগাইল ঘৃত ।
 কীরোদমাগরে আনিঞা যোগাইল
 অমৃত ॥

কাষ্ঠ আনিয়া দিল সকল ক্ষেত্রীগণ ।
 অগ্নিহোত্র দ্রব্য আনিয়া দিল ব্রাহ্মণ ॥
 দেবতা সকলের জী আইলা দেখিবার তরে
 তিনলোক আইল কেহ না থাকে ঘরে ॥
 কৃতিবাস গান গীত দেবতার বরে ।
 উত্তরকাণ্ডের গীত বুঝান সংসারে ॥১০

নারায়ণী ব্রহ্মাণী সে শিবানী ভবানী ।
 রেবতী রোহিণী আদি আইলা ইন্দ্রাণী ॥
 শর্করাণী সাবিত্রী পদ্মা আইলা রুদ্রাণী ।
 রতি সতী জাম্ববতী আইলা পদ্মিনী ॥
 অরুন্ধতী লীলাবতী আর মধুমতী ।
 মাহেশ্বরী স্বধা শ্রদ্ধা আকৃতি প্রকৃতি ॥
 আইলা অদिति দिति কজ্র বনিতা ।
 লজ্জাবতী পৃষ্টি ধৃতি আল্যা বেদমাতা ॥
 বগী অয়া বিজয়া কমলা ভানুমতী ।
 তিলোত্তমা শীলাবতী রম্ভা সরস্বতী ॥
 আইলা গায়ত্রী গঙ্গা যামিনী মালতী ২০
 মালাবতী কলাবতী সন্ধ্যা ভগবতী ।
 সূর্যমতি কুমতি বিষহরী সত্যবতী ।
 তারা প্রিয়া চন্দ্রকলা ক্ষমা ইন্দুমতী ॥
 তাগীরথী বসুমতী লক্ষ্মী মূর্তিমতী ।
 উর্ধ্বশী মনসা আল্যা আর মায়াবতী ২৫

(১৩২)

স্বর্গকন্যা মর্ত্যকন্যা হঞা এক মেলি ।
 সবে মুখে করে মঙ্গল হলহলি ॥
 সিংহাতে সিন্দুর দিল মাখে মুড়্যালা ।
 হুকুলে শ্রীদীপ দিয়া রূপিলেন কলা ॥
 কুবের আনিয়া দিল বিলাবান্ন ধন ।
 মন্ত্র পড়ি আনলে করিল আরোহণ ॥
 শত পল সুবর্ণেতে সূর্য্যে অর্ঘ্য দিয়া ।
 পতি কোলে কৈল বামা শ্রীহরি বলিয়া ॥
 চিতাতে শোয়ায় ভৃগু জনক জননী ।
 ঘৃত বজ্র দিয়া মুখে দিলেন আশুনি ॥১০
 মাতা পিতা দুইজনে ছোআল্য আশুনি ।
 তবে সহে অগ্নি দিল ভৃগুরাম মুনি ॥
 স্বামীর সহিত মরি চড়ি দিবা রথে ।
 দুই জনে ব্রহ্মলোকে গেলা স্বর্গ পথে ॥
 অর্জুনের শরীর পুড়িঞা হারখার ।
 রথে চড়ি গেলা রাজা স্বর্গের দুয়ার ॥
 বিষ্ণু বাণে পড়ি রাজা সহস্র অর্জুনে ।
 মুনির সংহতি গেলা বৈকুণ্ঠ ভুবনে ॥
 স্বর্গবাসে গেলেন ভৃগুর মাতা পিতা ।
 নন্দদার জল দিয়া নিভাইলা চিতা ২০
 স্বর্গলোকে দেবগণ করিলা পয়ান ।
 কন্যাগণ গেলা সতে জার জেই স্থান ॥
 নন্দদার জলে মুনি পাখালিল কিল ।
 পুরোহিত হঞা আল্য মুনি বালাখিল ॥
 বালির গিণ্ডিকা বান্ধি দিল ক্ষেত্রিবর্ষ ২৫
 চতুর্দিকে রহে যথা নন্দদার জল ॥
 উড়ির তণ্ডুল হুঙ্ক আনিলেন হাণ্ডি ।
 পঞ্চবর্ণে বান্ধিল তখন শতকাণ্ডি ॥

(১৩৩)

(১৩৪)

পরমায়ে আমায়ে দিলেন পিণ্ডদান ।
 মাতা পিতা উদ্দেশে দিলেন স্থানে স্থান ॥
 মা বাপের পিণ্ড দিল কৈল বৃষোৎসর্গ ।
 সকল কৰ্ম্মের পার হৈলা মুনি ভার্গ ।
 মহাযুদ্ধ করিয়া মুনিকে দিল দান ।
 সৰ্ব্ব মুনি বলে ভৃগু মহাপুণ্যবান ॥
 নন্দদার ভীরে ভৃগু দিলা পিণ্ডদান ।
 ক্ষেত্রিগণে বসিবারে দিলা স্থানে স্থান ॥
 হাতে গণ্ডি বাণে ভৃগু বেড়ায় সংসারে ।
 যেইখানে শুনে ক্ষেত্রী তথা গিয়া মারে ॥১৮
 ক্ষেত্রী বলি পৃথিবীতে না খুইল আর ।
 নিক্ষেত্রী করিল ধরা তিন সপ্তবার ॥
 ত্রীগ্রাম বলেন মুনি করি নিবেদন ।
 কেমনে বাঁচিল মোর বাপের জীবন ॥
 মুনি বলে রামচন্দ্র কর অবধান ।
 বাঁচিল যেক্রমে দশরথের পরাণ ॥
 আচস্থিতে আলা ভৃগু অযোধ্যা নগর ।
 ভৃগুরে দেখিয়া রাজা হইল সত্তর ॥
 ভয়ঙ্কর মূর্তি ভৃগু বলে মারমার ।
 দশরথ স্রবুন্ধি না করে অহঙ্কার ॥২০
 সজ্জমে বন্দিল রাজা ভৃগুর চরণ ।
 সেবকে মারিয়া হব কোন্ প্রয়োজন ।
 বিনয় বলিয়া রাজা করেন স্তবন ।
 তোমার সেবক আমি রাখহ জীবন ॥
 ভৃগু বলে এদেশে না থাক একদণ্ড ৥২৫
 তোমা মারি ব্রাহ্মণে দিব রাজ্যখণ্ড ॥
 দশরথ বলে প্রভু শুন নারায়ণ ।
 সেবকে মারিয়া কি সাধিবে প্রয়োজন ॥

তুমি দেব নারায়ণ অনেকগুণ জানে ।
 তে কারণে এড়াইল ভৃগুরামের স্থানে ॥
 দশরথ রাজা ছিল মহাগুণবান ।
 পাইল অনেক রাজ্য ভৃগু ঠাঞি দান ॥
 মরণ এড়াল রাজা স্তবের কারণে ।
 অনেককাল বেড়াইল ভৃগুরাম সনে ॥
 ছুখান ধনুক পালা শঙ্করের বরে ।
 একখান ধূল্য তার জনকের ঘরে ॥
 আজগব ধনুক সদাই থাকে হাতে ।
 যাহা হাতে করিয়া আশুলা ছিল পথে ॥১০
 আর ধনুক আপনি ভাঙ্গিলে বাহুবলে ।
 চমৎকার খুইলে সকল ঋষিকুলে ॥
 অযোধ্যা আসিতে পথে আগলিল রাম ॥
 হাতে দিল শরাসন না কৈল সংগ্রাম ॥
 আজগব ধনুক দিলেন হাতে হাতে ৥১৫
 ভৃগুরাম স্তবন করেন দশরথে ॥
 ধনুকে মারিলে বাণ দেখি চমৎকার ।
 লইলে আপন তেজ ভৃগু মাত্র সার ॥
 সেই বাণে স্বর্গপথ করিলে রোধন ।
 বিদায় মাগিয়া ভৃগু গেলা তপোবন ॥২০
 ত্রিভুবন জিনে ভৃগু সংগ্রামে শূর ।
 হেন ভৃগুরামের তুমি দর্প কৈলে চুর ॥
 মহাদেবে সন্তোষিতে গেলা দশানন ।
 ভৃগুরাম সনে তথা হৈল দরশন ॥
 ভৃগুরামে রাবণ করিলা নমস্কার ৥২৫
 পরিচয় দিল তারে বিনয় বেভার ॥
 সংসার জিনিল আমি বিক্রমে দুর্জয় ।
 পৌলস্ত্যের নাতি বিশ্বশ্রবার তনয় ॥

(১৩৫)

কুবের বরুণ যম জিনিল পবন ।
 লঙ্কার ঠাকুর আমি নাম দশানন ॥
 বড় উপকার কৈলে মারিলে অর্জুনে ।
 যুধিব তোর যশঃ সকল ভুবনে ॥
 ভৃগুবংশনাথ তুমি মহাবলবান ॥৫
 ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥
 অর্জুনের জিনিতে আমি গেছ জয়রোলে
 আমারে করিয়া বন্দি রাখে বন্দিশালে ॥
 হেন জনে মারি প্রভু বড় কৈলে কাজ ।
 তোমা হৈতে খণ্ডিল আমার সব লাজ ॥১০
 নড়িলা রাবণ দেবে করিয়া মেলানি ।
 মুনির বচন শুনি হাসে রঘুমণি ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পুজিত ।
 উত্তরকাণ্ড গান ভৃগুরামের চরিত ॥

জ্ঞান সন্ধ্যা করি রাম প্রত্যাষ বেহানে ॥১৫
 সভা খণ্ড লইয়া বসিলা সিংহাসনে ॥
 ডান পাশে বসিল যতক মুনিবর ।
 বাম ভিতে বৈসে যত রাক্ষস বানর ॥
 ঐরাম লক্ষণ আর ভরত শত্রুঘন ।
 পূর্ব কথা কহেন অগস্ত্য তপোধন ॥২০
 শাস্ত্রচিন্তা রাজ্যচিন্তা প্রজার পালন ।
 সুখে রাজ্য করেন রাম কমললোচন ॥
 জোড়হাথে মুনিরে কয়েন নিবেদন ।
 কহিবে কেমনে বাগী জিনিল রাবণ ॥
 শুনিতে মুনির কথা রামের আনন্দ ॥২৫
 অগস্ত্য কহেন কথা বিচিত্র প্রবন্ধ ॥

(১৩৬)

ইন্দ্রের তনয় বালী কণ্ঠপের নাতি ।
 কিস্কিন্দ্যার নৃপতি বানর অধিপতি ॥
 বড় বড় রাজা জিনি বুলে লঙ্কেশ্বর ।
 জিনিতে গেলেন যথা বালী নৃপবর ॥
 ত্রিভুবনজয়ী রাজা বরের কারণে ।
 বানরের বিক্রম রাবণ নাহি জানে ॥
 বীর চাহি লঙ্কেশ্বর সংসারে বেড়ায় ॥৫
 শুনিয়া বালীর কথা কিস্কিন্দ্যাতে যায় ॥
 সকল কটকে রাজা প্রবেশে কিস্কিন্দ্যা ।
 ঘরে নাহি বালী রাজা করিছেন সন্ধ্যা ॥
 দেখিল বালীর দ্বারে অনেক বানর ।
 তাহাকে জিজ্ঞাসে বাস্তী রাজা লঙ্কেশ্বর ॥১০
 তারা বলে জিনি বুল বিধাতার বরে ।
 কিস্কিন্দ্যা আইলি কেন মরিবার তরে ॥
 বাগী মনে তোর যবে হবে দরশন ।
 অহঙ্কার চূর্ণ হবে সঙ্কট জীবন ॥
 বলদর্পে যেইজন যুঝিবারে আসি ॥১৫
 হেরে দেখে তা সভার হাড় রাশি রাশি ॥
 পাইয়া ব্রহ্মার বর হইলি অমর ।
 গড়িলি বালীর হাতে যাবে যমঘর ॥
 দেখিতে সুন্দর বালী সংগ্রামে সাগর ।
 বালীর বিক্রম কহি শুন নিশাচর ॥২০
 প্রভাত যখন হয়ে অরুণ উদয় ।
 চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥
 উপাড়ি আকাশে পোলে পর্বতশিখর ।
 ছই হাত পাতি লোফে বালী মহাশয় ॥
 জম্বুদ্বীপ খান বালী ক্ষণমাত্রে যায় ॥২৫
 আছুক অস্ত্রের কার্য্য পবন না পায় ॥

(১৩৭)

সন্ধ্যা করিবারে গেলা দক্ষিণ সাগর ।
খানিক থাকিলে দেখা পাবি লঙ্কেশ্বর ॥
বিলম্ব নাহিক আলি মরিবার তরে ।
বালী রাজা দেখ গিয়া দক্ষিণ সাগরে ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বালী জগতের মিত ।
যাহার বিক্রম সব সংসারে পূজিত ॥
কুপিয়া রাবণ সে তারকে পাড়ে

গালি ।৫

দক্ষিণ সাগরে যায় বধা আছে বালী ॥
অমেরু পর্বত যেন সাগরের কূলে ।
সূর্য্যের মণ্ডল যেন সাগরের জলে ॥
দূরে থাকি বালী রাজা নেহালে রাবণে ।
গজ দেখি সিংহ যেন মনে নাহি

গণে ॥১০

সর্প দেখি গরুড় যেমন হয়ে জ্ঞান ।
রাবণ দেখিয়া বালী করে অর্দ্ধধান ॥
নিশাঙ্কে বালীর পাছে গেলেন রাবণ ।
সিংহের নিকটে যেন গেলেন পবন ॥
চিহ্নে গুণে দশানন মনে মনে হাসে ।১৫
বালী বলে করুক যেমন মনে আইসে ॥
নির্জীব করিব আজি রাজা লঙ্কেশ্বর ।
লেজে বান্ধি ফিরাইব সাতটা সাগর ॥
কাকতলি চাপিআ রাখিব দশানন ।
কৌতুক দেখুক যেন সআল ভুবন ॥
বালীর নিকটে রাজা যায় ধীরে ধীরে ।২০
বিড়ালের পাছু যেন বেড়ায় ইন্দুরে ॥
বালী বলে দশানন মায়াব সাগর ।
বিড়ালের পাঁরা আসে আমার গোচর ॥

(১৩৮)

মনে মনে হাসে বীর বাসব-নন্দন ।
পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে আসিছে রাবণ ॥২৫
পিছে গিয়া দশানন ধরিল কাঁকালি ।
প্রাণ শক্তে নাড়িতে নারিল রাজা বালী ॥
হুই বাহুবলে তোলে যেই কৈলাসশিখর ।
সে জন নাড়িতে নারে বালী কপিবর ॥
হাসিয়া রাবণে বালী ধরে কাঁকতলি ।৫
কাঁখে চাপি আকাশে উঠিল রাজা বালী ॥
হুই পদ কুড়ি হাত করে লড় বড় ।
সর্প ধরি গরুড় যেমন দিল রড় ॥
বালীর গুরঙ্গে রাজা হরিল সন্দিগ্ধ ।
সর্ব্বাঙ্গে রাবণে কৈল লাঙ্গুড়ে জড়িত ॥১০
চলিলা পবন বেগে কাঁখে দশানন ।
পশ্চিম সাগরে গেলা তিন লক্ষ বোজন ॥
রাখিবারে নিশাচর ধায় চারিভিতে ।
মেঘ যেন ধাত্রা যায় সূর্য্যে আচ্ছাদিতে ॥
বালী কোপে ধাইতে পর্ব্বত হয় চির ।১৫
রাক্ষস কি ধায়ে রক্ত মাংসের শরীর ॥
অবসাদে রাক্ষস ধাইতে নারে লগে ।
রাবণ কাঁখে ধায় বালী পবনের বেগে ॥
নড়িতে না পারে রাজা চাপা কাঁথতলি ।
সাগরে আপন অথে সন্ধ্যা করে বালী ॥২০
গলে লেজ রাবণেরে পেলায় সাগরে ।
তরাতরি রাবণ সাঁতরে আখান্তরে ॥
উত্তর সাগরে গেলা লেজে দশানন ।
পশ্চিম সাগর হইতে সহস্র বোজন ॥
লেজে বান্ধা আছেন নৃপতি লঙ্কেশ্বর ।২৫
তথাতে তপত্বা কৈল বালী কপিবর ॥

(১৩৯)

(১৪০)

দশমুখে দেখে রাবণ জলন্ত উলুকা ।
 লেজের উপরে দেখে যেন ধ্বজ পতকা ॥
 পূর্ব সিদ্ধু গেল চারি সহস্র যোজন ।
 তথা গিয়া সন্ধ্যা কৈল বাসব নন্দন ॥
 হরিষে করিলা সন্ধ্যা বালী কপিবর ।
 কখন ডুবান জলে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 লেজ সনে ডুবাইল জলের ভিতর ।
 জল খাঞা দশানন হৈলা ফাঁফর ॥
 আকট বিকট করে পাইআ তরাসে ।
 কুড়ি হাথে টানে তনু বন্ধন না ধসে ॥
 পূর্বেতে করিআ সন্ধ্যা বাসব নন্দন ।
 লেজে লড় বড় করে রাজা দশানন ॥১০
 চারি সাগরে সন্ধ্যা কৈল বিন্দু নাহি উলে
 রাবণে লইয়া বালী নিজ দেশে চলে ॥
 সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা চলিলা আকাশে ।
 লেজে বান্ধা দশানন দেখি লোক হাসে ॥
 দেবগণ হাসে নাচে রাবণে দেখিয়া ॥১৫
 অহঙ্কার চূর্ণ হৈল বালী ঠাঞি গিয়া ॥
 উদয়গিরির পূর্ব ক্ষীরোদসাগর ।
 করিয়া সামান্য সন্ধ্যা বালী আল্য ঘর ॥
 চারি সিদ্ধু গেলা চৌদ্র সহস্র যোজন ।
 কিকিঙ্করা আইলা কাঁখে দেখি দশানন ॥২০
 জ্বীলোকে দিলেন মঙ্গল ছলাছলি ।
 সিংহাসনে বসিলা বানর রাজা বালী ॥
 মনের হরিষে বালী সিংহাসনে বসি ।
 রাবণ লেঙ্গুড়ে থাকি করে উসিহুসি ॥
 বালীকে দেখিয়া পাত্র নোড়াইল মাথা ॥২৫
 সভাকারে কহে বাগী রাবণের কথা ॥

শুনিঞা বালীর কথা হাসে পাত্রগণ ।
 ছাড় কাঁথতলি গোসাঞি দেখি যে রাবণ ॥
 পাত্রের বচনে বালী তারে কৈল ছাড়া ।
 হাসি বলে কোথা হৈতে আইলি বাপুড়া ॥
 বান্ধা থাকি পাণি গিয়া নাহিক চেতন ।
 অনেকক্ষণ বই মুখে নিকলে বচন ॥
 রাবণ বলেন শুন বাসব-নন্দন ॥
 পৌলস্ত্যের নাতি আমি নাম দশানন ॥
 সংসারে বেড়াই আমি বিপদের পক্ষে ।
 তোমা হেন বীর নাহি দেখি নিজ চক্ষে ॥
 পবন গরুড় আর তুমিত বানর ।
 সভার বিক্রম দেখি একই সোণর ॥১০
 চারি সিদ্ধু গেলে তুমি পৃথিবীর অন্ত ।
 তোমার ঠাই হৈল মোর পশুর বৃত্তান্ত ॥
 আমি হেন বীর তুমি নিলে কোলে ।
 তোমা হেন বীর নাহি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 পবনের বেগে যাই আমি কাথতলে ॥১৫
 সন্ধ্যা অপ কর তুমি মন কুতূহলে ॥
 বলে টুটা হৈলা আমি আছাড়িয়া মারি ।
 বলের অধিক হৈলে মৈত্র তারে করি ॥
 আজি হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর ।
 মোর যত ধন তোর ভোগের ভিতর ॥২০
 বন্ধনে তোমার ঠাঞি পাল্য অবসাদ ।
 বালী বলে তোরে দিল অভয় প্রসাদ ॥
 ছই জনে মিত্রা কৈল অগ্নি করি সাক্ষী ।
 সর্ব ভোগ ভুঞ্জিব সকল লোকে দেখি ॥
 আর না মারিব তোরে শুনহ রাবণ ॥২৫
 আপন ইচ্ছার দেশে করহ গমন ॥

(১৪১)

নানা অলঙ্কার দিয়া করিল বিদায় ।
বালীকে মেলানি করি নিজ মৈন্যে যায়
হেন হই বীরেরে তুমি মারিলে বাণে ।
বিষ্ণু অবতার তুমি কীর্তিবাস ভণে ।

শুনিয়া মুনির কথা রামচন্দ্র হাসে ।
হাসিতে ২ রাম মুনিকে জিজ্ঞাসে ॥
জোড় হাতে বলে রাম কমললোচন ॥
বালীকে হারিয়া কোথা গেল দশানন ॥
শুনি মুনি বলিলেক রাবণ বলে রথে ।
মুনিকে দেখিয়া সম্ভাবিল ব্যোমপথে ॥
ত্রিভুবন জিনিঞা বেড়ায় দশানন ।
নারদ সহিতে পথে হৈল দরশন ॥১০

চড়িয়া পুষ্পকরথে রাজা দশানন ।
মেঘে থাকি নারদেরে কৈল সম্ভাষণ ॥
মুনি বলে বর পাঞা হইলি অমর ।
তিনলোক জিনি বুলি কারে নাহি ডর ॥
ব্রহ্মার নিকটে বর পাল্যে বড় তপে ॥১৫
দেবতা দানব কাঁপে তোমার প্রতাপে ॥
যোগে শোকে অনুক্ষণ মনুষ্য পীড়িত ।
কেহ হাসে কেহ কান্দে দেখি বিপরীত ॥
অলংঘ্য মরণ বটে দেখিয়া না দেখি ।
বহু শোকে কান্দিয়া সংসার হৈল

ছঃখী ॥২০

পড়িল যমের মুখে সকল সংসার ।
যমে ছাড়ি নরে মার এনহে বিচার ॥
তোমার সংগ্রামে যম হবে পরাজয় ।
যমে মারি সর্বলোকে করহ নির্ভয় ॥

(১৪২)

দৈত্য দানব মরে বিষ্ণু নহে সুখী ॥২৫
লোকেয়ে রাখিতে সর্ব খায়ে গরুড় পাখী ।
হঠেরে দলিয়া তুমি বুল ত্রিভুবনে ।
দেখিয়া তোমার পরাক্রম নানাস্থানে ॥
বিধাতার বরে তুমি জিনিলে মরণে ।
কি করিতে পারে তোর যত দেবগণে ॥
যম জিনি দূর কর লোকের তরাস ॥
ইহা ছাড়ি লোকে মার করি উপহাস ॥
যমেরে জিনিতে তুমি কর আগুসার ।
আর কার সঙ্গে যুদ্ধ নহে ব্যবহার ॥
হাসিয়া মুনির পদ বন্দিল রাবণ ।
অষ্টলোকপালে জিনি স্থখে দেখ

তপোধন ॥১০

সর্ব আশু ক্ষিতি জিনি জিনিব পাতাল ।
তবে সে জিনিব ইন্দ্র অষ্টলোকপাল ॥
ছোট জিনি বড় জিনিব রণে পরিপাটী ।
বড় জিনিয়া ছোট জিনিলে পৌরুষে
ঘাটী ॥

এখন যম থাকিতে অগ্র নাহি গণি ॥১৫
জগতে বুঢ়াহ তুমি মরণ কাহিনী ॥
কুড়ী পাটী দস্ত শোভা দশযুগে হাসে ।
চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্র মাসে ॥
রাজা বলে ধরা জিনি কোতুকের ভরে ।
লড়িহু তোমার ষোলে যমে জিনিবারে ॥২০
মুনিকে প্রণাম করি চলিলা দক্ষণে ।
দেখিয়া নারদ মুনি মনে মনে গণে ॥
রাবণ চলিল যুদ্ধ হবে যম সনে ।
যম রাজা ঠাঞি বেটা তেজিব জীবনে ॥

(১৪৩)

(১৪৪)

রাবণের মৃত্যু আমি করিল উপায় ।২৫
 নরিবর তরে বেটা যমপুরে যায় ॥
 হেন জন নাহি যে যমের নহে বশ ।
 হেন যম জিনিবারে করিল সাহস ॥
 ধাতা কর্তা যম বটে জগত ঈশ্বর ।
 ত্রিভুবনে জ্ঞাত কথা যমের গোঁচর ॥
 ছুই বীরেরে জিনিবে যুক্তিতে না পারি ।৫
 রণ দেখিবারে যাব যমের নগরী ॥
 স্মৃথে থাকি বিসম্বাদ উপজান স্মৃথে ।
 উপজিলে মহারণ মন সাধে দেখে ॥
 যমের জিনিতে যায় লোকের তরাস ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥১০
 স্মৃথে থাকি বিসম্বাদ ভেঙায়ে নারদ ।
 যে জনে ভেজায় তার সঞ্চারে বিপদ ॥
 শনি দৃষ্টি হৈলে যেন লোক পড়ে ছুথে ।
 রাবণে বলিয়া গেলা যমের সম্মুখে ॥
 যমেরে জিনিতে সাজে রাজা লঙ্কেশ্বর ।১৫
 আগুআন যমের ঠাঞি গেলা মুনিবর ॥
 অগ্নি সাক্ষী করে যম সংসার বিচার ।
 নারদে দেখিয়া যম কৈল নমস্কার ॥
 আচম্বিতে মুনিবর কৈল আগমন ।
 আইলে আমার ঠাঞি কোন প্রয়োজন ॥২
 মুনি বলে নিচিন্তে আছ কি কারণ ।
 তোমা সনে যুদ্ধ হেতু আসিছে রাবণ ॥
 হাতে দণ্ডে মারি আজি রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 আইছে দেখিতে তোমা দৌহার সমর ॥
 নারদের বোলে যম হইলা চিস্তিত ।২৫
 যুক্তিতে রাবণ কেন আইসে আচম্বিত ॥

উচ্চেতে উঠিয়া যম দেখে সতি দূর ।
 রাক্ষস কটক দেখে বিশেষ প্রচুর ॥
 পুষ্পক রথে চড়ি আসে রাজা দশানন ।
 রাক্ষস কটকে বেড়ে যমের ভূবন ॥
 যমের ভবন খান দেখিতে সুন্দর ।
 সারি২ দেখে তথা নানা চিত্রঘর ॥
 নানাবর্ণে সৈন্ত দেখে যমের নগরে ৫
 নানাবর্ণে পরিচ্ছদ দিব্যমূর্তি ধরে ॥
 পুরীখানে চারিদ্বার অতি মনোহর ।
 লেখা পড়া করে তথা কায়েত বিস্তর ॥
 চিত্রগুপ্ত আসি তথা বৈসয়ে অপার ।
 ভাল মন্দ ফলাফল করিছে বিচার ॥১০
 ক্ষিত্তিতেলে জন্মে যোবা পাপ নাহি করে ।
 মধুর বচনে যম সম্ভাষে তাহারে ॥
 আদর গৌরবে দেন বসিতে আসন ।
 কুটুস্থ সমান তারে করে সম্ভাষণ ॥
 ধন্যধন্য বুঝি তার বাড়ায় সম্মান ।১৫
 উত্তর নগর দেব বসিবার স্থান ॥
 তপধর্ম্যে যেই জন পাপ না পরশে ।
 পশ্চিম দুয়ারে যম তাহারে সম্ভাষে ॥
 পুণাকল পুণাবল করয়ে বিচার ।
 তা সভার মত হএ পশ্চিম দুয়ার ॥২০
 ধর্ম্মেতে ধর্ম্ম যার একই শোসর ।
 অমৃত মধুর তাকে করন্তি উত্তর ॥
 ধন্যধন্য বুঝি তার না করে অপেক্ষা ।
 পূর্বদ্বারে থাকি যম তারে দেন দেখা ॥
 যতি সতি সমান সম্মাসী যেই জন ।২৫
 উত্তর দুয়ারে তারে করে সম্ভাষণ ॥

(১৪৫)

আর জন্মে পাপ করে পুণ্য নাহি জানে ।
 দক্ষিণ ছয়াই তাকে করে সম্ভাষণে ।
 ভয়ঙ্কর মূর্তি সেই দ্বারে দরশন ।
 দশন বিকট যম পিঙ্গল লোচন ॥
 লোহার মুদগর হাতে চর্ম্ম পরিধান । ৫
 অঙ্গে লোমাবলী যেন খাণ্ডের সমান ।
 বাম পদে গোদ যম পর্ব্বত আকার ।
 বিশ্বস্তর মূর্তি যম অতি ভয়ঙ্কর ॥
 বিষম বিকট মূর্তি বড় ভয়ঙ্করী ।
 দেখিলে সকল লোক কাঁপে থরহরি ॥১০
 এমন আশ্চর্য্য তথা দেখে দশানন ।
 আপন ভক্ষণ মত করয়ে ভক্ষণ ॥
 গোদান করিল জেবা তুলসী ব্রাহ্মণ ।
 যত দুগ্ধ ভক্ষ্য তার দেখে দশানন ॥
 ভোজ্যে অন্ন দিলা জে তুষাতে দিল
 পানি ॥১৫
 তাহার ভোজন পূরন দেখিল আপনি ॥
 বস্ত্রদান করে জেবা নানাবস্ত্রধারী ।
 গৃহদান কৈল যে পাইল রম্যপুরী ॥
 মণি মুক্তা প্রবাল কাঞ্চন দিল দান ।
 অগঙ্কারে ভূষা সেই অধিক সম্মান ॥২০
 নানাদান দিল জে সংসার অধিকারী ।
 নৃত্য গীত বসিআ দেখন্তি সারি সারি ॥
 দানপুণ্য সংসারেতে জাহার শব্দ ।
 তারা সব বসিআছে নানা পরিচ্ছদ ॥
 মধ্য তেপান্তরে জেবা দিল

পণ্যাশা ॥২৫

খাইছে শীতল জগ বসি তরুতলা ॥

(১৪৬)

খাট পাট দান জেবা দিলা ঘোড়া দোলা ।
 খাটেতে শয়ন করায় গন্ধর্ব্বের কলা ॥
 ইটাতে বান্ধিল জেবা অশ্বপেব তলা ।
 ছায়াতে বসিয়া সেই করে নানা খেলা ॥
 অশ্ব গজ ভূমি কচ্ছা জেবা দিল দান ॥
 সারি দিআ বসিআছে জত পুণ্যান ॥
 গড়িল সমুখ যুদ্ধে আপন সাহসে ।
 বিদ্যাদরী চামর ঢুলা এ ভার পাশে ॥
 জে জন জাহাঙ্গির দিল মত্তপ দেউল ।
 বিলক্ষণ পুরে সে বস্ত্রাছে নিরাকুল ॥১০
 জে জন করিগ বতরাজ একাদশী ।
 সে জন কোতুকে হইল স্বর্গলোকবাসী ॥
 অষ্টমী উপাস করি জে পূজিল চণ্ডী ।
 তারা সব বসিআছে সুবর্ণ চৌখণ্ডী ॥
 মেঘ মকর স্নান করে প্রচ্যাব বিহানে ॥১৫
 তারা সব বসিআছে রত্ন সিংহাসনে ॥
 স্বামী মনে জে নারী হইয়া মরে মতী ।
 করিছে অমৃতপান পতির সংহতি ॥
 মতি মতী মর্য্যাদী তপস্বী ব্রহ্মচারী ।
 তা সভার সেবা করে স্বর্গবিদ্যাধরী ॥২০
 নানা দান দিল জেবা হরষিত মনে ।
 নানা সুখ ভুঞ্জে সেই যমের সদনে ॥
 সোনা দানে জেইজন ভূষিল ব্রাহ্মণে ।
 বসিল সোনার খাটে দোখল রাবণে ॥
 মৃত্তিকাতে গড়ি জেবা পূজে পশুপতি ॥২৫
 নানাভোগ ভুঞ্জে সেই জনেক বিভূতি ॥
 অতিথি দেখিআ জেবা করায় ভোজন ।
 শীতল গাছের তলে করএ শয়ন ॥

(১৪৭)

(১৪৮)

নানা তীর্থ ভ্রমি জে শরীরে দেই হুখ ।
 পরকালে যমপুরে ভুঞ্জে নানা সুখ ।
 বৈশাখ মকর তুলা করে নিরামিষে ।
 সেই পুণ্যে তারা সব রম্যস্থানে বৈসে ॥
 শরীর সাধিল জেবা করি নানা-যোগ ৷
 স্বর্গপুরে বসিআ করয়ে নানা ভোগ ॥
 গঙ্গান্নান করি জেবা গায়ে লেপে মাটি ।
 তারা সব বসিআছে নানা পরিপাটি ॥
 ক্ষত রাজা রাবণ জ্বিলিল নানাদেশে ।
 দেখিল সে সব রাজা যমের সকালে ॥১০
 দেখিল যমের পুরে সকল ভুবন ।
 দক্ষিণে রৌরব দেখে রাজা দশানন ॥
 রথে চড়ি রাবণ দক্ষিণ দিগে জায় ।
 রচিয়া উত্তর কাণ্ড কৃতিবাসে গায় ॥

জে ভিতে লোকের রোল স্থনিল

বিস্তার ॥১৫

সেই ভিতে রথে চড়ি গেলা লঙ্কেশ্বর ॥
 বৈতরিণী নদী বহে অগ্নির উথাল ।
 ধীরি ধীরি লোকে পেলো গায় নাহি ছাল ॥
 তাহার স্ততপ্ত পানি অগ্নি হেন পুড়ি ।
 চুলে ধরি কারে তাহে পেলায়ে

ছেঁছড়ি ॥২০

বজ্রদন্ত পোকা খায়ে কামড়ায় ডাঁস ।
 তপ্ত করি সাঁড়াসী গায়ের টানে মাস ॥
 নাড়ী বাড়ি খায়ে পোকা গায়ের মাসছিতে
 লে হার মুদগর কেহ মারে কার মুণ্ডে ॥

মারএ ঝাটায় বাড়ী কোন পাপীর মুখে ।
 বজ্রশিলা পাথর চাপায় কার বুকে ॥
 কার বুকে শেল শূল মারে টাঙ্গি জাঠি ।
 কার বা কাটএ হাত কার মাথা কাটি ॥
 তাম্রের মিচিকা কার মুখে ঢুকাই ৷
 করাতের ধারে কার কাটা পাড়ে বাই ॥
 সম্মুখে বসিআ আছে বক্রনখা পাখী ।
 তারে বলি পাপীর উপাড়ি খায় আঁখি ॥
 হেটে অগ্নি উপরেতে রবির কিরণ ।
 তাতে নিঞা কোন দূতে পেলো পাপী

জন ॥১০

তপ্ত তৈল কুণ্ডে উঠে অগ্নির উথাল ।
 ধরিআ পেলায় পাপী গায়ে নাহি ছাল ॥
 নরককুণ্ডে কোন পাপী ভুবাইয়া মারে ।
 বিষ্ঠাতে ফাফর হৈঞা উড়ু ডুবু করে ॥
 পর দ্রব্য লৈয়া জেবা করি ডাকা

চুরি ॥১৫

মহাবোর অন্ধকারে তারে নিঞা মারি ॥
 নরবধ করে জে ধনের পাঞা আশ ।
 বাধে তার গায়ের ছিণ্ডিআ খায় মাস ॥
 সর্বমাস খায় তার অস্থি মাত্র সার ।
 নির্মহ নরকে তার নাহিক নিস্তার ॥২০
 মহুঘোরে খায় জেবা হইআ ডাকিনী ।
 তাহার শরীর ভাজে তপ্ত তৈল আনি ॥
 জে জন ভাঙ্গিলেক পরের জাঙ্গাল ।
 চিত করি পাড়ি তার বুকে মারে শাল ॥
 ইষ্ট বন্ধু না মানে না মানে বাপ মায় ৥২৫
 ঘোর নরকে যম তাহাকে পাঠায় ॥

(১৪৯)

(১৫০)

পরজীকে জে জন করয়ে আলিঙ্গন ।
 সেইরূপ লৌহজী করিল গঠন ॥
 অগ্নিতে পেলায়ে তাহে অগ্নি হেন জলে ।
 সেই তপ্ত নারী নিঞা দেই তার কোলে ॥
 অগ্নির জ্বালাতে তার সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে ।
 পরম যাতনা পাঞা করে ধড় ফড়ে ॥
 পরের জীকে জেই জন দেখে কাম চিত্তে ।
 ছুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যদূতে ॥
 রাজা হঞা জে জন প্রজার করে দণ্ডে ।
 হাতে গলে বান্ধি তারে পেলেন নরক-

কুণ্ডে ॥১০

সেঅন হইআ জেবা উদারেরে ভাণ্ডে ।
 শিলে মুখ ঘসিআ মূলগর মারে মুণ্ডে ॥
 দেবতা করয়ে চুরি চুরি করে পুথি ।
 দশনে চিবাআ তারে মারে মত্ত হাথি ॥
 পরজীকে দেখিয়া জেজন ধরে বলে ।
 তপ্ত তাম্রখোল যমদেন তার কোলে ॥
 পরদার করি জেবা বেড়ায় কৌতুকে ।
 খাণ্ডাতে কাটিআ তারে পেলেন কুন্তীপাকে
 বিবজ্ঞ করিয়া জীকে জেইজন দেখি ।
 কাক পক্ষী তাহার উপাড়ি খায়ে

অঁথি ॥২০

পর নারী দেখিআ জে জন ধরে স্তন ।
 কাটয়ে তাহার হাত যমদূতগণ ॥
 পুত্রের বনিভা হরে আপন হুহিতা ।
 থান ২ করি তার কাটি পাড়ে মাথা ॥
 বট অশ্বখ নিম বৃক্ষের প্রধান ।
 ইহা জেই কাটে তার নাহিক কল্যাণ ॥

এই বৃক্ষ উপাড়য়ে জেই জেই নর ।
 কোটিকল্প থাকে সেই নরক ভিতর ॥
 ধর্ম্মকথা ছাড়ি জে অধর্ম্ম কথা শুনে ।
 লোহার সাবল তাতাইয়া দেই কাণে ॥
 গুরুপত্নী হরে জেবা হরয়ে ব্রাহ্মণী ।
 করাতে চিরিয়া তারে করে খানি খানি ॥
 আইবড় জীকে জে জন করে বল ।
 হাতে পায়ে বান্ধি তাকে পেলায় অনল ॥
 তাম্র হরে জে জন হরয়ে সোমা রূপা ।
 সবে মেলি মায়ে তারে নাহি করে

রূপা ॥১০

পর ধন হরে জে পরের হরে ধান ।
 গলে দড়ি দিআ তারে সত্তে দেই টান ॥
 পাত্রে কড়া দিআ জে কড়ার লয়ে কড়ি ।
 তাহার মাথাতে দেন মাংসের চূপড়ী ॥
 নাক মুখ বাহিআ মাংসের জল পড়ে ।
 মাংস নিবে মাংস নিবে ঘন ডাক ছাড়ে ॥
 দিকাদিক বলে জেই গুরুকে বচন ।
 তার পায়ে বড় গোদ দেখয়ে রাবণ ॥
 সভাতে বসিআ জেবা দেই মিথ্যা সাখী ।
 জিহ্বা কাটি খায় তার বজ্রনখা

পাখী ॥২০

গুরু গর্ষিত ছাড়িয়া অধর্ম্মে করে পূজা ।
 তার সাক্ষী দেন আপনি যম রাজা ॥
 বিশ্বঘাতী করিয়া জে জন স্থাপ্য হরি ।
 গলে দড়ি দিআ দূত তার তরে মারি ॥
 ক্ষুধার্ত্তিকে যে জন না দিল অন্ন পানি ।
 গলে দড়ি দিআ তারে পাড়ে টানাটানি ॥

(১৫১)

(১৫২)

গৌবদ ব্রাহ্মণবধ করে জেই জন ।
 নরককুণ্ডে পেলৈ তাকে দেখয়ে রাবণ ॥
 পরদ্বী লইয়া বর করে জেই জন ।
 ষষ্টিবর্ষ সহস্রাবি নরকে গমন ॥
 তাহাতে অপত্য জাহার হয় পরিবার ।
 কোটী কল্প নরকেতে নাহিক উদ্ধার ॥
 বধু বিয়ে সপ্তমায়ে হরয়ে ভগিনী ।
 তাহার প্রহারের কথা বিষম কাহিনী ॥
 ডাবু মুসল লোহা আনে গোটা ২ ।
 সেই সব ডাবুসে সকল ঠাক্রি কাটা ॥১০
 হাতে গলে বান্ধিয়া ছেদিয়া চর্ম দাড়ি ।
 মাথাতে তুলিয়া মারে মুক্কারের বাড়ি ॥
 মস্তক ফুটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে ।
 খান খান করি মাংস ছিঙয়ে কুকুরে ॥
 মাথা ভাঙ্গি খানি খানি কয়ে তার
 নাশ ॥১৫
 খুলিয়া খুলিয়া পোকা খায় তার মাস ॥
 দেখিয়া রাবণ এত পাপীর বাতনা ।
 তাহা হৈতে অষ্টভুগ পাইল বেদনা ॥
 নর হঞা মরে জেবা লইল পরাণ ।
 করাতে চিরিয়া তারে করে খান
 খান ॥২০
 পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে বুক ফাটি শোষে ।
 পানি যদি চাহে দূত তাহে অতি রোষে ।
 পরে দান দিতে জেবা কারিয়াছে হাতা ।
 তার বুকে বিষম লোহার দিল জাঁতা ॥
 সভাতে বসিয়া জেবা করয়ে নাবড়ি ॥২৫
 খলে দড়ি দিয়া দূত তাহাকে ছেছড়ি ॥

ব্রাহ্মণে অধিক বলে মারে জোষ্ঠ ভাই ।
 মুসলে দলয়ে বুক ডাকে পরিত্রাহি ॥
 বিদ্যা পাঞা নাহি করে গুরুর সেবন ।
 কণ্ঠ করি দক্ষিণা না দেই জেই জন ॥
 আপনা বাখানে যে পরের নিন্দা করে ।
 ইহাকে অধিক পাপ নাহিক গংগারে ॥
 জীয়ন্তেতে কীট পোকা করয়ে ভক্ষণ ।
 তাহার প্রহার দেখে রাজা দশানন ॥
 মহাভয়ঙ্কর নাদ ছাড়ে চিক্রাই ।
 তরাসে অনেক লোক সম্বিত না পাই ॥১০
 যমের কিঙ্কর দেখি উড়য়ে পরাণ ।
 করাতে চিরিয়া পাপী করে খান খান ॥
 আর্ন্তনাদ করি পাপী কান্দে তোক শোষে
 পানি খাত্যে চাহিলে অধিক মারে রোষে
 প্রাণ দান দেহ দূত দেহ অন্ন পানি ॥১৫
 ক্ষুধাতে তৃষ্ণাতে মরি না রহে পরাণী ॥
 নাপট উন্মত্ত পাপী নাহি বান্ধে চুলি ।
 গোছা গোছা কুটা নিজা করয়ে বিকলি ॥
 ধূলাতে ধূসর মর্ষ গায়ে পড়ে মলি ।
 তপ্ত তেলে পৈলে তারে ধরি তার চুলি ॥২০
 অন্ধকারে নাহি দেখি বাক্য মাত্র শুনি ।
 কোথা কাঁচ ঢাল কোথা সোনা রূপা পানি ॥
 আর্ন্তনাদ করে পাপী নাহিক এড়ান ।
 দেখিয়া রাবণ বলে করি পরিত্রাণ ॥
 হাতে বাড়ি করি দূত ডাকে মার মার ॥২৫
 দূতে মারি করে রাজা পাপীর উদ্ধার ॥
 বন্দী মুক্ত কৈল রাজা আছিল বিস্তর ।
 সভাকারে বলেন পলাঞা যাহ ঘর ॥

(১৫৩)

(১৫৪)

বার বার বলে সভে যাতো চাহে যর ।
 আকুল হইআ বলে পুরীর ভিতর ॥
 হামাগুড়ি পালাইতে বাট নাহি দেখে ।
 নয়ান থাকিতে কেহ চক্ষে নাহি দেখে ॥
 রাজা বলে বন্দী কেন পালাইতে নারি ।
 মারিচ বলে ধর্ম্মে বন্দীকে খণ্ডাইতে পারি ॥
 রাক্ষসের হাতে অঙ্গ অতি খরসান ।
 যমদূতে মারি সব লয়েত পরাণ ॥
 যমদূত বলে ভাই মোরে কেন গঞ্জি ।
 আপনার পাপ পুণ্য আপনারা ভুঞ্জি ॥১০
 দূত বলে কর্ম্মহুত্রে সভে হয় বন্দী ।
 বাড়িলে রক্ষার বরে নাই জান সন্ধি ॥
 দূত বলে এখন করিবে যত পাপ ।
 মরিলে এখাই আসি ভুঞ্জিবে সন্তাপ ॥
 পরলোকে তোমা মনে এখা হব দেখা ॥১৫
 তখন তোমার হবে এমন পরীক্ষা ॥
 যমদূত জত বলে রাঙ্গণ না শুনে ।
 সভাকারে মারে কোপে আপনার মনে ॥
 কবিল যমের দূত নানা অঙ্গ হাতে ।
 জাঠি শেল শূল মারে রাবণের মাথে ॥২০
 কুণিল যমের দূত রণের প্রচণ্ডে ।
 নানা অঙ্গ পেলি মারে রাক্ষসের মুণ্ডে ॥
 মুদগর মুসল মারে গাছ জে পাথর ।
 রথের মণ্ডল ভাঙ্গে আওআস চাতর ॥
 বিধাতার বরে রথ অক্ষয় অব্যয় ॥২৫
 জত ভাঙ্গে তত হয়ে নাহি পরাজয় ॥
 রাবণের সেনা সব বলে বিচক্ষণ ।
 সর্কাদ্ধে ফুটল তমু নাহি ছাড়ে রণ ॥

যমের কিঙ্কর সব জুঝে ভয়ঙ্কর ।
 জোড়ে জোড়ে জাঠা মারে রাবণ উপর ॥
 ফুটিল রাবণ রাজা অঙ্গে রক্তে তিস্তে ।
 অশোক কিংসুক যেন ফুটিল বসন্তে ॥
 সেই বা মরির জুঝে রাজা দশানন ॥৫
 দূতের উপরে করে অঙ্গ বরিসন ॥
 যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর ।
 রাবণের অঙ্গ জত মণ করে চুর ॥
 রাবণে মারিআ বাণ সানা তার ছিড়ে ।
 ফুটিল রাবণ রাজা অঙ্গে রক্ত পড়ে ॥১০
 পুষ্পক রথ হইতে পড়িল অঙ্গ ডাচে ।
 সম্বিত পাইআ পুন চারি পানে চাহে ॥
 থাক থাক বলি তর্জ্জি রাজা দশানন ।
 পশুপতি দিব্য অঙ্গ জুড়িল তখন ॥
 আকর্ণ পুরিতে হৈল ধূমে অন্ধকার
 যমের কিঙ্করগণে কৈল ছারখার ॥
 পড়ে যমদূত সব সেই অঙ্গ তেজে ।
 রাক্ষস কটক মাঝে জয়বাদ্য বাজে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্মার ।
 উত্তরকাণ্ড গান যমদূতের সংহার ॥২০
 রাক্ষসের হাতে যম দূতের মরণ ।
 রথে চড়ি জান যম রবির নন্দন ॥
 সাজিআ আনিল রথ বিচিত্র নিম্বান ।
 রথে চড়ি যম কৈল জুঝিতে পয়ান ॥
 যাত্রা কৈল মহা মহা মূর্ত্তি আশুমান ॥২৫
 হাতে জাঠি শেল টাঙ্গি অতি খরসান ॥

(১৫৫)

(১৫৬)

জে মূর্তিতে যম করে সকল সংহার ।
 হেন মূর্তি নিঞ যম কৈল আশ্রয় ।
 কালদণ্ড অস্ত্র যমে হৈল মূর্তিমান ।
 আসিয়া যমের পাশে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
 যম রাজা কালদণ্ড মৃত্যু তিন জন ।
 তিন জনা মূর্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন ॥
 রাজা বর্ণে বোড়া সেই রথ খান বহে ।
 রাবণের আগে গিয়া দ্রুতগতি রহে ॥
 যম রাজা কালদণ্ড মৃত্যু নিল কাছে ।
 পালায়ে রাক্ষস সেনা কেশ নাই বান্ধে ॥১০
 বড় বড় পাত্র সব রাবণ সোসর ।
 তিন জনার তেজ দেখি হইল ফাঁফর ॥
 সে তিন জনের তেজ কার প্রাণে সহি ।
 সবে বলে পালায় কাহার বাট চাহি ॥
 পাত্র মিত্র পলাইল এড়ি দশানন ॥১৫
 একেশ্বর রণ মহিলেক রাবণ ॥
 জুবিলার কাজ থাকুক রাবণের তেজে ।
 হেন বীর নাঞি জে সম্মুখ হৈআ জুবে ॥
 নির্ভয় রাবণ রাজ্য করে নাঞি ডর ।
 যমেরে মারিয়া বাণ করিল জর্জর ॥২০
 দশদিক্ ছাইল রাবণ বাণ বরিসনে ।
 রাবণের অস্ত্র যম কিছু নাহি গণে ॥
 শেল শূল ঝকড়া বরিসে বৈবস্বত ।
 কুটিয়া রাবণ রাজ্য হৈল নিরুপকত ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবতা গন্ধর্ব্ব মুনিজন ॥২৫
 দেখিয়া দৌহার যুদ্ধ বিস্ত্রিত বদন ॥
 কোপিল রাবণ রাজ্য অতি ভয়ঙ্কর ।
 যমের উপর মারে চোখ চোখ শর ॥

বাণে অঙ্ককার কৈল রাজ্য দশানন ॥
 যমের সারথি বিদ্ধি পড়িল তখন ॥
 চারি বাণ এড়ে রাজ্য মৃত্যুর উপর ।
 যমেরে সহস্র বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর ॥
 নিকলে যমের মুখে কোপে আগুনি ॥
 দশ দিগ আলো করে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
 দেখিয়া যমের কোপ মৃত্যুহরাষত ।
 ছজনার সিংহনাদে ভুবন কম্পিত ॥
 মৃত্যু বলে বৈবস্বত শুন এক মনে ।
 তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে

প্রধান ॥১০

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভয়ঙ্কর ।
 বলি বিরোচন ত্রিভুবনের ঈশ্বর ॥
 মধু কৈটভ আদি জাহারে বাধান ।
 আমার কর্ষণে কার নাহি পরিজ্ঞান ॥
 মধু কৈটভ জন্মিল ব্রহ্মার কর্ণমূলে ॥১৫
 তাহাকে হানিতে জাহ আপনার বলে ॥
 তাহারে বলেন বিষ্ণু সুনহ উত্তর ।
 আমার হইতে বল ছই সহোদর ॥
 দৌহার সংহার কৈল কমললোচন ।
 সেই ছই জন ধরি বধিল জীবন ॥২০
 আমি দরসনে কার নাহিক পরাণ ।
 দরসন মাত্রে মরে কহিল নিদান ॥
 ছোবা মাত্রে সংহারিয়ে এ তিন ভুবন ।
 এখনি করিব নষ্ট দুয়ন্ত রাবণ ॥
 মারিব রাক্ষস বেটা কোন কার্যে
 গণি ॥২৫
 হেলাতে রাবণ মারি দেহ আজ্ঞা বাণী ॥

(১৫৭)

(১৫৮)

যম বলে দেখ আগে সংগ্রামের রস ।
 দণ্ড হস্তে মারি পাড়োঁ রাবণ রাক্ষস ॥
 দণ্ড পরে স্থান্য মুদগর খরসান ।
 জার দরসনে কার নাহি পরিজ্ঞান ॥
 চারি দিকে কালসর্প অদ্ভুত আকার ॥
 হেন দণ্ড নিল যম লোকে চমৎকার ॥
 সেই দণ্ড যম রাক্ষা তুলি নিল হাতে ।
 দণ্ড হৈতে সর্প বারি হয়ে যুখে যুখে ॥
 অজগর কাল সর্প শংখিনী চিত্রিনী ।
 বিবমুখে নিকলে মাথাতে জলে মগি ॥১০
 সাপের বিকট দন্ত দেখি ভর করি ।
 দন্ত দরসনে লোক কাঁপে খরহরি ॥
 জাঠা ঝগড়া যেন গায়ের লোমাংগলি ।
 জাহার তরাসে খসে পায়ের অঙ্গুলি ॥
 ছুইবার কার্য্য থাকু দরসনে মরি ॥১৫
 দণ্ড দেখি ত্রিভুবন কাঁপে খর হরি ॥
 দণ্ডমুখে অগ্নি জলে হলাকের তরসি ।
 সন্তে বলে রাবণের হইল বিনাশ ॥
 দেখিআ যমের দণ্ড কুপিল রাবণ ।
 ময় স্থানবের শেল নিল ততক্ষণ ॥২০
 সেই শেল দেখি সব দেব চমকিত ।
 হেন শেল তুলিয়া লইলে আচম্বিত ॥
 দেবগণ নিঞা ব্রহ্মা সংগ্রাম দেখে ।
 যমের হাতে দণ্ড দেখি নামিল সম্মুখে ॥
 কি কারণে কালদণ্ড করিলে স্মরণ ॥২৫
 দেবগণ ঠাঞি নাঞি রাবণের মরণ ॥
 দণ্ডকে স্থজিল আমি মৃত্যুর মিশালে ।
 দণ্ড অস্ত্র ব্যর্থ মনে সকল মণ্ডলে ॥

দরসনে মৃত্যু হয় পরসে কি কথা ।
 হেন দণ্ড এড় তুমি দেখি লাগে ব্যথা ॥
 দণ্ড মিথ্যা নাহি হব মারিব রাবণ ।
 আমার বচন শুনি তুমি ত্যজ রণ ॥
 ত্রিভুবনে মোর বোল কেবা করে আন ॥৫
 সংসারে তাহার নাঞি কোন থানে স্থান ॥
 মরিব রাবণ যদি দণ্ড বাঞ্জে মুণ্ডে ।
 ত্রিভুবনে মোর বাক্য কেহ নাহি খণ্ডে ॥
 দণ্ড রাখ রাবণ আমার পাইল বর ।
 পরাজয় মানি তুমি জাহ নিজ ঘর ॥১০
 যম বলে তুয়া বরে মোর ঠাকুরাল ।
 লজ্জিলে তোমার আজ্ঞা কিসে লোকপাল ॥
 তুমি বর দিলে জারে করে তুতে মারি ।
 সমুখে রাবণ জুঝে কোন মতে তারি ॥
 তোমার চরণে প্রভু আমি করি গড় ॥১৫
 সংগ্রামে ছাড়িআ আমি হের দিল রড় ॥
 রথে চড়ি যমরাজ হৈলা অদর্শন ।
 যমেরে জিনিল বলি ডাকে দশানন ॥
 প্রবেশি যমের ঘরে করি লণ্ডভণ্ড ।
 উদ্দেশ করিআ চাহে বাণ কালদণ্ড ॥২০
 পাইল অনেক কন্যা রূপে বিদ্যাধরী ।
 রথে ভরি পাঠাইআ দিল লঙ্কাপুরী ॥
 অগস্ত্য কহেন কথা রামচন্দ্র শুনে ।
 কৃতিবাস রচিল উত্তর রামায়ণে ॥
 রাম বলে মুনি আমি জিজ্ঞাসি কারণ ॥২৫
 স্থানিলাম বিপন্নীত যমের তাড়ন ॥

(১৫৯)

(১৬০)

পাপের প্রহার হুনি যোরে চমৎকার ।
 এমব পাপীর কিছু নাই প্রতিকার ॥
 মুনি বলে রামচন্দ্র কর অবধান ।
 তুমি অবতার কৈলে পাপী পরিত্রাণ ॥
 জে জন শুনিবে তব যুদ্ধ রামায়ণ ।
 সেই জন নাহি জাব যমের করণ ॥
 চারি বেদে সহস্র নামে জত হয় ফল ।
 তব নাম নিতে মুক্ত পাপিষ্ট সকল ॥
 সংসার নিস্তার হেতু তব অবতার ।
 লইলে ভোমার নাম নরের উদ্ধার । ১০
 অগস্ত্যের কথা শুনি রামচন্দ্র হাসে ।
 হাসিয়া হাসিয়া রাম মুনিকে জিজ্ঞাসে ॥
 যম সনে যুদ্ধ কৈল রাজা দশানন ।
 তবে কোথা গেল তাহা কহ তপোধন ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন । ১৫
 পাতাল জিনিতে গেলা রাজাত রাবণ ॥
 ত্রিভুবন জিনিঞা লঙ্কার অধিকারী ।
 সর্ব সেনা লইয়া রাজা গেল অধোপুরী ॥
 পুষ্পকরথে চড়ি জিনিল নানাদেশ ।
 কটক সহিতে কৈল পাতাল প্রবেশ ॥ ২০
 নানালোক দেখে নানা পরিচ্ছদধরী ।
 নাগলোক জিনিল করিয়া মারামারি ॥
 শতশির সহস্রমস্তক কেহ ধরে ।
 জার দৃষ্টে পড়িলে তখনি লোক মরে ।
 শিরে মণি ধরে মুখে বিষ অগ্নি জলে । ২৫
 হেন সব নাগরাজা জিনিল পাতালে ॥
 ত্রিভুবন হস্ত ভ দেখিলা নানা পুরী ।
 উনকোটি নাগের অনন্ত অধিকারী ॥

সকল নাগের রাজা অনন্ত বামুকি ।
 মহাদেবে ছাড়িয়া কোথায় নাহি থাকি ॥
 কেহ দেশে নাই রাবণ গেল শূন্য পুরে ।
 নাগগণে জিনিতে সম্ভায় লঙ্কেশ্বরে ॥
 কুপিল অনন্ত রাজা জুঝিতে সজাড় ।
 উন কোটি নাগ আসি দিল পাটো আড় ॥
 আছিল জতেক নাগ করিল সউরণ ॥
 স্বর্গ মর্ত্য ছাড়িয়া আইল নাগগণ ।
 যত নাগ নিবসয়ে অবনৌমত্তলে ।
 অনন্তের আজ্ঞা পাঞা আইল পাতালে ॥ ১০
 পর্কতে যতেক বৈসে সমুদ্রের কূলে ।
 সুলঙ্গ বাহিআ সতে গেলা রসাতলে ॥
 দশ সহস্র নাগেতে আইল মেঘবাল ।
 দশ সহস্র নাগ সঙ্গে আন্য উদয় কাল ॥
 দ্বাদশ সহস্রে নাগ আইলা বাঙ্কল । ১৫
 দশ সহস্র নাগে আন্য নাম মহিসল ॥
 দ্বাদশ সহস্রে আন্য নাগ খইছড়া ।
 দশ সহস্র সাপ সঙ্গে আন্য ইড়াই বোড়া ॥
 দশ সহস্র সাপ সঙ্গে আন্য মধুমতী ।
 অষ্ট সহস্র নাগে আইল বজ্রচিতি ॥ ২০
 আইল আদিত্য নাগ সূর্য্যের প্রতাপ ।
 নিঃশ্বনিয়া মেঘাবলি আন্য রাজসাপ ॥
 মোমজিহা সাপ আন্য হরিতাল জুতি ॥
 হিজলিয়া নাগ আন্য ভরিয়া জগতি ॥
 পারনিয়া মুরলিয়া কালিয়া কোঙর ২৫
 কুচিলিয়া মধুলিয়া আর অজগর ॥
 আলাকিয়া লালকিয়া কাল্য কাকিনরা ।
 খরিস ধুলিয়া চিতি মুখরা গুথরা ॥

(১৬১)

বেতাল বেতাল আলা কাঞ্চনি পাটাড় ।
 চন্দ্রভাগা নাউডগা কুহিয়া আছাড় ॥
 কালিয়া সেআড় চান্দা ধল্যা বিগতিয়া ।
 আছুটা কাছুটা কালকেয়া কেউটিয়া ॥
 রাজাবর্ণে নাগ আলা অশোক
 কিংগুক ৫
 মণিনাগ পাণ্ডুনাগ নাগের তিলক ॥
 আইল বাসুকি নাগ সাপ চূড়ামণি ।
 শত সহস্র নাগ আলা কালিনী নাগিনী ॥
 বড় বড় নাগ আলা রসাতলপুরী ।
 তক্ষক আইল সর্ব নাগ-অধিকারী ॥১০
 উনকোটি নাগ আসি করে পাটোআড়ে ।
 নাগগণ দেখি রাক্ষসের প্রাণ উড়ে ॥
 সারি দিয়া দাণ্ডাইলা যত সব নাগে ।
 মাথা নোঙাঞিয়া রহে অনন্তের আগে ॥
 রায়নাগ জাম্বুনাগ আলা দুই ভাই ১৫
 জারে খেদাড়িয়া খায় তার প্রাণনাই ॥
 তৈতলিয়া নাগ আলা গাঠে গাঠে বন্ধা ।
 পার্কতিয়া নাগ দেখি মনে লাগে শঙ্কা ॥
 নাগরাজা বলেন সভার বিদ্যমান ।
 ছার নিশাচর বেটা করে অপমান ॥২০
 প্রণাম করিয়া নাগ বলে তার আগে ।
 মারিব রাক্ষস-সেনা কোন কার্যে লাগে ॥
 পুষ্পরথে চড়িয়াছে রাজা দশানন ।
 রাবণে দেখিয়া কোপে জলে নাগগণ ॥
 কুয়া বোড়া উলা বোড়া মগুলিয়া
 বোড়া ২৫
 রাবণেরে ধরি গিলে লক্ষ জাতি বোড়া ॥

(১৬২)

আড়ই ভুজঙ্গরাজ মণিবজ্র চিতি ।
 রাবণের চৌরাশি সহস্র গিলে হাথি ॥
 পর্ত্ত সমান নাগ স্বর্গে লাগে মাথা ।
 উভ ফনে চন্দ্রের মণ্ডলে ধরে ছাতা ॥
 বিষধর নামে নাগ গাল নাহি নাড়ে ৫
 ধরিয়া রাক্ষসগণ গিলে আড়ে আড়ে ॥
 পর্ত্ততীয়া নাগ উঠে উভ করি ফনা ।
 বারি হয়ে তার মুখে আগুনের কণা ॥
 বাহির হইছে অগ্নি ঝলকে ঝলকে ।
 পুড়্যা মরে নিশাচর দশানন দেখে ১০
 বিষের জালায় সর্ব সেনাগণ পোড়ে ।
 সকল কটকে রাজা পুষ্পরথে চড়ে ॥
 মহোদর গ্রহস্ত মারীচ মহাপাশ ।
 রথে চড়ি উঠে রাজা উপর আকাশ ॥
 বাজন্দার ঘোড় রথে চড়িতে না পায় ১৫
 বেড়িয়া তক্ষকগণ সভাকারে ধায় ॥
 বড় বড় হাথিকে নাগ ভরিলেন পেটে ।
 মরিল নাগের বিষে করি ছট ফটে ॥
 চারি পা আছাড়ে হাথি আর গুণ্ড দস্ত ।
 বাহির হইল হাথি ফুটি নাগ অন্ত ২০
 ঘোড়া পেটে সান্তাইয়া চারি পা আছাড়ে ।
 পেটের ভিতরে পদাঘাতে অস্ত্র ছিঁড়ে ॥
 হাথি ঘোড়া লাথি মারে নাগে ছিঁড়ে অন্ত ।
 মহাবল নাগ পড়ে নিকটিয়া দস্ত ॥
 রথে চড়ি বাণ মারে রাজা দশানন ২৫
 বাণ খাঞা ব্যাকুল হৈল নাগগণ ॥
 ভঙ্গ দিল ভুজঙ্গ সহিতে রণ নারি ।
 পলাইয়া প্রবেশ করিলা অধোপুরী ॥

(১৬৩)

শান্তার রাবণ রাজা গড়ের ভিতর ।
 রাবণে দেখিয়া সাপ ধাইল সম্বর ॥
 কুবিল নাগের রাজা নানা অস্ত্র ধরি ।
 রথ নিঞা পালার লঙ্কার অধিকারী ॥
 তরাসে রাবণ হৈলা গড়ের বাহির ।
 সর্পবল দেখিয়া রাক্ষস নহে স্থির ॥
 অনন্ত নাগের রাজা সর্পচূড়ামণি ।
 তাহাকে ডাকিয়া বলে পাত্র মহাশুণী ॥
 জয় লবে দশানন পৌলস্ত্যের নাতি ।
 মোর বোলে উহা সনে করহ পীরিতি ॥১০
 জনপ মুনির এত শুনিঞা কাহিনী ।
 হৃদয়ে মানিঞা সর্পরাজ বলে বাণী ॥
 ভাল কথা আপনে বলিলে নাগেশ্বর ।
 ত্রিভুবন কৈল জয় রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 রাবণেরে ডাকিয়া বলে সর্প অধিকারী ॥১৫
 নাগকথা বিভা কর পরম সুন্দরী ॥
 আছয়ে সুন্দরী কথা কুলে পতিব্রতা ।
 ছই কথা বিভা কৈল নাগের ছহিতা ॥
 অনন্ত বাসুকি নাগ বড়ই সেয়ান ।
 রাখিল পাতাল ছই কথা দিয়া দান ॥২০
 কস্তাদান কৈল নাগ মনের কোতুকে ।
 তত্ত্ব মন্ত্র বিষদান দিলেন যোতুকে ॥
 নাগে উগারিয়া দিল বিষ রাশি রাশি ।
 লঙ্কাকে পাঠায় রাজা ভরিয়া কলসী ॥
 রথে বিষ নিল আর সহস্র সুন্দরী ॥২৫
 শুক সারণে দিয়া পাঠাইলেন পুরি ॥
 সেই বিষ ইন্দ্রজিৎ কৈল বরিষণ ।
 কটক সহিতে জাথে হৈলা অচেতন ॥

(১৬৪)

হনু বিভীষণ গেল গরুড়ের স্থান ।
 অমিয়া বরসি ইন্দ্র দিল প্রাণ দান ॥
 চলিলা পৌলস্ত্য মুনি বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 পাতাল জিনিঞা চলে রাজা দশানন ॥
 কুতিবাস পণ্ডিত জানেন নানা রাগ ॥
 উত্তরকাণ্ড গাইল রাবণ জিনে নাগ ॥
 জিনিল সর্পের পুরী নামে ভোগবতী ।
 রথে চড়ি চলিলা রাক্ষস অধিপতি ॥
 নিবাতকবচ দৈত্য অধোপরে বৈসে ।
 নিশা চক্রবর্তী রাজা কারে নাহি
 হিংসে ॥১০
 মহাতেজবানু দৈত্য কারে নাহি ডর ।
 পাইয়া ব্রহ্মার বর অজয় অমর ॥
 লঙ্কেশ্বর বলেন নিবাত গেল কহি ।
 লঙ্কার রাবণ জে সংগ্রাম তারে চাহি ॥
 জে জয়লা করে রণ হইয়া কাতর ॥১৫
 তারে নাহি মারি আমি স্বরূপ উত্তর ॥
 দশ লক্ষ সৈন্য রাজার বীরে মহাবীর ।
 সৈন্য সনে হৈল রাজা গড়ের বাহির ॥
 নানা রাজবাদ্য বাজে বিবিধ বাজনা ।
 রাক্ষস দৈত্যের সেনা বাজে মহারণা ॥২০
 শেল জাঠি ঝকড়া মুসল গদাবাড়ী ।
 পড়িল রাক্ষস-সেনা জায় গড়াগড়ি ॥
 প্রহস্ত মারীচ মহাপাশ মহোদর ।
 দৈত্যগণে বাণে বিদ্ধি করিল জর্জর ॥
 দৈত্যের কটক সব সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥২৫
 রাবণের সেনা বিদ্ধি করে ৭৩ ৭৩ ॥

(১৬৫)

ছইদলে যুদ্ধ করে রণের বিবাদী ।
 রণস্থল মধ্যে বহে ঘোর রক্ত নদী ॥
 নিবাত দৈত্যের হাতে নানা গ্রহরণ ।
 অস্ত্র বরিসন করি ছাইল রাবণ ॥
 দৈত্য বাণ মারে মুখ না নাড়ে রাবণ ।
 চতুর্দিকে বাণ মারে সব দৈত্যগণ ॥
 রাবণ ব্যাকুল হৈল অস্ত্র সম্বরিতে ।
 সংগ্রাম সহিআ পুন জুঝে ভাল মতে ॥
 মুদগর মুসল এড়ে বজ্র খরসান ।
 জাঠি শেল শূল টাকি দেবের নির্মাণ ॥১০
 রাক্ষস দৈত্যের রণ লোকে লাগে ভয় ।
 কেহ কারে সংগ্রামে করিতে নারে জয় ॥
 বৎসরের যুদ্ধে কেহ না পারে কাহারে ।
 দেবগণ নিঞা ব্রহ্মা আলা তথাকারে ॥
 নিবাতকে বলে শুন আমার উত্তর ।
 তোর প্রাণে জিনিতে নারিব লঙ্কেশ্বর ॥
 মোর বাক্য শুনহে রাক্ষস অধিপুত্র ।
 নিবাতে জিনিতে নাহি তোমার শক্তি ॥
 মোর বরে তোরা দৌহে বিক্রমে দুৰ্জয় ।
 শ্রীত করি সর্বকাল থাকহ নির্ভয় ॥২০
 কোন জনে লঙ্ঘিবেক ব্রহ্মার বচন ।
 অগ্নি সাক্ষী করি মৈত্র্য করে দুইজন ॥
 শ্রীত কৈল হুজনে ব্রহ্মার বিদ্যামানে ।
 সম্মতি করিআ ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থানে ॥
 বৎসরের দশানন আছিল গোরবে ॥২৫
 নানা ভোগে লঙ্কেশ্বরে তুষিলা দানবে ॥
 লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জন সাদরে ।
 বৎসরের বই রাজা জান নিজ পুরে ॥

(১৬৬)

কুন্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পূজিত ।
 গাইল উত্তরকাণ্ড রাবণের চরিত্র ॥
 —
 অগস্ত্যের কথা শুনি রামে উচ্চহাস ।
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথারে দেহ মন ।
 বরুণ জিনিতে জান রাজা দশানন ॥
 বারুণিকে চলিলা বরুণ জিনিবারে ।
 সেই সব কথা রাম শুনেন সাদরে ॥
 নাগরাজে জিনি রাজা ঠাকি ঠাকি বলে ।
 বরুণের পূর রাজা গেলেন পাতালে ॥১০
 সুরভি দেখিল তথা লক্ষীর সমান ।
 সদাই আপনি ক্ষীর খসে খরসান ॥
 জার হুঞ্চে ভরিআছে ক্ষীরোদ-সাগর ।
 জাহাতে সুরভি আছে প্রভু গদাধর ॥
 যে ক্ষীরোদে জন্মিআছে দেব নিশাপতি ।
 জেই খানে উপজিলা লক্ষী সমম্বতী ॥
 যে ক্ষীরোদে কালকূট হৈল উপনীতি ।
 জা হতে পাইল ইন্দ্র ঐরাবত হাথি ॥
 জেই ক্ষীরসাগরেতে অমৃত উপজে ।
 হোম ধেনু প্রদক্ষিণ কৈল রাবণরাজে ॥২০
 সুরভি দেখিআ হরষিত দশানন ।
 তিন বার প্রদক্ষিণ বদিল চরণ ॥
 বরুণ জিনিঞা আগে আসি লীলগতি ।
 আইবার কালে গাভী লইব সংহতি ॥
 এত বলি দশানন করিল পশান ॥২৫
 রাবণ গেলে সুরভি হৈল অন্তর্ধান ॥

(১৬৭)

(১৬৮)

বরুণের পুর দেখি সকল ধবল ।
 জল জন্ত কুন্তীর মকর পঙ্খ বল ।
 রত্নের নির্মাণ অক্ষকার দূর করে ।
 পাষাণের ঘর বারমাস পানি ঝরে ॥
 ডাকিয়া রাবণ বলে বরুণ গেল কহি ।
 লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাহি ॥
 হারিল বলিআ জেবা করে পুটাজলি ।
 তাকে নাহি মারি সংগ্রামে সঙ্কুলি ॥
 পুত্র পৌত্র জত ছিল বরুণের বীর ।
 আপন আপন সৈন্তে হইলা বাহির ॥১০
 নানা অস্ত্র পেলি মারে জাঠি জে ঝগড়া ।
 সংগ্রাম দেখিআ গায়ে পড়এ সিঞ্চড়া ॥
 রাবণের সেনা করে অস্ত্র বরিসন ।
 ভাঙ্গিল বরুণ সৈন্ত নাহি সহে রণ ॥
 বরুণের পুত্র অস্ত্র করে অবতারণ ॥১৫
 পালায়ে রাক্ষসসেনা নাহি সহে ভার ॥
 আপনি রাবণ দেখি সৈন্তের বিনাশ ।
 রথ নিয়া উঠে বীর উপর আকাশ ॥
 বরুণের পুত্র সব শূন্যে তারে দেখে ।
 তারা সব রথ নিঞা উঠে অন্তরীক্ষে ॥২০
 বরুণের পুত্র সব বীরে মহাবীর ।
 আকাশেতে রণ করে গহন গভীর ॥
 রাবণের বড় বীর জাহার বাখান ।
 বরুণ পুত্রের বাণে নাহি ধরে টান ॥
 অগ্নির উথাল সে বরুণপুত্রের বাণে ॥২৫
 রাবণের সেনারা সমুখ নহে রণে ॥
 বরুণের বংশ হাথে তুলি নিল জাঠি ।
 রাবণে বিমুখ করে সেনাগণ কাটি ॥

পালায়া অমাত্যগণ রাবণ ফাঁকর ।
 তাহা দেখি কুপিল রাক্ষস মহোদর ॥
 বরুণের পুত্রের হাথি ঘোড়া খরসান ।
 মহোদরের গদা খাঞা তেজিল পরাণ ॥
 মহোদর জুঝে জেন মদমত্তহাথি ।
 গদার বাড়িতে মারে রথের সারথি ॥
 ঘোড়া হাথি মারে বীর নাহিক দোসর ।
 বরুণের পুত্র জুঝে শূন্যে করি ভর ॥
 বাণবৃষ্টি করে বীর অগ্নির সোসর ।
 বাণেতে বিমুখ হৈল বীর মহোদর ॥১০
 বরুণ-পুত্রের বাণে আগুন বরিসে ।
 বাণে বিদ্ধি খণ্ড খণ্ড করিল রাক্ষসে ॥
 পালায়ে রাক্ষসগণ নাহি সহে রণ ।
 রণ সহি আগুনরে রাজা দশানন ॥
 কুপিল রাবণ রাজা অতি ভয়ঙ্কর ॥১৫
 নানা অস্ত্র মারে বরুণ-বংশের উপর ॥
 মুদগর মুসল এড়ে বজ্র খরসান ।
 শেল জাঠা খাণ্ডা টাঙ্গি দেবের নির্মাণ ॥
 বরুণের বংশের টুটিআ আলা বলে ।
 আকাশে রহিতে নারে গড়ে ভূমিতলে ॥২০
 সিংহনাদ ছাড়ে রাজা বলে মহাবল ।
 বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘে পেলেন জল ॥
 মোহ গেল বরুণের বংশ বলধর ।
 করিআ পাখালি কোলা পাত্র নিল ঘর ॥
 তাহারে স্নিগ্ধা রাজা বরুণেরে চাহে ॥২৫
 আসিআ প্রভাস পাত্র দশাননে কহে ॥
 ব্রহ্মলোকে গন্ধর্ব গাইছে মনোহর ।
 গীত সুনাবারে তথা গেলা জলেশ্বর ॥

(১৬৯)

প্রধান না থাকে যদি শূন্য সেই পুরী ।
জিনিলে কুমারগণে জাহ নিজপুরী ॥
বরুণ জিনিল বলি সিংহনাদ ছাড়ে ।
পুষ্পরথে চড়ি রাজা লঙ্কেশ্বর লড়ে ॥
বরুণের পুরী লুটি নিল নাগপাশ ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

অগস্ত্যের কথা শ্রুনি হাসেন শ্রীরাম ।
তবে কোথা গেলা রাজা করিতে সংগ্রাম ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন ।
অশ্বপুরী জিনিবারে চলিল রাবণ ॥১০
অশ্বনগরী নামে পাতালপুরে বৈসে ।
দৈত্যসনে দশানন তথাকারে আইসে ॥
দেবের নির্মাণপুরী রত্ন বিভূষিত ।
দেখিআ রাবণ রাজা হইল বিস্মিত ॥
আওআস চাতর দেখে রত্ন ঘরদ্বার ১৫
বল মল করে যেন রত্ন অবতার ॥
সুবর্ণের গাছ সব সুবর্ণের লতা ।
জিনিঞা অমরাবতী অন্যে কিবা কথা ॥
সেনাপতি প্রহস্তে পাঁঠিল জানিবারে ।
বিহঙ্গে বিহঙ্গে বার সাঙাইল ভিতরে ॥২০
ঘারী প্রহরী নাই দোসর একজন ।
দেখিল পুরুষ এক রবির কিরণ ॥
রত্নময় আওআস পড়্যাছে চারিভিতে ।
প্রবাল মুক্তার ব্যারা অপূর্ণ দেখিতে ॥
পবন বহিতে বাজে চৌদিকে কিস্কিনী ২৫
প্রহস্তে দেখিআ কহে রাবণে কাহিনী ॥

(১৭০)

নাহিক আঁখির তারা ধল দুই ডিহা ।
ছপাটা দশন ধল জেন ঘর খাড়া ॥
পর্কত সর্মান বীর গিরি পারা বৃকে ।
রাঙ্গায়ুখে অগ্নি জলে বলকে বলকে ॥
চাঁচর চিকুর ধরে নাহি দাড়ি লেশ ২৫
ভুবনমোহন বীর অতি চিত্রবেশ ॥
পাকা তেলাকুচা জেন ওষ্ঠে শোভে রাজ ॥
পর্কত প্রমাণ বীর হাতে লোহার ডাল ॥
রাবণে বলেন তুঞি জাঅ চাহিস্ কহি ।
রাবণ রাজা বলে আমি সংগ্রাম চাহি ॥১০
যুদ্ধের উত্তর যদি বলেন লঙ্কেশ্বর ।
হাসিআ পুরুষ বর দিলেন উত্তর ॥
বীর মহাবীর আমি তপস্বীতে মুনি ।
জগত শৃঙ্খল আমি দিবস রজনী ॥
তোর সনে যুদ্ধ মোর লোকে উপহাস ১৫
বলি সনে জুঝ গিআ সম্ভাই আওআস ॥
এত বলি দ্বার ছাড়ি দিলা নারায়ণ ।
প্রবেশে বলির পুরে রাজা দশানন ॥
কটক সকল রহে বাহির ছুয়ারে ।
একলা রাবণ রাজা প্রবেশিলা পুরে ২০
দেখয়ে বলির পুরী হরষিত মন ।
ঘোড়ার সহিস সনে হৈল দরসন ॥
ডাক দিআ বলে রাবণেরে চেলাদার ।
কোথা হৈতে আস্ত বীর কি নাম তোমার ॥
রাজা বলে আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন ২৫
পৌলস্ত্যের নাতি মোর নাম দশানন ॥
সকল পৃথিবী আমি জিনি বাহুবলে ।
বলিসনে যুদ্ধ আঙ্কি করিব পাতালে ॥

(১৭১)

(১৭২)

সঙ্গে হৈতে নামি রাজা পুরীকে আইসে ।
 বার চাপি পুরুষ দাঁড়ায় মহারোষে ॥
 একে ক রাবণ যদি বলে অহঙ্কার ।
 বলির নিকটে গিয়া কহে চেলাদার ॥
 এক দূতে পাঠাইয়া ডাকিল রাবণে ॥
 চলিল রাবণ রাজা বলি দরসনে ॥
 বিহঙ্ক ছাড়িয়া গেল ভিতর আত্মআসে ।
 রাবণে দেখিয়া জন বলিরাজা হাসে ॥
 হাতে ধরি বলি দশানন কৈল কোলে ।
 জিজ্ঞাসিল কেন তুমি আইলে

পাতালে ॥১০

রাবণ বলেন তোমা বান্ধিল পাতালে ।
 বিষ্ণু জিনি মুক্ত করিব বাহুবলে ॥
 বলি বলে হেন কথা না বলিহ তুণ্ডে ।
 ত্রিভুবন সাধ্যে মোর বন্ধন না খণ্ডে ॥
 জেই বীর সনে হৈল ঘারে দরসন ॥১১
 সেই বীর স্বজ্ঞে মারে সব ত্রিভুবন ॥
 বড় বড় বীর হৈল বিক্রমে আগল ।
 জিনিতে না পারে কেহ সেই মহাবল ॥
 তুমি আমি আদি করি অত মহাবীর ।
 তাঁর যুদ্ধে কোন জন হইবেন স্থির ॥২০
 তাহার আগে না করিহ কোন অহঙ্কার ।
 বান্ধে মারে ত্রিভুবন কররে সংহার ॥
 রাবণ বলেন জন্ম মৃত্যু কাল মণ্ড ।
 তিন জনা বই কেহ নাহিক প্রচণ্ড ॥
 জার লোমাবলি যেন দেখি কাল-

শাপ ॥২৫

দশন বিকটে যেন সূর্য্যের প্রতাপ ॥

অমেরে জিনিম আমি অন্তে কিবা ডর ।
 আর কোন জন হব তাহার সোমর ॥
 বলি বলে দশানন না জানি সকল ।
 তুমি আমি আদি সতে তাঁর করতল ॥
 তাহার বিরোধে সতে জার যমঘর ॥
 তাঁর বর পাইলে হই অজয় অমর ॥
 মধু কৈটভ আদি করি অত মহাবীর ।
 চন্দ্র সূর্য্য হেন দেখি জাহার শরীর ॥
 দেবগণ জিনি জে লইলা অধিকার ।
 হেন মহাবীর সব করিল সংহার ॥১০
 ইন্দ্র আদি করিয়া জতেক দেব চাহি ।
 সেই স্বজ্ঞে সেই মারে তাহা বই নাহি ॥
 যুধে যুধে ইন্দ্র কত সহস্রেক ব্রহ্মা ।
 সেই স্বজ্ঞে সেই মারে সেই বিশ্বকর্মা ॥
 সেই বিষ্ণু সেই ব্রহ্মা সেই ত্রিপুরারি ॥১৫
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ সে ধারী ॥
 যজ্ঞ আরাধন করি জাহারে ভকতি ।
 ধোয়ানে ভাবিলে তাঁরে পাই মোক্ষগতি ।
 বলির বচন শুনি হইলা বাহির ।
 না দেখে পুরুষ বরে অদেখ শরীর ॥২০
 অগস্ত্য বলেন রামচন্দ্র দেহ মন ।
 বলির পুরীর বারি হইল রাবণ ॥
 বলির বচন শুনি কুপিল রাবণ ।
 ডাক্য বলে কি করিতে পারে নারায়ণ ॥
 বলি বলে হেন বোল না বলিস আর ॥২৫
 আশু তোমা সনে বুদ্ধ হইল আমার ॥
 অগস্ত্যের নাথে তুঞ্জি নিবিস রাবণ ।
 তাঁর কার্য্য থাকু আরা সনে কর রণ ॥

(১৭৩)

(১৭৪)

হাথে গতি বাণে জায় জুব্বার মনে ।
 আত্মায় ভিতরে যুদ্ধ বলিতে রাবণে ॥
 রাবণের সেনা সব বাহির দুআরে ।
 দুই জনে বাজে যুদ্ধ পুরীর ভিতরে ॥
 দুই জনে সম কেহো জিনিতে না পারে ।
 বৎসরের যুদ্ধ করে পাতাল ভিতরে ॥
 মারামর বাণ এড়ে দৈত্য নৃপবর ।
 তাহে অচেতন হৈল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥
 রথ হৈতে দশানন পড়ে ভূমিতলে ।
 খাঁচাতে ভরিয়া তারে রাখে বন্ধিশালে ॥১০
 বন্দী হৈল দশানন খাঁচার ভিতর ।
 রাবণে বান্ধিয়া ঘর গেলা দৈত্যেশ্বর ॥
 ঘোড়াশালে রাবণে থুইল খাঁচাননে ।
 ধনুক ছাড়িয়া রাজা বৈলে সিংহাসনে ॥
 দান সন্ধ্যা করি বলি করিল ভোজন ॥১৫
 মারাপাশে বন্দী হৈল রাজা দশানন ॥
 বন্দী হঞা রহে রাজ্য এক সত্বৎসর ।
 রাবণে বান্ধিয়া পাশরিলা দৈত্যেশ্বর ॥
 সৈন্য সবে রহিলেক বাহির দুআরে ।
 বৎসরের বন্দীরাজা খাঁচার ভিতরে ॥২০
 লইয়া উজ্জিষ্ট থালা জায় দাসীগণ ।
 তাহাকে দেখিয়া অন্ন মাগিল রাবণ ॥
 ক্ষুধাতে বিকল মোর নাহিক গেয়ান ।
 কিছু অন্ন দিয়া সন্তে রাখহ পরান ॥
 এত শুনি বলেন বলির দাসীগণ ॥২৫
 অন্ন দিব নৃত্য কর শুন হে রাবণ ॥
 রাবণ বলেন আগে অন্ন দেখি হাথে ।
 তবে নৃত্য করি আমি দরবিড় চিত্তে ॥

দাসীগণে বিলম্ব করহ এক্ষণ ।
 ঘরে হৈতে অন্ন আনি করিহ ভোজন ॥
 এত শুনি দাসীগণ গেলা অন্তঃপুরী ।
 আনিল ব্যঞ্জন অন্ন অতি যত্ন করি ।
 থালে ভরি নিলা অন্ন বাটিতে ব্যঞ্জন ॥৩০
 রাবণের কাছে সন্তে করিলা গমন ॥
 অন্ন হাতে করিয়া বলিছে দাসীগণ ।
 হের অন্ন দেখ নৃত্য করহ রাবণ ॥
 হাথ তালি দিলেন বলির দাসীগণ ।
 অন্ন দেখি হরিসে নাচেন রাবণ ॥৩৫
 খাঁচার ভিতরে নাচে রাক্ষসের নাথ ।
 ক্ষুধাতে বিকল হঞা পাতে কুড়ি হাত ॥
 রাবণের হাতে অন্ন দেন দাসীগণ ।
 সুস্থ হঞা দশ মুখে করেন ভোজন ॥
 পায়ের পিষ্টক দিল ভূদ্বারের পাণি ॥৪০
 ক্ষুধা তৃষা দূরে গেল জুড়াল পরানী ॥
 অন্ন পাণি খাঞা বল হইল রাজার ।
 দাসীগণে বলে বারেক দেহ শৃঙ্গার ॥
 কুপিল বলির দাসী খাঁচা নিল হাতে ।
 আখালি পাখালি মারে রাবণের মাথে ॥
 বাড়ি হাথে করি খোঁচা মারে কোন জন ॥
 খাঁচাতে ভরিয়া হাত কেহো মারে ঠোনা ॥
 মারণে কাতর হৈল রাজা দশানন ।
 বলিরাঙ্গা সোঙরিয়া জুড়িল কন্দল ॥
 খাঁচার ভিতরে থাকি কান্দেন ককণে ॥
 সিংহাসনে থাকি তাহা বলিরাঙ্গা শুনে ॥
 হেনকালে ব্রহ্ম আদি কহিল বলিহে ।
 আমার সম্মান রাখ হাড় লঙ্কেশ্বরে ॥

বলিরাজ্য বলে প্রভু যে আজ্ঞা তোমার ।
 ছাড়িব রাবণে তুমি কর আশ্রয় ।
 এত বলি ব্রহ্মা গেল আপন মদন ।
 বলিরাজ্য আশ্রয় যথা কান্দন রাবণ ॥
 খীচা হৈতে রাবণেরে করিলা মোচন ।
 ছোড় হাতে দশানন করে নিবেদন ॥
 তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে ।
 মুক্ত করি দেহ ঘোরে রাখহ জীবনে ॥
 আরেক আমার তরে কর পরিত্রাণ ।
 এত শুনি রাবণের করিল ছোড়ান ॥১০
 মান করাইআ দিল সুগন্ধি চন্দন ।
 মালা আভরণ দিল বিচিত্র বসন ॥
 বলিরে প্রণাম করি লড়ে অতি ভীতে ।
 কটক নিকট গিয়া চড়ে পুষ্পরথে ॥
 রথে চড়ি রাবণ বাজায় জয় ঢোল ॥১৫
 বলিকে জিনিগ বলি করে গণ্ডগোল ॥
 পাতাল জিনিগ বলি সিংহনাদ ছাড়ে ।
 পুষ্পরথে চড়িআ কটক সঙ্গে লড়ে ॥
 নির্বল হইআ বারি হইলা পাতালে ।
 চন্দ্রকে জিনিতে আর আপনার বলে ॥২০
 যথা যথা আছেরে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান ।
 তথা তথা রাবণের হয়ে অপমান ॥
 বিষ্ণু বলি দরশন গান কুন্তিবাস ।
 হুনিলে ষণ্ডএ পাণ সিদ্ধ অভিশাপ ॥

অগস্ত্যের কথা হুনি শ্রীরামের হাস ॥২৫
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥

অগস্ত্য বলেন রাম কথারে দেহ মন ।
 বলির দারীর আঁঠা খাইল রাবণ ॥
 হুনি সভাথও হাসে রামের সমাজে ।
 সবো মাত্র বিভীষণ হেঁট মাথা লাজে ॥
 তার পর দশানন চড়ি পুষ্পরথে ।
 জয় জয় শব্দে আর চন্দ্রলোকপথে ॥
 চন্দ্র জিনিবারে আর সুমেরু শিখর ৫
 দেখে এক রথে আর পুরুষ সুন্দর ॥
 সুগন্ধি চন্দনমালা দিব্য কলেবর ।
 অঙ্গুরী বিভাধরী বেষ্টিত বিস্তর ॥
 মধুপানে রতিশ্রমে ঢুলিছে নয়ন ।
 জীর চুষ দানে অঙ্গ হএ অচেতন ॥১০
 অপূর্ণ দেখিয়া দৃষ্টে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 পর্কিত হুনিরে দেখি পুছেন উত্তর ॥
 চুখন শৃঙ্গার করে লাজ নাহি বাসে ।
 ডরের প্রসঙ্গ নাহি সৈন্ত দেখি পাশে ॥
 এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল লঙ্কেশ্বর ॥১৫
 হুনিয়া পর্কিত হুনি দিলেন উত্তর ॥
 করিআ অনেক তপ হইলাও তপসী ।
 ব্রহ্মলোকে আর বীর বেষ্টিত রূপসী ॥
 মহাবংশে জন্মি তপ করিল বিস্তর ।
 ব্রহ্মলোকে আর বিদ্র নাহি লঙ্কেশ্বর ॥২০
 তার পর আর এক রথে একজন ।
 তার পানে এক দৃষ্টে চাছেন রাবণ ॥
 উত্তম পুরুষ দেখি দিব্য কলেবর ।
 গন্ধর্ব্ব গাইছে গীত নাচে বিভাধর ॥
 রাবণ বলেন হুনি দেহ পরিচয় ॥২৫
 কোন জনা আর তারে করি পরাক্রম ॥

(১৭৭)

(১৭৮)

মুনি বলে মর্ত্য লোকে আছিল জুঝার ।
 সংগ্রামে বিপক্ষ ক্ষয় করিল অপার ॥
 আগু রণ সহিআ আপন কার্য্য রাখে ।
 পড়িল সমুখ রণে মারিল বিপক্ষে ॥
 অসম সাহসে পড়ে বিপক্ষের হাথে । ৫
 ইন্দ্রলোকে জায় বীর চড়ি দিব্য রথে ॥
 চলিল উত্তম লোকে আপন সাহসে ।
 হেন জন সহ যুদ্ধ যুক্তি নাহি আইসে ॥
 রাজা বলে আর রথে জায় কোন জন ।
 সূর্য্যের কিরণ অঙ্গে নানা আভরণ ॥ ১০
 মুনি বলে ছিল অই ধনের ঈশ্বর ।
 নানা দান বিপ্রগণে দিলেন বিস্তর ॥
 সোনা দান দিয়াছিল সোনাতে ভূষিত ।
 মরা জন সহ রণ নহে ত উচিত ॥
 স্বর্গবাসী স্বর্গ জায় রণ নাহি চাহে । ১৫
 হেন জন সহ রণ সমুচিত নহে ॥
 রাবণ বলেন তুমি মৌর ধর্ম্ম বাপ ।
 মৌর বাপ সনে স্বর্গে তোমার আলাপ ॥
 জাহা জাহা সনে আমি জুঝিবারে চাহি ।
 জাহারে নিবেধ কর তার কাছে কহি ॥ ২০
 দিগ্বিজয় করি ত্রিভুবন জিনি ।
 জুঝিব কাহার সঙ্গে কহ মহামুনি ॥
 নিশ্চিন্তে থাকিতে নারি সংগ্রাম বিহনে ।
 আজিকার রণ আমি করি কার সনে ॥
 মুনি বলে সূর্য্য বংশে নৃপতি মাক্কাতা । ২৫
 সূর্য্য সম তেজ কল্লতরু সম দাতা ॥
 বলে মহাবলী রাজা অনেকের ভর্ত্তা ।
 সপ্ত দ্বীপ জিনি হৈল পৃথিবীর কর্ত্তা ॥

আজি এথা আসিবে থাকহ কতক্ষণ ।
 মহুষ্যের মধ্যে তারে নারে কোন জন ॥
 এতেক বলিতে তথা আইল মাক্কাতা ।
 রত্নকাঞ্চন রথ মাথে দণ্ড ছাতা ॥
 সুন্দর শরীর অঙ্গে নানা আভরণ । ৫
 রাবণ বলে আমি সহ তুমি কর রণ ॥
 এতেক শুনিয়া তারে বলেন মাক্কাতা ।
 তোমার সহিত যুদ্ধ করিব সর্ব্বথা ॥
 উভয় সম্মত দৌহে করে মহারণ ।
 আকাশে থাকিআ তাহা দেখে দেবগণ ॥ ১০
 রাবণের সেনাপতি সমরে জুঝার ।
 মাক্কাতা উপরে করে অস্ত্র অবতার ॥
 সব বাণ কাটা গেল মাক্কাতার বাণে ।
 কুপিআ প্রহস্ত করে অস্ত্র বরিসনে ॥
 কোপেতে মাক্কাতা এক মুদণর এড়ে । ১৫
 বাজিল রাবণে গিআ মোহ পাণ্ডা পড়ে ॥
 রাবণে বেড়িআ বসে জত সেনাপতি ।
 সিংহনাদ ছাড়েন মাক্কাতা নরপতি ॥
 হাহাকার করে জত রাক্ষসের গণ ।
 খনেক সম্মিত পাণ্ডা উঠিল রাবণ ॥ ২০
 কোপিল রাবণ রাজা অগ্নি হেন জলে ।
 মাক্কাতার রথখান পাক দিআ ফেলে ॥
 বিরথি হইআ রাজা হাতে নিল শেলে ।
 শেলপাট কাটিতে রাবণ জাঠা ফেলে ॥
 জাটা-গাছ আস্যে যেন অগ্নি অবতার । ২৫
 ভস্ম রাশি মাক্কাতার শেল ছারখার ॥
 কাঞ্চনের রথে আসে অঙ্গে আভরণ ।
 রাবণে মারিতে আইসে অতি কোপ মন ॥

(১৭৯)

(১৮০)

জল-রাজা জিনিঞা পাইল জেই বাণ ।
 হেন বাণে দশানন পুরিল সন্ধান ।
 শব্দ করি আসে বাণ লাগে চমৎকার ।
 ফুটিল মাক্কাতা লোকে করে হাহাকার ॥
 পুনরপি উঠে রাজা আঁখির নিমিষে । ৫
 রাক্ষস কটক দেখি ধায় অতি রোষে ॥
 বাণ বরিসএ রাজা করে সিংহনাদ ।
 ফুটিল রাক্ষস সেনা পালা, অবসাদ ॥
 হুজনার সিংহনাদে সাগর উলটে ।
 দোহার কটক ধরি হুই বীর কাটে ॥ ১০
 হুই বীর বাণ এড়ে বাণ করে ক্ষয় ।
 কেহ কারে সংগ্রামে করিতে নারে জয় ॥
 হুজনার বাণে দৌহে হৈল খণ্ড খণ্ড ।
 হুই বীর বাণ বরিসে জেন যম-দণ্ড ॥
 রুদ্ধ বাণ রাবণ করিল অবতার । ১৫
 মাক্কাতার অগ্নি বাণে করিল সংহার ॥
 রাবণ গন্ধৰ্ব্ব বাণ এড়ে খরশাণ ।
 মাক্কাতার রুদ্ধ বাণে করিল নির্দাণ ॥
 কোপেতে মাক্কাতা বাণ এড়ে পাশুপত ।
 দেখিআ সভার উড়ে গায়ের রকত ॥ ২০
 স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী সাগর ।
 গগন মণ্ডলে কাঁপে চন্দ্র দিবাকর ॥
 ব্রহ্মা পাঠাইঞা দিল পৌলস্ত্য তপসী ।
 অস্ত্র সম্বরিল আসি মাক্কাতারে তুসি ॥
 বুদ্ধিমান হঞা কেন হয় অচেতন । ২৫
 অস্ত্র নষ্ট নহে তোমার জানে জিভুবন ॥
 ব্রহ্মার গৌরব রাখ কোপ তেজ মনে ।

হুই জনে প্রীত কৈল মুনির বচনে ।
 দেখিআ গেলেন মুনি বিধাতার স্থানে ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিতেরে সুখী দেবগণ ।
 গাইল উত্তরকাণ্ড মাক্কাতার রণ ॥
 অগস্ত্যের কথা শ্রুনি রামের উল্লাস । ৫
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
 মুনি বলে সেই খানে ছিল লঙ্কেশ্বর ।
 চন্দ্রের উদয় দেখে গগন উপর ॥
 চন্দ্রের উদয় দেখি রাবণের হাস ।
 তাহারে জিনিব বলি রাজার উল্লাস ॥ ১০
 রাবণ আকাশে উঠে চড়ি পুষ্পরথে ।
 বিস্তার যোজন দশ উঠে বায়ুপথে ॥
 সোনা বর্ণে রাজহংস পবনের গতি ।
 সৰ্ব্ব গুণ ধরে তারা চরে পাঁতি পাঁতি ॥
 দোয়জ মরুত দশ যোজন বিস্তার । ১৫
 নানা মূর্তি মেঘ তথা হইছে সঞ্চার ॥
 তেয়জ মরুত পথ শতেক যোজন ।
 সিদ্ধগণ বাস তথা দেখিল রাবণ ॥
 চতুর্থ মরুত পথ গেলা দশানন ।
 ভূত বিনায়ক সহ তথা দরশন ॥ ২০
 পঞ্চম মরুত পথ গেলা মহাবলী ।
 আকাশগঙ্গার স্রুনে ঢেউ কলকলি ॥
 দেবগণ ক্রীড়া করে সেই গঙ্গার জলে ।
 স্নান করে দশানন সব সৈন্ত বলে ॥
 সূর্য্যের কিরণ গঙ্গা জলের মিসালে । ২৫

(১৮১)

(১৮২)

ষষ্ঠ মরুত পথে উঠিলা আকাশে ।
 সবংশে গরুড় পক্ষ জেই স্থানে বৈসে ॥
 সপ্তম মরুত পথে গেলা লঙ্কেশ্বর ।
 দেব ঋষি ব্রহ্ম ঋষি তথা নিরন্তর ॥
 অষ্টম মরুত পথে গেলা মহারথী । ৫
 জেই খানে উজিলা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
 নবম মরুত পথ ব্রহ্মার নির্মাণ ।
 দশ সহস্র যোজন তাহার প্রমাণ ॥
 দশম মরুত পথে দিলা দরসন ।
 চন্দ্রের উদয় তথা দেখে দশানন ॥ ১০
 রণের আরম্ভ দেখি চন্দ্র কোপে রোষে ।
 হইয়া সহস্র গুণ তুষার বরিসে ॥
 হিম বরিসনে সব সেনা মরে জাড়ে ।
 প্রহস্ত ফিরিতে বলে রাজা না বাহুড়ে ॥
 প্রহস্ত বলেন জাড়ে জড়াইল হস্ত । ১৫
 ক্রুপা করি ফিরা আশ্রয় রাক্ষসের নাথ ॥
 বিনা রণে না বাহুড়ি জানে ত্রিভুবন ।
 চন্দ্রকে বিক্ষিপা পাড়ো দেখে দেবগণ ॥
 ধনুকে বাছের বাছ বাণ নিঞা জোড়ে ।
 জর্জর করিল চন্দ্রে বিক্ষিপা চেআড়ে ॥ ২০
 বাণে চন্দ্র বিক্ষিপিল অমৃত গলে ধার ।
 সকল দেবতা মিলি করে হাহা কার ॥
 দেখি ব্রহ্মা চন্দ্রলোকে আইল সত্ত্বরে ।
 রাখ রাখ বলি ব্রহ্মা বলে লঙ্কেশ্বরে ॥
 দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখি সর্বলোকে বন্দে । ২৫
 পূর্ণিমার চন্দ্র দেখি সভার আনন্দে ॥
 সভার আনন্দ হেতু চন্দ্রের উদয় ।
 হেন চন্দ্রে বিনাসিলে অপযশ হয় ॥

কার মন্দ না করে সভার করে হিত ।
 হেন চন্দ্রে মার তুমি এ নহে উচিত ॥
 জিনিবে বৈরীকে জাহে মহাঘোর রণে ।
 হেন মন্ত্র রাবণ কহিব তোমার কানে ॥
 এক শত মন্ত্র মধ্যে এক মন্ত্র সার । ৫
 ব্রহ্মা হৈতে রাবণের মন্ত্রের উদ্ধার ॥
 আত্মা রাখি পর মারে মন্ত্র সঙরি ।
 হেন মন্ত্র দিআ ব্রহ্মা গেলা নিজ পুরী ॥
 চন্দ্রলোক হৈতে রাজা নেউটিয়া আইসে ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ ১০

এত কথা কহিল অগস্ত্য তপোধন ।
 জোড় হাথে কহে রাম কমলোচন ॥
 চন্দ্র জিনিঞা কোথা গেল রাজা দশানন ॥
 মুনি বলে দিগ্বিজয়ে করিছে রাবণ ॥
 পশ্চিম সাগরে গেল বিজয়ের তরে । ১৫
 দেখিল পুরুষবর দ্বীপের উপরে ॥
 মূর্তিমান্ যেন নারায়ণ অবতার ।
 স্তম্ভের পর্বত যেন দেহের আকার ॥
 রাবণ বলেন বীর তুমি কোন জন ।
 তোমা সনে ইচ্ছা মোর করিবারে রণ ॥ ২০
 দস্তে ওষ্ঠ চাপি বীর রাবণেরে তর্জে ।
 অজাগর সাপ যেন মহানন্দে গর্জে ॥
 গ্রহ বা নক্ষত্র সিদ্ধ পর্বত কন্দর ।
 সর্ব দেবগণ বৈসে শরীর ভিতর ॥
 রাবণে দেখিয়া বীর ডাঙাইল রোষে । ২৫
 স্তবর্ণ পর্বত যেন বেড়িল আকাশে ॥

(১৮৩)

(১৮৪)

কুড়ি হাতে রাবণ রাজা নানা অস্ত্র এড়ে ।
 মুদগর মুসল গিআ তার গায়ে পড়ে ॥
 পুরুষ বলেন রাজা এত কর সাধ ।
 কতেক সহিব আমি তোর অপরাধ ॥
 রাবণের বিক্রম কাহার প্রাণে সহে । ৫
 কত রাবণের শক্তি সেই জন বহে ॥
 মূর্তিমান্ ধর্ম তপ পুরুষের জাঙ্গে ।
 কামদেব মূর্তিমান্ আছে তার অঙ্গে ॥
 বিশ্বদেব বিষ্ণু বৈসে কঁাকালের দণ্ডে ।
 সর্ষ দেবগণ বৈসে তার উপর মুণ্ডে ॥ ১০
 অষ্ট বস্তু বৈসে তার মধ্যম শরীরে ।
 সপ্তম সাগর বৈসে বীরের উদরে ॥
 মূর্তিমান দিক্‌পাল বৈসে তার পাশে ।
 শরীর সন্ধির মধ্যে পবন বহিসে ॥
 হৃদয় খণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মার বসতি । ১৫
 দুই হাথে বৈসে জে পর্তত পাতি পাতি ॥
 গোদান কাঞ্চন আদি যত মহা দান ।
 তাহার গায়ের লোমে সবে অধিষ্ঠান ॥
 গঙ্গা ভাগীরথী বৈসে বীরের ললাটে ।
 কালাদিত্য বৈসে তার জু দুই পাটে ॥ ২০
 ধাতা কর্তা বিধাতা গন্ধর্ব বিদ্যাপর ।
 দুই খান হাথে তার দেবতা বিস্তর ॥
 তক্ষক বায়ুর্কি আদি যত বিষধর ।
 সর্ষ নাগ বৈসে তার নথের উপর ॥
 মুখে অগ্নি জ্বলে তার ক্রদ্র বৈসে স্কন্ধে । ২৫
 ষড় ঋতু বসন্ত দস্তুর অম্বুবন্ধে ॥
 নাসিকাতে অমাবস্তা তিথি অধিষ্ঠান ।
 অধিনাকুমার সে বীরের দুই কান ॥

গ্রীবাতে বৈসয়ে যজ্ঞ সরস্বতী প্রীহে ।
 চারি বেদ বৈসে সেই পুরুষের দেহে ॥
 ব্যাল্লিখ রাগিণী রাগ তার অঙ্গে দেখি ॥
 চন্দ্র সূর্য্য দুই সেই পুরুষের আঁখি ॥
 বিংশতি যোজন দেখি দুই খান হাত । ৫
 হস্তের চাপনে পড়ে রাক্ষসের নাথ ॥
 তাড়নে পালায় সব রাক্ষসের বলে ।
 রাক্ষসে খেদাড়ি বীর সন্ধ্যায় পাতালে ॥
 শুক সারণ প্রহস্তে রাবণ বার্তা পুছে ।
 আমাকে মারিআ সে পুরুষ কোথা আছে ॥ ১০
 সবে বলে দেখিলাও সুলঙ্গ প্রবেশে ।
 রাবণ পাতাল চলে তাহার উদ্দেশে ॥
 কাল পুরুষ তিন কোটি অঙ্গন আকার ।
 নাচএ পরম রঙ্গে গাএ অলঙ্কার ॥
 তেমনি পুরুষ দেখে তেমনি আকৃতি । ১৫
 সকল পুরুষ নাচে একই মুরতি ॥
 চতুর্ভুজ মূর্তি অংশ তিন কোটি হরি ।
 শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা ধারী ॥
 তিন কোটি হরি নাচে দিআ বাহু নাড়া ।
 দেখি রাবণের গায়ে পড়এ সিঞ্চড়া । ২০
 এড়াইল তিন কোটি পরম যতনে ।
 দেখিল পুরুষবর উত্তর শয়নে ॥
 পরম সুন্দরী দেখে পুরুষের পাশে ।
 পরে দিব্য অভরণ ধরে দিব্য বেশে ॥
 নিদ্রা জায় পুরুষ স্ত্রীগণ চামর চালে । ২৫
 কামে দগ্ধ রাবণ ধরিতে জায়ে বলে ॥
 বলে ধরিবারে চাহে পরম রূপসী ।
 মুখে বস্তু দিআ সেই পুরুষের হাসি ॥

(১৮৫)

(১৮৬)

পুরুষের কোপাগ্নিতে দশানন জলে ।
 কাটা বৃক্ষ হেন রাজা পড়ে মহীতলে ॥
 উঠ উঠ বলিআ পুরুষ ডাক ছাড়ে ।
 উঠিআ রাবণ রাজা অঙ্গের ধূলা ঝাড়ে ॥
 রাবণ বলেন তুমি কোন অবতার । ৫
 পরিচয় দেহ প্রভু জানি বার্তা সার ॥
 রাবণের বোল শুনি হাসে পুরুষরাজ ।
 আমারে জানিলে তোর হবে কোন কাজ ॥
 এত শুনি জোড় হাতে বলে লঙ্কেশ্বর ।
 ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনে মোর নাহি ডর ॥ ১০
 ত্রিভুবনে জত বীর হৈল উপাদান ।
 হেন বীর নাহি দেখি আমার সমান ॥
 বিধাতার বর কেবা করে বিপরীত ।
 সেই দর্পে আমার কাহারে নাহি ভীত ॥
 তুমি যদি মার মোরে তবে সে মরণ ॥ ১৫
 তোমা বই কার শক্তে না মরে রাবণ ॥
 পুরুষের অঙ্গে রাজা সর্ব দেবে দেখে ।
 সমুদ্র পর্বত সাপ দেখি লাখে লাখে ॥
 রাবণের কথা শুনি না দিল উত্তর ।
 তাহারে প্রণাম করি লড়ে লঙ্কেশ্বর ॥ ২০
 নির্কল হইআ বারি হইল পাতালে ।
 আপন কটকে গেলা রাক্ষসের দলে ॥
 শ্রীরাম বলেন মুনি কহ বার্তা সার ।
 সেই জে পুরুষবর কোন অবতার ॥
 রাবণেরে কেনে নাই দিলা পরিচয় । ২৫
 ইহার কারণ মুনি কহিবে নিশ্চয় ॥
 মুনি বলে কপিলেরে শুন্যাছ শব্দে ।
 সেই মুনি সহে রাবণের অপরাধে ॥

পাপিষ্ঠ রাবণ রাজা জাতি নিশাচর ।
 কপিল বিষ্ণুর অংশ তাহার সোদর ॥
 তিন কোটি নারায়ণ জার পরিবার ।
 সেই জে কপিল নারায়ণ অবতার ॥
 শয়নে আছিল মুনি সেবএ কামিনী । ৫
 রাবণের অঙ্গে পাড়ে কোপের আগুনি ॥
 না মরিল বিধাতার বরের কারণ ।
 তে কারণে তাঁর ঠাঞি এড়াল্য রাবণ ॥
 তোমার বধ্য কারণ তোমরা নহ ভিন্ন ।
 তুমি বিষ্ণু তেঁহো বিষ্ণু দৌহে এক চিহ্ন ॥ ১০
 রাবণ মারিতে হব তব অবতার ।
 তে কারণে দশাননে না কৈলা সংহার ॥
 কপিল আপনে রাম দৌহে বিষ্ণু অংশ ।
 সবংশে রাবণ তেঁই করিলে নির্কংশ ॥
 রাম বলেন অই কথা রাখহ বিশ্রামে ॥ ১৫
 তবে দশানন কি করিল পরিণামে ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন ।
 পুষ্পরথে চড়ি লড়ে রাজ্যাত রাবণ ॥
 কৃতিবাস গাইল কপিল অবতার ।
 সুনিলে উত্তরবাণ খণ্ডে মহামার ॥ ২০
 কৈলাসে রাবণ গেলা বেলা অবসানে ।
 বিশ্রাম করিল রাজা সর্ব সেনা সনে ॥
 ছই প্রহর রাত্রিকালে উঠে দশাননে ।
 চক্রে উদয় দেখে নিশ্চল গগনে ॥
 নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে মনোহর । ২৫
 সুশীতল বায়ু বহে দেখিতে সুন্দর ॥

(১৮৭)

(১৮৮)

স্ত্রীমনে পড়িল রাজা নারী নাহি পাশে ।
 হেন কালে রজ্ঞা জান মনোহর বেশে ॥
 রজ্ঞা নাম ধরে সেই পরমা স্নন্দরী ।
 চন্দন তিলক ভালে শোভিছে সুসারি ॥
 আশ্রা করি জায় কন্যা যেন চন্দ্রকলা ।
 তার রূপ দেখ্যা রাবণ হৈল ভোলা ॥
 আশ্র আশ্র বলি তার ধরিলেক হাথে ।
 কোণাথাকে সাজিআ জাহ কাঞ্চনের রথে ॥
 কোন পুরুষের সঙ্গে ভুঞ্জিবে সুরতি ।
 সেই পুরুষের মানি সফল জীবিতি ॥ ১০ ॥
 ইন্দ্র চন্দ্র নাহি জানি কোন অবতার ।
 আমা ছাড়ি তার সঙ্গে ভুঞ্জিবে শৃঙ্গার ॥
 কৈলাস পর্বতে দেখ পাষণ চিকন ।
 পুষ্প-শয্যা করিআ করিব সন্তাবণ ॥
 বিকুর বিক্রম জিনি দশাননে জানি ।
 হেন জনে ছাড়ি কোথা বঞ্চিবে রজনী ॥
 লজ্জাতে বিমুখ রজ্ঞা জোড় করে হাত ।
 খুড়তা শৃঙ্গুর তুমি রাক্ষসের নাথ ॥
 তোমার বহারী আমি না ধরিহ হাথে ।
 আপনা খাইআ কেন আঁলু হেন পথে ॥ ২০ ॥
 রাজা বলে তুমি মোর কোন্ পুত্রের নারী ।
 কোন্ সন্ধক্ষে তুমি আমার বহারী ॥
 রজ্ঞা বলে বহু বটী করহ বিচার ।
 নলকুবের নামে কুবের কুমার ॥
 জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার কুবের লোকপাল ।
 নলকুবের তার পুত্র বিক্রমে বিশাল ॥
 তপেতে তপস্বী তেহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণ ।
 ক্ষেত্রিতে ক্ষেত্রিয় গণি যদি করে রণ ॥

ক্রোধে অগ্নি সমান ক্ষমাতে বসুন্ধরা ।
 তার ঠাই জাই আমি রজ্ঞা অপুছরা ॥
 পুত্র হেতু বেশ কৈলে শৃঙ্গুরে না ভজে ।
 আমাকে ছাড়িলে তোমা সর্বলোকে পূজে ॥
 শৃঙ্গুর হইআ কর বহুর পালন ।
 মোর লাগি বশ্য তোর ভাইর নন্দন ॥
 ধর্ম না লজ্জিহ রাজা ছাড় পরিহাস ।
 রথ ছাড় জাই নলকুবেরের পাশ ॥
 অশেষ বিশেষ বলে কাতর বচন ।
 ধরিআ শৃঙ্গুর বলে করিল রাবণ ॥ ১০ ॥
 রমণ সারিআ ছাড়ি দিলেন তাহারে ।
 জাইআ পতির পাশে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
 নলকুবের বলে কেন বেশ মলিয়ান ।
 কার ঠাঞি রজ্ঞা তুমি পাল্যে অপমান ॥
 কোপ না করিহ রজ্ঞা বলে কর জোড়ে ।
 তব কোপানলে সব ত্রিভুবন পোড়ে ॥
 বহু বলিআছি আমি শ্রাবণ না ছাড়ে ।
 কহিল কাতর কথা তবু নাহি এড়ে ॥
 লোকধর্ম নাহি মানে বড় অহঙ্কারী ।
 আমি নারী জাতি তার কি করিতে পারি ॥ ২০ ॥
 সাপ অগ্নি এড় যদি তবে নাহি তরি ।
 মরিতে করিলে আজ্ঞা এইক্ষণে মরি ॥
 ধ্যান করি দেখিলেন রজ্ঞা সতীরাগী ।
 কুপিল কুবের স্তূত হাতে নিল পাণি ॥
 অসম্মত স্ত্রী হরে নিবেধে নাহি থাকে ।
 আমার তপের বল দেখুক সর্বলোকে ॥
 রাজবলে তপবলে সম করি দেখি ।
 মোর শাপ আনল কাহার বাপে রাখি ॥

(১৮৯)

(১৯০)

আজি হইতে স্ত্রী যদি করে বলাৎকার ।
তাকে যদি বলে ধরে পাপী ছরাচার ॥
তাহার একেক মাথা হয়ে সাতধান ।
মাথা ফুটি রাবণের জাইবে পরান ॥
আজি হৈতে থাকুক মোর তপের প্রচার ।
মাথা ফুটি জাবেক বলে করিলে শৃঙ্গার ॥
পুষ্পবৃষ্টি হইল ছন্দুতি ঘন বাজে ।
ত্রকা হাসে হরিস হইল দেবরাজে ॥
শাপ স্ননি রাবণ করেন হাহাকার ।
বলে ধরি সেই হৈতে ছাড়িল শৃঙ্গার ॥১০
সতী স্ত্রী হরিতে রাজা না করে অপেক্ষা ।
নলকুবেরের সাপে সীতার জাতিরক্ষা ॥
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ।
সতী স্ত্রীর জাতিরক্ষা করিল প্রকাশ ॥
জে বাঞ্ছা করিআ জে উত্তরকাণ্ড স্ননে ॥১৫
সেই বাঞ্ছা পূর্ণ হয় স্ত্রীরামের গুণে ॥

—

অগস্ত্যের কথা স্ননি রামের উঠে হাস ।
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
এমন অধম নাহি স্ননি কোন কালে ।
ভাইর পুত্রের নারী হরিলেক বলে ॥২০
এতেক বলিলা রাম সভাখণ্ড মাঝে ।
স্ননি বিভীষণ মাথা হেঁট করি লাজে ॥
রাম বলেন কহ স্ননি অপূর্ব কখন ।
অগস্ত্য বলেন স্নন রাম নারায়ণ ॥
সভাখণ্ড স্ননহ হইয়া একমন ॥২৫
রামের চরিত্রে সর্ব পাপ বিমোচন ॥

স্ননিতে রামের কথা জার অল্পজ্ঞান ।
নরক বাসী হয় তার নাহি পরিজ্ঞান ॥
রাম গুণ স্ননিতে পাষণ্ড কথা কয় ।
কোটি কল্প নরকে থাকে উদ্ধার না হয় ॥
তোমার চরিত্র স্ননে মজাইআ চিত ॥৫
বৈকুণ্ঠনিবাসী তার যমের নাহি ভীত ॥
সংসার নিস্তার হেতু তব অবতার ।
স্ননিলে রামের গুণ স্বর্গ আগুয়ার ॥
জন্মিতে আছিল সাটি সহস্র বৎসর ।
তখন বান্দ্রীকি কৈল রচনা সুন্দর ॥১০
সে সব কবিত্ব তুমি করিবে শ্রবণ ।
পাত্র মিত্র স্ননিব রাজ্যের লোকজন ॥
আপন চরিত্র তুমি স্ননিবে আপনে ।
পুনরপি সে কথা স্ননিব সর্বজনে ॥
বান্দ্রীকি পুরাণে সব হইব প্রচার ॥১৫
তা স্ননি নিস্তার পাব সকল সংসার ॥
উঠিআ রাবণ রাজা বসিল প্রভাতে ।
নলকুবেরের শাপে হুঃখ ভাবে চিত্তে ॥
রাজা বলে কি করিব পর্বত কৈলাসে ।
আজি হৈতে দূর হৈল বলের সম্ভাষে ॥২০
ভ্রাতৃপুত্র শাপ দিল খণ্ডাইতে নারি ।
হুঃখ ভাবি লড়িলা রাক্ষস অধিকারী ॥
জিনিঞা তক্ষক নাগে আনিলেক নারী ।
নানা দেশ হৈতে আনে রাজার ঝিআরি ॥
আনয়ে রাজার কন্যা চাপাইআ রথে ॥২৫
অমনি চালাঞে দেই লঙ্কাপুর পথে ॥
মহোদর মারীচ প্রহস্ত সর্বজন ।
কটক লইআ নড়িলা রাজা দশানন ॥

(১৯১)

(১৯২)

ত্রিভুবন জিনি রাজা কৈল আগুসার ।
 কোথাহ বিপক্ষ বলি নাহি দেখে আর ॥
 প্রসন্ন বদন জান সব সেনাপতি ।
 নানা রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত সারথি ॥
 কত রাজকন্ঠা রথে রূপে অপ্হরা ।
 গগনমণ্ডলে যেন শোভা করে তারা ॥
 তা সভারে পূজে রাজা নানা আভরণে ।
 কান্দে সব কন্ঠাগণ বোল নাহি স্ননে ॥
 কান্দিয়া বিকল কন্ঠা পেলে আভরণ ।
 করিয়া পাকল আঁখি চাহে দশানন ॥১০
 দিলেন দারুণ শাপ কুবের কোঙর ।
 তাহা ভাবি ক্রোধ সঘরিলা লঙ্কেশ্বর ॥
 হৃদয়ে ভাবয়ে হুংরাজা দশানন ।
 জোড় হাতে বুঝাইল শুক সারণ ॥
 ত্রিভুবন জিনিঞা তোমার ঠাকুরাল ।
 বরুণ কুবের যম জিনিল দিক্‌পাল ॥
 হেন রাজা অসুখী কোথাহ নাহি স্ননি ।
 দেশে গেলে কন্ঠাগণ হইবেক রাণী ॥
 মহোদর বলে রাজা কর কোন কাজ ।
 রথেতে গর্জিত আছে নাহি বাস লাজ ॥২০
 কন্ঠা সব লাজ করে মোরা আছি পাশে ।
 দেশকে লড়হ রাজা পরম হরিসে ॥
 লঙ্কার ভিতরে তোমার আছে কত রাণী ।
 স্ত্রীর অভাব নাহি অসুখ ভাব কেনি ॥
 এত স্ত্রী থাকিতে কর এতেক বিবাদ ।
 কোন কার্য রজ্ঞা হরি পাড়িলে প্রমাদ ॥
 অশেষ বিশেষ রজ্ঞা বলিল বিস্তর ।
 জাতি মত তাহার নাসিলে লঙ্কেশ্বর ॥

দৈবের নির্বন্ধ ছিল দিল অভিশাপ ।
 তেঞি রজ্ঞা হরিয়া পাইলে মনস্তাপ ॥
 মহোদর কনিষ্ঠ নাহিক লাজ ডর ।
 স্ননিঞা তাহার বোল হাসে লঙ্কেশ্বর ॥
 সারথিকে বলে রাজা জোড় ব্রহ্মজ্ঞান ।
 দেশমুখ হঞা রথ করুক পহান ॥
 রাবণের আঞ্জাতে সারথি হরষিত ।
 দেশমুখ করি রথ চালায় দ্বরিত ॥
 সেনাপতি সনে রাজা চড়ে চিত্ররথে ।
 দ্বরিত গমনে রাজা জায় সূর্য্যপথে ॥১০
 অনেক রাজার কন্যা নিলা সেই রথে ।
 লঙ্কাকে লড়িলা হরষিত মনোরথে ॥
 তারা হেন ছুটে রথ গগনমণ্ডলে ।
 বাজিল রথের শব্দ কালকেয়-কূলে ॥
 তিন কোটি সৈন্য জার আছে মহাবল ।
 কার হাথে শেল জাঠা কাহার মুসল ॥
 ইন্দ্র যম কুবের বরুণ দিক্‌পাল ।
 মোর দেশ দিয়া জাত্যে নাহি ঠাকুরাল ॥
 আর এক ভিতে স্ননি জয় জয়কার ।
 রথের এক ভিতে স্ননি এনারীর হাহাকার ॥২০
 কালকেয় বলে আমি অবশ্য যাইব ।
 কোন বীর জাএ তারে অবশ্য তুমি ব ॥
 রথে উঠি লড়ে কালকেয় অধিপতি ।
 নানা অস্ত্রে ছাইলেক রাক্ষসের পতি ॥
 ঝগড়া মুসল জাঠা খাণ্ডা খরসান ।
 রাবণের সেনাপতি জুঝে আগুয়ান ॥
 হুই জনে রণ বাজে দেখি ভয়ঙ্কর ।
 রাক্ষসের বাণে সৈন্য হইল জর্জর ॥

(১৯৩)

(১৯৪)

বাণ সঞ্চারিত্যসেনা করিল উঠানি ।
 রাক্ষস কটক বিকি করিল চালুনি ॥
 মুখ নাহি পাতে সৈন্য পালাইছে রড়ে ।
 রাবণের বেড়িলেক কালকেয়ার ঘরে ॥
 তিন কোটি সৈন্য জুঝে হঞা আগুয়ান ।
 বাছিআ বাছিআ মারে চোথ চোথ বাণ ॥
 রণ করে কালকেয়া মরণ না গণে ।
 কন্যার নিকটে গেলা ছাড়াবার মনে ॥
 তিন কোটি সৈন্য জুঝে রণের জুঝার ।
 রাক্ষস উপরে করে অঙ্গের প্রহার ॥১০
 লক্ষ লক্ষ সৈন্য মেলি রাবণে আগলে ।
 স্ত্রীগণের মুক্ত করে সব সৈন্যবলে ॥
 রাক্ষস কটক সহিবারে নারে রণ ।
 কন্যাগণে মুক্ত দেখি কুপিল রাবণ ॥
 সর্ব সৈন্য মারে কালকেয়ার ঘরে ॥১৫
 অতি কোপে দশানন ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে ॥
 ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িল ব্রহ্মার পাণ্ডা বর ।
 অগ্নির শিখা বাণ দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥
 হেন বাণ রাবণ তুলিআ নিল বাহে ।
 ত্রিভুবন চমকিত বাণ পানে চাহে ॥২০
 বাণ দেখি সঘনে কম্পিত বসুমতী ।
 বাণ দেখি ত্রাস পান্য কালকেয়পতি ॥
 বাণের শব্দে সৈন্যের হাতের বাণ খসে ।
 তরাসে কাহার মুখে বোল নাহি আইসে ॥
 রাবণ এড়িল বাণ দিআ হুঙ্কার ॥২৫
 সেই বাণে তিন কোটি সৈন্যের সংহার ॥
 তিন কোটি সৈন্য পড়ে লাগে ঠক ঠান্দি ।
 বাছিআ বাছিআ সৈন্তের স্ত্রী করিল বন্দী ॥

কৈলাস পর্বত জায় এড়িয়া দক্ষিণে ।
 লঙ্কাকে লড়িল রাজা অরিত গমনে ॥
 দেশে জায় রাবণ বৎসর বারশতে ।
 পুরমুখে জায় অতি হরষিত চিতে ॥
 দিগ্বিজয় করি জায় বাজে ঢাক ঢোল ॥৫
 রথে স্ত্রী স্ত্রীলোকের ক্রন্দনের রোল ॥
 চুল ছিঙে বস্ত্র চিরে কেহ শঙ্ক ভাঙ্গে ।
 মাথা আছাড়িআ কার রক্ত পড়ে অঙ্গে ॥
 তাহাদের চক্ষু জলে রথখান নাহে ।
 তারা সব গালি পাড়ে কিছু নাহি সহে ॥১০
 সাপ গালি পাড়ে সতে পাণ্ডা মনস্তাপে ।
 স্ত্রীভ্রষ্ট হৈল রাজা স্ত্রীগণের শাপে ॥
 দেব দানব গন্ধর্কের পরম স্তন্দরী ।
 রথে তুলি নিঞা গেল আপনার পুরী ॥
 রথে হইতে নামে রাজা লঙ্কার দুয়ারে ॥১৫
 কটকে মেলানি দিআ গেলা অন্তঃপুরে ॥
 কন্যাগণে ডাকিআ সম্মতি নিল রাণী ।
 একে একে সভাকারে করিল ছামনি ॥
 জে জন সম্মতি নাহি দিল নিজ মুখে ।
 অনুচর রাখ দিআ অন্তঃপুরে রাখে ॥২০
 জত দিন তারা নাহি করে অঙ্গীকার ।
 তত দিন তারে নাহি করয়ে শৃঙ্গার ॥
 মরিল অনেক নারী তেজিআ আহার ।
 তা সভার শাপ গালি এই মাত্র সার ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিত কবিশ্বে চমৎকার ॥২৫
 উত্তর কাণ্ড গাইলেক রাবণবিহার ॥

(১৯৫)

(১৯৬)

সতী স্ত্রীর শাপে নাহি রাবণের রক্ষা ।
 পতির মরণ শুনি আশ্রয় শূৰ্পণখা ।
 শূৰ্পণখা নামে দশাননের ভগিনী ।
 রাবণের আগে কান্দে বলে কটুবানী ॥
 বৃহিনিরে পাড়্যাতে গেল তার পাশ ॥৫
 কোন হুঃখে কান্দ ভয় করহ প্রকাশ ॥
 শূৰ্পণখা বলে তুমি প্রাণের বউরী ।
 সোদর হইআ বৃহিনিরে রাগ করি ॥
 কালকেয়ার তিন কোটি সৈন্য বিশাল ।
 মোর স্বামী মাথো তুমি তাহার মিশাল ॥১০
 কনিষ্ঠা ভগ্নির স্বামী জামাই সম্বন্ধ ।
 তাহারে মারিলে তুমি নাহি লাজগন্ধ ॥
 ভাই হঞা কৈলা তুমি বৃহিনীর কাজ ।
 ভগ্নীকে করিতে রাগ না বাসিলে লাজ ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রাত জাব উঠেঃস্বরে ।
 কলসী বান্ধিআ জায় মরিতে সাগরে ॥১৫
 কান্দিতে কান্দিতে রাত্রি জায় করি আশ্রয় ঘাই ।
 হাতে ধরি দশানন ভগ্নীকে বুঝাই ॥
 তোমা লাগি আজি আমি হৈলু রাগি ।
 সাগরেতে পসিব গলাতে বান্ধি হাণ্ডি ॥২০
 সংগ্রামে পসিলে নাহি জান নিজ পর ।
 জামাতা মারিআ তবু না হও কুর্পর ॥
 রাজা বলে হাতে ধরি তোমাকে বেওসি ।
 না জানিঞা দোষ কৈল বারেক থেমাসি ॥
 খর দুষণ মোর মাসতত্যা ভাই ॥২৫
 চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস আছে তার ঠাই ॥
 দুষণ ত্রিশিরা আদি জত সেনাপতি ।
 সতে মিলি করিবেন তোমার অরাতি ॥

আমা হেন লোক তোমার করিব সম্মান ।
 তোমার বচনে কেহ না করিবে আন ॥
 দণ্ডক বনে শুক্রমুনির পূর্বে আছে শাপ ।
 রাক্ষস ছাড়িআ কার নাহিক প্রতাপ ॥
 খর অধিকারী হৈল বলে সেনাপতি ॥৫
 চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস জাহার পদাতি ॥
 দণ্ডকানন চাপি বৈসে মোর থানা ।
 তোমার বচন লংঘিবেক কোন জনা ॥
 এখানে থাকিলে তুমি পাবে যাতনা ॥
 স্বতন্তর হঞা তুমি রাখ গিআ থানা ॥১০
 রাগ হঞা জেই নারী হএ স্বতন্তর ।
 অনি শূৰ্পণখা হৈল হরিষ বিস্তর ॥
 নদ নদী জল যেন বহে খরস্রোতে ।
 শীঘ্রগতি জায় রাগি হরষিত চিতে ॥
 কাঞ্চনের রথে চড়ি করিল পহান ॥১৫
 জাইআ দণ্ডক বনে হৈলা অধিষ্ঠান ॥
 সেই বনে সভার উপরে অধিকার ।
 শূৰ্পণখা রাগি হৈল হরিষ অপার ॥
 চাপিআ দণ্ডকবন হৈল তার থানা ।
 শূৰ্পণখার বোল নাহি লংঘে কোনজন ॥২০
 স্বতন্তর হঞা রাগি বৈসে সেইখানে ।
 এতেক প্রমাদ হৈল বাহার কারণে ॥
 ঘরে নাহ থাকে রাগি বুলে বনে ভালে ।
 যেখানে মনুষ্য পায় তারে ধরে বলে ॥
 ধরিয়া তাহার সনে ভুঞ্জেয়ে শৃঙ্গার ॥২৫
 শেষে তার রক্ত মাংস করয়ে সংহার ॥
 হইল থানার কর্তা রাবণের আদেশে ।
 সবংশে রাবণ রাজা মরে তার দোষে ॥

(১৯৭)

(১৯৮)

কুন্তিবাস পণ্ডিতের সরস আলাপ ।

উত্তরকাণ্ডে গাইল শূৰ্পণখার প্রতাপ ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উচ্চহাস ।৫

কহ কহ বলি পুন করেন প্রকাশ ॥

দিগ্বিজয় করি দশানন গেল ঘরে ।

তবে কোন সময়ে জিনিল পুরন্দরে ॥

মেঘনাদ পুত্র তার সংসারে বিদিত ।

কোন কালে ইন্দ্র জিনি হৈল ইন্দ্রজিত ॥১০

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান ।

ইন্দ্র রাবণের বৃদ্ধ কহি বিদ্যমান ॥

সুখে ক্রীড়া করে রাজা লইআ সুন্দরী ।

আনন্দে আছে রাজা কনক লঙ্কাপুরী ॥

পরদ্বী আনিয়া বর ভরিল রাবণ ।১৫

রাত্র দিন ক্রীড়া করে নহে শাস্তমনে ॥

লঙ্কার ভিতরে রাজা আছে সিংহাসনে ।

আচম্বিতে শূৰ্পণখা পড়্যা গেল মনে ॥

রাণ্ড হঞা ভগিনী কেমনে ধরে মন ।

রাত্র দিন ক্রীড়া করে তবু উচাটন ॥২০

অনুরূপ থাকি আমি নিআ নারীগণ

যত পাই তত রাখি হেন হয় মন ॥

যৌবনের কালে ভগ্নী হীন হৈল পতি ।

কেমনে বঞ্চিত বোনে হইআ যুৱতি ॥

শূৰ্পণখা চিন্তি কুন্তনসী পড়ে মসে ।২৫

পুছিল তাহার কথা ভাই বিভীষণে ॥

বিভীষণ বলে শুন তার বিবরণ ।

পীড়িত তোমার পাপে রাক্ষসের গণ ॥

করুণভাবে বিভীষণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ।

ধর্ম্মের ধার্ম্মিক দশানন রাজে কান্দে ॥

বন্ধকুলে জন্মিআ করহ পরদার ।

সেই পাপ ফলে নাহি সবংশের উদ্ধার ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ যত আছে ঋষি মুনি ।৫

ব্রহ্মার বরের তেজে কারে নাহি গুণি ॥

বলাৎকারে আন তুমি সভার রূপসী ।

ঘরে হৈতে পরে নিল ভগ্নি কুন্তনসী ॥

তুমি বলে আন ভাই কত জনার নারী ।

মধুদৈত্য আসি তোর ভগ্নি কৈল চুরি ॥১০

রূপে গুণে মন্ত্রণাতে সুবুদ্ধি ভগিনী ।

আচম্বিতে দৈত্য নিল কিছু নাহি জানি ॥

পাপ কৈলে মিথ্যা নহে অবশ্য সে ফলে ।

মধুদৈত্য কুন্তনসী নিঞা গেল বলে ॥

মহাধর্ম্মের দৈত্য মধুপুরে বৈসে ।১৫

ছল পাঞা অস্ত্রপুর্বে করিল প্রবেশ ॥

ইন্দ্রজিৎ হৈল যখন বজ্রতে তপসী ।

জল পাই ব্রতে আমি থাকি উপবাসী ॥

সন্ধি পাঞা সান্ত্বিল পুরীর ভিতর ।

অস্ত্রপুর্বে রক্ষকে মারিল বিস্তর ॥২০

কি করিতে পারে তার বনিতার বলে ।

কুন্তনসী মধুদৈত্য নিঞা গেল ছলে ॥

জননীর জেঠা মালাবান্ মহাবলী ।

তাহার ঝিয়ের স্নাতা কুন্তনসী বলী ॥

মাএর ভগ্নীর স্নাতা কনিষ্ঠা বৃহিনী ।২৫

মোর বিদ্যামানে মধু করিল ছামুনি ॥

সৈন্য সনে সাজি গেলে ভগ্নী হয়ে রাণ্ডি ।

বলে ছলে বিভা কৈল জানে রাজ্য খণ্ডি ॥

(১৯৯)

(২০০)

তুমি পরনারী আন হুথ দিআ মনে ।
 তোমার বৃহিনী নিল তোমা বিদ্যামানে
 এত গুনি দশানন করএ বিষাদ ।
 কোন কার্য্য তরে ঘরে ছিল মেঘনাদ ॥
 স্মরেক পর্ব্বত কাটে মেঘনাদের বাণে ।
 এত অপমান মোর তার বিদ্যামানে ॥
 তোমা হেন আছে জার ভাই সহোদর ।
 বৃহিনী রাধিতে নার ঘরের ভিতর ॥
 কুন্তকর্ণ ভাই মোর লঙ্কাপুরে জাগে ।
 ত্রিভুবনে কেবা আছে আনে তার আগে ॥
 হেন ভাই নিদ্রাগত হইল অচেতন ।
 তোমরা লঙ্কার মাঝে ছিলে কি কারণ ॥
 দিগ্বিজয় করি আমি জিনি ত্রিভুবন ।
 আছুক দৈত্যের দায় নারে দেবগণ ॥
 ত্রিভুবন জিনিঞা আইলুঁ একেশ্বর ।
 এতেক প্রমাদ পাড়ে কোলের ভিতর ॥
 কুন্তকর্ণ আমি সবে আছি ছুইজন ।
 তোমাদের বিক্রম সকলি অকারণ ॥
 রাবণ বলিল ভাই কারে নাহি ডর ।
 আগে মধুদৈত্য মারো পাছে পুরন্দর ॥
 মধু দৈত্য করিল আমার অপমান ।
 সভাকার আগে তার বধিব পরাণ ॥
 মোর ভগ্নী হরে বেটা এত অহঙ্কার ।
 আশু এক বাণে তারে করিব সংহার ॥
 রাবণের বোলে লজ্জা পালায় বিভীষণ ।
 কার দোষ নাহি তংস অকারণ ॥
 জোড় হাত করিআ বলেন বিভীষণ ।
 করয়ে বিষম যজ্ঞ তোমার নন্দন ॥

আরম্ভ করিল যজ্ঞ বটবৃক্ষতলা ।
 বার সত বৎসর অগ্নিপূজে নিকুন্তিলা ॥
 যত দিন যজ্ঞ করে নারী নাহে চাহে ।
 অনাহারে যজ্ঞ স্থানে রাত্রি দিন রহে ।
 পঞ্চ লক্ষ যজ্ঞ হেতু করিল নিয়ম ।
 মহাপদ্মশত লক্ষ করিলেক হোম ॥
 যজ্ঞে পূর্ণা দিতে তার হয়েছে সময় ।
 পূর্ণা দিলে হইবে ত্রিভুবনে পরাজয় ॥
 যজ্ঞে পূর্ণা না দিআ করিতে জায় রণ ।
 রণের সময় নাহি দেখে কোনজন
 হেন যজ্ঞ গুনি রাবণের চমৎকার ।
 যজ্ঞ দেখিবারে রাজা কৈল আগুসার ॥
 নিকুন্তিলায় যজ্ঞ করে কোণ্ডর ইন্দ্রজিৎ ।
 তথাকে রাবণ রাজা লড়িল হুরিত ॥
 আশু জান দশানন পাছে বিভীষণ ।
 অদভুত দেখিল গিয়া যজ্ঞ আয়োজন ॥
 প্রবাল মুকুতা বান্ধা বিচিত্র পাথর ।
 তিন কোস জুড়ি কুণ্ড আড়ে পরিসর ॥
 দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যজ্ঞকুণ্ড স্থানে ।
 পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি জলে রাত্রি দিনে ॥
 অগ্নি শব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জন ।
 উঠিয়া অগ্নির শিখা পরশে গগন ॥
 শরপত্র বোঝা বোঝা ঘূতের কলস ।
 কালিয়া ছাগল আনি জোগায়ে রাক্ষস ॥
 রক্ত কাষ্ঠ ভারে ভারে আনয়ে চন্দন ।
 রক্ত ফুলমালা আনে রক্ত বসন ॥
 রক্ত বস্ত্র নিঞা সব জোবড়ায় ঘূতে ।
 দশ সহস্র বিপ্র হনে বসি চারি ভিতে ॥

(২০১)

(২০২)

নানা জাতি পশু আনে ছাগ কোটা কোটা ।
 আতপ তণ্ডুল কুণ্ডে হনে মুটি মুটি ॥
 যজ্ঞ আয়োজনে দেখি দেব অধিষ্ঠান ।
 ইন্দ্রজিতে দেখে কৃষ্ণ চন্দ্র পরিধান ॥
 হাতে দণ্ড কমণ্ডলু মাথে শিখা ধরে ।
 ইন্দ্রজিতে আলিঙ্গন দিল লঙ্কেশ্বরে ॥
 কোন যজ্ঞ কর বাপু কহিবে নিশ্চিত ।
 রাবণেরে জোড় হাতে বলে ইন্দ্রজিত ॥
 অগ্নীষোম রাজসূয় করিল শতেক ।
 গোমেধ বৈষ্ণব যজ্ঞ করিল অনেক ॥১০
 যজ্ঞ ফলে বিধাতা হইল অধিষ্ঠান ।
 আপনি আসিআ ব্রহ্মা দিলা বরদান ॥
 কামগতি রথ দিল আকাশে সঞ্চরে ।
 তামসিক রথ দিল জুঝিবার তরে ॥
 সেই তামসিক নিঞা ইন্দ্রজিং জুঝে ॥১৫
 দেবতা দানব তাহাকে নাহি বুঝে ॥
 নানা মায়া অন্ত দিল শত্রুর দলন ।
 যজ্ঞ করি ইন্দ্রজিং এ সব সাধন ॥
 যজ্ঞ ফলে ব্রহ্মা দিল এতেক সম্মান ।
 আপনি আইলা ইবে কর অবধান ॥২০
 রণে অষ্ট লোকপালে আমি দিল সাজি ।
 যজ্ঞে যজ্ঞ ভাগ দিয়া তারে কেন পূজি ॥
 যজ্ঞভাগ নিতে আসো যত দেবগণ ।
 দেবতার পূজা তুমি কর কি কারণ ॥
 সকল দেবের মধ্যে ইন্দ্র মহারাজা ॥২৫
 তাহারে জিনিলে সব দেবে করে পূজা ॥
 বিপ্রেয় বচনে কর ছাওয়াল গেয়ানে ।
 যজ্ঞ এড় রথে চড় চল আমা সনে ॥

মেঘনাদ বলে বাপা কর অবধান ।
 অগ্নিরূপে ব্রহ্মায়ৈ আনি অধিষ্ঠান ॥
 ব্রহ্মাপূজা বিনে নাহি পূজি অন্ত জন ।
 কোন সাহসে এথা আসিব দেবগণ ॥
 অগ্নি বর দিলে মো জুঝিব অন্তরীক্ষে ॥৫
 জাহারে মারিব সে আমারে নাহি দেখে ॥
 এই শিক্ষা পাই আমি যজ্ঞ পূর্ণা দিলে ।
 ত্রিভুবনজয়ী হব এই যজ্ঞ ফলে ॥
 রাবণ বলে দেখিব তোমার যজ্ঞশিক্ষা ।
 সাক্ষাতে আসিআ অগ্নি যদি দেন দেখা ॥১০
 মেঘনাদ বলেন থাকহ যজ্ঞ স্থানে ।
 সাক্ষাৎ হবেন অগ্নি তোমা বিদ্যামানে ॥
 গুরু নামে দ্বিজ বলে কুলপুরোহিত ।
 তাঁহাকে লইয়া যজ্ঞ করেন স্বরিত ॥
 ধ্যান করিআ বসি অগ্নিকুণ্ড পূজে ॥১৫
 কুণ্ড হৈতে উঠে অগ্নি মস্ত্র বল তেজে ॥
 অধিষ্ঠান হঞা অগ্নি রহিলা সমুখে ।
 যজ্ঞ পূর্ণা দিল তাহা দশানন দেখে ॥
 যজ্ঞ উপহার থাঞা অগ্নির সন্তোষ ।
 মেঘনাদে দিল বর মনে পরিতোষ ॥২০
 অগ্নি বলে মেঘনাদ বর দিল তোরে ॥
 যজ্ঞ করি জোখা জোখা জাবে জুঝিবারে ॥
 পূর্ণা দিআ সংগ্রামে জাইবে জেই দিনি ॥
 পরাজয় না হবে অবশ্য হব জিনি ॥
 যজ্ঞের দিবসে আমি হব অধিষ্ঠান ॥২৫
 সংসারে না হব বীর তোমার সমান ॥
 ইন্দ্রজিং বলে মোর মরণে না উর ।
 কৃপা করি প্রভু মোরে করহ অমর ॥

(২০৩)

(২০৪)

অগ্নি বলে মেঘনাদ না করিহ তয় ।
 প্রকারে অমর হবে সুনহ নিশ্চয় ॥
 চৌদ বৎসর জেই কিছু নাহি থাকে ।
 তত দিন বনিতার মুখ না দেখিবে ॥
 নিদ্রা নাহি চৌদ বৎসর জাগরণ ॥
 নিয়মে থাকিবে নাহি করিবে শয়ন ॥
 হেন জন আসি যদি যজ্ঞ ভঙ্গ করে ।
 সেজন মারিতে পারে কহিল তোমারে ॥
 জখন করিবে যজ্ঞ হব অধিষ্ঠান ।
 এত বর দিআ অগ্নি গেলা নিজ স্থান ॥১০
 তাহা দেখি চমৎকারি পাল্য দশাননে ।
 পুত্রেরে বলিল বাপু অস্ত্র মোর সনে ॥
 দেবতা দানবে আমি জিনি একেশ্বরে ।
 কুম্ভকর্ণ তোমা নিঞা জিনি পুরন্দরে
 তোমার অস্ত্রের শিক্ষা করিব পরীক্ষে ॥১৫
 ইন্দ্র সনে কেমনে জুব্বহ অন্তরীক্ষে ॥
 দেখিব কেমন রূপে জিন দেবরাজে ।
 কেমন করিআ ইন্দ্র তোমা সনে জুখে ॥
 আপন কটক সাজি লড়হ সত্বর ।
 মধু দৈত্যে আগে মারি পিছে পুরন্দর ॥২০
 কুম্ভ যে নিকুম্ভ দৌহে লড়হ হরিত ।
 মকরাক্ষ বীর লড় বিক্রমে পূজিত ॥
 বার বৎসর মেঘনাদ আছে অনাহারে ।
 মধুপানে মেঘনাদ সকল পাসরে ॥
 স্ত্রী সম্ভাষণে নাহি গেল পিতার লাজে ॥২৫
 যজ্ঞশাল হৈতে বীর জুঝিবারে সাজে ॥
 সারথি জানিল মনে সংগ্রাম গমন ।
 নানাবিধ করি আনে রথের সাজন ॥

রথ খান সাজি আনে রথের সারথি ।
 নানারত্ন মাণিক নিশ্মাণ আছে তথি ॥
 কনকরচিত রথ অপূৰ্ণ নিশ্মাণ ।
 বায়ুবোগে অষ্ট ঘোড়া তাহার জোগান ॥
 শৈল জাত অষ্ট ঘোড়া রত্নের বিম্বুকি ॥
 ক্ষণে দেখা দেই তারা খেনে হএ লুঁকি ॥
 রথের জ্যোতিতে দশ দিগ পরকাস ।
 নানা অস্ত্র তুলি নিল বন্ধন নাগপাশ ॥
 কটকের মহা শব্দে কাঁপিল মেদিনী ।
 মেঘনাদে বাদ্য বাজে তিন অশ্বোহিণী ॥১০
 কাড়াপড়া বাজে ঘন ঢাকে দিল কাঠি ।
 তোল পাড় হইল লঙ্কার সব মাটি ॥
 বাজিছে গভীর নাদে অনেক মাদল ।
 মেঘের গজ্জন যেন আঘোর বাদল ॥
 দগড়েতে ঘাই পড়ে নাহি অবসাদ ॥১৫
 মেঘনাদ চলিল ছাড়িয়া সিংহনাদ ॥
 দৈব যোগে কুম্ভকর্ণ জাগে সেই দিনে ।
 বার্তা পাইঞা দশানন হরষিত মনে ॥
 কুম্ভকর্ণ আইল রাবণ সম্ভাষণে ।
 আলিঙ্গন দিআ তারে বলেদশাননে ॥২০
 ত্রিভুবন জিনিআ আমি আলুঁ একেশ্বরে ।
 তোমার সহায় করি জিনি পুরন্দর ॥
 কুম্ভকর্ণ বলে তুমি বৈসে থাক ঘরে ।
 দেবতা সহিত ইন্দ্রে আনি একেশ্বরে ॥
 তালজংঘ অতিকায় সিংহ জে বদন ॥২৫
 মহোদর মহাপার্শ্ব খর দূষণ ॥
 সুনিয়া ভাইর কথা দশানন হাসে ।
 রাজপ্রসাদ দিল জত মনে আইসে ॥

(২০৫)

(২০৬)

ত্রিভুবন আনে জত অমূল্য রতন ।
 নানা রত্নে কুন্তকর্ণে কৈল বিভূষণ ॥
 রাবণের রথ খান জোগায় সারথি ।
 ছত্রিশ কোটি সাজিল প্রধান সেনাপতি ।
 অকম্পন গ্রহস্ত ধ্বজাঙ্ক মুনিশঠ ।
 মকরাক্ষ বিক্রপাক্ষ রণের উৎকট ।
 ঘণ্টাদর মহাবীর এ শুক সারণ ॥
 রাবণে বেড়িআ লড়ে সৰ্ব্ব পাত্রগণ ।
 অমরা জিনিতে রাজা লড়ে পুর সাজে ।
 সাত অক্ষৌহিণী বাদ্য রাবণের বাজে ॥১০
 তবল বিশাল ঢাক বাজে জয় ঢোল ।
 প্রলয় সময়ে যেন উঠে মহারোল ॥
 কটক লড়িল চারি সহস্র অক্ষৌহিণী ।
 ধর্ম হেতু বিভীষণ রহিলা আপনি ॥
 হাতী ঘোড়া রথ সেনা লড়িল অপার ॥১৫
 আখির নিমিষে হৈল সাগরের পার ॥
 রাবণ বলেন ঝাটে সৈন্য কর ত্বর ।
 আখির নিমিষে গিয়া বেড়হ মথুরা ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত সে জগতমোহন ।
 অমৃতের কণা যেন উত্তর রামায়ণ ॥২০

—

রথে চড়ি ছাড়াইল দুরাজার দেশ ।
 মথুরা নগরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
 সেনা সনে বেড়িল দৈত্যের বাড়ী ঘর ।
 নিদ্রা জায় মধুদৈত্য আওআস ভিতর ॥
 স্থখে নিদ্রা জায় বীর খাটের উপরে ॥২৫
 কুন্তনসী বাহির হৈলা একেশ্বরে ॥

কটক দেখিআ মোহ কুন্তনসী পড়ে ।
 কলার বাড়লি যেন কম্পমান ঝড়ে ॥
 ডর না করিহ ভগ্নী আমি দশানন ।
 মধুদৈত্য কোথা গেল বধিব জীবন ॥
 ত্রাস পাঞা কুন্তনসী তার পাএ পড়ে ॥৫
 রাবণের কথা শুনি মুখে ধূলা উড়ে ॥
 রাবণ বলেন ভগ্নী না ভাবিহ ব্যথা ।
 তোমা বলে আনিল কাটিব তার মাথা ॥
 আমি যদি থাকিতাঙ লঙ্কার ভিতর ।
 সেই দিনে উহারে পাঠাঙ যম ঘর ॥১০
 রাবণের স্ননি কথা কুন্তনসী হাসে ।
 ইহা স্ননি স্বামী মোর মরিব তরাসে ॥
 পৃথিবীতে তোমার ঠাক্রি কার নাক্রি রক্ষা ॥
 সোদর ভগিনী রাণ্ড কৈল শূর্ণগথা ॥
 তার স্বামী মারি তুমি না বাসিলে লাজ ॥১৫
 আমা রাণ্ডি করিবে অধিক নহে কাজ ॥
 বলে ছলে আনিআছে তবু মোর পতি ।
 তাহার বীৰ্য্যতে মোর জন্মিল সন্ততি ॥
 লবণ নামেতে পুত্র দেখ বিদ্যমান ।
 কোপ তেজ ভাই মোরে স্বামী দেহ দান ॥২০
 ভগিনীর বোল শুনি রাক্ষসের পতি ।
 বুহিনী করিতে রাণ্ড না আশ্র জুকতি ॥
 রাবণে বিনয় করে জোড় করি হাত ।
 তাহার বিনয়ে তুষ্ট রাক্ষসের নাথ ॥
 রাজা বলে রাখিলাঙ তোমার বচনে ॥২৫
 ইন্দ্র জিনিবারে সে আশুক মোর সনে ॥
 ইহা শুনি কুন্তনসী চলিল ধাইআ ।
 নিদ্রাতে আছিল সৈন্ত জাগাইল গিয়া ॥

(২০৭)

(২০৮)

ঘূর্ণিত লোচনে মধু দৈত্য উঠে বৈসে ।
 অসমুদ্র দেখি কুন্তনসীরে জিজ্ঞাসে ॥
 আচম্বিতে পুরীতে কিসের গগুগোল ।
 গড়ের বাহিরে কার কটকের রোল ॥
 কুন্তনসী বলে দৈত্য রাজার কারণ ।
 তোমাতে মারিতে আজি আলা দশানন ॥
 লঙ্কা হৈতে আমরা আনিলে অহঙ্কারে ।
 সেই কোপে আস্তাছিল তোমা কাটিবারে ॥
 দৈত্য বলে ঝাট আন মহেশের শূল ।
 সেনা সনে রাবণার করিমু নিশ্চল ॥১০
 কুন্তনসী বলে তারে মধুর উত্তরে ।
 দশানন সনে যুদ্ধ মরিবার তরে ॥
 থাকুক তোমার কাজ না পারে দেবতা ।
 বিধাতা তাহারে হারে অস্ত্রের কিবা কথা ॥
 তোমাতে রাখিতে আমি গেছু তার পাশ ।
 অভয় প্রসাদ দিল করিআ আশ্বাস ॥
 গলে থাণ্ডা বান্ধি তুমি জাহ তার পাশে ।
 রাজাকে সম্ভাষ গিয়া মধুর সম্ভাষে ।
 কুন্তনসীর কথা দৈত্য শুনিলেন কাণে ।
 গলে থাণ্ডা বান্ধি গেল রাবণের স্থানে ॥২০
 মধুদৈত্য জাইআ রাজার পদ বন্দে ।
 কোলাকুলি কৈল দৌহে পরম আনন্দে ॥
 রাবণ বলেন দৈত্য করিলে প্রমাদ ।
 আমার ভগিনী হর এত বড় সাধ ॥
 অতি বড় কণ্ঠ তুমি করিলে দারুণে ।
 তোমা নাহি কাটি লড়ি ভগ্নীর কারণে ॥
 পায়ে পড়ি কুন্তনসী করিল রোদন ।
 ভগ্নীর লাগিয়া তার রহিল জীবন ॥

কত অশ্রু আছে তোমার ঝাটি ঝগড়া ।
 কত সৈন্ত তোমার কতক হাতী ঘোড়া ॥
 সকল কটক তুমি চলহ সম্বরে ।
 অমরাবতীকে গিয়া জিনি পুরন্দরে ॥
 জোড় হাতে বলে দৈত্য শুন মহারাজা ।
 দেবতা দানব সব করে তোর পূজা ॥
 তুমি যদি অপরাধ ক্ষমিলা আমরাে ।
 এক রাত্রি বঞ্চহ থাকি আমার ঘরে ॥
 কুন্তনসী রন্ধন করিল তোমার তরে ।
 ভোজন করিআ আজি থাক মোর ঘরে ॥১০
 রাজা বলে কুন্তকর্ণের আজি জাগরণ ।
 কুন্তকর্ণ নিদ্রা গেলে জুঝে কোন জন ॥
 রাতারাতি গিয়া অমরাবতী লুটি ।
 আসিবার কালে কালি রব তোমার বাটী ॥
 ইহা শুনি দৈত্য ধরে রাবণ বচন ।
 আমার পীরিত রাখ করহ ভোজন ॥
 ভোজন সময় হৈল বেলা সাত ঘটী ।
 রাঙ্কিল তোমার ভগ্নী করি পরিপাটী ॥
 ভোজন না কৈলে তেঁহো ভাবিবেন দুখ ।
 কটক সহিত ভুঞ্জ তবে হয়ে সুখ ॥২০
 না থাকিবে আজি যদি জাইহ এখনি ।
 কটক সহিত সতে কর অন্নপানি ॥
 অলজ্য দৈত্যের বাক্য রাজা না লজ্জিল ।
 কটক সহিতে রাজা ভোজনে চলিল ॥
 প্রবেশে দৈত্যের পুরী অতি মনোহর ।
 দেখিতে সুন্দর ঘেন ইন্দ্রের নগর ॥
 সৈন্ত সনে ভোজনে বসিলা দশানন ।
 লক্ষেক ব্রাহ্মণে আনি জোগায় ওদন ॥

(২০৯)

(২১০)

কুন্তনসী য়ত দেই সভাকার অগ্নে ।
মধু দৈত্য সনে রাজা ভুঞ্জিল সম্পনে ॥
মধু দৈত্য রাবণে একেই স্থানে বসি ।
তাহাদিকে অগ্নি আনি দেন কুন্তনসী ॥
সকল কটক সনে করিলা ভোজন ।
ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈলা আচমন ॥
বসিরা কশ্বলে রাজা খাইল তাম্বূল ।
ঘরের ভিতরে দেখে মহেশের শূল ॥
সৈন্যের সহিতে রাজা বৈসে সিংহাসনে
মধুদৈত্য ঠাই শূল মাগে দশাননে ॥১০
দৈত্য বলে অই শূল দিল ত্রিলোচন ।
আমারই কারণ হে শুন দশানন ॥
তস্মৈ মস্ত্রে শূল আমি দিয়াছি লবণে ।
লবণ বিহনে শূল নহে অস্ত্র জনে ॥
যতপি তোমারে দয়া করেন লবণ ।
ভগিনীর ঠাই শূল মাগ দশানন ॥
কথা শুনি রাবণ শূলের ছাড়ে আশ ।
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

মান সন্ধ্যা করি রাম প্রত্যুষ বিহানে ।
সভাশুণ্ড লইআ মূনির কথা শুনে ॥২০
শ্রীরাম বলেন কথা কহ মূনিবর ।
কেমনে রাবণ গিআ জিনে পুরন্দর ॥
অগস্ত্য বলেন রাম শুন সাবধানে ।
দশানন ইন্দ্রে ষ্ট্রু হইল যেমনে ॥
সপ্ত বটী বেলা গেল দ্বিতীয় প্রহর ।
অমর জিনিতে জান রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

বিষম অমরাবতী না পারে লজ্জিতে ।
বেড়িআ কটক সব রহে চারি ভিতে ।
সহস্র বোজন আড়ে অমরা বসতি ॥
দেবেতে নাহিক ওর পবনের গতি ।
চারি ভিতে চারি দ্বার দ্বাদশ বোজন ।
এক দ্বারে চল্লিশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ ॥
সোণার কবাট খিল পর্কতের গোড়া ।
ছড়কা শোভিছে তাহে সুরম্যের চূড়া
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা আছে ছই দ্বারে ।
কাহার সক্তি তাহা লজ্জিতে না পারে ॥১০
ঠাঞি ঠাঞি সোণার রচিত পাট শালা ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব তাহে বিদ্যাপর মেলা ॥
শোক ছুঃখ নাহি তথা নাহিক মরণ ।
অমর নগর নাম ইহার কারণ ॥
উপমা দিতে নাহি অমরাবতীর নাম ।
সংসারে ছল্লভ পুরী অতি অহুপাম ॥
তাহাতে প্রমাদ পড়ে ইন্দ্র নাহি জানে ।
আচম্বিত স্বর্গপুরী বেড়িল রাবণে ॥
রাবণ বেড়িল পুরী ত্রাসে পুরন্দর ।
দেবগণ নিঞা গেলা বিষ্ণুর গোচর ॥২০
আমন হইতে বিষ্ণু উঠিলা সত্তরে ।
নিবেদন দেবরাজ করে জোড় করে ॥
চতুর্ভূজ নারায়ণ সভা মধ্যে বৈসে ।
বুদ্ধি মাগিবারে ইন্দ্র গেলা তার পাশে ॥
রাবণ ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জিনে ।
হেন বীর নাহি দেখি তারে জিনে রণে ॥
সভারে জিনিলে তুমি অষ্ট লোকপাল ।
আপনি রাবণে মার বিক্রমে বিশাল ॥

(২১১)

(২১২)

তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর ।
 রাবণে মারিআ কর দেবের উদ্ধার ॥
 স্নিগ্ধা দেবের কথা বিষ্ণুদেব হাসে ॥
 ভয় দেখি সভাকারে করিল আশ্বাসে ॥
 কহিলেন বিষ্ণু আমি মারিব রাবণ ॥৫
 হেন অবতারে মারা না জায়ে কখন ॥
 বিধি বর দিয়া তার বাড়াল সম্মান ।
 পিতা পুত্রে ত্রিভুবনে করে অপমান ॥
 আমা বই রাবণে মারিতে নারে আনে ।
 রাবণের মৃত্যু কথা শুন দেবগণে ॥
 পূর্বে মোরে কহিলেন দেব ত্রিলোচন ॥১০
 জেমন প্রকারে বধ করিব রাবণ ॥
 ছুই জনে বিধাতা আপনি দিল বর ।
 সবংশে মারিবে তোরে মানুষ বানর ॥
 পৃথিবীতে হইবে আগার অবতার ।
 বানরে করিআ সঙ্গে করিব সংহার ॥১৫
 দেবতার হাতে নাহি মরিবে রাবণ ।
 সংগ্রাম করিআ তারে খেদড়ে এখন ॥
 এখন নারিবে তারে হইআ সম্মুখ ।
 আমিত মারিব তারে দেখিবে কোতুক ॥
 এইত শরীর নাহি মরিবে রাবণ ॥২০
 ধরিআ মনুষ্যদেহ বধিব জীবন ॥
 তাহাকে মারিতে বাধ বাধিব সাগরে ।
 লঙ্কাতে প্রবেশি নাশ করিব সভারে ॥
 সূর্য্য বংশ জন্মিব ছুই চারি অংশ ।
 তবে সে রাবণে আমি করিব নির্দংশ ॥২৫
 তারে মারি বিভীষণে কর্যা দিব রাজ্য ।
 সংসারের লোক যেন করে তার পূজা ॥

চিন্তি দেখাইবে নহে আমার বিষয় ।
 সর্ব্ব দেব মেলি কর তার পরাজয় ॥
 এতেক শুনিআ জান সব লঘুগতি ।
 দেখিল রাক্ষসে বেড়ে অমরা বসতি ॥
 সংসারের উপরে ইন্দ্রের অধিকার ।
 পবনে আনিতে দূত গেলা আশুয়ার ॥৫
 স্নমেক পশ্চিম দিগে পবনের স্থান ।
 আপনগণের সনে আলা আশুয়ার ॥
 কুবেরের স্থান সেই কৈলাস উত্তর ।
 যক্ষগণ সঙ্গে আলা ইন্দ্রের নগর ॥
 একবার রাবণে হারিআ পালা লাজ ॥১০
 উপরোধে ইন্দ্র ঠাঞি আইল যক্ষরাজ ॥
 পাতালে নাগের পুর জিনিল রাবণ ।
 সেই কোপে জুঝিতে আইল নাগগণ ॥
 বরুণের পুর থান জিনেন লঙ্কেশ্বর ।
 তখন বরুণ নাহি ছিল নিজ ঘরে ॥১৫
 সেই কোপ বরুণের ভাগরণ মনে ।
 সৈন্ত সনে সাজি আলা ইন্দ্রের বচনে ॥
 দক্ষিণে আইলা যম মৃত্যু ছই জন ।
 যুদ্ধ ভঙ্গ দিল যম ব্রহ্মার কারণ ॥
 এক বার যমেরে জিনিল দশাননে ॥২০
 সেই কোপে আলা যম ইন্দ্রের বচনে ॥
 বসুগণ মরুত গন্ধর্ব্ব বিদ্যাদর ।
 পিশাচ পেরেত ভূত আইল বিস্তর ॥
 শনি আদি নবগ্রহ যত যোগগণ ।
 জুঝিতে আইলা সভে সংহতি কারণ ॥২৫
 নক্ষত্র আইল আর জত তিথি বার ।
 পল ক্ষণ মুহূর্ত্ত দণ্ডের আশুয়ার ॥

(২১৩)

(২১৪)

যুদ্ধ দেখিবারে চণ্ডী আইলা আপনি ।
 যুদ্ধ মাংস খাইতে আলা চৌষট্টি যোগিনী ॥
 সংহতি আইল তাঁর অনেক কুমারী ।
 ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী আলা আর মহেশ্বরী ॥
 নারসিংহী বারাহী ধরন নানা কলা ।
 কাত্যায়নী চামুণ্ডা গলাতে মুণ্ডমালা ॥
 সংগ্রামে বিজয়ী দেবী অতি ভয়ঙ্কর ।
 দেখিআ দেবীর মূর্তি দেবের লাগে ডর ॥
 নিশুস্ত মহিষে দেবী মারিল কটাক্ষে ।
 তেঁহো যুদ্ধ দেখিবারে আইলা অন্তরীক্ষে ॥
 রথে চড়ি ভগবতী অটুঅট্টো হাসে । ১০
 জেই জন দেখে সেই পড়য়ে তরাসে ॥
 দেবতা রাক্ষসে রণ বাজিল বিস্তর ।
 হুই জনে যুদ্ধ করে অতি ভয়ঙ্কর ॥
 দেবতা রাক্ষস বলে হইল মিসাল ।
 সংগ্রামের শব্দ শুনি কল্পিত পাতাল ॥ ১৫
 মহোদর মহাপার্ষ আর ঘণ্টোদর ।
 রাবণের সেনাপতি সংগ্রামে প্রথর ॥
 দেবতার বাণে পড়ে রাক্ষস বিস্তর ।
 রাক্ষসের বাণে কত লোটায় অমর ॥
 সংগ্রামের রোল যেন সাগরের কলকলি । ২০
 রাবণের মাতামহ জুঝিছে সুমালী ॥
 তার বাণ বরিষণে দেবগণ পড়ে ।
 আকাশের মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে ॥
 ধরসান ধারে এড়ে জাঠা আর টান্দি ।
 হুচীমুখ বাণ এড়ে আর শত সান্দি ॥ ২৫
 ভঙ্গ দিআ দেবতা পালাএ রড়ারড়ি ।
 কোপেন সাবিত্র বসু হাতে গদা বাড়ী ॥

রণে প্রবেশিআ মাথে মারে তারে বাড়ি ।
 চতুর্দিকে রাক্ষস পালাএ বড়াবড়ি ॥
 হুই জনে সংগ্রামে গগনে উঠে ধূলি ।
 রাবণের মাতামহ জুঝিছে সুমালী ॥
 সুমালীর রথ খান সর্পগণে বহে । ৫
 মাথে মণি জলে তার বিষে দেশ দহে ॥
 সুমালী সাবিত্র বসু দৌহে বাজে রণ ।
 দৌহে দৌহাকারে করে বাণ বরিষণ ॥
 এড়িল সাবিত্র বসু অর্দ্ধচন্দ্রবাণ ।
 সুমালীর সোনা কাটি করে খান খান ॥ ১০
 খান খান হৈল সোনা মাথায় টোপর ।
 বাণে ফুটী সুমালী হইল জর জর ॥
 আর এক বাণে রথ কৈল খণ্ড খণ্ডে ।
 মারিল গদার বাড়ি সুমালীর মুণ্ডে ॥
 সুমালী রাক্ষস রণ সহে কোন জন । ১৫
 সাবিত্র বসুরে সাধু বলে দেবগণ ॥
 হাড় গোড় চূর্ণ হঞা সুমালীয়া পড়ে ।
 ভস্মরাশি হৈল বীর ভস্ম ঘন উড়ে ॥
 পালায় রাক্ষস সব সম্মুখ নহে রণে ।
 সাবিত্রের সংগ্রামে হরিস দেবগণে ॥ ২০
 দেবতা দানব জত বৈসএ আকাশে ।
 দেখিআ তাহার রণ পড়এ তরাসে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ত মহাশয় ।
 উত্তর কাণ্ডে গাইল সাবিত্র বসুর জয় । ২৫
 কুপিয়া রাক্ষস সব করিল উঠানি ।
 নানা অস্ত্র পেলে যেন মেঘে বর্ষে পানি ॥

(২১৫)

(২১৬)

শেল শূল সান্ধি পেলে জাতি ঝগড়া ।
 অমরা ছাইল স্নানি বন বনে সাড়া ॥
 সকল অমরাবতী রক্তে হইল রাঙ্গা ।
 স্রোতে রক্ত বহে যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা ॥
 ঘোড়া হাতী রাউত রক্তে নদে ভাসে ।
 হরিসে পিশাচগণ খল খল হাসে ॥
 বিষুকী বিষুকী রক্ত বাকিয়া উঠে ফেনা ।
 শকুনী গুধিনী তাহে করয়ে পারনা ॥
 আকাশে উঠিআ নাগে রক্ত কলকলি ।
 যুদ্ধে অন্ত নাহি কেহো যুদ্ধ না সম্বলি ॥
 নাহি স্নানি কোন কালে হেন যুদ্ধ হয় ।
 কল্লাস্তে হইল মহা বেমন প্রলয় ॥
 জত ভূত গন্ধর্ভ পিচাশ বিদ্যাধর ।
 লেখা জোখা নাহি জত পড়ে নিশাচর ॥১৫
 ইন্দ্র বলেন রাবণ তোমার যুদ্ধ ছল ।
 একে একে জুঝিব কাহার কত বল ॥
 ইন্দ্রের বচনে হাসি বলে দশানন ।
 সব দেব জুঝাছে মোর রণ ॥
 চন্দ্র সূর্য্য বরুণেরে জিনিল মাক্রাতা ।
 জুঝিব আমার আগে কেমন দেবতা ॥
 এই শুনি শনি গেলা রাবণ সম্মুখে ।
 শনিদৃষ্টে দশমুণ্ড থসে অন্তরীক্ষে ॥
 বিকৃত আকৃতি বেন নাড়া মুড়া গাছে ।
 পালায় রাক্ষস দেখি নাহি চাহে পাছে ॥২৫
 দশ মাথা খসিল রাবণ নাহি টুটে ।
 বিধাতার বরে পুন স্কন্ধে মাথা উঠে ॥
 এক বার বিনে শনিদৃষ্টে নাহি বল ।
 লঙ্কেশ্বর দেখি শনি হইল বিকল ॥

মাথা গেলে নাহি মরে বিধাতার বরে ।
 উঠা রড় দিল শনি রাবণের ডরে ॥
 শনি পলাইল যদি পাইয়া তরাসে ।
 হেন কালে যম গেলা রাবণের পাশে ॥
 যমকে দেখিআ রাজা দশানন হাসে ।
 মরিবারে কেনে যম আলা মোর পাশে ॥
 একবার রণ করি পলাইলে ডরে ।
 আর বার কেন আলা মরিবার তরে ॥
 যম বলে রাবণ না কর অহঙ্কার ।
 সেই দিন তোকে আমি করিতাম সংহার ॥
 এড়াইলা মৃত্যু তুমি ব্রহ্মার কারণে ।
 আজি তোরে মারিব রাখিবে কোন জনে ॥
 আছিল যে ষষ্টিরোগ যমের সংহতি ।
 রাবণের দেহে পীড়া করে শীঘ্রগতি ॥
 জগতের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ ।
 ব্রহ্ম নামে অগ্নি দেহে জ্বালিল তখন ॥১৫
 পুড়্যা মরে রোগ সব ডাকে পরিত্রাহি ।
 পালাইআ রোগ সব গেল যম ঠাঁহি ॥
 রোগ যদি পালাইল দশানন হাসে ।
 মোর ঠাঁই যম রাজা তোর মায়া কিসে ॥
 যম বলে অহঙ্কার না কর রাবণ ।
 মৃত্যু বাণে আজি তোর বধিব জীবন ॥
 যম রাজা রাবণে হইছে গালাগালি ।
 হেন কালে আলা কুন্তকর্ণ মহাবলী ॥
 ধাঞা কুন্তকর্ণ জায় যম গিলিবারে ।
 উঠিআ পালায় যম কুন্তকর্ণের ডরে ॥২৫
 ত্রাসে পালাইল যম ইন্দ্রের গোচর ।
 দেখিআ যমের ভঙ্গ বলে পুরন্দর ॥

(২১৭)

(২১৮)

ত্রিভুবন নষ্ট যম তোমা দরশনে ।
 তুমি যদি পালায় জুঝিব কোন জনে ॥
 দেখিআ তোমার ভয় চিস্তিত দেবতা ।
 যম হইয়া হারিলা অস্ত্রের কিবা কথা ॥
 হেনকালে পবন দারুণ বাহে ঝড় ।
 রাক্ষস কটক সব না হয় নিয়ড় ॥
 কুম্ভকর্ণ মহাকায় নাহি উড়ে ঝড়ে ।
 আর যত রাক্ষস পালায় উভ রড়ে ॥
 কুম্ভকর্ণ ধাইল পবন গিলিবারে ।
 পালায় পবন বীর মনে পাঞা ডরে ॥১০
 কুম্ভকর্ণ দেখিআ পবন দিল রড় ।
 দূর হৈল সকল জতেক ছিল ঝড় ॥
 একে একে দেবতারে জিনিল রাবণে ।
 তবে গিআ বরুণ প্রবেশ করে রণে ॥
 বরুণ করিল মায়া হৈল জলময় ॥১৫
 জল দেখি রাবণ পাইল বড় ভয় ॥
 জেথা জায় রাবণ তথাই দেখে জল ।
 কোন থানে রহিতে নাহিক পায় স্থল ॥
 কুম্ভকর্ণ নাহি ডুবে হুর্জয় শরীর ।
 আর জত রাক্ষস নহএ কেহ স্থির ॥২০
 বরুণের মায়াজাল জানিল রাবণ ।
 ব্রহ্ম অগ্নি ধনুকে জুড়িল ততক্ষণ ॥
 শোষক বাণ রাবণ যদি কৈল অবতার
 তাহাতে সকল জল করিল সংহার ॥
 বরুণের মায়া দূর করিল রাবণ ॥২৫
 বহুগণ মারুত আইল ততক্ষণ ॥
 একাদশ রুদ্র আইল দোআদশ রবি ।
 জল স্থল ত্রিভুবন পোড়া এ পৃথিবী ॥

এক কালে বার হুর্ষ্য হইল উদয় ।
 রাবণ প্রলয় গণি মানিল সংশয় ॥
 রাবণ জুড়িল বাণ নামে ব্রহ্মজাল ।
 আকাশে উঠিল বাণ অগ্নির উথাল ॥
 রাবণের বাণ দেখি ত্রিভুবন কাঁপে ॥৫
 বার হুর্ষ্য নিবারণ বাণের প্রতাপে ॥
 একবারে দেবে করে বাণ বরিসন ।
 ভঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ ॥
 রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি কোপে ইন্দ্রজিত ।
 দেবগণে বাণ মারে বিক্রমে পূজিত ॥১০
 ভঙ্গ দিল দেবগণ মেঘনাদের বাণে ।
 সভারে রহায় ইন্দ্র আশ্বাস বচনে ॥
 ইন্দ্রজিতে দেখি সব দেবতা কাতর ।
 জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র নড়িলা সত্তর ॥
 জুঝেন জয়ন্ত বীর শচীর নন্দন ॥১৫
 তারে দেখি হরিস হইলা দেবগণ ॥
 দেবতা রাক্ষস রণ হইল অন্ধকার ।
 দুই দলে কাটা কাটা হৈল মহামার ॥
 সম্মুখ সারথি রথে মাতুলি নন্দন ।
 বাণে বিক্ষে জয়ন্ত রাক্ষস জনে জন ॥২০
 জয়ন্তের বাণেতে সারথি তার ফুটে ।
 মেঘনাদ নানা বাণে দেবগণ কাটে ।
 তাহা দেখি রাক্ষসগণের বল বাড়ে ।
 মেঘনাদের বল দেখি জয়ন্ত বাহড়ে ॥
 মেঘনাদে জয়ন্তে হইল মহারণ ॥২৫
 শ্রাবণের মেঘ ঘেন বাণ বরিসন ॥
 দুই জনে রাজপুত্র ধনুকে প্রধান ।
 দুই জনে যুদ্ধ করে একোই সমান ॥

(২১৯)

(২২০)

হুই জনে বাণ বরিসে ধানুকী প্রচণ্ড ।
 দৌহে দৌহা বিক্ৰিয়া করিছে খণ্ড খণ্ড ॥
 বজ্র অগ্নি জিনিঞা দোহার খর বাণ ।
 দোহাকে বিক্ৰিয়া দৌহে করে খান খান
 অগ্ন অবতার করি হুই বীরে জুঝে ॥
 লাখে লাখে বাণ এড়ে সমরের মাঝে ॥
 দৌহে বাণ বরিসিএ দৌহে ধনুর্ধর ।
 দৌহাকে বিক্ৰিয়া দৌহে করিল জর্জর ॥
 ইন্দ্রজিত বাণ এড়ে নাশিতে বিপক্ষে ।
 মহাশয় করি বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥১০
 শক্রক্ষয় বাণ সে অনন্ত অবতার ।
 জয়ন্তের বাণে তাহা করিল সংহার ॥
 হেন অগ্ন কাটা গেল রাক্ষস চিস্তিত ।
 জয়ন্তে মারিতে বাণ এড়ে ইন্দ্রজিত ॥
 বাণ জোড়ে মেঘনাদ অতি ভয়ঙ্কর ॥১৫
 বাণের বিক্রম দেখি দেবে লাগে ডর ॥
 রাক্ষস কটকে গিয়া জয়ন্তের বেড়ে ॥
 রাক্ষসের বাণ দেখি জয়ন্ত বাহুড়ে ॥
 পৌলম দানবরাজ সান্ধাইল রণে ।
 হাতে ধরি জয়ন্তে পালায় ততক্ষণে ॥২০
 লুকাইতে ঠাই নাই রাক্ষসের ডরে ।
 নাতি নিঞা সান্ধাইল পাতাল ভিতরে ॥
 পৌলম দানব বৈসে পাতাল ভিতরে ।
 পালাইআ জয়ন্ত রহিল তার ঘরে ॥
 জয়ন্ত পড়িল বলি দেব কাঁপে ডরে ॥২৫
 রথে থাকি মেঘনাদ সিংহনাদ করে ॥
 ইন্দ্র ঠাঞি কহে গিয়া সব দেবগণ ।
 আচম্বিতে জয়ন্ত না দেখি কি কারণ ॥

সুনিঞা ইন্দ্রের পুরে উঠিল ক্রন্দন ।
 ইন্দ্ররাজে বলে যম প্রবোধ বচন ॥
 পরলোক গেলে মোর সনে হয় দেখা ।
 জয়ন্ত না মরে ইন্দ্র পাইআছে রক্ষা ॥
 যমের প্রবোধে ইন্দ্র ক্রন্দন সঙ্কলে ॥
 দেবগণ সঙ্গে নিঞা চণ্ডিকারে বলে ॥
 তোমা বিদ্যামানে পুত্র দেবতা সংহার ।
 রাবণে হারিয়া কর সভার উদ্ধার ॥
 সব দেবগণে নিল অভয় শরণ ।
 বিসঙ্কটে রাখ দেবী যত দেবগণ ॥১০
 তুমি ধাতা তুমি কর্তা তুমি সে বিধাতা ।
 বিদ্যা শক্তি দেবী তুমি দেবতার মাতা ॥
 তুমি বর্ডমানে মরে সব দেবগণ ।
 বারেক রাখহ মাতা লইলু শরণ ॥
 চণ্ড মুণ্ড নিশুন্ত মারিলে মহিষাসুর ॥১৫
 রাক্ষস বেটার অহঙ্কার কর চুর ॥
 দেবেরে বিকল দেখি দেবী কৈল দয়া ।
 রণ করিবারে জান দেবী মহামায়া ॥
 সিংহনাদ ছাড়ে দেবী কেশরী বাহিনী ।
 স্বর্গ মর্ত্য অধোপুর কম্পিত মেদিনী ॥২০
 জুঝিবারে চণ্ডিকা গেলেন রণস্থলে ।
 কোটা কোটা যোগিনী নাচিছে কুতুহলে ।
 কেহ হাসে কেহ গায়ে কেহ কাচ কাচে ।
 রক্ত মাংস খাইআ যোগিনীগণ নাচে ॥
 চণ্ডিকা বলেন কত সব অপরাধ ॥২৫
 আমা সনে রণ তোর পড়িল প্রমাদ ॥
 অকারণে মারিয়া বেড়ালি দেবগণে ।
 আজি মোর হাতে তোর সবংশে মরণে ॥

(২২১)

(২২২)

আপনি চণ্ডিকা জুঝে চৌষাট অঙ্করে ।
 কোপে অগ্নি মূর্তি হঞা রাক্ষস সংহারে ॥
 সংগ্রামের মাঝে হৈল ঘোর অন্ধকার ।
 কেহ কারে নাহি দেখে ডাকে মার মার ॥
 রাক্ষসের শোণিতে বহিআ জায় নদী ।
 রক্তের উপরে সেনা ভাসে গাদি গাদি ॥৫
 বিধুকে বিধুকে রক্ত বান্ধি উঠে ফেনা ।
 শকুনী গৃধ্রিনী তাহে করয়ে পারণা ॥
 কর তালি দিআ ফিরে ডাকিনী ঘোগিনী ।
 খল খল হাসে সতে পিবন্তি রোহিনী ॥
 নানা অস্ত্র চণ্ডিকা করেন বরিসন ।১০
 কোন জন সহিবেক চণ্ডিকার রণ ॥
 তাহা দেখি দেবগণ করে গীত নাট ।
 পালায় রাক্ষস-সেনা নাহি দেখে বাট ॥
 জোড় হাতে রাবণ চণ্ডীকে স্তব করি ।
 তুমি রণ কৈলে আমি নাহি অস্ত্র ধরি ॥১৫
 তোমার প্রসাদে আমি ত্রিভুবন জিনি ।
 বীর বল সংসারে কাহারে নাহি গণি ॥
 তুমি মোরে মারিলে কাহার বুদ্ধে রাখে ।
 রণে মোর মারিলে রাক্ষস লাখে লাখে ॥
 তোমার প্রসাদে মোর এত ঠাকুরালী ১২০
 তব তেজে সকল সংসার আমি দলি ॥
 কিছু নাঞ্চি করিগো তোমার অপরাধ ।
 আমা সনে তুমি কেন কর বিসম্বাদ ॥
 মোরে হারাইলে তুমি কি সাধিবে কাজ ।
 দৈবে যদি তুমি হার বড় হয় লাজ ॥২৫
 মহেশের পত্নী তুমি আমার ঈশ্বরী ।
 তে কারণে তোমার ঠাই পরিহার করি ॥

শিবের সেবক আমি জান ঠাকুরালী ।
 সেবক সহিত কেন কর হানা হানি ॥
 রণে হারি পালাইল যত দেবগণ ।
 তার বোলে সেবক সহিত কর রণ ॥
 এ কথা হইবে মহাদেবের গোচর ॥৫
 তাঁর ঠাই লজ্জা তুমি পাইবে বিস্তর ॥
 তাঁর আজ্ঞা নাহি মাতা আমারে মানিতে
 দেবতার বোলে নষ্ট কর আচম্বিতে ॥
 মোরে বধিব যদি হয় তোমার সন্তোষ ।
 ভাগ্য করি মানি মৃত্যু নাহি রোষ ॥১০
 অমর নাহিলে মৃত্যু আছে এক বার ।
 মরিলে তোমার হাতে মুক্তি আমার ॥
 রাবণের বোলে দেবী মনে মনে হাসে ।
 চৌষাট ঘোগিনী লৈআ গেলেন কৈলাসে ॥
 চণ্ডিকা চলিলা জদি রাবণ উল্লাস ১৫
 উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥
 চণ্ডী রণ ছাড়িলেন দেব কাঁপে ডরে ।
 ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র জান জুঝিবারে ॥
 নানা বর্ণে মেঘগণ পাতিলেক থানা ।
 ত্রিভুবন কাঁপে সবে পড়ে ঝন ঝনা ॥২০
 নাচয় অঙ্গরাজ গান নানা গীত ।
 অষ্ট বসু লড়ে আর দ্বাদশ আদিত ॥
 বিশ্বকর্মার গড়া রথে উঠে বজ্রপাণি ।
 তাহা শুনি দশানন আইলা আপনি ॥
 দেবগণ সঙ্গে ইন্দ্র জুঝিবারে লড়ে ১২৫
 যাত্রা কালে অমঙ্গল স্থানে স্থানে পড়ে ॥
 চতুর্দিকে উদ্ধাপাত সূর্য্য তেজ ছাড়ে ।
 আকাশে নক্ষত্রগণ দিনে খস্যা পড়ে ।

বিচিত্র নির্মাণ রথ রাজহংস বহে ।
 স্বরিতে গেলেন যথা দশানন রহে ॥
 চারি দিকে দেবতা রাবণ রাজা মাঝে ।
 ইন্দ্রজিতে পাছু করি দশানন জুঝে ॥
 যুদ্ধ পাইলে দশানন হয়েত পাগল ।
 রথ সনে আকাশে উঠিল মহারোল ॥
 দেবতা রাক্ষসে রণ হয়ে ভয়ঙ্কর ।
 কাটা কাটি করি সেনা পড়িল বিস্তর ॥
 রুদ্রগণ বিদ্যাধর ধায় বসুগণ ।
 গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বরুণ পবন ॥১০
 এক চাপে চলিলা সকল দেবগণ ।
 কুম্ভকর্ণ রহিল ভাঙ্গিল সেনাগণ ॥
 কুম্ভকর্ণ সম্মুখে জে জন গিয়া পড়ে ।
 কারে লাখি মারে কারে দস্তুর কামড়ে ॥
 রুদ্র সেনাগণ জুঝে অতি ভয়ঙ্কর ।
 বাণে বিন্ধি রাক্ষস করিল জর জর ॥
 রুদ্র সেনা কুম্ভকর্ণ করিল উঠানি ।
 নানা অস্ত্র ধরিয়া রুদ্রের সৈন্য জিনি ॥
 কারে ধরি গিলে কেহ লোটার ভূমিতলে ।
 খাণ্ডাতে কাটিএ কারে কারে বিন্ধে শূলে ॥
 কেহো হস্তিপৃষ্ঠে জুঝে কেহ ঘোড়ার পিঠে
 বাহু প্রসারিয়া তারে ধরিয়া সাপটে ॥২০
 ঘায়ে অচেতন কেহো পড়ে রণ স্থলে
 কটকের রক্তে নদী বহে ভূমিতলে ॥
 রুসিল দেবতাগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ।
 বাণে বিন্ধি রাক্ষসেরে করিল জর্জর ॥
 কোপ করি কুম্ভকর্ণ ধায় রণ স্থলে ॥২৫
 একেশ্বর গিয়া সব দেবতারে দলে ॥

কোপে ইন্দ্র মারে বজ্র কুম্ভকর্ণের বৃকে ।
 বৃকে বজ্র খাণ্ডা বীর তিলেক নাটুকে ॥
 রোষে বীর কুম্ভকর্ণ দেখি ভয়ঙ্কর ।
 ঐরাবতে চড়িয়া পলায় পুরন্দর ॥
 দেখিয়া রাক্ষস সব দিলা টিটকারী ।
 এই মুখে রাখো বেটা অমরানগরী ॥
 কুপিলেন ইন্দ্র কুম্ভকর্ণের বচনে ।
 কালান্তক যম যেন সান্তাইল রণে ॥
 একে একে রাবণ জিনিল দেবগণে ।
 মনে না করিস ডরে না আসিব রণে ॥১০
 ঐরাবতে চড়ি ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে ।
 সম্মুখে রাবণ রহে চাপি পুষ্প রথে ॥
 ইন্দ্রের হাতের বজ্র অতি ভয়ঙ্কর ।
 গর্জন শুনিয়া সব কাঁপিল সংসার ॥
 স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন ॥১৫
 ইন্দ্র রাজা রাবণে হুজনে করে রণ ॥
 দেখিয়া ইন্দ্রের বজ্র কম্পিত রাবণে ।
 কুম্ভকর্ণ বলে ভাই ভয় নাহি মনে ॥
 রাবণে পশ্চাৎ করি কুম্ভকর্ণ রোষে ।
 দেখিয়া দেবতা সব পলায় তরাসে ॥
 কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র পালাইবি কোথা ।
 নিশ্চুল করিব আজি জতেক দেবতা ॥
 বজ্র বশু ইন্দ্র তোর নাহি কিছু ডাঙা ।
 জত বজ্র চিবাইয়া কর্যা দিমু গুণ্ডা ॥
 ইন্দ্র বলে রাক্ষস না কর অহঙ্কার ॥২৫
 বজ্রের আশুণে পুড়ি হবি হারথার ॥
 মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজ্র গোটা ফেলে ।
 বাম হাতে ধরি বজ্র কুম্ভকর্ণ গিলে ॥

(২২৫)

(২২৬)

বজ্র গিলে কুন্তকর্ণ ছাড়ে সিংহনাদ ।
 দেখিয়া দেবতা সব গণিল প্রমাদ ॥
 ব্রহ্ম অগ্নি হেন বজ্র পেটে তার জ্বলে ।
 জীর্ণ না করিতে পারি উগরিয়া ফেলে ॥
 তাহা দেখি দেবগণ দিল টিটকারি ।
 দেবতা গিলিতে বীর ধায় তরাতরি ॥
 সৃষ্টি নাশ করিবারে সৃজিল বিধাতা ।
 চারিভিতে সাপটিয়া গিলিল দেবতা ॥
 অমর দেবতা সব নাহিক মরণ ।
 নাক মুখ দিয়া বারি হয় দেবগণ ॥১০
 বারি হৈতে তুলি ফেলে গগনমণ্ডলে ।
 হাড় গোড় ভাঙ্গি দেব পড়ে ভূমিতলে ॥
 এক দিন কুন্তকর্ণ সবে জাগরণ ।
 রজনী প্রভাতে হৈল ঘুমে অচেতন ॥
 দেখিআ তাহার নিদ্রা রাবণ চিন্তিত ॥১৫
 দিবা রথ করি লক্ষা পাঠায় স্বরিত ॥
 কুন্তকর্ণ নিদ্রা গেল হরিস দেবগণ ।
 এক চাপে আলায় সবে করিবারে রণ ॥
 রাক্ষস কটক বিক্লি করে থান থান ।
 দেখিআ রাবণ আশ্রয় ইন্দ্র বিচ্যমান ॥২০
 দেবসৈন্য রুদ্ধসৈন্য বিক্রে গোটে গোটে ।
 ধনুক টঙ্কারে জার ত্রিভুবন ফাটে ॥২০০
 ইন্দ্ররাজ্য বাণ এড়ে ঝলকে ঝলকে ।
 কত বাণ বাজে গিয়া রাবণের বৃকে ॥
 রাবণ বরিসে বাণ চোক চোক ধার ॥২৫
 দেবতা রাক্ষসে হৈল ঘোর মহামার ॥
 পাখী ঘেন উড়ি জায় ইন্দ্র এড়ে বাণ ।
 কৃতিবাস রামায়ণ করিল বাখান ॥

মায়া করি দেবগণ করে অন্ধকার ।
 রাক্ষসের সেনা ইন্দ্র করেন সংহার ॥
 অন্ধকারে রাক্ষসেরে করেন নির্বংশ ।
 রাক্ষস কটক সবে রহে এক অংশ ॥
 অন্ধকারে দুই সেনা কাহা নাহি দেখি ।
 জলাধিপ বরুণ হইল মুখমুখি ॥
 কুড়ি আঁখি থাকিতে রাবণ হৈল অন্ধ ।
 রাক্ষসের সেনা পড়ে নাচএ কবন্ধ ॥
 রাবণ বলেন রথ লই ত্বরায় করি ।
 দেবতা রাক্ষস মারে সহিতে না পারি ॥১০
 তিন লোক জিনি আমি আঁখির নিমেষে ।
 ইন্দ্রকে জিনিয়া শচী লইব হরিসে ॥
 দেবগণে জিনি নিব দেবতার স্থান ।
 অম্বরে সকল দিয়া বাড়াবে সম্মান ॥
 আমি বিদ্যামানে কেহ না করি হ উর ॥১৫
 রথ থান নেহ ঝাট সংগ্রাম ভিতর ॥
 অন্ধকারে জায় রথ কেহ নাহি দেখে ।
 দেবগণ ছাড়ি আলায় ইন্দ্রের সম্মুখে ॥
 বিধাতার বরে মারা না জায় রাবণ ।
 ধরিয়া রাক্ষসে বান্ধ সব দেবগণ ॥২০
 বলি বান্ধি বিষু যেন খুঁইল পাতালে ।
 রাবণে ধরিয়া বান্ধ দেবতা সকলে ॥
 তারে ছাড়ি দক্ষিণে গেলেন পূরন্দর ।
 কটক দেখিয়া রাজা চলিলা উত্তর ॥
 উত্তরে চলিলা রাজা জুঝিবার ছলে ॥২৫
 সেই দিকে জাইআ রাক্ষসগণ দলে ॥
 আপনা পাসরে রণে প্রবেশি রাবণ ।
 বাণে বিক্লি জর জর করে দেবগণ ॥

(২২৭)

(২২৮)

তাহা দেখি ইন্দ্র আশা চাপি হস্তিকন্ধে ।
 ত্বরিত গমনে আসি রাক্ষসেরে বিদ্ধে ॥
 কোপে ছুই জন করে বাণ অবতার ।
 বাণে বাণে অন্ধকার হইল সংসার ॥
 নানা বাণ এড়ে দশ দিক্ পরকাশ ।
 দোহাকার বাণে গিয়া ছাইল আকাশ ॥
 ছুই জনে বাণ এড়ে দোহে ধলুর্ধর ।
 দোহা দোহা বাণে বিদ্ধি করিল জর্জর ॥
 কেহ করে জিনিতে নারে একই সোসর ।
 ছুই জনে যুদ্ধ করে অতি ভয়ঙ্কর ॥
 সমযুদ্ধ জায় দোহে কেহ নাহি রড়ে ।
 মায়াময় বাণ জেই ইন্দ্রের মনে পড়ে ॥
 ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ ।
 মায়াময় বাণে বন্দী করিব রাবণ ॥
 মায়ামোহ নামে বাণ যমে অবতার ।
 ছোঁবা মাত্র রাবণ পড়িব নিদ্রা ভার ॥
 মন্ত্র পড়ি ইন্দ্র মায়ামোহ বাণ এড়ে ।
 সেই বাণে রাবণ নিদ্রাতে ঢুলি পড়ে ॥
 ছোঁবা মাত্র নিদ্রা হএ মায়ামোহ বাণে ।
 রথ হৈতে রাবণ পড়িল অচেতনে ॥
 নিদ্রাতে আবেশ হঞা পড়ে মহীতলে ।
 ধাঞা গিয়া বাসব রাবণ কৈলা কোলে ॥
 পাছু গিয়া রাবণে করিল পাখালি কোলে ।
 হাতীর আঙ্কুতে তার বান্ধে দশ গলে ॥
 কুড়ি আঁখি রাবণের তামা হেন অলে ।
 বন্ধনে বিকল হঞা ইন্দ্রকে নেহালে ॥
 রাবণ পড়িল বন্দি দেবতার হাতে ।
 রাক্ষস পালায়ে ডরে নাহি চলে পথে ॥

ঐরাবতে হাকাইয়া দিল পুরন্দর ।
 দস্তাঘাতে রাবণেরে করিল জর্জর ॥
 ঐরাবত দস্তে নেহ রাবণ কাতর ।
 বজ্র তুলি মারে দশ মাথার উপর ॥
 রাবণ কাতর হইলে ইন্দ্র নাহি ছাড়ে ।
 বান্ধিয়া রাখিল তারে ঐরাবত গোড়ে ॥
 কুড়ি হাত বান্ধা গেল অঙ্গ ধরিতে নারি ।
 হস্ত পদে বান্ধিল লঙ্কার অধিকারী ॥
 হস্তী চালাইল মুণ্ড করে লড় বড় ।
 ছেঁছড়িয়া নিল সব গায়ে গেল ছড় ॥১০
 যা সহিতে নারে রাবণ বন্ধন না ছিঁড়ে ।
 ইন্দ্র ঘরে জায় রাজা চিকরাই পড়ে ॥
 হাথির চরণে তার বান্ধিআছে চুলি ।
 ছেছড়িয়া নিআ বুলে প্রতি কুলি কুলি ॥
 সর্কাসে রকত পড়ে পরিত্রাহি করে ॥১৫
 কুলি ২ নিঞা বুলে চাতরে চাতরে ॥
 রাবণেরে নিঞা বুলে আওআরি আওআরি ।
 বারি হঞা দেখে জত দেবতার নারি ॥
 বিজুরি সঞ্চার যেন তা সভার রূপ ।
 দাণ্ডাইআ দেখে সবে দশানন ভূপ ॥২০
 ব্রিভুবনে দশানন যুদ্ধ কৈল যথা ।
 কোন থানে নাহি হএ এমন অবস্থা ॥
 পরিত্রাহি করে তমু ইন্দ্র নাহি ছাড়ে ।
 হাতে গলে বান্ধি তারে বন্দিশালে এড়ে ॥
 রাবণ বান্ধিয়া ইন্দ্র রাখে বন্দিশালে ২৫
 হাতে গলে বান্ধি তারে লোহার শিকলে ॥
 রাবণ রহিলা বন্দী ইন্দ্রের ছয়ারে ।
 দাসীগণ চলিল রাবণ দেখিবারে ॥

(২২৯)

(২৩০)

স্তবেশ করিআ গেল যত দাসীগণ ।
 তাহারে দেখিআ রাজা কামে অচেতন ॥
 দাসীরে রাবণ বলে মধুরস বাণী ।
 মারণে বন্ধনে মোর বিকল পরাণী ॥
 ভোখে মরি তোরা মোরে দেহ অন্নপানি ।
 তোমা সভা হৈতে মোর বাচুক পরাণি ॥
 বন্দিশালে বন্দী রাজা নাহি পরিচ্ছদ ।
 দাসীকে শৃঙ্গার মাগে না গুণে আপদ ॥
 মোর প্রাণ রাখহ শৃঙ্গার দিআ দান ।
 তোমা সভা দেখি মোর আকুল পরাণ ॥১০
 রাবণের কথা শুনি দাসীগণ হাসে ।
 হাতে ঝাঁটা করিআ রাবণে মারি পিসে ॥
 রাবণে ঝাটার মুড়া মারে দাসীগণ ।
 তথাপি শৃঙ্গার দেহ বলে ঘন ঘন ॥
 বন্দীশালে থাকি তমু মাগএ শৃঙ্গার ।
 কুন্তিবাস গাইল উত্তরকাণ্ড সার ॥

সব দেবে মেলিয়া রাবণে কৈল বন্দী ।
 রাক্ষস কটক সব চলে কান্দি কান্দি ॥
 হরসিত দেবতা বান্ধিয়া দশানন ।
 জার যথা স্থান সবে করিল গমন ॥
 রাবণ পড়িল বন্দি স্নানে ইন্দ্রজিত ।
 চারি মেঘে অন্ধকার করে আচ্ছন্নিত ॥
 ব্রহ্মার বরে মেঘনাদ মেঘে অধিকার ।
 রহিল মেঘের আড়ে রাবণ কুমার ॥
 বাপ বন্দি হৈল মেঘনাদ পড়ে শোকে ।
 মেঘের গর্জন জেন মেঘে থাকি ডাকে ॥২৫

স্নানিতে গভীর নাদ বিষম গর্জন ।
 কোণে কেন রহ ইন্দ্র আসি দেহ রণ ॥
 রাবণ কোণ্ডর আমি নাম মেঘনাদ ।
 বাপ লাগি আজি তোরা পাড়িব প্রমাদ ॥
 মোর বাপে বন্দি কর মোর বিজ্ঞমানে ।
 অমর নগর পোড়াইব বাণে ॥
 স্নানিয়া তাহার কথা দেবরাজ হাসে ।
 মরিবার তরে বেটা আলি মোর পাশে ॥
 তোরা ঠাক্রি স্নানি বেটা অপূর্ব কাহিনী ।
 বাপ হৈতে পুত্র বড় কোথাহ না স্নানি ॥১০
 মোর বাণে কাহার নাহিক অব্যাহতি ।
 বন্দি করি থোব তোরে বাপের সংহতি ॥
 কৌতুকে বাপের সনে আসিআছ রণে ।
 পিতা পুত্রে দুজনে থাকিবে এক স্থানে ॥
 এত বলি রথে চড়ি আলায় পুরন্দর ।
 ফিরিআ চলিলা সঙ্গে সকল অমর ॥
 মেঘনাদে বাসবে হইল গালা গালি ।
 দুইজনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী ॥
 থাকিআ মেঘের আড়ে জুঝে মেঘনাদ ।
 সংগ্রামে সাম্ভায় বীর করিআ বিবাদ ॥২০
 ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য কুবেরাদি জনে ।
 মেঘনাদের বাণে সতে ভঙ্গ দিল রণে ॥
 মাতলি সারথি বাণে হইল জর্জর ।
 সর্কাসে ফুটিল ইন্দ্র ঘাএ গুরুতর ॥
 রথ ছাড়ি দেবরাজ ঐরাবতে চড়ে ।
 হস্তী ঝিকি জায় ইন্দ্রজিতের নিয়ড়ে ॥
 মায়াবরথে ইন্দ্রজিৎ হৈল অদর্শন ।
 দেখা নাহি পাএ ইন্দ্র চাহে ঘন ঘন ॥

(২৩১)

(২৩২)

বাণে ফুটী জর জর হৈলা পুরন্দর ।
 দেবরাজে দেখি সব দেবতা ফাঁকর ॥
 বাণ জুড়ি বাসব আকাশ পানে চায় ।
 সহস্রলোচন চাহে দেখিতে না পায় ॥
 দেখিতে না পাঞা ইন্দ্র হইল কাঁকর ।
 ইন্দ্রে বিক্রি মেঘনাদ করিল জর্জর ॥
 দেখিতে না পায় ইন্দ্র পাইল তরাস ।
 ইন্দ্রেরে বান্ধিতে বীর জোড়ে নাগপাশ ॥
 মেঘনাদ জানে নাগপাশ অস্ত্রশিক্ষা ।
 মুক্ত করি পাইল কাহার নাহি রক্ষা ॥১০
 কহনে না জায় নাগপাশের প্রতাপ ।
 মস্ত বলে হয় কত লক্ষ লক্ষ সাপ ॥
 এড়িলেক বাণ গোটা হৈল অজগর ।
 অজগর হাতে গলে বান্ধে পুরন্দর ॥
 সর্পের বিষেতে ইন্দ্র হইল মুচ্ছিত ।
 ইন্দ্র ছাড়ি দেবতা পালায় চারিভিত ॥
 একে একে পালাইল সব দেবগণ ।
 হরিসে রাক্ষস করে সংগীত নাচন ॥
 রণস্থলে পড়িআ লোটাএ পুরন্দর ।
 ইন্দ্রজিৎ তোলে তারে রথের উপর ॥২০
 ইন্দ্র বান্ধি ইন্দ্রজিৎ নিজ রথে এড়ে ।
 জারে পায় তারে মারে যুদ্ধ নাহি ছাড়ে ॥
 রাবণ আছেন বন্দী বাসবের ঘরে ।
 সাক্ষাইল মেঘনাদ তার অন্তঃপুরে ॥
 বাপেরে বন্ধন মুক্ত করে মেঘনাদ ।
 লজ্জাতে রাবণ জুঝে ছাড়ে সিংহনাদ ॥
 ইন্দ্র বায়ু বরুণ বিক্রিআ পাড়ে বাণে ।
 ঘায়ে জর জর তমু নাহি ছাড়ে রণে ॥

বাপেরে ডাকিআ বলে বীর মেঘনাদ ।
 রাজা বন্দি কৈল আর না কর বিবাদ ॥
 রাজাকে বান্ধিল আর যুদ্ধ কার সনে ।
 নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ সকল ভুবনে ॥
 রাবণ বলেন তুমি বংশপ্রতিষ্ঠিত ।
 ইন্দ্রকে জিনিলে তুমি বিক্রমে পূজিত ॥
 ইন্দ্রেরে লইয়া তুমি চল আগুয়ান ।
 অমরা লুটিয়া আমি করিব বিধান ॥
 আমার অবস্থা কত কৈল দেবরাজ ।
 হেন ইন্দ্র জিনি বাপু ঘুচাইলে লাজ ॥১০
 ইন্দ্র নিঞা আগে বাপু তুমি জায় ঘরে ।
 অমরা লুটিয়া আমি জাব লঙ্কাপুরে ॥
 ইন্দ্র নিঞা ইন্দ্রজিৎ চলিল সম্বর ।
 এথা সর্ব স্বর্গপুরী লুটে লঙ্কেশ্বর ॥
 এতেক রাবণ রাজা পালায় শূন্যপুরী ।
 বাছিআ ২ লগ্নে ভাল ভাল স্ত্রী ॥
 রত্ন মণি মাণিক ভাণ্ডার লুট করি ।
 বিংশতি সহস্র নিল স্বর্গ বিদ্যাদারী ॥
 শচীকে ছাড়িআ বুলে রাজা দশানন ।
 তারে লঞা পালাইল সব দেবগণ ॥২০
 শচীকে রাবণ করে বড় অভিলাষ ।
 না পাঞা রাবণ রাজা ছাড়এ নিশ্বাস ॥
 ইন্দ্রের নন্দনবন দেখিতে সুন্দর ।
 হেন বনে প্রবেশ করিল লঙ্কেশ্বর ॥
 পারিজাত উপাড়িআ নিল ডালে মূলে ॥২৫
 অমরা লুটিআ রাবণ চলে কুতুহলে ॥
 লুটিয়া পুটীয়া পুরি কৈল ছারখার ।
 স্বর্গ ছাড়ি দশানন কৈল আগুসার ॥

(২৩৩)

(২৩৪)

ইন্দ্র নিঞা মেঘনাদ গেলা লঙ্কাপুরী ।
বন্দিশালে রাখিল দেবের অধিকারী ॥
চলে গেল রাবণ লইআ সৈন্তগণ ।
প্রহস্ত মারীচ সঙ্গে শুক জে সারণ ॥
সৈন্ত সঙ্গে ঘরে গেল রাজা দশানন ।
এথা সুরপুরে বড় উঠিল ক্রন্দন ॥
লঙ্কা আসি দেবগণে দিলেন মেলানি ।
দেবগণ ঘরে গেলা কান্দেন ইন্দ্রাণী ॥
নিরুদ্দেশে জয়ন্ত বাসব হৈল বন্দী ।
পতিপুত্রশোকে সতী অবিরত কান্দি ॥ ১০ ॥
কৃতিবাস গাইলেন বিচিত্র প্রবন্ধ ।
উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রবন্দী দৈবের নির্বন্ধ ॥

বসিলা রাবণ রাজা করিয়া দেআন ।
সন্তিস কোটী কটক দাণ্ডাল সন্নিধান ॥
ইন্দ্রজিৎ দাণ্ডাইল বাঁপের সন্নিধানে ।
দশানন বলিছে পুত্রের বিদ্যামানে ॥
ইন্দ্র বেটা কৈল বড় আমার অবস্থা ।
সে বেটারে বাপু তুমি রাখিআছ কোথা ॥
জোড় হাতে বলে বীর বাপের নিকটে ।
বন্ধনে আছেন ইন্দ্র বিবম সঙ্কটে ॥ ২০ ॥
লোহার দিকল তার বান্ধা হাতে গলে ।
বুকেতে পাষাণ দিআ খুল্য বন্দিশালে ॥
এত যদি বলিল কোঙর মেঘনাদ ।
সুনিআ রাবণ দিল পুত্রেরে প্রসাদ ॥
জত কন্তা আনিল লুটিয়া স্বর্গপুরি ।
পুত্রে তার দিল দশ সহস্র বিত্তাধরী ॥

সুরপুরী লুট জত আনিল রাবণ ।
নানান ধন দিল পুত্রে অমূল্য রতন ॥
এইরূপে রাবণ রহিল লঙ্কাপুরে ।
ওথা সব দেবগণ ব্রহ্মার গোচরে ॥
দেবগণ বলে ব্রহ্মা সৃষ্টি গেল নাশ ।
রাত্রি দিবা নাহি চন্দ্র সূর্যের প্রকাশ ॥
সুর পুরী লুটিল রাবণ ছুরাচারী ।
ইন্দ্র বান্ধি নিঞা গেল আপনার ঘরে ॥
সকল দেবতা ছাড়ি স্বর্গের বসতি ।
ইন্দ্রেরে আপনে তুমি কর অব্যাহতি ॥ ১০ ॥
দেবতার কথা শুনি ভাবেন বিষাদ ।
ব্রহ্মা বলে বর দিআ পাড়িল প্রমাদ ॥
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা চলিলা সত্তর ।
আপনি চলিলা প্রভু রাবণের ঘর ॥
রাবণের ডরে দেব না হএ সম্মুখে ।
সকল দেবতাগণ রহে অন্তরীক্ষে ॥
ব্রহ্মলোক ছাড়ি ব্রহ্মা করিল গমন ।
রাবণের ঠাই গেলা ইন্দ্রের কারণ ॥
দেআন করিআ বসিয়াছেন লঙ্কেশ্বর ।
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্মা গেল তার ঘর ॥ ২০ ॥
আস্তে ব্যস্তে উঠে বন্দে ব্রহ্মার চরণ ।
কুড়ি হস্ত জুড়ি কৈল অনেক স্তবন ॥
আজ্ঞা কৈলে যাইতাও তোমার বিদ্যামানে ।
কোন কর্ম্মে গোসাঞি আইলে সন্নিধানে ॥
ব্রহ্মা বলে দশানন সৃষ্টি কৈল নাশ ।
রাত্রি দিন গেল চন্দ্র সূর্যের প্রকাশ ॥
ইন্দ্র মনে যুদ্ধ কর কিসের কারণ ।
স্বর্গ পুরী লুটিগে লংঘিতে দেবগণ ॥

(২৩৫)

(২৩৬)

আপনার দোষেতে আপনি হবে নষ্ট ।
 রাক্ষস হইয়া কর দেবতারে রুষ্ট ॥
 পাইআ অমর বর নাহি দেখ চক্ষে ।
 দেবগণে হাত দেহ কাহার অপেক্ষে ॥
 মোর বরে মোর সৃষ্টি কর ছার খার ।
 স্বর্গপুরী লুট তুমি এত অহঙ্কার ॥
 রাক্ষস হইয়া ইন্দ্রে কর অপমান ।
 শীঘ্র গতি দেবরাজে আন মোর স্থান ॥
 এত শুনি জোড় হাতে বলে লঙ্কেশ্বর ।
 তোমার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥১০
 ত্রিভুবন জিনি আমি তোমার প্রসাদে ।
 তুমি নাহি আস ইন্দ্র আনে মেঘনাদে ॥
 যজ্ঞশালা বন্দি আছে দেব পুরন্দর ।
 আজ্ঞা কর আনি গিয়া তোমার গোচর ।
 ব্রহ্মা বলে ত্রিভুবন জিনিলে রাবণ ॥১৫
 আমি তুষ্ট হইলু দেখিআ তোর রণ ।
 প্রতিজ্ঞা করিআ জিন অষ্ট লোকপাল ।
 পৃথিবী জিনিঞা তুমি জিনিলে পাতাল ॥
 দেবতার মধ্যে মোর মুখ্য পুরন্দর ।
 হেন ইন্দ্রে বান্ধি আন আপনার ঘর ॥২০
 তোমার বিক্রমে আমি মান নাহি ধরি ।
 তোমার অধিক মেঘনাদে পুরস্করি ॥
 ইন্দ্রে বান্ধি আনিলে অন্যের কিবা কথা ।
 নানামতে দেবতার করিলে অবস্থা ॥
 আজি হৈতে তোমারে দেবতার হৈল ভীত ॥২৫
 তোমার বিক্রম হৈল সংসারে পূজিত ॥
 ব্রহ্মা বলে রাবণ চল যজ্ঞশালা ।
 মেঘনাদের যজ্ঞ স্থান দেখি নিকুন্তিলা ॥

আগে ব্রহ্মা চলিলা পাছাতে দশানন ।
 তার পাছে চলিলা ধার্মিক বিভীষণ ॥
 মেঘনাদ আইলেন বিধাতার স্থান ।
 দেখি ব্রহ্মা তারে কত করেন বাখান ॥
 রাবণ ইন্দ্রের ঠাই পাল্য পরাজয় ।
 হেন জনে জিনি তুমি বিক্রমে দুর্জয় ॥
 ইন্দ্রেরে জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত ।
 আজি হৈতে নাম তোর হৈল ইন্দ্রজিত ॥
 সুরপতি জিনিলে বাড়িল তোর বশ ।
 আজি হৈতে দেবতা তোমার হৈল বশ ॥১০
 আমার বচন রাখ শুন ইন্দ্রজিত ।
 ইন্দ্রকে ছাড়িরা দেহ করহ পিরিত ॥
 ইন্দ্রজিত বলে যদি ছাড়ি পুরন্দর ।
 বর দিআ প্রভু মোরে করহ অমর ॥
 ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিত সুন সাবধানে ॥১৫
 অমর হইআ কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
 আমা আদি করিআ জৈতেক দেবগণ ।
 যুগান্ত প্রলয় কালে সভার মরণ ॥
 দুই পদ চতুষ্পদ সকল সংসার ।
 জন্ম মৃত্যু দুখ স্নখ এই সে বিচার ॥২০
 মৃত্যু নামে ত্রিভুবনে সভাকার ডর ॥
 সংসার জিনিঞা দেখ মৃত্যু ভয়ঙ্কর ॥
 হেন মৃত্যু দূর নহে শুনহ উত্তর ।
 ইহা ছাড়ি অন্য মাগ রাবণ কোঙর ॥
 ইন্দ্রজিত বলে মোর অগ্নিতে ভকতি ॥২৫
 তাঁর পূজা করিআ জিনিল সুরপতি ॥
 অগ্নিকে পূজিতে জেই করিবে বিসম্বাদ ।
 সে জনার হাতে মোর ফলিবে প্রমাদ ॥

(২৩৭)

(২৩৮)

তপ ফলে কত লোক হইল অমর ।
 রণ-জয় বর মাগি এই যে দুষ্কর ॥
 বর দিতে যদি তুমি কর পরিহার ।
 কেমনে ইন্দ্রের তরে করিবে উদ্ধার ॥
 ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিত সুন সাবধানে ।
 দেবতার হাতে তোর না হবে মরণে ॥
 জেই বোল বাহির হইল তোর মুখে ।
 সেই বর দিল তোরে লেহ মহা সূখে ॥
 আপনার দিল ব্রহ্মা কর জাপ্যমালা ।
 যজ্ঞ করিবারে দিল তারে স্থান নিকুন্তিলা ॥১০
 নিকুন্তিলা পূজিআ মাগিবে জেই বর ।
 সেই বর পাবে রণে জিনিবে সত্তর ॥
 ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিৎ গুন এক কথা ।
 জিনিতে নারিব তোরে কোনই দেবতা ॥
 দানব গন্ধর্ষ জত সংসার ভিতর ।
 এ সব জনেরে তোর কারে নাহি ডর ॥
 যম কালদণ্ড তোকে মানিবেক ডর ।
 ত্রিভুবন তোমারে দেখিবে ভয়ঙ্কর ॥
 এত বর দিল ব্রহ্মা কেহ নাহি জানে ।
 বিভীষণ রাবণ আছিল সেই স্থানে ॥২০
 এ সন্ধান মাত্র বিভীষণ জানে ।
 তেঞি ইন্দ্রজিত পড়ে লক্ষ্মণের বাণে ॥
 মারিল তাহারে বড় করিআ সংগ্রাম ।
 সভাথণ্ডে লক্ষ্মণের প্রশংসে ত্রীরাম ॥
 বর পাঞা হরষিত রাবণ কোঙর ।
 ইন্দ্রকে আনিআ দিল ব্রহ্মার গোচর ॥
 লাজে হেঁট মাথা করি রহে পুরন্দর ।
 অপমান মুখে নাহি নিশ্বরে উত্তর ॥

লক্ষা হৈতে উদ্ধার করিয়া পুরন্দর ।
 তারে নিঞা গেল ব্রহ্মা আপনার ঘর
 অগস্ত্য বলেন ধন্য ঠাকুর লক্ষ্মণে ।
 হেন বীর ইন্দ্রজিত মারিল লক্ষ্মণে ॥
 লক্ষ্মণের প্রশংসে সভার চমৎকার ।
 কুন্তিবাস গাইল উত্তরকাণ্ড সার ॥
 বন্দিআন ছিল ইন্দ্র নাহি পরিচ্ছদ ।
 অপমানে হেট মুণ্ডে হৈল নিঃশব্দ ॥
 ব্রহ্মা বলে ইন্দ্র কেনে গুন মনে মনে ।
 অপমান হৈল ব্রহ্মশাপের কারণে ॥১০
 সুরূপা সৃজিল আমি অনেক যুবতি ।
 চিনিবারে নাহি চিনি একোই আকৃতি ॥
 চিনিতে সভার রূপ নিল থানি থানি ।
 সেইরূপে অহল্যাকে সৃজিল আপনি ॥
 গৌতমের ঠাঁঞি দিলাঙ রাখিবারে ।
 অনেক বৎসর রাখি দিলেক আমারে ॥
 সুন্দরী থাকিতে ঘরে গৌতম না ভুলে ।
 ধান্মিক গৌতম মুনি খ্যাত মহাতলে ॥
 গৌতমের কন্ম দেখি হইলু কুপার ॥
 ব্রাহ্মণী করিয়া দিলোঁ দৌহে কর ঘর ॥২০
 অহল্যা গৌতমে দিল দেবগণ রোষে ।
 আমি সুখী হইলু তোমার অসন্তোষে ॥
 তপস্ত্রাতে গেলেন গৌতম মুনিবর ।
 পড়িবার তরে তুমি গেলে তার ঘর ॥
 অহল্যার রূপে তুমি কৈলে অভিলাষ ।
 ধরিয়া মুনির বেশ কৈল জাতি নাশ ॥

(২৩৯)

(২৪০)

গুরুপত্নী হর তুমি না কর বিচার।
 অহল্যার সঙ্গে স্নেহে করিলে শৃঙ্খার ॥
 ধ্যান ভঙ্গ হইল গৌতম আলা ঘর।
 তোমাতে দেখিয়া কোপে জলে মূনিবর ॥
 মূনির ঠাঞি মায়া নাহি চিনিল তোমাতে ॥৫
 ক্রোধ করি সাপিলা তোমাকে অহল্যারে ॥
 কোপে মূনিবর হৈল লোহিত নয়ান।
 সুররাজ বলি তোর রাখিল পরান ॥
 তোমাকে দেখিয়া মূনি সাপিলেন রোষে।
 সেই শাপে তোমার পুরুষ অঙ্গ খসে ॥১০
 জুই অণ্ড খসে তোমার পরতেক দেখি।
 গর্দভের অণ্ড দিয়া পুরুষাঙ্গ রাখি ॥
 মূনির সম্পাতে বন্দী পরতেক দেখি।
 দেবরাজ হঞা তুমি পরদারে স্থখী ॥
 দেবতার রাজা হঞা কর পরদার ॥১৫
 সেই পাপে ইন্দ্র তোর নাহিক নিস্তার ॥
 গুরুপত্নী হরিলে সম্পাত দিল মূনি।
 সেই শাপে অঙ্গে সহস্রেক ধোনি ॥
 হৃদযজ্ঞ করি তুমি হৃদ্যালোকে স্থখী।
 ভগাঙ্গ ঘুচিআ হৈল সহস্রেক আঁখি ॥২০
 লোভেতে হরিলে তুমি গুরুর ব্রাহ্মণী।
 না করিছ পরদার মোর কথা শুনি ॥
 মূনি বলে পড়িতে আইল মোর ঘর।
 যোর বেশে মোর নারী হর পুরন্দর ॥
 সংসারে জতেক লোক করে পরদার ॥২৫
 তার অর্দ্ধ পাপ তোরে হইবে সঞ্চার ॥
 তোর এই ধর্ম ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
 পড়িয়া সুনীয়া দিলে গুরুর দক্ষিণা ॥

ভগেতে আক্রান্ত হঞা আলো মোর ঘর।
 ভগময় হউক তোমার কলেবর ॥
 জেমন ব্যাকুলে তুঞি হরিলি ব্রাহ্মণী।
 তেমনি সন্তোষ থাক সহস্রেক ধোনি ॥
 গৌতমের বাক্য কভু খণ্ডন না জায় ॥৫
 শাপ দেবা মাত্র ভগ হৈল সর্ব গায় ॥
 মূনির চরণ ধরি হইলে কাতর।
 কাতর দেখিআ দয়া কৈল মূনিবর ॥
 মূনি বলে মোর বাক্য না জায় খণ্ডন।
 সহস্র ভগেতে তোর হইবে লোচন ॥১০
 আর বার পড়ে ইন্দ্র মূনির চরণে।
 পরদার পাপ সে ঘুচিবে কত দিনে।
 মূনি বলে মিথ্যা নহে আমার বচন।
 করিবে অনেক দিন নরক ভোজন ॥
 গৌতমের শাপ কভু না জায় খণ্ডন ॥১৫
 এত দুখ পাও ব্রহ্মশাপের কারণ ॥
 কোটী মেঘনাদ তোর কি করিতে পারি।
 গৌতমের শাপে তোর পুড়িল নগরী ॥
 ব্রহ্মা বলে ইন্দ্র তোর মন্ত্র কহি কানে।
 রাম রাম জুই অক্ষর জপ রাত্রি দিনে ॥২০
 এ সব পাপের কিছু নাহি প্রতিকার।
 রাম নাম শ্রবণে হইবে উদ্ধার ॥
 চারি বেদ সহস্র নামে জত হয় ফল।
 একবার রাম নামে পাইবে সকল ॥
 সর্ব নাম সার তোকে দিল রাম নাম ॥২৫
 খণ্ডিব সকল পাপ অবিশ্রাম ॥
 ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র পাল্য অব্যাহতি।
 অমরাবতীতে ইন্দ্র করিল বসতি ॥

(২৪১)

(২৪২)

রাম নাম ছই অক্ষর রাত্রি দিনে জপে
ইন্দ্র অবাহতি পালা পরদার পাপে ॥
ষাট্ সহস্র বৎসর ইন্দ্র ভুঞ্জিল নরক ।
রাম নামে ক্ষয় হৈল সকল পাতক ॥
মুনির বচন শ্রুনি রামচন্দ্র হাসে ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥

বাম বলে মুনিবর কহ দেখি শ্রুনি ।
অহল্যার কোন গতি কৈলা সেই মুনি ॥
অগস্ত্য বলেন রাম শ্রুহ উত্তর । ১০
অহল্যাকে কোপে শাপ দিলা মুনিবর ॥
মুনি বলে অহল্যার রূপ অহঙ্কার ।
তোর রূপ ছড়াইআ পড়ুক সংসার ॥
জ্যেষ্ঠা ২ মর্ত্যলোকে আছেন সুন্দরী ।
অহল্যার রূপে তাহা সভা পুরস্করি ॥ ১৫
তোমার জতেক রূপ ইচ্ছা ছারখার ।
পুত্র জাকে বলি তাকে ভুঞ্জায় শৃঙ্গার ॥
সুন্দর পুরুষ দেখি কস্বেপে তোর মন ।
হেনই যৌবন তোর হৈল অলক্ষণ ॥
অহল্যা বলেন আমি ব্রহ্মার নন্দিনী । ২০
ইন্দ্র আসি মোরে হরে ইহা নাঞি জানি ॥
পতিব্রতা নারী আমি জানে সর্বলোকে ।
তোমা বলি রতি দান করিল আমাকে ॥
তবে যদি তোমার আছয় কিছু মনে ।
সংসার গুণিতে পার দেখহ ধোয়ানে ॥ ২৫
এত শ্রুনি মুনি কৈল বাক্যের প্রকাশ ।
পূর্বে হৈতে ইন্দ্রের আছিল অভিলাষ ॥

জেইকালে প্রজাপতি স্বজিল তোমায়ে ।
ইন্দ্র নাহি বিভা দিআ দিলেন আমায়ে ॥
আমাকে দিলেন বিভা ইন্দ্র নাহি পায় ।
সেই কোপে সুরপতি হরিল তোমায়ে ॥
বল ছলে হরে পাপ নাহিক এড়ান । ৫
তপো বলে থাক গিআ হইআ পাষণ ॥
জোড় হাতে অহল্যা মুনির ধরে পায় ।
বিনা দোষে হেন শাপ দিতে না জুয়ায় ॥
স্ত্রীলোকে দারুণ শাপ নহে ত জুকতি ।
শাপান্ত করহ প্রভু করি জে বিনতি ॥ ১০
এতবলি ধরে রামা মুনির চরণ ।
কাতর হইআ বলে করুণ বচন ॥
কত দিন রব বনে হইআ পাষণ ।
কার হাতে আমার হইব পরিদ্রাণ ॥
শ্রুনি মুনি বলে তুমি শ্রুহ বচন । ১৫
জেনে হইবে মুক্ত তাহার কারণ ॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার হব সূর্য্যবংশে ।
শ্রীরাম বলিআ নাম হব চারি অংশে ॥
দশরথ রাজা দশ সহস্র বৎসর ।
তপ ফলে পুত্র পালা রাম গদাধর ॥ ২০
চারি ভাই রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার ।
সজ্জনে পালিব করি ছুটির সংহার ॥
হেন রামে আনিবেক কৌশিকনন্দন ।
সিদ্ধাশ্রম দিআ হব রামের গমন ॥
মুনির বচনে রাম পরশিব তোরে । ২৫
সেই কালে মুক্ত হঞা যাব স্বর্গপুরে ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন ।
সেই রাম তুমি সূর্য্যবংশের ভূষণ ॥

উত্তানপাদ হৈতে সাত পুরুষ অন্তর ।
 হেনকালে শাপিল গৌতম মুনিবর ॥
 তোমাকে জন্মিতে যাটি সহস্র বৎসর ।
 অহল্যা ততেক দিন আছিল পাথর ॥
 মুনির সম্পাতে সেই হইল পাষণ ।
 আছিল অহল্যা রামে করিআ ধ্যেয়ান ॥
 শতানন্দ নিত্যানন্দ গৌতম-নন্দন ।
 মাগের সনে দুইজন গেলা তপোবন ॥
 যজ্ঞ রাধিবারে রাম আসিবেন বনে ।
 অহল্যা হইব মুক্ত রাম দরশনে ॥১০
 গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র পাল্য অপমান ।
 এতেক কহিল ব্রহ্মা সভা বিদ্যমান ॥
 পূর্বকথা কহিলে মানব হয় রুষ্ট ।
 সুনীয়া ব্রহ্মার কথা ইন্দ্র হৈল তুষ্ট ॥
 তব নামে নিষ্পাপ হইলা সুরপতি ।
 তোমার পরশে মুক্ত হইলা মুকতি ॥
 ব্রহ্মা বলে সেই পাপে পাল্য অপমান ।
 বিষ্ণু যজ্ঞ করিবারে চল নিজ স্থান ॥
 পুত্রহেতু না ভাবিহ পুত্র নাহি মরে ।
 পোলম জয়ন্ত নিআ গেলা অধোপুরে ॥২০
 ইন্দ্র সোধোদিআ ব্রহ্মা গেলা ব্রহ্মস্থান ।
 নিজ ঘরে আইল্য ইন্দ্র পাঞা অপমান ॥
 অত্বের কি কথা জে জিনিঙ্গ পুরন্দর ।
 রাবণ অধিক বল রাবণ কোঙর ॥
 জেই ইন্দ্র বন্দী কৈল রাজা লঙ্কেশ্বরে ।
 হেন জনে বান্ধিআ লইল নিজ ঘরে ॥
 তে কারণে ইন্দ্রজিতে সভাই বাথানি ।
 রাবণের বংশাবলী কহিল কাহিনী ॥

আইল অমরাবতী দেব পুরন্দর ।
 দেখিআ অমর লোক হরিস অন্তর ॥
 জয়ন্ত লইআ আলা পোলম দানব ।
 পুত্র কোলে হরষিত বসিলা বাসব ॥
 দিবা বেশে সিংহাসনে বৈসে দেবরাজ ॥৫
 ইন্দ্রবেড়ি বৈসে সব দেবতার সমাজ ॥
 মাঝে সুরপতি চারিদিগে দেবগণ ।
 কৃতিবাস রচিল উত্তর রামায়ণ ॥

রাম বলেন সুনীলাঙ বড়ই উত্তর ।
 ত্রিভুবনে জত কথা তোমার গোচর ॥
 তপেতে আপন জেই হয় মুনিবর ।
 দেবত্ব পাইয়া স্বর্গে হয় পুরন্দর ॥
 ইন্দ্রের তনয় ইন্দ্র নাহি হয় কেনে ।
 কহিবে ইন্দ্রের পুত্র হলা কোন জনে ॥১৫
 মুনি বলে রামচন্দ্র সুন সাবধানে ।
 হইল শচীর পুত্র অনেক যতনে ॥
 ব্রহ্মযজ্ঞ করিবারে চাহে সুরপতি ।
 সুরপতি সোধোদিআ বলে বৃহস্পতি ॥
 অগ্নি মূর্তি পূজ হব অগ্নি অবতার ॥২০
 রাখিতে নারিব সেই সকল সংসার ॥
 কদ্র-যজ্ঞ করিবারে চাহে পুরন্দর ।
 নিষেধ করিলা তারে মুনি পরাশর ॥
 বিষ্ণু যজ্ঞ করিবারে চাহেন বাসব ।
 ধন্য ধন্য বলি সাগ দিলেন ভার্গব ॥২৫
 ইন্দ্র বলে মুনিগণ দেবগণ জত ।
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে কোনজন বড় ॥

(২৪৫)

(২৪৬)

সুরপতি সোধোধিআ বলে সুরাচার্য্য ।
 গৌতমে পাঠাঞা বুঝ সভাকার কার্য্য ॥
 ইন্দ্র বলে গৌতম আমার গুরুজন ।
 আপনে লড়হ তুমি দেবের সদন ॥
 মনগামী গৌতম সকল লোকে জানি ॥৫
 ব্রহ্মার সদনে আগে গেলা মহামুনি ॥
 ব্রহ্মার সদনে গিয়া দেখিলা কৌতুক ।
 জ্ঞত জ্ঞত গণ দেখে সম চতুৰ্ম্মুখ ॥
 দেখিতে সভার মূর্ত্তি ব্রহ্মার সমান ।
 ব্রহ্মাণী সভার পাশে দেখি স্থানে স্থান ॥১০
 সভারে দেখিআ গেলা ব্রহ্মার সদনে ।
 ছয়ার ছাড়িআ গেল ব্রহ্মা বিদ্যামানে ॥
 ব্রহ্মা বলে জামাতারে আনহ স্বরিত ।
 গৌতমে দেখিআ ব্রহ্মা হৈলা হরষিত ॥
 পাদ্য অৰ্ঘ্য দিআ তারে কৈল পুরস্কার ॥১৫
 ব্রহ্মার চরণে মুনি হৈলা নমস্কার ॥
 মুনিরে দেখিআ ব্রহ্মা হরিস বদন ।
 আতিথ্য ব্যাভারে দিল বসিতে আসন ॥
 ব্রহ্মাণীকে বলে ঝাঁট করহ রন্ধন ।
 জামাতারে নানা দ্রব্য করাহ ভোজন ॥২০
 তৈল আমলকী দিল করিবারে স্বান ।
 বেলা হৈল উচ্চুর করহ অন্ন পান ॥
 ব্রহ্মার বচন স্নিহে বলে মহাশ্বষি ।
 ক্ষুধার্ত্ত হইআ নাহি ভোজনের আসি ॥
 ব্রহ্মাকে কৌতুকে মুনি করেন ঢটলি ॥২৫
 সভা মাঝে বসিয়া ব্রহ্মাকে পাড়ে গালি ॥
 আদি কুলে জন্ম তোর কুলের খাঁথার ।
 ভাগ মন্দ কার্য্য কর না কর বিচার ॥

একে একে মূর্ত্তি সব চিনিতে না চিনি ।
 সভাকার পাশে আমি দেখিল ব্রহ্মাণী ॥
 মুনির স্নিহেঞা কথা ব্রহ্মা কোপে মনে ।
 নীলকণ্ঠ ভাবি গেলা মহেশের স্থানে ॥
 স্ত্রী পুরুষে একভাবে পূজে ত্রিপুরারি ॥৫
 লাঙ্গট পুরুষ সব বিবসন নারী ॥
 সৰ্ব্ব দূতগণ ঘেন দেখি মহেশ্বর ।
 বক্ষগণ দানব পেরেত নিশাচর ॥
 দহিত্য দানব দেখে পিশাচ কিম্বর ।
 সুরনর অপসরা সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥১০
 সিদ্ধা ডম্বুর ত্রিশূল পরে বাঘছড়ে ।
 কপাল ভাজন হাতে গলে মালা হাড়ে ॥
 উন্নত নাঙ্গট চিতা ভস্মবিভূষিত ।
 চারি দিকে ভূতগণ ডাকে বিপরীত ॥
 গলাতে বাসুকি ভালৈ জলে ছতাসন ॥১৫
 মহাকায় শরীর সভার ত্রিলোচন ॥
 সভারে দেখিআ গেলা শিবের ছয়ারে ।
 মুনির গমন নন্দী কহিলা শঙ্করে ॥
 স্নিহেঞা কৌতুক বড় দেব শূলপাণি ।
 পাদ্য অৰ্ঘ্য দিআ সম্ভাষিলা মহামুনি ॥২০
 মহাদেব বলে মুনি কেন আগমন ।
 শিব বলে প্রীত মুনি বলে কুবচন ॥
 ছারখার হৈলে তুমি কুল কৈলে নাশ ।
 কোনজন তোর নাম থুলা কুন্তিবাস ॥
 কোন গুণে নাম ধর দেব শূলপাণি ॥২৫
 সৰ্ব্ব পুরুষের পাশে দেখিল সৰ্ব্বাণী ॥
 দেবরাজ হৈঞা তুমি সদাই ভিখারী ।
 যোগেন্দ্র বলায় তুমি কপট আচারী ॥

(২৪৭)

(২৪৮)

কোন ছারে বলে তোরে দেব ত্রিপুরারি।
 ভালমন্দ কৰ্ম কিছু না কর বিচারি ॥
 ভূত প্রেত সংহতি বলদ মাত্রে ভাঙা।
 ধুতুরার ফল খাও সক্রাঘন (?) শুণ্ডা ॥
 অভক্ষ্য সদাই খাও না কর বিচার।
 ভাই ভাই অনাচারী হৈলে ছারখার ॥
 মুনির বচনে মহাদেব কোপ জ্বলে।
 ঢেকামারি মুনিকে ঘুচাই সভাতলে ॥
 মহাদেব বলেন শুনহ ভূতগণে।
 গড়ের বাহির করি দেহরে ব্রাহ্মণে ॥১০
 ব্রহ্মা হর ঠাঞি মুনি পাল্য পরাভব।
 এত ছুঃখ দিতে মোরে পাঠালা বাসব ॥
 মনগামী মুনিবর বায়ে ভর করি।
 নিমেষেক গেলা মুনি নারায়ণগিরি ॥
 সভাকার মূর্তি দেখি যেন দেব হরি ॥১৫
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শাঙ্গসে ধারী ॥
 সভাকার চারিভূজ একোই মুরতি।
 সভাকার সঙ্গে দেখে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
 এসব দেখিয়া গেলা হরির ছয়ারে।
 ছয়ারী ভিতরে গিয়া হরিকে গোচরে ॥২০
 জয়বিজয় জে ছই বিষ্ণুর ছয়ারী।
 মুনি নিঞা ছই ভাই গেলা অন্তঃপুরী ॥
 ছয়ারির বোলে মুনি চলিলা সহর।
 মুনি দেখি সম্মুখে উঠিলা গদাধর ॥
 মুনির বচনে বিষ্ণু হৈলা নমস্কার ॥২৫
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিল তারে গৃহ ব্যবহার ॥
 আছিল বিষ্ণুর পাশে লক্ষ্মী সরস্বতী।
 মুনির চরণে দৌড়ে করিলা প্রণতি ॥

জামাতা বলিয়া দিল বসিতে আসন।
 মুনির কুশল বার্তা পুছে নারায়ণ ॥
 মুনি বলে কুশল তোমার দরশনে।
 তোমার কুশল আমি দেখি অল্পমানে ॥
 দেবরাজ আপনে সৃজিলে দেবগণ ॥৫
 কোন ছারে বলে তোকে দেব নারায়ণ ॥
 তোমার যতেক গণ দেখি চারি ভাই।
 তোমার বনিতা দেখি সভাকার ঠাই ॥
 বিষ্ণুগুণ নাহি তোর সব অবৈভার।
 দেখিল তোমার পুরী সব অনাচার ॥১০
 দেবগণ বলে মুনি ভাল নাহি বলে।
 প্রভুকে এতেক বলে বসি সভাতলে ॥
 পাত্র মিত্র ছিল যত বিষ্ণু সন্নিধানে।
 গৌরবে লড়হ নহে পাবে অপমানে ॥
 দেবতার বচনে মুনির কোপ বাড়ে ॥১৫
 থাক থাক বলি গেলা বিষ্ণুর নিয়ড়ে ॥
 ডানি পদ তোলে বামপদ আরোপণে।
 সভামধ্যে তুলি লাগি মালা নারায়ণে ॥
 বিষ্ণুকে মারিয়া লাগি ভাঙ্গে ছই ঠেঙ্গ ॥
 পাখা কাটা গেল যেন পড়িল পতঙ্গ ॥২০
 মুনিকে মারিতে ধায় সব দেবগণ।
 না মারিহ না মারিহ বলে নারায়ণ ॥
 বিরূপ না বল কেহো বলেন বচন।
 আজি হৈতে নাম মোর শ্রীবৎসলাঞ্জন ॥
 পাশে ছিল সরস্বতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥২৫
 ছইজনে বলে হরি দড় কর মুনি ॥
 তারা বলে ঠাকুর তোমার লাজ নাঞি।
 কেমতে পরশ করিব জামাই ॥

(২৪৯)

(২৫০)

জামাতা ছুঁইতে জুঁকতি নাহি আইসে ।
 বসনে বদন ঢাকি দুইজন হাসে ॥
 দৌহে দুই পদ টানি করিল সোসর ।
 পদ্য হস্ত বুলাইল উঠে মুনিবর ॥
 আছিল বিষ্ণুর গায়ে বত অলঙ্কার ।
 তাহা দিয়া মুনিরে করিল পুরস্কার ॥
 রথ খান সাজিয়া পাঠালা দামোদর ।
 রণে চড়ি ইন্দ্র ঠাঞি গেলা মুনিবর ॥
 গলাতে রত্নের মালা রত্নে বিভূষিত ।
 গৌতমে দেখিআ ইন্দ্র হইলা বিম্বিত ॥১০
 বসিতে আসন দিয়া দিল অর্ঘ্য জল ।
 একে একে কহে মুনি সভার কুশল ॥
 ব্রহ্মা মহেশ্বর ঠাঁই পাল্য অপমান ।
 বৈকুণ্ঠ সদন গেল নারায়ণ স্থান ॥
 জত মন্দ বলিলাঙ হরি নাহি রোবে ॥১৫
 শুনিয়া বিরূপ কথা নারায়ণ হাসে ॥
 করিল বিষ্ণুর বুক লাখির প্রহার ।
 বক্ষাঙ্গে ঠেকিয়া পদ ভাঙ্গিল আমার ॥
 দুই পদ টানে মোর লক্ষ্মী সরস্বতী ।
 বৃদ্ধরূপ ছিল হৈল সুন্দর মূর্তি ॥২০
 বিস্তর কোঁতুক মোরে কৈল নারায়ণে ।
 সর্দঙ্গ ভূষিত কৈল নানা আভরণে ॥
 জেই সহে সেই বড় বলে দেবগণে ।
 ব্রহ্মা মহেশ্বর হৈতে বড় নারায়ণে ॥
 নারায়ণ অংশে জন্ম কৈল পুরন্দর ॥২৫
 অধিষ্ঠান হৈলা তাহে দেব গদাধর ॥
 পরমানে সম্ভাষণা জানে দেবগণ ।
 সেই পরমায় শটী করিল ভক্ষণ ॥

সব মুনি বলে রাজা তুমি ভাগ্যবন্ত ।
 জয় অংশে পুত্র নাম হইল জয়ন্ত ॥
 বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দ্রে নাচিলে আপনা ।
 জয়ন্তে পাঠায় ইন্দ্রজিতে দিতে হানা ॥
 আশা সহস্র মত্ত হস্তীর তেজ ধরে ॥৫
 সহস্র হস্তীর তেজ জয়ন্ত শরীরে ॥
 ইন্দ্রজিৎ সংসার জিনিতে পারে রণে ।
 না মৈল জয়ন্ত বীর বরের কারণে ॥
 ভূত ভবিষ্যতি কথা কহে মুনিবর ।
 অবধান হৈঞা শুন রাক্ষস বানর ॥১০
 রঘুবংশে ধন্য তুমি ঠাকুর শ্রীরাম ।
 কার শক্তে কহিব তোমার গুণগ্রাম ॥
 অগস্ত্যের কথাতে সভাকে চমৎকার ।
 উত্তরকাণ্ডে গাইল অমৃতের সার ॥

অগস্ত্যের কথা শুনি রানচন্দ্র হাসে ॥১৫
 শুনিতে হনুর কথা মোর অভিলাষে ॥
 শ্রীরাম বলেন মুনি অপূর্ব কাহিনী ।
 ইন্দ্রজিত রাবণ হৈতে হনুকে বাখানি ॥
 বানর হইআ কেবা লংঘয়ে সাগর ।
 রাজপুত্র পাত্র সূত মারিল বিস্তর ॥২০
 রাবণেরে জিনিবারে ত্রিভুবনে নারি ।
 তার বিজ্ঞমানে পোড়াইল লক্ষ্যপুরী ॥
 অলঙ্ঘ্য সাগর বীর লঙ্ঘ্য কতবার ।
 আমি বলি হনু সম বীর নাহি আর ॥২৫
 বালী সূগ্রীবের বাদে সূগ্রীব পক্ষর্তানে ।
 তবে কেনে বালী রাজে না মারে পরাণে ॥

অগ্নি দিলে নাহি পোড়ে বালীর শরীরে ।
 পূর্বেকার শাপ ছিল তেঁই বালী মরে ॥
 জোড় হাতে তোমারে মাগিএ পরিহার ।
 হনুমান্ সম কেহো বীর নাহি আর ॥
 বরুণ কুবের অগ্নি যম পুরন্দর ।
 সভাকার গতি জিনি হনুমান্ বানর ॥
 সংসারের লোক মোর বৈসে সভাতল ।
 সভামাঝে বলি হনুমান্ মহাবল ॥
 হনুমান্ হৈতে প্রাণ পাইল লক্ষ্মণ ।
 আমি আদি সভাকার রহিল জীবন ॥ ১০
 হনুমান্ হৈতে পাল্য সীতা চন্দ্রমুখী ।
 হনুমান্ হৈতে আমি বন্ধুগণে দেখি ॥
 শৌর্য্য বীৰ্য্য হনুমান্ বলে মহাবল ।
 ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক বীর ভকত-বৎসল ॥
 দুর্জয় সাগর লঙ্ঘি করে আনাগোনা । ১৫
 মাথাতে পর্কিত নাহি মানে কোনজনা ॥
 দুর্জয় সাগর তরিবারে নারে আন ।
 সর্ব্বগুণ ধরে মোর বীর হনুমান ॥
 তপের প্রদাদে মুনি তুমি সব জান ।
 সভাখণ্ডে কহ হনুমানের বাখান ॥ ২০
 শ্রীরামচন্দ্রের কথা হৈল অবসান ।
 অগস্ত্য কহেন কথা সভা বিদ্যমান ॥
 মুনি বলে রামচন্দ্র শুন সাবধানে ।
 বেমত বৃত্তান্ত হৈল বীর হনুमानে ॥
 বোঝেনে কহিলে হনুমানের বাখানে । ২৫
 বালক কালের কথা শুন সাবধানে ॥
 গতি মতি বিক্রমেতে ধন্য হনুমান্ ।
 শিশুকাল হৈতে বীর মহা বলবান ॥

আকৃতি প্রকৃতি বীর বড় গুণবান্ ।
 ব্রহ্মা আদি দেবগণে বাড়াল্য সম্মান ॥
 পরম বিক্রমশীল বানর কেশরী ।
 অঞ্জনা বনিতা তার পরম সুন্দরী ॥
 পবনের বীৰ্য্যো জন্ম হনুমান । ৫
 তেঞি শিশুকাল হৈতে মহা বলবান ॥
 রাম বলেন শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 এই কথা শুনিঞা বিশ্বময় মনে গুণি ॥
 ভূত ভবিষ্যতি মুনি তোমাতে গোচর ।
 বিস্তার করিআ কহ সভার ভিতর ॥ ১০
 অঞ্জনা বানরী স্ননি বড় পতিব্রতা ।
 পবনে জন্মাল পুত্র এই কোন কথা ॥
 মুনি বলে জিজ্ঞাসিলে অপূর্ব্ব কাহিনী ।
 অবধান হৈঞা তাহা শুন রঘুমাণি ॥
 আছএ প্রভাসতীর্থ ক্ষিতি মহাতলে । ১৫
 মুনি সব তপ করে প্রভাসের জলে ॥
 ধবল নামেতে হস্তী বড় ভয়ঙ্কর ।
 দন্তে চিরি মারিল অনেক মুনিবর ॥
 তার ডরে তপ না করে মুনিগণ ।
 মুনিগণে মারে আর ভাঙ্গে তপোবন ॥ ২০
 পালাইআ গেলা মুনি স্নমেরু আশ্রম ।
 সহিতে না পারে কেহো হস্তীর বিক্রম ॥
 মুনি পালাইল শূন্য হৈল তপোবন ।
 একা রহিলেন ভরদ্বাজে বিচক্ষণ ॥
 সঙ্কোচিতে তপ করে প্রভাসের জলে । ২৫
 জলপান করিতে আইল হস্তী বলে ॥
 মুনিকে দেখিআ হস্তী মারিল দশন ।
 মারিতে ধাইল যেন মেঘের গর্জন ॥

(২৫৩)

(২৫৪)

তপ ছাড়ি জায় মুনি বিকল পরাণে ।
 হেনকালে কেশরী আইসে তীর্থ স্নানে ॥
 অরুণ উদয়কাল পুণ্য মাঘ মাস ।
 পুণ্য তিথি পাঞা চলে কেশরী প্রভাস ॥
 পালাইছে ভরদ্বাজ ভয়ে অচেতন ।
 কেশরীকে দেখি বলে তোমার শরণ ॥
 এত শুনি কেশরী হইল সাবধান ।
 মুনি পাছু করি গেলা হস্তী আশ্রয়ান ॥
 তেঁহো জলে হস্তী আশ্রয়ে পথে ঠেকাঠেকি ।
 দুই জনে মহারণ হএ ঢেকাঢেকি ॥১০
 মহাবীর দুইজনে করে মারামারি ।
 হস্তীর দশন ধরি টানেন কেশরী ॥
 টান মারি যোজনেক ফেলিল বারণ ।
 আর্তনাদ করে হস্তী মেঘের গর্জনে ॥
 আপনা সঘরি হস্তী দুই দস্ত সারে ॥১৫
 কেশরীকে ফেলে নিঞা যোজন অন্তরে ॥
 ক্রমিআ কেশরী ধায় যেন কালমাপ ।
 জুঝিছে ধবল হস্তী দুর্জয়প্রতাপ ॥
 দুইজনে যুদ্ধ করে ঘোর মহামার ।
 তপোবনে মুনিগণে লাগে চমৎকার ॥২০
 দৌহে (রণ) করে দৌহে বলেতে প্রচণ্ড ।
 প্রভাসের গাছ পালা হৈল খণ্ড খণ্ড ॥
 সিংহের প্রতাপ করে কেশরী বানর ।
 লাফ দিয়া চড়ে সেই হস্তীর উপর ॥
 কেশরীর বিক্রমের নাহিক সিদ্ধান্ত ॥২৫
 কুন্তল ভাঙ্গিয়া উপাড়ি নিল দস্ত ॥
 ভয়ঙ্কর দাঁত দুটা পর্বতের সার ।
 হস্তীর উপরে করে দস্তের প্রহার ॥

সেই দস্তাঘাতে ছুঁই হস্তী প্রাণ ছাড়ে ।
 ভূমিকম্প হৈল লোক চমকিত পড়ে ॥
 সবে দেখে হস্তী মৈল পর্বত প্রমাণ ।
 ধত্ত ধত্ত মুনিগণ করেন বাধান ॥
 সব মুনি বলে শুন কেশরী বচন ।
 বর মাগি লেহ তুমি জেবা লয় মন ॥
 কেশরী বলে মুনি যদি দিবে বর ।
 সংসারবিজয়ী হকু আমার কোণ্ডর ॥
 ভাল ভাল বলি বলে সব মুনিগণ ।
 সভার আশীষে হকু উত্তম নন্দন ॥১০
 বলে মহাবল হব প্রতাপ দুর্জয় ।
 বিষ্ণুভক্তি হইব বৈষ্ণব অতিশয় ॥
 পবনের বীৰ্য্যে জন্ম হইবে তাহার ।
 অজয় অমর হব কি বলিম আর ॥
 সভাকে প্রণাম করি চলিলা কেশরী ॥১৫
 নিমিষেকে গেলা যথা অঞ্জনা সুল্লরী ॥
 স্বামীকে দেখিয়া বামা আনন্দ অপার ।
 করিল তাহার পূজা জে ছিল ব্যাভার ॥
 ফল মূল দিয়া তারে করাল্য ভোজন ।
 স্নান করি জিজ্ঞাসিলা কেন এতক্ষণ ॥২০
 তবে ত কেশরী তাকে বলে কুতূহলে ।
 জেহতে মারিল হস্তী প্রভাসের কূলে ॥
 বর দিল আমাকে সকল মুনিগণ ।
 সংসার-বিজয় হব আমার নন্দন ॥
 মুনি সব আশীর্বাদ করিল আমাকে ॥২৫
 সে সব বৃত্তান্ত আমি কহিব তোমাকে ॥
 বেদ পড়ি মুনি সব কহিল নিশ্চয় ।
 অবশ্য হইব পুত্র প্রতাপে দুর্জয় ॥

(২৫৫)

(২৫৬)

স্বামীর বচনে কণ্ঠা হরষিত মন ।
 অশ্রুপা না হব কভু মুনির বচন ॥
 বর পাঞা হই জন আনন্দ অন্তরে ।
 এইরূপে কথো দিন আছিলেন ঘরে ॥
 বালী সম্ভাষণে গেলা বানর কেশরী ৫
 একলা রহিলা ঘরে অঞ্জনা সুন্দরী ॥
 দৈবযোগে ঋতু স্থান করিআ অঞ্জনা ।
 পর্কত দেখিতে হৈল মনের বাসনা ॥
 স্তবেশ করিআ চলে অঞ্জনা সুন্দরী ১০
 কোতুকেতে দেখি বলে জত আছে গিরি ॥
 নানা বন পশু দেখে পুষ্প ক্রম শোভা ।
 তার রূপ দেখিআ পবন হৈল লোভা ॥
 কামে অচেতন হৈল দেবতা কুমার ।
 বসন উড়াঞা বলে করিল শৃঙ্গার ॥
 অশেষ বিশেষ করি ভুঞ্জিলেন রতি ১৫
 সাক্ষ হৈলে কোপেতে জিজ্ঞাসে রূপবতী ॥
 কোন জন বট তুমি দেহ পরিচয় ।
 নহিলে শাপিআ ভস্ম করিব নিশ্চয় ॥
 এতেক শুনিয়া মনে পাল্যা বড় ভয় ।
 পবন বলেন আমি সূর্য্যের তনয় ২০
 পবন বলেন কিছু না করিহ মনে ।
 দেবতা হইয়া রতি কৈল তোমা সনে ॥
 মোর বীৰ্য্যে পুত্র হবে প্রতাপে দুর্জয় ।
 সংগ্রামে স্থস্থির নাহি মরণের ভয় ॥
 এত বলি গেলেন প্রবল দিকপালে ২৫
 অঞ্জনা বলেন মোর জে ছিল কপালে ॥
 এত বলি ঘরে গেলা অঞ্জনা সুন্দরী ।
 বালীরে মেলানি করি আইলা কেশরী ॥

ফল মূল দিআ তারে কৈল পুরস্কার ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল পতি পূজা ব্যবহার ॥
 কেশরী বলেন রামা সত্য বল মোরে ।
 আজি কেন বিচলিত দেখএ তোমাতে ॥
 এতেক পতির বোল শুনিআ সুন্দরী ৫
 কহিছেন সত্য কথা শ্রুনে কেশরী ॥
 অঞ্জনা বলেন প্রভু শুন নিবেদন ।
 বলে মোরে ধরি রতি ভুঞ্জিল পবন ॥
 এতেক অঞ্জনা যদি বলিল পতিরে ।
 পূর্ব্বের মুনির কথা কেশরী সোড়রে ১০
 ভাবিয়া সে সব কথা হৈলা হরষিত ।
 উত্তর কাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

পবন জন্মাআ গেল বীর হনুমান ।
 হবা মাত্রে হনুমান পবন সমান ১৫
 অঞ্জনা বানরী গেলা আনিবারে ফল ।
 শূন্য ঘরে হনুমান কান্দিয়া বিকল ॥
 ক্ষুধাতে আকুল হৈঞা পড়ে ভূমিতলে ।
 রাঙ্গা বর্ণে স্তপন উদয় হেন কালে ॥
 ওড় পুষ্প সমান সূর্য্য উদয় করে ২০
 ফল জ্ঞানে হনুমান জান ধরিবারে ॥
 উঠিল পবন বেগে লঙ্কেক যোজন ।
 বসিল সূর্য্যের রথে পবন-নন্দন ॥
 হনুর বিক্রম দেখি সূর্য্য হৈলা সুখী ।
 অদর্শন হঞা সূর্য্য রথে হৈলা লুকি ২৫
 দেবগণ বলে হেন কোথায় না দেখি ।
 যৌবনে ইহার বল কার সনে লেখি ॥

(২৫৭)

(২৫৮)

গরুড় গমন জিনি পবনের গতি ।
 শিশুর বিক্রম দেখি চমকিত মতি ॥
 হনুমানে দেখি সূর্য্য উপজিল হাসি ।
 কৃপাবান্ হৈআ না কৈলা ভস্মরাশি ॥৫
 শীতল পবন বহে সূর্য্য কৃপা এড়ে ।
 তে কারণে সূর্য্যের আনলে নাহি পোড়ে
 সূর্য্য যদি সুকাইল হৈল অন্ধকার ।
 সূর্য্যকে ধরিতে হনু কৈল আগুসার ॥
 অমাবস্যা জায় রাহু সূর্য্য গিলিবারে ১০
 হনুমানে রথে দেখি রাহু ভাগে ডরে ॥
 দেখিআ সূর্য্যের রথে বীর হনুমান ।
 মনস্তাপে গেলা রাহু বাসবের স্থান ॥
 পালাইআ গেলা রাহু পাইআ তরাস ।
 ইন্দ্রে করেন রাহু বচন প্রকাশ ॥১৫
 চন্দ্র সূর্য্য ধরিতে আমার অধিকার ।
 আনে সূর্য্য ধরে মোরে করে তিরস্কার ॥
 দেবের বচন লড়ে অনৈ কিসে লাগি ।
 আমার বিষয় তুমি কারে কৈলে ভাগী ॥
 কুপিল দেবের রাজা রাহুর বচনে ১০
 অগোচরে বিষয় লইল কোন জনে ॥
 কৈলাস পর্ব্বত যেন ধবল আকার ।
 চারি দন্ত ধরে হস্তী গলে মদধার ॥
 ঐরাবতে চাপি ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে ।
 রাহু আগে করিআ চলিলা সূর্য্যপথে ॥২৫
 ইন্দ্রের গরবে রাহু চলিলা হরিষে ।
 সূর্য্য ছাড়ি হনুমান রাহু ধরিতে আইসে
 ইন্দ্র ইন্দ্র বলি রাহু পালায় তরাসে ।
 ভয় পাঞা ইন্দ্রের শরণ আমি পশে ॥

সিন্দুরে মণ্ডিত ঐরাবতের গণ্ডস্থল ।
 হনুমান বলে আমি পালা পাকা ফল ॥
 রাহু ছাড়ি ঐরাবতে খেদাড়িআ আইসে ।
 বজ্র তুলি ইন্দ্ররাজা মারিলেন রোষে ॥৫
 ছাওয়ালে করিল ইন্দ্র বজ্রের প্রহার ।
 পুত্র হেতু পবন করিল আগুসার ॥
 হনু ভাঙ্গি পক্ষিতে হইল অচেতন ।
 পুত্র কোলে করি তথা কান্দেন পবন ॥
 হেন পুত্র মরে মোর কিসের জীবন ১০
 আপনা ধরিআ সব রহায় পবন ॥
 ইন্দ্রে কোপ করিআ পবন সভা পিড়ে ।
 সংসারে সভার শরীরে বায়ু ছাড়ে ॥
 আগুবীর ছাড়িল সকল দেবগণে ।
 তবে বায়ু ছাড়িল সকল ত্রিভুবনে ॥১৫
 পবন ছাড়িল হৈল প্রলয় সংসার ।
 যুচিল সূর্য্যের গতি হৈল অন্ধকার ॥
 সংসারের লোকে যদি ছাড়িল পবন ।
 পবন ছাড়িতে সভে হৈলা অচেতন ॥
 কাষ্ঠবৎ হইল বাড়িতে নারে হাড় ১০
 সভাকার হস্তপদ হইল অসাড় ॥
 ব্রহ্মার না চলে হংস মহেশের বৃষ ।
 কুবের নরবাহন যমের মহিষ ॥
 না চলে ইন্দ্রের গজ বক্র মকর ।
 না চলে ইন্দ্রের রথ আর দিবাকর ॥২৫
 বিনি বানে নাহি চলে দেবতা সকল ।
 জেই বথা সেই তথা হইল অচল ॥
 পড়িতে সভে গেলা ব্রহ্মা পাশে ।
 সভে বলে এ প্রভু সৃষ্টির বিনাশে ॥

সভার শরীরে ছাড়ে বায়ুর সঞ্চার ।
 স্বর্গ ছাড়ি পবন করিল অনাচার ॥
 ব্রহ্মা বলে দেবগণ আছে এ কারণ ।
 পবনের পুত্রে ইন্দ্র কৈল অচেতন ॥
 রাহুর বচনে ইন্দ্র তার পুত্রে মারি ।
 সৃষ্টি নাশ হৈলে আমি কি করিতে পারি
 আপনা রাখিতে সতে হও সাবধান ।
 পবন-পুত্রের গিআ দেহ জীয়মান ॥
 ব্রহ্মা আদি করিআ যতেক দেবগণে ।
 নৈরাশ্র কুবের যম নড়িলা বরণে ॥১০
 সব দেবে নিঞা ব্রহ্মা করিলা গমন ।
 পুত্র কোলে করি যথা কান্দেন পবন ॥
 অলোকা পর্বতে বসি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে ।
 ব্রহ্মাকে দেখিআ কৈল প্রণাম সানন্দে ॥
 অবনী নোটাঞা বীর করে নমস্কার ॥১৫
 হনুমানে দেখি ব্রহ্মা করে হাহাকার ॥
 ব্রহ্মা বলে এক হনু শুনহ পঞ্চাশ ।
 তোমার কোপেতে হএ সংসার বিনাশ ॥
 এত বলি হাত দিল হনুমানের দেহে ।
 সব শ্রম পাসরিলা মাথা তুলি চাহে ॥২০
 মৃত সৈন্ত জীয়ে যেন মেঘ বরিষণে ।
 অচেতন হনুমান জীএ ততক্ষণে ॥
 বিধাতার বাক্যে তবে সঞ্চরে পবন ।
 সৃষ্টিরক্ষা পালা সব পাইল চেতন ॥
 পবন হইতে তিন লোক প্রতিকার ॥২৫
 ইন্দ্ররাজে বিধাতা করিল তিরস্কার ॥
 বালকেরে কর তুমি বজ্রের প্রহার ।
 তোমারে বুঝিতে কেহো নাহিক আর ॥

দেব কার্য্য করিবেক জান মনে মনে ।
 জানহ শুনহ তমু নাহিক সঙ্করণে ॥
 সব দেবগণে হনুমানে দেহ বর ।
 বর দিআ তোষ সতে পবন কোণ্ডর ॥
 ব্রহ্মার বচন কেহো না করিল আন ॥৫
 সর্বদেবে হনুমানে দিলা বর দান ॥
 ইন্দ্র অগ্নি যম জে কুবের মহেশ্বর ।
 ব্রহ্মার বচনে হনুমানে দিল বর ॥
 ইন্দ্র বলে মোর বজ্রে হইলে সংশয় ।
 আজি হৈতে তোর বজ্রে নাহি ভয় ॥১০
 বাম হনু ভাঞ্জে মোর বজ্রের প্রহারে ।
 হনুমান নাম হৈল বিদিত সংসারে ॥
 কাঞ্চনের পদ্মমালা ছল্লভ সংসারে ।
 হেন মালা দিল ইন্দ্র হনুমান শিরে ॥
 দিনমণি দিল বর অংগুর কিরণ ॥১৫
 শাস্ত্র জ্ঞান দিল তারে পড়িতে তখন ॥
 বরুণ বলেন মোর জলে অধিকার ।
 তরিবে যোজন শত সাগর পাথার ॥
 আবর্ত সংবর্ত মেঘ দ্রোণ জে পুষ্কর ।
 বড় বরিসনে তোর নাহি হব ডর ॥২০
 মোর নাগপাশে নাহি কাহার এড়ান ।
 হেন নাগপাশে তুমি পাবে পরিদ্রাণ ॥
 যম বলে মোর ঠাঞি সভার বিনাশ ।
 কোন ব্যাধি জাইতে নারিব তোর পাশ ॥
 যমদণ্ড অস্ত্রে আমি সভাকে সংহারি ॥২৫
 হেন দণ্ডে তোমার নাহিক ভয় করি ॥
 কুবের বলেন মোর গদার প্রহার ।
 হেন গদা তোমাকে করিব প্রতীকার ॥

(২৬১)

(২৬২)

জত বল করিবে নহিবে অবসাদ ।
 তোমা লইআ কোন কালে নহিব প্রমাদ ॥
 অগ্নি বলে আমি হনুমানে দিল বর ।
 মোর অগ্নিশিখাতে তোমার নাহি ডর ॥
 উদ্ভব অনল আর বড়বা অনল ।
 এসব আগুনে তোরে না করিব বল ॥
 হনুমানে বর দিলা দেবতা নৈশ্চর্য্যত ।
 যক্ষ রক্ষ দানবে তোমার নাহি ভীত ॥
 শীত বাত পিন্তেতে তোমার নাহি ভয় ।
 সিদ্ধ কলেবর তুমি সর্ব্ব ঠাঞি জয় ॥১০
 হনুমানে দিলা বর চন্দ্র যে শেখর ।
 মোর মায়া অস্ত্রেতে তোমার নাহি ডর ॥
 বড়ক্ষর মস্ত্র দিল মারুতিরে কানে ।
 সেই মস্ত্রে হনুমান মহাজ্ঞান জানে ॥
 হনুমানে বর দিলা দেব নারায়ণ ।
 সংসার জিনিবে তুমি করি মহারণ ॥
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ঈশ্বর ।
 মোর অস্ত্রে তোমারে কখন নাহি ডর ॥
 বিশ্বকর্মা বলে অস্ত্র আমার নিশ্চারণ ।
 দেবগণ ধরে তাহা অতি খরসান ॥২০
 সংগ্রামে পশিলে সেই অস্ত্রে নাহি ভয় ।
 মোর বরে হবে তুমি সর্ব্বত্র বিজয় ॥
 ব্রহ্মা বলে হনুমানে আমি দিল বর ।
 মোর বরে হনুমান অজয় অমর ॥
 হনুমানে বর দিলা চন্দ্রকলাধর ।
 হইবে আমার বরে পরম সুন্দর ॥
 হনুমানে বর দিল দেবতা পবন ।
 আমা হৈতে হব তোমার দ্রবিত গমন ॥

পবন বলেন শুন বীর হনুমান ।
 মোর বরে হব তোর সর্ব্বত্র কল্যাণ ॥
 করিবে রামের সেবা সর্ব্বঠাঞি জয় ।
 রামের শত্রুকে তুমি করিহ সংশয় ॥
 ব্রহ্মা বলে পবন করহ অবধান ।
 সংসারে দুর্জয় হব বীর হনুমান ॥
 জাহাকে রুষিবে বীর তার হব ক্ষয় ॥
 জার হঞা জুঝিবেক অবশ্য তার জয় ।
 হনুমানে বর দিল সব দেবগণ ॥
 হনুমান হৈতে মরে সবংশে রাবণ ॥১০
 জত২ বীর আছে সংসারের সার ।
 হনুমান সমবীর কেহো নাহি আর ॥
 বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজস্থান ।
 লড়িল পবন কোলে করি হনুমান ॥
 রাবণের বংশ নামে রামের সম্মান ।
 কহিলেন অগস্ত্য হনুমানের বাথান ॥
 হেন মতে হনুমান পালা বরদান ।
 সভাথণ্ডে স্থনে হনুমানের বাথান ॥
 উত্তরকাণ্ডের গীত স্থনিতে মনোহর ।
 কৃতিবাসে গান হনুমানে পালা বর ॥২০
 পুত্র কোলে বায়ু গেলা কেশরীর ঘর ।
 অঞ্জনাকে কহিলেন সকল উত্তর ॥
 নদ নদীর জল যেন শিশায় সাগরে ।
 দিনে দিনে হনুমান বাড়ে দেববরে ॥
 খেলিবারে জায় হনু সেই তপোধনে ।
 তপস্বীকে গেলা ঘরে নাহি মনিগণে ॥

মুনির প্রসাদে আছে নানা ফল ফল ।
 সরোবর দেখিল তাহে নিশ্চল জল ॥
 কমল উৎপল আছে সেই সরোবরে ।
 নানা ফল মধু পান করয়ে ভ্রমরে ॥
 শুকপক্ষী ডাকে ঘন কুহরে কোকিল ॥৫
 নানা রত্নে সরোবর ঘাট বান্ধি তুল ॥
 অশোক কিংশুক ফুটে চাঁপা নাগেশ্বর ।
 ষড়ঋতু বৈসে তথা গন্ধে মনোহর ॥
 আম্র গুয়া নারিকেল অনেক কাঁঠাল ।
 ছোলঙ্গ নারঙ্গ আর আছে নানা তাল ॥১০
 জাতিফল দাড়িম্ব কমলা কামরাসা ।
 শতমুখী শতমূলী আতাই তৈলঙ্গা ॥
 সরোবরে নামিয়া করিল মান দান ।
 আপন ইচ্ছাতে ফল খায় হনুমান ॥
 শূন্য বনখান নাহি মানুষের মেলা ॥১৫
 আপনার মনে খায় যত চাঁপা কলা ॥
 খাইছে মুনির ফল না করে বিচার ।
 ডাল ভাঙ্গে ফল খাঞা কৈল ছারখার ॥
 নেউটিয়া ঘরে গেল হৈল সন্ধ্যা কাল ।
 মাগের ঠাঞি জায় বীর হইয়া ছাওয়াল ॥২০
 মাগের চরণে গিয়া নোঙাঞিল মাথা ।
 অঞ্জনা বলেন বাছা আজি ছিলে কোথা ॥
 জবেকে কেশরী আইল বেলা অবসানে ।
 পিতা পুত্র দুই জনে করিলা ভোজনে ॥
 স্নেহে শোএ হনুমান জননীর কোলে ॥২৫
 নিদ্রা ছাড়ি শুরু বঙ্গ পরে বিহান বেলে ॥
 প্রভাতে কেশরী গেলা বালী সম্ভাষণে ।
 হনুমান গেলা পুন সেই তপোবনে ॥

অঞ্জনা বানরী গেলা ফল আনিবারে ।
 ফল এড়ি চাহে হনুমান নাহি ঘরে ॥
 কান্ধনা বানরীকে অঞ্জনা বাঁধা পুছে ।
 তুমি যদি আছ হনুমান কোথা গেছে ।
 দেখিল ২ আমি তোমার নন্দনে ॥৫
 কুমুদের সংহতি গেলেন তপোবনে ॥
 তপোবনে গেলা বীর মাতুলের সনে ।
 নানা ফল খাইআ বলেন তপোবনে ॥
 বরের প্রভাবে সেই কারে নাহি গণে ।
 নানা ফল খাঞা বলে কুমুদের সনে ॥১০
 মৌলিসিত এক পুত্র চন্দ্রমৌলিমুনি ।
 তপের প্রভাবে মুনি জলন্ত আগুনি ॥
 কোপ দৃষ্টে চাহিআ দেখিল হনুমান ।
 মনে চিন্তে মুনি দেবে দিল বরদান ॥
 ক্রোধযুতে মুনির দহিছে কলেবর ॥১৫
 শাপ দিব ইহারে দেবের পালা বর ॥
 সঙ্কলিতে নারে মুনি হৃদয়ের তাপ ।
 কোপে হনুমানে মুনি দিলা অভিষাপ ॥
 আপনার বল তুমি পামর বানর ।
 সংগ্রাম করিবে হঞা পরের কুর্পর ॥২০
 আর হনুমান জবে জায় তপোবনে ।
 ডরে ফল নাহি খায় শাপের কারণে ॥
 মুনি শাপ দিল তাহা শুনিল কেশরী ।
 হনুমানে নিষেধিল অঞ্জনা বানরী ॥
 দিনে দিনে হনুমান বাড়ে দেববরে ॥২৫
 তপোবনে নাহি জায় সদাই থাকে ঘরে ॥
 বালীর ভ্রাতা স্নেহী ব গেলা কেশরীর ঘর
 স্নেহী ব দেখিআ বড় হরিস বানর ॥

(২৬৫)

(২৬৬)

পাদ্য অর্ঘ্য দিলেন ঘরের ব্যবহার ।
 স্মৃগীবের চরণে করিলা নমস্কার ॥
 অঞ্জনা রন্ধন কৈল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 চারি বীর মহাসুখে করিল ভোজন ॥
 কেশরীকে কহেন স্মৃগীব অধিপতি ।
 বালীর ডরে কোথাহ নাহিক অব্যাহতি ॥
 স্মৃগীবে বোধিয়া বলে বানর কেশরী ।
 কিঙ্কিন্যা নিকটে ঋষ্যমুখ নামে গিরি ॥
 মুনির শাপেতে বালী তথা জাত্যে নারে ।
 পর্বতে প্রবেশ কৈলে বালী রাজা মরে ॥১০
 নীলগিরি পরে আছে পুরী ভোগবতী ।
 অগ্নির তনয় রাজা নীল সেনাপতি ॥
 স্মৃগীবের বার্তা পাঞা আলায় শীঘ্রগতি ।
 চারি বীর জড় হৈল স্মৃগীব সংহতি ॥
 হনুমানে পাঠাঞা আনিল জাম্ববান ।
 পঞ্চজনে গেলা ঋষ্যমুখ সন্নিধান ॥
 রহিলা আপন ঘরে বানর কেশরী ।
 পঞ্চজনে স্মৃগীব রহিল সেই গিরি ॥
 স্মৃগীবের হনুমান হইল দোসর ।
 বালীকে বলের তেজে নাহি করে ডর ॥২
 সূর্য্য গুরু করিআ পড়েন হনুমান ।
 উদয়গিরি অন্তগিরি পদ দুইখান ॥
 অগস্ত্য কহিলা হনুমানের বাখান ।
 কুন্তিবাস গাইল পোথার নিষ্ঠাণ ॥

সদাই থাকে হনুমান স্মৃগীবের স্থানে ।
 নিতি জান কেশরী বালীর সন্তাষণে ॥

সূর্য্য বলে হনুমান জাহ স্মৃগীবের স্থান ।
 তোমা হৈতে স্মৃগীব পাইবে রাজ্যদান ॥
 ঋষ্যমুখ পর্বতে স্মৃগীব রাজা বৈসে ।
 সীমান্তের লোক আইসে স্মৃগীব সন্তাষে ॥
 স্মৃগীবে মেলানি করি গেলা হনুমান ।
 ঘরে গেলা কেশরী দিবস অবসান ॥
 পিতা পুত্রে হুজনে করিলা অন্ন পান ।
 তিন জন ঘরে বৈসে করিআ দেয়ান ॥
 প্রভাতে গেলেন হনু ঋষ্যমুখ গিরি ।
 বালী সন্তাষণে গেলা বানর কেশরী ॥১০
 বসিলা কেশরী তারে বালী বার্তা পুছে ।
 কহিবে স্বরূপ হে স্মৃগীব কোথা আছে ॥
 বালী সন্তোষিতা সে কেশরী কহে সুখে ।
 পঞ্চজন স্মৃগীব আইলা ঋষ্যমুখে ॥
 বালী বলে কেবা কেবা স্মৃগীবের স্থানে ।
 নীল সে কুমুদ জাম্ববান হনুমানে ॥
 কেশরীর বোলে বালী কোপানলে অলে ।
 রাজ্য দুই আঁখি করি চাহেন পাকলে ॥
 তুমি কেন মোর ঠাঞি তোমার পুত্র তথা ।
 তোমাদের উপায়ে স্মৃগীব আলায় এথা ॥২০
 বালীর বচন শুনি বলেন কেশরী ।
 তুমি রাজ্য করিছ স্মৃগীব দেশান্তরি ॥
 তোমার তরাসে সেই বলে দেশান্তর ।
 মোর ভাগ্যে স্মৃগীব আইলা মোর ঘর ॥
 তোমরা দুই ভাই রাজা দেবতা কুমার ।
 স্মৃগীব তোমার তরে কিরএ সংসার ॥
 পাত্র হঞা তোমাকে বুঝাই সবিশেষ ।
 স্মৃগীবেরে খানিক ছাড়িগা দেহ দেশ ॥

(২৬৭)

(২৬৮)

তুমি রাজ্যে রাজা স্ত্রী ব দেশান্তরি ।
 সে হেতু স্ত্রীব আলা ঋষামুখ গিরি ॥
 কেশরীর বোল শুনি বলেন সুষেণে ।
 জীয়েন্তে পিরীত নাহি ভাই ছইজনে ॥
 বালীকে মেলানি করি চলিলা কেশরী ।
 আঁখির নিমিষে গেলা আপনার পুরী ॥
 ভৃঙ্গারের জলে ধোয়ে ছুথানি চরণ ।
 অঞ্জনা বলেন কেন এত বিলম্বন ॥
 স্ত্রীব লইয়া গেল হনুমান বীরে ।
 তার লাগি অনেক গঞ্জিল বালী মোরে ॥১০
 অঞ্জনা বলেন স্নান বানরের রাজ ।
 বালী ঠাঞি বাইআ সাধিলে কোন কাজ ॥
 দেবতার বরে পুত্র হইল হনুমান ।
 ঘরে থাক দৌহে না জাইহ কার স্থান ॥
 তোমার উপরে কার নাহি অধিকার ।
 স্ত্রীব হইলে রাজা পাবে উপকার ॥
 স্ত্রীব মেলানি করি আলা হনুমান ॥
 ঘরেতে আইলা জবে বেলা অবসান ॥
 নানাবিধ পক্কান্ন দিলেন ফুলফল ।
 সকল খাইআ বীর হৈল স্ত্রীতল ॥২০
 প্রভাতে চলিলা বীর স্ত্রীব সম্ভাষে ।
 ঋষামুখে গেলা হনু চক্ষুর নিমিষে ॥
 বসিলা স্ত্রীব রাজা করিআ দেয়ানে ।
 রাজা সম্বোধিআ বলে বীর জাম্বুবানে ॥
 মধুবনে প্রভাতে চলিলা হনুমান ।
 নিতি নিতি রাজাকে জোগায়ে মধুপান ॥
 নীল মহাবীর সে কুমুদ আর নল ।
 তপোবনে প্রবেশিয়া লয় নানা ফল ॥

পঞ্চ পাত্রে ঋষামুখে স্ত্রীব হৈল রাজা ।
 স্ত্রীবেরে সেবা করে দেশে জত প্রজা ॥
 পম্পানদীর কূলে জত বৈসে প্রজাগণ ।
 নিতি নিতি রাজাকে জোগায় নানাধন ॥
 নানাধন দেন আশ্র দাড়িষ কাঁঠাল ।
 শুবাক নারিকেল টা বা আর পাকাতাল ॥
 নানাবস্ত দিয়া তারে করে পুরস্কার ।
 ফল মূলে স্ত্রীবের ভরিল ভাণ্ডার ॥
 নিতি নিতি হনুমান যায় মধুবন ।
 মধুর রক্ষক সনে হৈল দরশন ॥১০
 দশ সহস্র বানরে বেড়িল হনুমান ।
 দধিমুখ বাকি আনে স্ত্রীবের স্থানে ॥
 দধিমুখ স্ত্রীবেরে নোড়াইল মাথা ।
 জোড়হাতে কহে মধুবনের বারতা ॥
 জবে বীর হনুমান মধুবনে জায় ।
 এথা কিছু নাহি আনে তথা সব খায় ॥
 মধুবন ভাঙ্গে কার নী মানে দোহাই ।
 হাতে গলে বাকিয়া আনিল তোমা ঠাই ॥
 তথা মধুপান করে আপনার স্ত্রীতে ।
 কিছু মাত্র নিআ আশ্র তোমার সম্মুখে ॥২০
 স্ত্রীব বলেন মানা জাহ মধুবনে ।
 দিআ পাঠাইহ মধু জে বলে জেমনে ॥
 দধিমুখ তেন গেলা কিক্কিয়া নগরী ।
 জাইআ বালীর ঠাই করিল গোহারি ॥
 মধুবন ভাঙ্গি বুলে বীর হনুমান ।
 মোরে বাকি নিঞা গেল স্ত্রীবের স্থান ॥
 বালী বলে জখন আইসে মধুবন ।
 আমাকে বারতা তুমি দিবে ততক্ষণ ॥

(২৬৯)

(২৭০)

পুনরপি দধিমুখ গেলা মধুবন ।
ঘরে গেলা বালী রাজা বিরম বদন ॥
নানা কেলি করে বালী তারা দেবী সনে ।
ঋষ্যমুখে স্ত্রীগ্রীব আছেন পঞ্চজনে ॥
পর্কতের নিকটে বালীর কলাবন ।
বুলা চালা গেলা তথা পবন-নন্দন ॥
সুন্দর সুপক দেখে অনেক কদলা ।
সেই বনে প্রবেশে বানর মহাবলী ॥
গুবাক নারিকেল নিল আর কড়াকান্দি ।
সহশ্রেক কান্দি কলা নিলা ভার বান্দি ॥১০
ভাল ভাল নিল কলা দেখি বাছের বাছু ।
কলা নিঞা নদীতে ভাসাঞা দিল গাছু ॥
গুবাক নারিকেল নিল আর পাকাপান ।
কান্কে ভার করিঞা লড়িলা হনুমান ॥
ধীরে ধীরে জায় বীর কান্কে কলাভার ।
ধাইআ বানর ভারে ধরিল তাহার ॥
তাহা দেখি হনুমান কোপানলে অলে ।
রাঙ্গা আঁখি করি বীর চৌদিগ নেহালে ॥
পবন-নন্দন আমি নাম হনুমান ।
আমা সনে দ্বন্দ্ব কর হারাবে পরাণ ॥২০
তারা বলে জানি তোরে না কর চাতুরী ।
তোর বাপে ভাল জানি বানর কেশরী ॥
তার বেটা হঞা লজ্ব রাজার শাসন ।
তোর দোষে হব তোর বাপের মরণ ॥
হনুমান বলে কি করিতে পারে বালী ।
হাতে গলে বান্দি তাকে নিব কঁাকতালি ॥
সকল বানর বলে ছাড় তুমি তারে ।
তারে বান্দি নিল বীর কান্কে কলাভারে ॥

কদলী এড়িল নিআ স্ত্রীগ্রীবের পাশে ।
হনুमानে দেখিআ স্ত্রীগ্রীব রাজা হাসে ॥
রাজার সম্মুখে হনু ছাড়্যা দিল তারে ।
স্ত্রীগ্রীবেরে প্রণাম সেই করিল তিন বারে ॥
রাজা বলে তপ কৈল মুনি পঞ্চ জন ।
আমাকে দিলেন তারা কদলীর বন ॥
আমারে বন দিআ তারা গেলা স্বর্গদ্বার ।
কদলীতে নাহিক বালীর অধিকার ॥
তার বলে বিবাদে ছাড়িল আমি দেশ ।
তে কারণে বালী নিল কহিল বিশেষ ॥১০
ভাল হৈল আহলে দেশের সন্নিধান ।
আমি আনি দিব না পাঠাবে হনুমান ॥
তানার বচনে হৈল স্ত্রীগ্রীবের হাস ।
বিদায় হইআ পুন গেলা বালী পাশ ॥
কহিল বালীর আগে জত অপমান ।
সদাই কদলাবন ভাঙ্গে হনুমান ॥
মধুবন ভাঙ্গে আর সুরস কদলী ।
অপরাধ মানিআ কোপিল রাজা বালী ॥
কেশরী পনস বটে হোসহ ভাই ।
তাহা দিগে ধরিআ আনহ মোর ঠাই ॥২০
আমার বৈমাত্রেয় ভাই তুমি শতবলী ।
গৌরবে না আশ্রয়ে যদি ধরি আন চুলি ॥
সুনি শতবলী গেলা কাঞ্চনগিরি ।
ছুই ভাই পাশা খেলে পনস কেশরী ॥
ছুআরি ভিতরে গিআ করিল গোচরে ।
আইল বালীর পাত্র তোমার ছুয়ারে ॥
বারি হঞা ছুই ভাই দেখিল শতবলী ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিআ তারে কৈলা কোলাকুলি ॥

(২৭১)

(২৭২)

নানা ফল মূল দিআ কৈল পুরস্কার ।
 জিজ্ঞাসিল কি কারণে কৈলা আশুদার ॥
 শতবলী বলে কাজ না জান বিশেষ ॥
 তোমাকে ধরিয়া নিভে রাজার আদেশ ॥
 জে বোল বলিলা রাজা বলিতে না পারি ।
 আপন গৌরবে চল পনস কেশরী ॥
 কেশরী বলেন কাজ বুঝিলাও মনে ।
 মোরা দৌহে জাব কালি প্রত্যাঘ বিহানে
 শতবলী বলে তোরে রাজার দোহাই ।
 অবশ্য বিহনে কালি জাবে বালী ঠাই ॥১০
 এতবলি শতবলী জায় বালী স্থানে ।
 আসিবেন কালি তারা প্রত্যাঘ বিহানে ॥
 কহিলা সকল কথা বালীর সকাশে ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যাঘ বিহান ॥১৫
 সূগ্রীবে মেলানি করি আলা হনুমান ॥
 আসি বাপ মায়ে বীর নত কৈল মাথা ।
 হনুমানে কেশরী বালীর কহে কথা ॥
 আমার রাজত্ব সব বালীর প্রসাদে ।
 হেন বালী সনে কেন করহ বিবাদে ॥২০
 বালী দূত পাঠাই আমা দৌহা নিতে ।
 কালি না গেলাও আজি রহিব কেমতে ॥
 হনুমান বলে দৌহে না থাকিও ঘরে ।
 ঋষ্যমুখে থাক বালী কি করিতে পারে ॥
 হনুমান আগে পাছু পনস কেশরী ॥২৫
 সূগ্রীবের স্থানে গেলা ঋষ্যমুখ গিরি ॥

বালীর বিরোধে মোরা আই তোমার স্থান ।
 নানা ভোগ দিআ তার বাড়িলা সম্মান ॥
 তপবলে বালী রাজা জিনে ব্রহ্মজ্ঞানে ।
 পনস কেশরী রহে সূগ্রীবের স্থানে ॥
 বড় বড় বীর গিয়া সূগ্রীবেরে মেলে ।
 হিয়ার পোড়নে বালী টুটা আস্ত্রে বলে ॥
 জবে তবে মাএ ঠাই জান হনুমান ।
 খাঞা দাঞা আস্ত্রে পুন সূগ্রীবের স্থান ॥
 ঋষ্যমুখে সূগ্রীব কিস্কিন্দ্যাপুরে বালী ।
 নিত্য নিত্য দুই ভাই করেন কোন্দলি ॥
 কখন কখন গিয়া হারের ঘণ্টা লাড়ে ।
 পাইআ বালীর শব্দ ধাঞা জান রড়ে ॥
 একদিন বায়ু গেল কাঞ্চন-নগরী ।
 একেলা আওআসে অঞ্জনা বানরী ॥
 অঞ্জনার পাশে গেলা দেবতা পবন ।
 পাণ্ড অৰ্ঘ্য দিলা রামা বসিতে আসন ॥
 সুবর্ণের খাটেতে পাটের পাতি গুলি ।
 অঞ্জনা লইআ তাহে কৈলা নানা কেলি ॥
 অঞ্জনার সনে কেলি করিয়া পবন ।
 প্রভাতে গেলেন বীর আপন সদন ॥
 অঞ্জনার তথা বায়ু যান নিতি নিতি ।
 দুজনে কৌতুকে ভুঞ্জন সুখরাতি ॥
 অঞ্জনার বার্তা চর কহিল রাবণে ।
 রথে চড়ি চলিলা অঞ্জনা সম্ভাষণে ॥
 উত্তরিল দশানন কাঞ্চনগিরি ।
 কেবল অঞ্জনা ঘরে আছে একেশ্বরী ॥
 বাহিরে এড়িআ রথ পবনের বেশে ॥৫
 কেশরীর অন্তপুরে করিলা প্রবেশে ॥৬

(২৭৩)

(৩৭৪)

ঘরে আনি অঞ্জনা এড়িল নানা ফলে ।
 এখনি পবন অসিবেন সন্ধ্যাকালে ॥
 স্নান করি অঞ্জনা করেন দেবার্চন ।
 পবনের বেশ ধরি আইলা রাবণ ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন । ৫
 নানা ফল দিল তারে করিতে ভক্ষণ ॥
 কাম জালে রাবণের দহিছে শরীর ।
 আলিঙ্গন দিয়া অঙ্গে প্রাণ কর স্থির ॥
 আলিঙ্গন দান দিরা রাখহ জীবন । ১০
 সুস্থ হঞা ফল মূল করিব ভক্ষণ ॥
 রাবণের বোল শুনি অঞ্জনা বিস্ময় ।
 কোনজন বট তুমি দেহ পরিচয় ॥
 রাবণ বলেন আমি পৌলস্ত্যের নাতি ।
 মোর নাম রাবণ লঙ্কার অধিপতি ॥ ১৫
 আমার বনিতা আছে মন্দোদরী রাণী ।
 তাপরে তোমারে করিব ঠাকুরাণী ॥
 আমারে ভজিয়া কজ্জা ভুঞ্জ নানা সুখ ।
 বানরের সনে থাকি পাও নানা ভুংখ ॥
 সর্কাদ্ধে তুলিআ দিব রাজ-অলঙ্কার । ২০
 তোর রূপ দেখি প্রাণ ব্যাকুল আমার ॥
 চতুর্দশ ভুবনের আমি অধিকারী ।
 কি করিতে পারে তোর বানর কেশরী ।
 নিজ মুর্তি ধরি দেখা দিল লঙ্কেশ্বর ।
 দশানন দেখিআ অঞ্জনা পাল্য ডর ॥ ২৫
 দশমুণ্ড কুড়ি বাহু বিকৃত বদন ।
 রথের উপর গিয়া চড়ে দশানন ॥
 ঘরে থাকি অঞ্জনা করেন দেবার্চন ।
 স্বপ্ন করেন হনুকে মনেতে পবন ॥

পাপিষ্ঠ রাবণ আসি করে অপমান ।
 আশ্র ঝাট পবন কেশরী হনুমান ॥
 হনুমান বলে বুকি বল জাম্বুবান ।
 রাবণ আমার মায়ে করে অপমান ॥
 মন্ত্রী বলে পিতাপুত্রে করহ গমন । ৫
 তোর মায়ে আগুনিআ আছে দশানন ॥
 সুগ্রীব বলেন তুমি চল শীঘ্রগতি ।
 তিন বীর দিল হনুমানের সংহতি ॥
 কুম্ভ কেশরী নীল বীর হনুমান ।
 আপনি লাড়িয়া শেষে মন্ত্রী জাম্বুবান ॥ ১০
 সব বীরগণ পাছু আগুতে কেশরী ।
 আঁথির নিমিষে গেলা কাঞ্চনের গিরি ॥
 সব বীর জড় হঞা ছাড়ে সিংহনাদ ।
 আগলে রাবণ পড়ি গণয়ে প্রমাদ ॥
 ত্রাস পাঞা দশানন সারথিকে ডাকে । ১৫
 হেনকালে পাঁচবীর দেখিল সম্মুখে ॥
 হারাইল চেতন রাবণ সশঙ্কিত ।
 সারথি লইয়া রথ জোগায় ত্বরিত ॥
 চালাইয়া দিল রথ পবন গমন ।
 পালায় রাবণ রাজা হারাগ্রা চেতন ॥ ২০
 হাতে গাছ করি ধায় পাঁচ সেনাপতি ।
 রাবণ বলেন শীঘ্র পালায় সারথি ॥
 পালায় রাবণ রাজা গেলা লঙ্কাপুরী ।
 বানর লইয়া কিরি আইল কেশরী ॥
 লঙ্কাতে রাবণ গেল বেলা অবসানে । ২৫
 রাবণে অধিক বলি বীর হনুমানে ॥
 অঞ্জনা বলেন আন্য পবনের বেশে ।
 অকস্মাৎ অন্তঃপুরে করিল প্রবেশে ॥

(২৭৫)

(২৭৬)

পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসন ।
 পবন বলিআ আমি কৈল আরাধন ॥
 করিবারে চাহে বল কটু বোল বোলে ।
 হনুমান তুনি নাই ঘরে পড়ে ছলে ॥
 বালীর সঙ্কোচে ঘরে নাহি থাকি রাতি ।
 বাপ ঘরে থাক গিআ মারের সংহতি ॥
 পতিব্রতা ধর্ম মোর কভু নহে আন ।
 দেবতার বয়ে পুত্র হৈল হনুমান ॥
 সুগ্রীবের সেবা করি লজ্জি রাজা বালী ।
 কেহো কাহো নাহি জিনে দৌহে মহাবলী ১০
 হনুমান বলে মাতা বসি থাক ঘরে ।
 আসিআ শতেক বালী কি করিতে পারে ॥
 ঘরে থাক বাপ তুমি বানর কেশরী ।
 শত বালী আসি কিছু করিতে না পারি ॥
 বাপ মায়ে ঘরে এড়ি জান হনুমান ।
 সকল বানরে গেলা সুগ্রীবের স্থান ॥
 রাজা বলে বার্তা কহ পবন নন্দন ।
 তোমার ঠাই কোন মতে এড়াল্য রাবণ ॥
 হনুমান বলে তারে আগুলি আওআসে ।
 পালাইল দশানন পাইআ হতাশে ১২০
 পাইলে মারিতু তারে বজ্রের মুটকি ।
 উঠিত বদনে রক্ত বিষুকি বিষুকি ॥
 রথে চড়ি পলাইল রাজা দশানন ।
 আইলাও বাপের ঘরে রাখি অপেক্ষণ ॥
 জদি বালী কোপে জার কাঞ্চনের গিরি ।
 আমরা চাপিব গিআ কিঙ্কিণ্য নগরী ॥
 সুগ্রীব বলেন সন্ধ্যা ছাড়িলেন বালী ।
 রাত্রি দিনে ঘরে থাকি করে নানা কেলি ॥

তোমার প্রসাদে পাব কিঙ্কিণ্যনগরী ।
 কুমাকে পাইব আমি আপন সুন্দরী ॥
 রাজানারী শোকে রাজা ছাড়ন্তি নিখাস
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
 শ্রীরাম বলেন কথা স্থান মনোহর ।
 বালী সুগ্রীবের জন্ম কহ মুনিবর ॥
 বালী ছাড়ি হনুমানে সুগ্রীব সংহতি ।
 মুনি বলে ব্রহ্মা হৈতে সভার উৎপত্তি ॥
 বালী রাজা সুগ্রীব বানর অধিপতি ।
 অবধান হৈয়া কথা শুন রঘুপতি ১০
 রাবণের ডেরেতে ব্যথিত দেবগণ ।
 ক্ষীরোদের কূলে গেল তোমার সদন ॥
 নাগাসনে নিদ্রা জান সঙ্গে মহামায়া ।
 ব্রহ্মার বচন স্থনি উপজিল দয়া ॥
 তেজিল ক্ষীরোদ স্থখ দেবতার তুখে ১৫
 জন্ম নিঞা দূর কৈল সভাকার শোকে ॥
 রাম শব্দ জেই জন করিবে স্মরণ ।
 অশেষ পাপেতে মুক্ত হয় সেই জন ॥
 বেশ নাস্তি রূপ নাস্তি নাহি স্থখ শূন্য ।
 ত্রিভুবনে সকল তোমার পাপা পুণ্য ২০
 জল মধ্যে দেখি যেন চন্দ্র সূর্য্য ছায়া ।
 তেমনি তোমার তনু ত্রিভুবন মায়া ॥
 জন্ম মৃত্যু নাহি প্রভু নির্লেপ শরীর ।
 জগতের নাথ তুমি, তুমি মহাবীর ॥
 দশরথ ভাগ্যবলে কৌশল্যা যুবতী ২৫
 তোমা পরশিয়া ধন্ত হৈল বসুমতী ॥

(২৭৭)

(২৭৮)

মায়া বণ করিবারে গেলা লক্ষ্মীপুরী ।
 উদ্ধারিলা জয় বিজয় বৈকুণ্ঠবাসী ॥
 ব্রত উপবাসে মোরা কৈলা আরাধন ।
 সেই ফলে দেখি প্রভু তোমার চরণ ॥
 অনাদি অনন্ত তুমি কি বর্ণিতে জানে ।
 স্থূল রূপ হৈলে বিশেষ ভক্তগণে ॥
 ধর্ম অংশ পালনে তোমার অবতার ।
 ব্রহ্মা হর না জানিঞা মাগে পরিহার ॥
 অগন্ত্যে করিল রামচন্দ্রের স্তবন ।
 এত শুনি সভা খণ্ডে চমকিত মন ॥১০
 কি দেখিল কি শুনিল একোই না জানি ।
 পুলকে পূর্ণিত হয় দিল জয়ধ্বনি ॥
 চমৎকার মানিয়া কীরাম পানে চাহি ।
 বালী স্ত্রীদিগের কথা মুনিবর কহি ॥
 দুর্জয় রাবণ রাজা বিক্রমে বিশাল ।
 দেবগণে জিনিয়া লইল ঠাকুরাল ॥
 ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল অভয় অমর ।
 মরিবারে থুইল পথ নহুয়া বানর ॥
 দশরথের ঘরে হৈল রাম অবতার ।
 ছোট বড় কপি হৈল দেবের কুমার ॥২০
 দেবগণে নিঞা ব্রহ্মা করে অনুমানে ।
 মনে মনে চিন্তে ব্রহ্মা করিআ ধ্যান ॥
 ব্রহ্মার চক্রে কোনে উপায়ে পিচুড়ি ।
 অমৃত অঙ্গুল করি ভূমিতে আছাড়ি ॥
 কোন জাতি জন্মিল বিধাতা কৈল দৃষ্ট ।
 হুন্দরী বানরী হৈল দেবে কৈল সৃষ্ট ॥
 হইল ব্রহ্মার কন্যা সতী পতিব্রতা ।
 অচেতন কন্যা দেখি হইল বিধাতা ॥

সেই কন্যা বসিছিল বিধাতার পাশে ।
 কামবাণে পীড়িত ব্রহ্মার বীৰ্য্য খসে ॥
 রেত বিন্দু খসি পড়ে ব্রহ্মার আঁচলে ।
 ঋক্ষ মূর্ত্তি পুত্র হৈল বলে মহাবলে ॥
 হইল ভান্নুক পুত্র তেজে খরসান ।
 ভান্নুক জন্মাইয়া তারে দিল ব্রহ্মা জ্ঞান ॥
 গণিয়া গাঁথিয়া নাম হইল জাম্বুবান ।
 ব্রহ্মা জ্ঞান ফলে হৈলা দেবের বিধান ॥
 ব্রহ্মা বলে শুন বাপু আমার উত্তর ।
 ভান্নুক উপরে তুমি হইলে ঈশ্বর ॥১৫
 কীরোদ ছাড়িয়া কৈল অযোধ্যা গমন ।
 বানরী লইআ ক্রীড়া করে দেবগণ ॥
 প্রথম বানরে রতি কৈলা দিবাকর ।
 কেলি করি বানরীকে সূর্য্য দিল বর ॥
 মোর পুত্র হবে রাজা বানর উপর ।
 মহা বলবান্ হবে বিক্রমে সাগর ॥
 মৈত্র বলি তাহারে বলিব নারায়ণ ।
 রমণ করিআ সূর্য্য করিলা গমন ॥
 রজনী প্রভাত হৈল প্রভাব বিহান ।
 পর্ত্তে বুলেন কন্যা লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥২০
 বসন্তে শৃঙ্গার রসে বুলে পুরন্দর ।
 বানরী সহিত ক্রীড়া করি দিল বর ॥
 মোর তেজে পুত্র হবে তোমার উদরে ।
 হুই ভাই রাজা হবে বানর উপরে ॥
 পর্ত্ত উপরে কন্যা আছে একেশ্বরী ॥২৫
 মৃগ মারিবারে গেলা ভোজ অধিকারী ॥
 বানরী দেখিআ ভোজ আনন্দিত মনে ।
 হুনিল কন্যার মুখে আজি অবসানে ॥

(২৭৯)

(২৮০)

কথা লঞা গেল রাজা আপন সদন ।
 কথা বলি সেই জন করিল পালন ॥
 কুন্তী বলি কৈল সেই কথার আখ্যান ।
 দৈত্যরাজ তারকে করিল কথাদান ॥
 তারক দৈত্যের ঘর কিস্কিন্দা নগরী ।
 বিভা করি দৈত্যরাজ গেলা নিজ পুরী ॥
 মুনি বলে কথা শুন কমললোচন ।
 সেই কথা হৈতে হৈল তারক নিধন ॥
 দেবতার হাতে নাহি তাহার মরণ ।
 একে একে জিনিল সকল দেবগণ ॥১০
 রবুরংশে জন্ম সে কাকুত্স্থ নাম ধরে ।
 চড়িয়া ইন্দ্রের কান্ধে দৈত্যেরে সংহারে ।

* * *

দেবতা সকলে দিল জয় জয় কার ॥
 সেই কুন্তী নামে কথা ব্রহ্মার ক্షিয়ারী ।
 কিস্কিন্দাতে রহিলেন হঞা অধিকারী ॥১৫
 গর্ভবতী হৈল কতা দেবের রমণে ।
 নানা মূর্তি ধরেন দেবের বরদানে ॥
 দেব ভয়ে দৈত্যগণ পশিল পাতাল ।
 কিস্কিন্দা পুরীতে কতা করে ঠাকুরাল ॥
 গর্ভবতী হৈল কতা পূর্ণ দশ মাস ২০
 উত্তরকণ্ঠ রচিল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥

শুনিয়া মুনির কথা রামে উঠে হাস ।
 ধন্য ধন্য বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথায় দেহ মন ২৫
 ছই পুত্র প্রসবিলা বিক্রম পূরণ ॥

* এখানে মেলকের এক চরণ নাই।

ছই পুত্র উপজিল বিক্রমে সাগর ।
 দেব সঙ্গে দেখিবারে গেলা পুরন্দর ॥
 ইন্দ্র সূর্য্য তেজে দোহে রূপে অনুপম ।
 বালী সুগ্রীব দৌহার খুলা নাম ॥
 ছই পুত্র হইল বমল সুহোদর ৫
 হইলা দেবের বরে নানা মারাদর ॥
 হইল ইন্দ্রের তেজে বালী বলধর ।
 তপন তেজে সুগ্রীব বধিতে লঙ্কেশ্বর ॥
 পুত্র দেখে ইন্দ্র সূর্য্য করিলা গমন ।
 ব্রহ্মাকে সকল কথা করি নিবেদন ॥১০
 শুনিঞা দেবের কথা বিধাতার হাস ।
 সুগ্রীব হইতে হব রাবণ বিনাশ ॥
 ইন্দ্র বলে গোসাঞি করিএ নিবেদন ।
 আর এক বানরীয়ে করহ সৃজন ॥
 সকল দেবতা তারে করিব রমণ ১৫
 হয় যেন বহু কপি দেবতা নন্দন
 ইন্দ্রের বচনে ব্রহ্মা হাসিল অপার ।
 রাবণ বধের হেতু তাঁরে আছে ভার ॥
 আর এক বানরীয়ে করিল সৃজন ।
 পরম সুন্দরী কতা জগত মোহন ২০
 ব্রহ্মা বলে সৃজিলাও ইন্দ্রের বচনে ।
 বানরী লইয়া ক্রীড়া কর দেবগণে ॥
 ব্রহ্মার বচন কভু না জায় খণ্ডন ।
 দেবতা সকলে করে বানরীরমণ ॥
 প্রথমে শৃঙ্গার কৈল দেব ত্রিপুরারি ২৫
 ছই পুত্র হৈল তাহে পনস কেশরী ॥
 তার পর ক্রীড়া কৈল ধনের জেশ্বর ।
 তার তেজে হৈল শতবলী সে বানর ॥

(২৮১)

(২৮২)

সমুদ্রের তেজেতে ক্রথন সেনাপতি ।
 চন্দ্র বীর্যে দধিগাল হৈল উপনীত ॥
 অনলের তেজে পুত্র হৈল অনুপাম ।
 নীল সেনাপতি বলি থুণ্য তার নাম ॥
 দুই পুত্র জন্মাইল আসি মৃত্যুকাল ।
 দুমুখ সমুখ দুই বিক্রমে বিশাল ॥
 বিধকর্ণা জন্মাইল নল সে বানর ।
 সমুদ্র বান্ধিতে সে বাপের পাণ্য বর ॥
 জমিল যমের তেজে ভাই পঞ্চ জন ।
 গবাক্ষ গবয় গয় শরভ মদন ॥১০
 ধনন্তরি জন্মাইলা সূসেন নাম ধরে ।
 আয়ুর্কৈদ ধর্ম শাস্ত্র জাহার গোচরে ॥
 অশ্বিনীকুমার কৈল দুইটি নন্দন ।
 বেগদশী প্রতিসেন ভাই দুই জন ॥
 বৃহস্পতি জন্মাইল পদ্ম জে বানর ।
 কার্তিকের পুত্র তার হৈল বলধর ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র হৈল সূসেন নন্দন ।
 অষ্ট জে বসুর তেজে হইল অঞ্জন ॥
 বরুণের তেজেতে বঙ্কত সেনাপতি ।
 ধুম্র ধূম্রাঙ্কের কৈল অভয়া পার্শ্বতী ॥২০
 একে একে শৃঙ্গার করিল দেবগণ ।
 আর দুই পুত্র হইল প্রমতি তপন ॥
 হেমকূট ইন্দ্রজাল বানর সম্প্রতি ।
 অরুণের তেজে হৈল এ তিন বেকতি ॥
 দেবগণ তেজ এড়ে বানরীর পেটে ।
 দেবতানন্দন সব বলে নাহি টুটে ॥
 কত কত বানরের নাম গুটী গুটী ।
 দেবের নন্দন হৈল ছত্রিশ কোটী ॥

সুনিগ্রহ মূনির কথা রঘুনাত্ত হাসে ।
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশে ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথারে দেহ মন ।
 অবধান করি সুন অপরূপ কণন ॥
 ইন্দ্রপুত্র বালীরাজা কশ্যপের নাতি ।
 কিকিদ্ধ্যাতে হৈল বানর অধিপতি ॥
 বয়সেতে জ্যেষ্ঠ বালী গুণের সাগর ।
 ধন্যেতে ধাম্বিক বড় ইন্দ্রের কোঙর ॥
 বালী সুগ্রীব দুই ভাই বলে মহাবল ।
 আকাশে তুলিয়া লোকে শিখর অচল ॥১০
 দেবতার পুত্র সব মহাবলধর ।
 দৌহাকে ভিটিতে আন্য কিকিদ্ধ্যানগর ॥
 সুগ্রীব বালীরে আসি নোঙাইল মাথা ।
 বালীরাজা করিঞা ধরিল দণ্ড ছাতা ॥
 রাজা নাহি যুক্তি কৈল সতীর সমাজে ।
 সবে মেলি বালীকে করিল মহারাজে ॥
 তারকের সিংহাসন অপরূপ গঠন ।
 সেই সিংহাসনে বৈসে ইন্দ্রের নন্দন ॥
 বালীরাজা হইল সুগ্রীব যুবরাজ ।
 লইয়া বালীর আজ্ঞা করে সর্বকাজ ॥২০
 রাজা হৈল বালী পাত্র হৈল পঞ্চজন ।
 পনস কেশরী আর সূসেন নন্দন ॥
 নীল সেনাপতি তার মুখ্য সেনাপতি ।
 বানর উপরে রাজা দুই জে বেকতি ॥
 দধিমুখে অধিকার দিল মহাশয় ।
 মধুবন রাখিবারে দিলেন বিষয় ॥
 বালী মহাবল হৈল কিকিদ্ধ্যার রাজা ।
 পুত্র হেন পালে রাজ্যের যত প্রজা ॥

(২৮৩)

(২৮৪)

তার কপিবর ঠাঞি থুইল ভাণ্ডার ।
 মহারাজা হৈল বালী ইন্দ্রের কুমার ॥
 আকাশে থাকিআ দেখে জত দেবগণ ।
 বালীর উপরে করে পুষ্প বরিসন ॥
 নানা বর্ণে বাণ্ড বাজে স্ননি মনোহর ।
 পুত্রম্নেহে রত্নমালা দিলা পুরন্দর ॥
 পুত্রকে রত্নের মালা দিলেন সন্দেশ ।
 ইন্দ্রের বরে বসিলা বালীরাজার দেশ ॥
 তারা রুমা ছই কত্যা স্নসেনকুমারী ।
 বালীরাজা স্নগ্রীব ভুজনে বিভা করি ॥১০
 স্নগ্রীবের নারী হৈল রুমা জে স্নন্দরী ।
 বালীর বনিতা তারা হৈল পাটেশ্বরী ॥
 অঞ্জনের উপজিল দুইটি ঝিয়ারি ।
 অঞ্জনা কাঞ্চনা ছই পরম স্নন্দরী ॥
 ধর্মবিভা করিলেন পনস কেশরী ॥১৫
 ছই ভগ্নী ছই ভাই নিল বিভা করি ॥
 কেশরীর নারী হৈল স্নন্দরী অঞ্জনা ।
 পনস করিল বিভা কুমারী কাঞ্চনা ॥
 কাঞ্চন পর্বতে হৈল কেশরীর ঘর ।
 আর নানা পর্বতেতে রহিল বানর ॥২০
 পৃথিবীতে যত কপি ব্রহ্মার স্নজন ।
 সে সব বানরের হৈল করণ কারণ ॥
 বানরীর কত্যা জত পরম স্নন্দরী ।
 দেবতার পুত্র সব তারে বিভাকরি ॥
 বালী স্নগ্রীব ছই ভাই বলে মহাবল ॥২৫
 ছই ভাই রাজা প্রজা বানর সকল ॥
 অরুণকিরণ হএ সূর্য্যের উদয় ।
 চারি সিদ্ধ সন্ধ্যা করে বালী মহাশয় ॥

বালীর সমান বীর নাহি মহীতলে ।
 দেবাসুর যক্ষ কাঁপে বানরের বলে ॥
 হইল অঙ্গদ বীর বালীর নন্দন ।
 স্নগ্রীবের পুত্র পিতা জতা ছইজন ॥
 রাবণ রাজারে বালী কৈল পরাজয় ॥৫
 বড় বীরে জিনে বালী মহাশয় ॥
 কেশরীর পুত্র হৈল বীর হনুমান ।
 দেবতা দানব জারে নাহি ধরে টান ॥
 হনুমান হইতে রাবণ নিঃসন্তান ।
 এক মুখে কি কহিব বীরের বাখান ॥১০
 শ্রীরাম বলেন মুনি তুমি তপোধন ।
 স্নগ্রীব বালীতে বাদ কিসের কারণ ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কথাসে দেহমন ।
 সভাথণ্ডে শুন রাম অপূর্ব্ব কথন ॥
 তব কার্য্য সাধিতে স্নগ্রীব পাল্য বর ॥১৫
 তোমার প্রসাদে হৈল কপির ঈশ্বর ॥
 বালীরাজা হৈল স্নগ্রীব হব রাজ ।
 সর্ব্ব অধিকারে সেই সাধে রাজকাজ ॥
 বালীর আদেশ নিঞা সর্ব্বকাজ করি ।
 মায়াবী দানব সনে দৌহে যুদ্ধ করি ॥২০
 ছন্দুভি অসুর হৈল বিধাতার বরে ।
 বালীসনে যুদ্ধ করি সেইজন মরে ॥
 তার সহোদর ছিল বড় মায়াধর ।
 জুঝিতে আইল সেই বালী বরাবর ॥
 ছইপর রাব্রের রণ হৈল গুরুতর ॥২৫
 স্নলঙ্গ পাতালে গেলা সেই মায়াধর ॥
 স্নগ্রীবের রাখিআ সেই স্নলঙ্গ ছআরে ।
 দানবে মারিতে বালী গেলা অধোপুরে ॥

(২৮৫)

(২৮৬)

সুলঙ্গ ছায়ে দেখি রক্তের বিমুখি ।
 স্ত্রীবেশ পর্কত দিআ সেই দ্বার ঢাকি ॥
 বৎসরেক নাহি আশা বুঝিআ সংশয় ।
 বক্ত দরশনে মৃত্যু বুঝিল নিশ্চয় ॥
 বালীর স্ত্রীবেশ কৈল শ্রদ্ধা তর্পণ ।
 অরাজকে রাজা কৈল সর্ব পাত্রগণ ॥
 স্ত্রীবেশ হইল রাজা বলে মহাবলী ।
 তারা কুমা নিঞা স্ত্রীবেশ করে নানা কেলি ।
 ওথা বালী মারিআ মায়াবী মায়াধর ॥
 আসিআ সুলঙ্গে দেখে পর্কত শিখর ॥১০
 লাথিতে পর্কত ফেলে বালী কপিবর ।
 ঘরে আসি দেখিল স্ত্রীবেশ দণ্ডধর ॥
 তারা সনে স্ত্রীবেশ করে নানা কেলি ।
 দেখিল আপন চক্ষে বালী মহাবলী ॥
 শৃঙ্গার চুম্বন করে বালী তাহা দেখে ॥১৫
 বজ্রনার লাথি মারে রাজা স্ত্রীবেশের বুক ॥
 স্ত্রীবেশ লাথির ঘাএ হৈল অচেতন ।
 মুখে রক্ত উঠে ঘন বহিছে পবন ॥
 কথোক্ষণে স্ত্রীবেশ হইল সচেতন ।
 প্রাণ নিআ পলাইল ছাড়ি রাজ্য ধন ॥২০
 পাছু খেদাড়িআ ঘর বালী বলধর ।
 উভরড়ে পালায় স্ত্রীবেশ পাঞা ডর ॥
 স্ত্রীবেশ বালীর বল সহিতে না পারে ।
 ডরে পালাইআ বলে দেশ দেশান্তরে ॥
 যখন তখন ছই ভাই করেন রণ ॥২৫
 মুঠকা মুঠকি হএ ঘোর দরশন ॥
 ছই ভাই মহারণ হএ গুরুতর ।
 বালীর প্রহারে বীর হইল কাতর ॥

স্ত্রীবেশ নিজীব করি বালী বলধর ।
 বুক চাপাইল তার পর্কত শিখর ॥
 স্ত্রীবেশ পাথর চাপে হইল অচেতন ।
 ঘরে আশা বালী রাজা সঙ্গে কপিগণ ॥
 রাজ্য ধন নিল আর কুমা জে সুন্দরী ॥৫
 জ্ঞানী হঞা নিল ছোট সহোদর নারী ॥
 মুনির কথা সুনিতা খণ্ডে চমৎকার ।
 বালীর অনর্থে রাম করে হাহাকার ॥
 শ্রীরাম বলেন সুনিতা কহ মুনিবর ।
 কত দিন ছিল মিতা চাপান শিখর ॥১০
 অগস্ত্য বলেন রাম সুনিতা বচন ।
 স্ত্রীবেশ পাষণ্ড ভরে সংশয়জীবন ॥
 বৎসরেক ছিল বীর পাষণ্ড চাপনে ।
 মুখের রক্তে নদী বহে খরসানে ॥
 মুখ নালে নদী বহে না লুকাই খনে ॥১৫
 তাহাতে বহএ স্রোত অতি খরসানে ॥
 জাম্বুবান মহামন্ত্রী ব্রহ্মার নন্দন ।
 পর্কত ঘুচাঞা রাখে স্ত্রীবেশ জীবন ॥
 পর্কত ঘুচিল বীর হৈল সচেতন ।
 জাম্বুবান সনে কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥২০
 স্ত্রীবেশ বলেন সুনিতা ব্রহ্মার নন্দন ।
 তোমার প্রসাদে আমি এড়াই মরণ ॥
 জাম্বুবান স্ত্রীবেশ হৈল সম্ভাষণ ।
 আপনার নিজ স্থানে করিলা গমন ॥
 স্ত্রীবেশ খেদাড়িআ স্ত্রীবেশ রাজ্য করে বালী
 তারা কুমা লইআ সদাই করে কেলি ॥২৫
 পাত্র মিত্র নিঞা রাজা করে অতুলমান ।
 জাম্বুবান বলে বালী কর অবধান ॥

(২৮৭)

(২৮৮)

দেবতার পুত্র দোহে বলে মহাবল ।
 ছুই ভাই রাজ্য করহ ঘুচাহ কন্দল ॥
 সূগ্রীব শৈলের চাপে আছিল বৎসর ।
 আমি তাহা ঘুচাঞা রাখিল কলেবর ॥
 স্ননিয়া এসব কথা বালী রাজা হাসে ।
 সূগ্রীবের তরে বল তোমা কেন আইসে ।
 সূগ্রীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম সভার গোচর ।
 কত দিন বুলিয়া বুলুক দেশান্তর ॥
 নল নীল ছুই বীর বলে মহাবল ।
 রাজার বচনে চিন্তা করেন সকল ॥১০
 নীল সেনাপতি বালী রাজার প্রধান ।
 দুঃখ মানি নল নীল গেলা নিজ স্থান ॥
 পনস কেশরী আর সুসেন বানর ।
 তিন পাত্র প্রবোধিয়া গেলা নিজ ঘর ॥
 সূগ্রীব বালীর ডরে ফিরে দেশান্তরে ।
 বানর লইয়া বানী সুখে রাজ্য করে ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি ।
 স্ননিলে উত্তরাকাণ্ড অবশ্য মুকতি ॥

অগস্ত্যের কথা স্ননি বলেন শ্রীরাম ।
 রঘুবংশ বলিয়া আমার কেন নাম ॥২০
 ইক্ষ্বাকু মাক্ষাতা পৃথু দিলীপ সগর ।
 হেন রাজা নহে কেন রঘুর শোমর ॥
 মহামহা রাজা জত হৈল মহীতলে ।
 আর জত রাজা হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কূলে ॥
 আধ্যাবর্ত্ত ভারত ভুবন সত্যবানে ।
 সুরথ যযাতি অসমঞ্জ অংশুমান ॥

বাণ রাজা শ্বেত রাজা অর্জুন শসাদ ।
 হরিশ্চন্দ্র রোহিতাস্য আর উত্তানপাদ ॥
 ধনঞ্জয় সুরথ নৃপতি পুরুষবা ।
 মুকুন্দ অর্জুন আর রাজা পূর্নশিরা ॥
 বালী বলী সুসেন ইলাই ভবিষ্যত ।
 জন্মেজয় বেন রাজা আর ভগীরথ ॥
 মহাশঙ্খ সুবীৰ্য্য ক্রথন রুদ্ৰাদদ ।
 ধর্ম্মাঙ্গদ মহারাজা আর মহাহৃদ ॥
 যুবনাথ শ্ববভ দৌদাস মহাশয় ।
 শতবাহু সুবাহু পাণ্ডব ধনঞ্জয় ॥১০
 আর যত রাজা ছিল মহা বলবান ।
 ত্রিভুবনে নাহি কেহো সগর সমান ॥
 সগরের হৈল সান্নিধ্য সহস্র কোঙর ।
 জার কীর্ত্তি পৃথিবীতে এ চারি সাগর ॥
 স্বর্গ হৈতে গঙ্গা আনে রাজা ভগীরথ ।
 গ্রহগণে জিনিল নৃপতি দশরথ ॥
 আশি সহস্র মন্তহস্তী জত বল ধরে ।
 ততোধিক বল দশরথের শরীরে ॥
 বড় ২ রাজা সব মহাবলবান ।
 সোমসর থাকিতে কেন রঘুর বাখান ॥২০
 সংসার বশ হৈল দশরথের গুণে ।
 রঘু ইন্দ্র ছুজনে বিবাদ কি কারণে ॥
 রঘুর বিক্রম রাম ভাল মতে জানে ।
 তখাচ অগস্ত্য ঠাঞি সভাখণ্ড শুনে ॥
 অবধানে স্ননে রাম কহে মুনিবর ।
 ত্রিভুবনে রাজা নাহি রঘুর সোমসর ॥
 অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান ।
 সভাখণ্ডে শুন রঘুরাজার বাখান ॥

(২৮৯)

(২৯০)

উত্তানপাদের পুত্র হইল তপন ।
 দীলাপ নামেতে হৈল তাহার নন্দন ॥
 তপোবলে তনয় দিলীপ মহারাজ ।
 যজ্ঞ দানে তুষ্ট করে দেবের সমাজ ॥
 বশিষ্ঠ লইআ যজ্ঞ করে নিরন্তর ।
 বিষ্ণু অংশে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর ॥
 যজ্ঞে তুষ্ট হৈলা সকল দেবগণ ।
 যজ্ঞস্থান বেড়ি কৈল গুপ্ত বরিসন ॥
 বর মাগে নৃপতি দেবের বিত্তমান ।
 সকল দেবতা বলে হবে পুত্রবান ॥১০
 রঘুনাথে পুত্র হৈল দিলীপ-নন্দন ।
 রূপে কামদেব জিনি জগতমোহন ॥
 অস্ত্র শাস্ত্র যত বিত্তা জানিল সকল ।
 মহাধনুর্ধর হৈল বলে মহাবল ॥
 সূর্য্য সম তেজ ধরে মহাবলবান ॥১৫
 মন্ত্র হৈতে জানে রাজা শব্দভেদি বাণ ॥
 শব্দভেদি বাণে রঘু জানে অস্ত্রশিক্ষা ।
 জারে বাণ মারে তার কার নাহি রক্ষা ॥
 প্রভাতে জাএন রঘু মৃগ মারিবারে ।
 ভয়ে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক পালাঞা জায় ডরে ।
 হাতে গাণ্ডি বাণে রঘু বুলে বনে বনে ॥২০
 দশ বিশ মৃগ মারি আনে প্রতিদিনে ॥
 মহাবলবান্ রঘু দিলীপনন্দন ।
 বিনি মৃগমাংসে তার নাহিক ভোজন ॥
 শাসিল সকল রাজা রঘুর প্রসাদ ॥২৫
 সকল দেশের রাজা হৈল এক নাদ ॥
 পিতাকে বন্দরে রঘু প্রত্যাষ বিহানে ।
 রাজ্য চিন্তা করে রাজা বসিআ দেয়ানে ॥

অস্ত্রপুরে দিলীপ থাকেন অমুক্ষণ ।
 রাজ্যচিন্তা করে রঘু নিঞা পাত্রগণ ॥
 জত জত মহারাজা বৈসে দেশে দেশে ।
 নানাধন লইআ রঘু সুর নর বৈসে ॥
 দেব দানব রাক্ষস গন্ধৰ্ব্ব সুরনর ॥
 ত্রিভুবন জিনি রঘু মহা ধনুর্ধর ॥
 বড় বড় রাজা জে রঘুকে নাহি মানে ।
 দর্পচুর করি ধনে প্রাণে আনে ॥
 একটা ধনুকে রঘু ত্রিভুবন জিনে ।
 কারো ধন জন নিঞা কারে মারে প্রাণে ॥১০
 সূর্য্যের সমান তেজ রঘু রাজা ধরে ।
 ক্লান্তিবাস গাইল ইহা দেবতার বরে ॥

একদিন দিলীপ বসিআ সিংহাসনে ।
 পাত্র মিত্র পুরোহিত সব পুরীজনে ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি রঘু বসিলা দেয়ানে ॥১৫
 বামদেব বশিষ্ঠ আইলা দুইজনে ॥
 পিতাপুত্রে উঠিয়া মুনির পদ বন্দে ।
 আশীর্বাদ কৈল মুনি পরম সানন্দে ॥
 রাজা বলে অবধানে শুন মুনিবর ।
 আমি রাজ্য কৈল দশ সহস্র বৎসর ॥২০
 আয়ু শেষ হইল এখন মনে ডর ।
 কোন কৰ্ম্ম করিলে না যাই যমঘর ॥
 শমনের ভয়ে বলে সকাতির বাণী ।
 সম্বোধিআ বলেন বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
 সূর্য্যবংশে রাজা তুমি নৃপতিমণ্ডল ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে পাবে স্বর্গফল ॥

(২০১)

(২০২)

অশ্বমেধ কর রাজা মোর বোল ধরি ।
 সেই যজ্ঞ ফলে তুমি জাবে স্বর্গপুরী ॥
 এতেক স্থনিঞা রাজা মূনির বচন ।
 রঘুকে সকল রাজ্য কৈল সমর্পণ ॥
 পাটে রাজ্য করিআ ধরিল ছত্র দণ্ড ।
 সমর্পণ কৈল তারে সর্বরাজ্য খণ্ড ॥
 হাত প্রসারিয়া রাজা রঘু কৈল কোলে
 রাজভূষণ পদ্মমালা দিল তার গলে ॥
 মাথাতে মুকুট দিল কর্ণেতে কুণ্ডল ।
 শ্বেত পাট বস্ত্র দিল নামে গজাজল ॥১০
 চন্দ্র সম টীকা দিল রঘুর ললাটে ।
 অভিষেক করি পুত্রে বসাইল পাটে ॥
 কলাবতী বনিতা রঘুর বৈসে পাশে ।
 তাহাতে মঙ্গল দ্রব্য করিল পরশে ॥
 রাজপদ দিল পুত্রে রাজসিংহাসন ।
 রাজ পদ্মমালা দিল রাজ আভরণ ॥
 রাজ অভয়াসত যজ্ঞ কৈল মহারাজ ।
 যজ্ঞ দানে স্থখী কৈল দেবের সমাজ ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কুবের বরুণে ।
 নৈঋত অনল ইন্দ্র শমন পবনে ॥২০
 হরিসে দেবতাগণ দিল আশীর্বাদ ।
 রত্নমালা দিল রঘু রাজাকে প্রসাদ ॥
 যজ্ঞে পূর্ণা দিল রঘু পাশেতে বনিতা ।
 সতে মেলি রঘুকে ধরিল দণ্ড ছাতা ॥
 সর্ব দেবগণে কৈল পুষ্প বরিসন ।
 আনন্দে পূর্ণিত হঞা লড়ে দেবগণ ॥
 সব মূনি বেদ পড়ে জয় জয় কার ।
 নানাদানে মূনিগণে কৈল প্রসাদ ॥

দিলীপনন্দন রঘু হৈল মহারাজা ।
 পুত্র হেন পালে রঘু সকল পরজা ॥
 বাপ বিদ্যমানে রাজা জগত প্রশংসে ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥
 রঘুরাজা করিআ দিলীপ হরষিত ।
 বামদেব বশিষ্ঠ কুলের পুরোহিত ॥
 উঠিয়া বন্দিল রাজা মূনির চরণ ।
 দেশে দেশে রাজাকে পাঠাল আমন্ত্রণ ॥
 সেই আমন্ত্রণে আল সহস্রেক রাজা ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিআ সভাকার কৈল পূজা ॥১০
 জত মহামুনি আলা কুলীন ব্রাহ্মণ ।
 একে একে সভাকার বন্দিল চরণ ॥
 রাজার আদেশে সতে গেল যজ্ঞশাল ।
 মন্ত্র আরোহণে আলা দশদিক্‌পাল ॥
 যজ্ঞ কুণ্ড বান্ধা নানা রত্ন উপাদানে ।
 দশ দিক্‌পাল বৈসে জার জেই স্থানে ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি রাজা পরে গুরু ধূতি ।
 ব্রহ্মা নারায়ণ রাজা পূজে পশুপতি ॥
 সাজিআ আনিল ঘোড়া অতি স্নানক্ষণ ।
 কৃষ্ণসার রূপ ঘোড়া কৈল উৎসর্জন ॥২০
 ঘোড়া রাখে সূমন্ত্র লইআ সেনাগণ ।
 হেনকালে রাজা কিছু বলিল বচন ॥
 কত দ্রব্য চাহি মূনি কত চাহি স্বত ।
 এত স্থনি বলেন বশিষ্ঠ পুরোহিত ॥
 পর্বত সমান চাহি পঞ্চশত রাশি ।
 দিনে স্বত চাহি সাট সহস্র কলসী ॥

(২২৩)

(২২৪)

দিলীপ নৃপতি বটে সার্বভৌমেশ্বর ।
 চতুর্দিকে নানাদ্রব্য আনে অমুচর ॥
 অগ্নিহোত্রী দ্রব্য সব এড়ে স্থানে স্থানে ।
 শতেক বৎসর বই দিব পূর্ণাদানে ॥
 মন্ত্র পড়ি মুনি সব কুণ্ডে অগ্নি জ্বালি ।
 আগে পঞ্চ সহস্র মুনি পাছে ঘৃত ঢালি ॥
 দিনে দিনে যজ্ঞ রাজা করে নিরন্তর ।
 যজ্ঞ করে মহারাজা বৎসরে বৎসর ॥
 হেন মতে যজ্ঞ রাজা করে দিনে দিনে ।
 ফলের আহার করে বেলা অবসানে ॥১০
 অশ্বমেধ করিলেন দিলীপ মহাশয় ।
 শতক্রতু নিবড়িলে যজ্ঞ সাঙ্গ হয় ॥
 মহা মহা মুনি সব সিক্তি কলেবর ।
 অশ্বমেধ করে রাজা শতেক বৎসর ।
 ঊনশত নিবড়িল একাদশ মাসে ।
 যজ্ঞ পূর্ণা দিল রাজা বৈশাখ প্রবেশে ॥
 ডাক দিআ আনে রাজা স্তম্ভ সারথি ।
 ঘোড়াকে রাখিহ বাপু করিআ সক্তি ॥
 বশিষ্ঠ বলেন ইহা মোরে নাহি বাসে ।
 আগলিআ রাখ ঘোড়া আপন আওআসে ॥
 রাজা সধোধিআ বলে মুনি বামদেবে ।
 ঘোড়া না রাখিলে রাজা বড় হুংথ পাবে ॥
 ঊনশত ক্রতু গেল এক ক্রতু আছে ।
 যত্নে রাখ্য ঘোড়ারে প্রমাদ পড়ে পাছে ॥
 সাবধানে ঘোড়া রাখ্য আছে এক হেতু ।
 ঊনশত নিবড়িল বাকি এক ক্রতু ॥
 অধিবাস ঘোড়ার করিব জাগরণ ।
 আগলিআ আন ঘোড়া করি আমন্ত্রণ ॥

ঘোড়া আনিবারে জান স্তম্ভ সারথি ।
 আগলিআ নিল ঘোড়া করিআ সক্তি ॥
 আপনার তেজে রঘু ধরে যজ্ঞ ঘোড়া ।
 সুবর্ণ কণ্ড্যানি দিল পাটের পাছড়া ॥
 সুগন্ধি চন্দন দিআ কৈল অধিবাস ।
 রাখ দিআ রাখে ঘোড়া গান কৃতিবাস ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দিলীপ নৃপতি ।
 আছতি ধরিআ যজ্ঞ করে নিতি নিতি ॥
 হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর ।
 সিংহাসন ভাঙ্গিয়া পড়িল পুরন্দর ।
 পরিজন পানে চাহে ইন্দ্র পরিচ্ছদ ।
 ইন্দ্র সম্ভাষিতে মুনি আইলা নাবদ ॥
 তুমি নাহি জান ইন্দ্র আমি জানি কাজ ।
 তোমা খণ্ডি দিলীপ ইহিব ইন্দ্র রাজ ॥
 যাবৎ তাহার যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হয় ।
 কার্য্যসিক্তি হবে তুমি স্নান স্নানচয় ॥
 মহা যোদ্ধা বট তুমি মহাবলবান্ ।
 সেই যজ্ঞ ঘোড়া আন আপনার স্থান ॥
 রঘু নামে মহা রাতা দিলীপ কুমার ।
 জারে তারে বাণ বাজে নাহিক নিস্তার ॥
 জবে রঘু রাজা করে বাণ বরিষণ ।
 সহএ তাহার বাণ নাহি হেন জন ॥
 রণে না পারিলে তুমি জাই তথা ছলে ।
 ঘোড়া নিঞা আইস্য তার নিজ বাহুবলে
 নারদ কহিল কথা সকলের হেতু ।
 যজ্ঞ সাঙ্গ নাহি হয় আছে এক ক্রতু ॥

(২৯৫)

(২৯৬)

শতক্রতু হইলে যজ্ঞ হয় সমাপত ।
জীয়ন্তে করিবে রাজা স্বর্গের বসত ॥
আবর্ত সম্বর্ত মেঘ দ্রোণ জে পুষ্কর ।
চারি মেঘে লইয়া নড়িল পুরন্দর ॥
বরুণ নড়িল বায়ু এক উন পঞ্চাশ ।
উত্তরকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

অষ্টগজ নিয়া ইন্দ্র করিল গমন ।
ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন অঙ্গন ॥
পুষ্পদন্ত ভোম সুপ্রতীকগজে ।
অষ্ট গজে সাজিয়া লড়িলা সুররাজে ॥১০
শমন পবন লড়ে কুবের বরুণ ।
অষ্টলোকপাল নিঞা যান দেবগণ ॥
যজ্ঞ শালে বিধম করিল বৃষ্টি ঝড় ।
রক্ষক জতেক ছিল উঠা দিল রড় ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল সব সেনাপতি ।১৫
আন্তে ব্যান্ত্রে পলাইল সকল পদাতি ॥
যজ্ঞশাল দেখি যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
ছই মূনি নৃপতি রহিলা তিন জন ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র অষ্ট লোকপাল ।
সতত ত্যাগ কর রাজা ছাড় যজ্ঞশাল ॥২০
দিলীপ বলেন যজ্ঞে বল নাহি করি ।
যজ্ঞ বল করি জে ধর্ম্মেতে নাহি তরি ॥
ইন্দ্র সুরপতি তুমি দেবতার রাজ ।
আমা সনে বাদ কর ভাল নহে কাজ ॥
রঘু নামে পুত্র মোর মহা বলবান ।২৫
ত্রিভুবন জার নামে নাহি ধরে টান ॥

শত সহস্র মন্ত হস্তী জত বল ধরে ।
তাহার অধিক তেজ রঘুর শরীরে ॥
এত মূনি হাসে ইন্দ্র রথের উপরে ।
তোমার শতেক রঘু কি করিতে পারে ॥
রাজা বলে ইন্দ্র বলি করিল অপেক্ষা ।৫
পড়িলে রঘুর ঠাঞি নাহি পাবে রক্ষা ॥
জুড়িয়া বরুণ বাণ ইন্দ্র যজ্ঞে ফেলে ।
কুণ্ডের আগুন সব নিভাইল জলে ॥
যজ্ঞ নষ্ট দেখি কোপ তেজে নরপতি ।
ঘোড়া ধরি নিয়া জান ইন্দ্র সুরপতি ॥১০
যজ্ঞ ঘোড়া নিয়া জান আপন ভুবন ।
আনন্দে পূর্ণিত হঞা লড়ে দেবগণ ॥
হরবিত সুরপতি স্বর্গপুরে লড়ে ।
দিলীপ নৃপতি তমু যজ্ঞ নাহি ছাড়ে ॥
ধাইঞা স্তম্ভ কহে রঘুর গোচর ।১৫
যজ্ঞ ভাঙ্গি ঘোড়া নিয়া জায় পুরন্দর ॥
এতেক শুনিয়া রঘু লোহিতলোচন ।
বীর ধড়া পরে বীর নানা আভরণ ॥
গায়ে মানা আরোপিল মাথাতে টোপর ।
অজয় ধনুক নিল তুণে পূর্ণ শর ॥২০
সুমন্বৈ কহিল রথ আনহ সঙ্গর ।
বাক্য মাত্র সাজি আনে রথ মনোহর ॥
সুদক্ষিণা মায়ে রাজা বন্দিল চরণ ।
একে একে বন্দিল জতেক গুরুজন ॥
যজ্ঞশালে পিতাকে বন্দিল জোড় হাতে ।২৫
বড় কোপ করিয়া চড়িল গিয়া রথে ॥
সিংহের গর্জনে জায় দিলীপ-নন্দন ।
হাতে গণ্ডী করি জায় করিবারে রণ ॥

(২৯৭)

(২৯৮)

খেদাড়িয়া চলিল পালায় সুরপতি ।
 ঘোড়া নিশা প্রবেশিল অমরা বসতি ॥
 নানা অস্ত্র শিক্ষা রঘু করয়ে সওরণ ।
 বাসবেরে এড়িয়া পালায় দেবগণ ॥
 দেবগণ পলাইল এড়িয়া পুরন্দর ।
 রঘুর বাণেতে ইন্দ্র হইল জর্জর ॥
 বাণ বর্ষে ইন্দ্র রাজা অষ্ট লোকপাল ।
 বাণ সহে রঘু রাজা বিক্রমে বিশাল ॥
 বাণ দেখি কোপে ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে ।
 ছহকার দিআ মারে রঘুরাজ মাথে ॥১০
 সর্কান্ধে ফুটিল রঘু বহিছে রকতে ।
 বৃষ্টি ধারা বহে যেন সুরঙ্গ পর্কতে ॥
 সহিয়া ইন্দ্রের বজ্র রঘু মারে বাণ ।
 সর্কান্ধে ফুটিয়া ইন্দ্র হৈল খান খান ॥
 রঘুর সহিতে ইন্দ্র হৈল অদর্শন ।
 চমকিত হইল সকল দেবগণ ॥
 রঘু বলে রথখান চালাও সারথি ।
 সান্তাইল গিয়া রঘু অমরা-বসতি ॥
 সকল দেবতা মেলি করে অনুমান ।
 এক মিলি হঞা গেগা বিধাতার স্থান ॥২
 রঘুর ইন্দ্রের যুদ্ধ করিল গোচর ।
 বাণে ফুটি ইন্দ্ররাজ হইল জর্জর ।
 অবধানে সুন প্রভু দেব প্রজাপতি ।
 এইবার রক্ষা কর অমরা-বসতি ॥
 পবনে পাঠাঞা দিল রঘু রাজা স্থান ॥২৫
 ব্রহ্মার বচন তারে কহে সাবধান ॥
 ব্রহ্ম অস্ত্র জুড়িআছে দিলীপনন্দন ।
 জোড় হাতে দাড়াইল দেবতা পবন ॥

তোমার সমান কেহ বীর নাহি আর ।
 হর্যাবংশে রাজা তুমি বিষ্ণু অবতার ॥
 দেবতার প্রীত রাখ ব্রহ্মার সম্মান ।
 সংগ্রাম তেজিয়া তুমি চল নিজস্থান ॥
 রঘু বলে আমি দেখি বাসব পালাই ।
 যজ্ঞ ঘোড়া না পাইলে আমি নাহি জাই ॥
 পবন বলেন এই নহেত জুকতি ।
 দেবরাজ ইন্দ্র সনে করহ পিরিতি ॥
 ইন্দ্রের ভবনে রঘু কৈল আগুসার ।
 পাণ্ড অর্ঘ্য দিল ইন্দ্র গৃহ ব্যবহার ॥১০
 সারি দিআ দাণ্ডাইল যত দেবগণে ।
 রঘু ইন্দ্র বসিলা একই সিংহাসনে ॥
 স্তুতি করে ইন্দ্র রাজা ভরি সভাতলে ।
 জগত জিনিতে পার আপনার বলে ॥
 সর্ব শাস্ত্র জান তুমি নানা অস্ত্রশিক্ষা ।
 তুমি অস্ত্র জুড়িলে কার নাহি রক্ষা ॥
 মহাসত্যশীল তুমি বড় গুণবান ।
 আমার গৌরব রাখ জাহ নিজ স্থান ॥
 নানা রত্ন দিআ নূপে কৈল গুরসার ।
 রঘুকে দিলেন ইন্দ্র অনেক ভাণ্ডার ॥২০
 রঘু বলে ধনে মোর কোন প্রয়োজন ।
 ধনের বাঞ্ছিত রাজা অধম সেজন ॥
 আপনা রাখিবে যদি ঘোড়া দেহ আনি ।
 তুমি স্মৃথে থাক আমি মাগিব মেলানি ॥
 মোর ঘোড়া নিয়া আইলে নিজপুরী ॥২৫
 ঘোড়া দেহ ইন্দ্র রাজা দেব অধিকারী ॥
 কপট প্রবন্ধের কথা না বলিহ আর ।
 মোর সনে কপটেতে না পাবে নিস্তার ॥

(২৯৯)

(৩০০)

বিধাতা বলেন ইন্দ্র ভাল নহে কাজ ।
 আনিআ রঘুর ঘোড়া দেহ দেবরাজ ॥
 উনশত ক্রতু তবে হবে পূর্ণাহতি ।
 সকল দেবতাগণে রাখহ পিরিত্তি ॥
 উনশত যজ্ঞে পাবে শতক্রতু ফল ।
 স্বৰ্গ ফল পাবে রাজা দিলীপ-মণ্ডল ॥
 ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হাত কৈল ছোড়া ।
 রত্নের ভূষা করিয়া আনিঞা দিল ঘোড়া ॥
 ঘোড়া দেখি রাজা আনন্দ অপার ।
 সৰ্ব দেবগণে নৃপে কৈল পুরস্কার ॥১০
 অপমান পাঞা ইন্দ্র বিরস বদন ।
 ঘোড়া নিঞা জান ইন্দ্র দিলীপনন্দন ॥
 দেবগণ বলে রঘু মহা বলবান্ ।
 ইন্দ্র জিনি ঘোড়া নিঞা গেল নিজস্থান ॥
 সঙ্কোচে দিলীপ কান্দে হেঁট করি মাথা ॥১৫
 রঘু ঘোড়া আনিল সেবকে কহে কথা ॥
 যজ্ঞশালে রঘুরাজা গেল ঘোড়া নিঞা ।
 *পাত্র মিত্র বন্ধুগণ আইল ধাইঞা ॥
 এক যজ্ঞ মাত্র আছে করিবার তরে ।
 যজ্ঞশালা বেড়ি আছে জত মুনিবরে ॥২০
 ধন্য ধন্য রঘুরাজা সৰ্বলোকে ঘৃষি ।
 অগ্নিতে ঢালিল স্নত কলসী কলসী ॥
 চতুর্দিকে বেদপাঠ জয় জয় কার ।
 মন্ত্রপাঠ বলে অষ্ট লোক আগুসার ॥
 সারি দিআ দেবতা দাঁড়ায় স্থানে স্থানে ॥২৫
 যজ্ঞশালে আসিয়া হইল অধিষ্ঠানে ॥
 কুণ্ড হইতে অগ্নি উঠে হঞা মুষ্টিমান ।
 বশিষ্ঠ বলেন রাজা দেহ বলিদান ॥

বশিষ্ঠেরে বলে রাজা অতি কুতূহলে ।
 যজ্ঞে বলি দান দিল বিংশতি ছাগলে ॥
 অগ্নি আবাহন মন্ত্র করিল ধোয়ানে ।
 হেনকালে যজ্ঞ ঘোড়া হইল অধিষ্ঠানে ॥
 বায়ু বেগে উঠে ঘোড়া গগনমণ্ডলে ॥৫
 মুষ্টিমান হঞা ঘোড়া সম্ভাইল বলে ॥
 মুনি সব মন্ত্র পড়ে মন্ত্র অধিষ্ঠান ।
 কাটিয়া যজ্ঞের ঘোড়া করে খান খান ॥
 মাংস কাটি মুনিগণ করে খানি খানি ।
 স্নত সনে যজ্ঞ করি অগ্নি পুরে হানি ॥১০
 কুণ্ড হইতে পোড়া মাংস তোলে মুনিগণ ।
 সব রাজা গণে দিলা করিতে ভক্ষণ ॥
 তবে সব মুনিগণ জল অৰ্ঘ্য দান ।
 কুণ্ড হইতে উঠে ঘোড়া দেব অধিষ্ঠান ॥
 সাজ হইল যজ্ঞ রাজা হরিস বিস্তার ॥১৫
 দিলীপের তেজ হইল যেন দিবাকর ॥
 মহা বলবান্ রঘু পৃথিবী মণ্ডলে ।
 স্বৰ্গবাসী দিলীপ রাজা অশ্বমেধ-ফলে ॥
 স্বৰ্গ হইতে রথ আস্ত্রে দেখিল নৃপতি ।
 রথে চড় গিয়া বলে জয়ন্ত সারথি ॥২০
 জয় জয় কার দিল সৰ্ব রাজ্য খণ্ড ।
 রঘু রাজা করিআ ধরিল ছত্রদণ্ড ॥
 সেই রথে চড়িলা দিলীপ নৃপবর ।
 সূর্য্যের সমান দীপ্ত হৈল কলেবর ॥
 শতক্রতু ফলে রাজা স্বৰ্গবাস জায় ॥২৫
 স্বৰ্গলোক মর্ত্যালোক এক দৃষ্টে চায় ॥
 অনেক বংশের স্বৰ্গে রহে মহারাজ ।
 নিতি নিতি দেখে গিয়া দেবতা সমাজ ॥

(৩০১)

(৩০২)

রঘু পুত্র হইতে রাজা বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 সঙ্গমে উঠিয়া ইন্দ্র কৈল আলিঙ্গন ॥
 পিতৃ পুণ্য ফলে রঘু অযোধ্যাতে রাজা ।
 উনশত কোটি রাজা তারে করে পূজা ॥
 পৃথিবী জিনিল রঘু বিক্রমে পূজিত ।
 উত্তর কাণ্ডে রুত্তিবাস গান ইন্দ্রজিত ॥

অগস্ত্যের কথা সুনী রামের উঠে হাস ।
 কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥
 অযোধ্যাতে রাজা হৈল রঘু মহামতি ।
 ইন্দ্রের সমান হঞা ভুঞ্জে বসুমতী ॥১০
 নিতি নিতি শতপল সোনা করে দান ।
 তবে রঘু রাজা করে স্নান জলপান ॥
 সূতাপে তপন রাজা মহা বলবান্ ।
 সূর্য্যবংশে রাজা নাহি রঘুর সমান ॥
 দানে পুণ্যে মহারাজ বিষ্ণুর সমান ॥১৫
 দারিদ্র ঘূচান রঘু জারে দেন দান ॥
 সংসারে বিজয় হইল রঘু মহারাজা ।
 পৃথিবীর জত রাজা সবে করে পূজা ॥
 দানে অকাতর রাজা মহা সত্যবান ।
 জাহা চাহে তাহা দেন নাহি করে আন ॥২০
 দেবগণ বিন্মিত রঘুর দেখি দান ।
 ছলিতে চলিলা যম আর মেঘবান ॥
 সুরপতি হৈলা গাভী বৎসের সহিত ।
 বনের ভিতর গেলা হঞা হরষিত ॥
 যুগ মারিবারে রঘু গেলা সেই বন ॥২৫
 নন্দী গাভী সনে তথা হৈল দরশন ॥

সত্য বুঝিবারে যম বাঘরূপ ধরে ।
 বিনাশ করিয়া বলে গাভী ধরিবারে ॥
 নন্দিনী বলেন মোরে করহ ভক্ষণ ।
 তবে বাছা খাবে বাঘ স্ননহ বচন ॥
 ব্যাঘ্র বলে ভাল তুমি নাহি বল গাই ॥৫
 বাছুর থাকিতে আমি তোমা নাহি খাই ॥
 বৎস বলে আগে মোরে করহ ভক্ষণ ।
 তুমি মা থাকিলে হবে অনেক নন্দন ॥
 তুমি যদি মর আমি কোথায় থাকিব ।
 আহা না পাঞা আমি শরীর ত্যজিব ॥১০
 মাএ পোএ দুইজনে করে অহুমান ।
 হেনকালে ব্যাঘ্র বলে আস্ত মোর স্থান ॥
 বাছুর ধরিতে বাঘ বলে ঘনে ঘন ।
 মায়াতে বাছুর কান্দে অঝর নয়ন ॥
 নন্দনী বলেন বাণ আছএ আহিড়ি ॥১৫
 দুর্জয় ধনুক হাতে কাণ্ড জে চেআড়ি ॥
 আহিড়ি বলিআ গাভী ডাকে ঘনে ঘন ।
 ডাক সুনী রঘুরাজা ধাইল তখন ॥
 রাজাকে দেখিআ বাঘ বলেন কোতুকে ॥২০
 মোরে বাণ মার আমি পাতা নিল বুকে ॥
 পালাকু আমার ক্ষুধা হৃদয়ের তাপ ।
 তোমার শরীরে জাকু মোর জত পাপ ॥
 যুগ নহি আমি ছার করিবে ভক্ষণ ।
 মোর ভক্ষ্য দ্রব্য নিতে আল্যে কি কারণ ॥
 গাভী বলে রাজা তোর নিলাঙ শরণ ॥২৫
 মাএ পোএ দুই বাঘ করয়ে ভক্ষণ ॥
 গোবধের জত পাপ সুনিয়াছ কাণে ।
 সৰ্গপাপ পাবে তুমি আমার মরণে ॥

(৩০৩)

(৩০৪)

ব্যাঘ্র বলে সাতদিন আমি উপবাসী ।
 পাণী জনে মারি পাণ লেহ রাশি রাশি ॥
 রঘু বলে গাই মোর লইল শরণ ।
 রাখিলে শরণাগত পুণ্য উপার্জন ॥
 শতেক মহিষ দিব সহস্র ছাগল ।
 ইহা নিঞা খাও গাবী না করিহ বল ॥
 বাঘ বলে গরু ছাড়ি আর নাহি চাই ।
 আঙ বৎস খাইব পশ্চাতে খাব গাই ॥
 রাজা বলে গাবী নাহি করিহ ভোজন ।
 তোর হাতে মোর মৃত্যু জানিল কারণ ॥১০
 গাভী বৎস ছাড়িয়া আমার মাংস খাবে ।
 মোর রক্ত মাংস খাইয়া বড় সুখ পাবে ॥
 সুখা হেন মোর মাংস রক্তত স্বেদাদ ।
 জত খাবে তত পাবে নাহি অবসাদ ॥
 বাঘ বলে মোর ভক্ষ্য হইবে নিশ্চয় ।
 গাভী বাণ দেখি মোর বড় লাগে ভয় ॥
 ভাগীরথী তীরে রঘু রাখে গাভীবাণ ।
 তুলিল সেমলি বৃক্ষে হঞা সাবধান ॥
 স্নান দান কৈল রাজা সেই গন্ধাজলে ।
 মন্ত্র সঙ্করণ করি আত্ম গাছতলে ॥২০
 শয়ন করিল রাজা পাতি বৃক্ষ পাতে ।
 উপকারে প্রাণ দিতে নারায়ণ চিতে ॥
 বাঘের নথ জেন অতি খরসান ।
 দস্তে নখে চিরি নৃপে করে খান খান ॥
 রাজার শরীর বাঘ আচড়ে কামড়ে ।
 রক্তে তোলপাড় রাজা অঙ্গ নাহি নাড়ে ॥
 তপোবনে আসিআ সকল দেবগণ ।
 রঘুর উপরে কৈল পুষ্প বরিসন ॥

আপনার রূপ ধরে যম পুরন্দর ।
 দেবগণে মেলিআ রঘুকে দেন বর ॥
 ব্রহ্মা আদি দেবগণ দিআ গেলা বর ।
 গাভী বৎস নিঞা রাজা গেলা নিজ ঘর ॥
 নানা ভক্ষ্য দ্রব্য দিআ সেই গাভী পোষে ।
 ব্যাঘ্র নন্দীর বচন গাইল কৃতিবাসে ॥

রঘুনাথ বলে মুনি কহ সৰ্ব্ব মন্ত্র ॥
 তার পর রঘু রাজা কৈল কোন কৰ্ম্ম ॥১০
 অগস্ত্য বলেন রাম স্নান সাবধানে ।
 সংসার পুণ্ডিত কৈল রঘু রাজা দানে ॥
 জাবালি মুনির পুত্র বড় বুদ্ধিমান ।
 পড়িতে গেলেন মুনি বরতন্ত স্থান ॥
 শাস্ত্র পড়ে কোৎস মুনি বরতন্ত ঠাই ।
 হাজার বৎসর পড়ে ঘরে নাহি জাই ॥
 মন্ত্র বিদ্যা জানিল সকল শাস্ত্রে জ্ঞান ।
 বড়ই পণ্ডিত হৈল মহাপুণ্ড্রবান্ ॥
 গুরুকে দক্ষিণা দিলে শাস্ত্রে হই পার ।
 মনে তোলপাড় করে বড় চিন্তাভার ॥২০
 বরতন্ত মুনি বলে স্নান শিষ্যগণ ।
 কায়মনোবাক্যেতে সেবিহ গুরুজন ॥
 কোৎস মুনি বলে সেবি কত পুণ্য পাই ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিতে কিছু আমি চাই ॥
 বরতন্ত বলে তুমি দরিদ্র ভিখারী ।
 গুরুকে দক্ষিণা দিতে কার বাপে পারি ॥
 অবোধ মুনির পুত্র বোধ নাহি তাতে ।
 গুরুকে দক্ষিণা সোন হঞা জেই মতে ॥

(৩০৫)

(৩০৬)

হস্তী ঘোড়া কাঞ্চন রজত বর দোলা ।
 গুরুভূমি অনেক কনকপদ্মের মালা ॥
 কিছু নাহি তোমার তাহার সম্ভাবনা ।
 কোন ধন দিতে আছে এসব বাসনা ॥
 কোৎস বলেন বাক্য বল কি উৎসর্গন ।
 সুনীত্রা শিশুর বোল কুপিল ব্রাহ্মণ ॥
 পাইল অনেক যত্নে তোমার শিষ্য গুটী ।
 গুরুর দক্ষিণা চাই স্বর্ণ চৌদ্দ কোটী ॥
 কোৎস বলেন গুরু আমি কৈল অঙ্গীকার ।
 ইহা নাহি দিলে আমি মত্যা নাহি পার ॥১০
 বরতন্তু হাশিলেন শিষ্যের বচনে ।
 অঙ্গীকার কৈল আমি সোণা দিব দানে ॥
 সত্য বাক্য অঙ্গীকার কভু নহে আন ।
 যুক্তি করি গুরু শিষ্যে গেলা রঘু স্থান ॥
 পিতৃ শ্রাদ্ধ করি রাজা করে পিণ্ড দান ।
 পৃথিবীর রাজা সব করে অন্ন পান ॥
 জত মুনি আশ্রয় আর জতেক ব্রাহ্মণ ।
 একে একে সভাকারে দিল নানা ধন ॥
 হাজার সহস্র বিজ করএ রক্ষন ।
 স্নান করি রাজা সব করেন ভোজন ॥২০
 সোণা রূপা ঝারি খুরি ভাজন অপার ।
 রসই শালেরে রাজা কৈল আগুসার ॥
 রাজার মণ্ডলী জত আছিল গর্জিত ।
 আমাত্য সৌদরগণ বৈসে চারিভিত ॥
 রাজা বলে সুন সভে যতেক ব্রাহ্মণ ।
 এককালে দিবে অন্ন স্নাত সে ব্যঞ্জন ।
 এত সুন বিপ্রগণ হৈল সাবধান ।
 পরমাম পিষ্টক দিলেন স্থানে স্থান ॥

মতে অন্ন খান রাজা দেখেন সাদরে ।
 হেন কালে দৌহে গেলা নৃপতির দ্বারে ॥
 অতি ভিতে দ্বারী বন্দে মুনির চরণ ।
 মুনি বলে চাহি আমি রাজা দরশন ॥
 দ্বারী বলে দেখা নাহি পাইবে এখন ।
 রাজা হৈতে হবে মুনি সিদ্ধ প্রয়োজন ॥
 দ্বারীর বচন সুনি কোপে মুনিবর ।
 ঝাট গিআ কর তুমি রাজার গোচর ॥
 মুনির বচন দ্বারী কহে জোড় করে ।
 জই মুনি আশ্রয় রাজা তোমার ছয়ারে ॥১০
 যতেক বিনয় বলি নাহি সুনৈ কানে ।
 মুনি বলে চাহি আমি রাজা দরশনে ॥
 পাত্র মিত্রে আশ্রয় রাজা পরম সাদরে ।
 পাদ্য অর্ঘ্য দিআ মুনিকে নমস্কারে ॥
 রাজা বলে কোন কার্য্যে করিলে গমন ।
 মুনি বলে সাবধানে সুনহ বচন ॥
 পাইল অনেক যত্নে শিষ্য একগুটী ।
 দক্ষিণা উৎসর্গ কৈল সোণা চৌদ্দ কোটী ॥
 শিষ্য হঞা না বুঝিআ কৈল হেন কাজ ।
 অশক্য হইল বড় সুন মহারাজ ॥২০
 এত যদি মুনিবর কহিলেন কথা ।
 পাত্র মিত্র সনে রাজা হেঁট কৈল মাথা ॥
 রাজা বলে যত ধন চাহ মুনিবর ।
 তত ধন দিব আজি চল বাসাঘর ॥
 অঙ্গীকার কৈল রাজা সভাকার আগে ।
 সুনীত্রা সকল লোকে চমৎকার লাগে ॥
 বাসা করি রহে মুনি নৃপতির বাসে ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

(৩০৭)

(৩০৮)

সকল রাজাকে রঘু দিলেন মেলানী ।
 পাত্র মিত্র নিঞা রাজা কহন্তি কাহিনী ॥
 রাজা বলে পাত্র মিত্র কর অবধান ।
 চৌদ কোটা সোনা আমি দ্বিজে দিব দান ॥
 সাধু সদাগর জত আছিল ভাণ্ডার ।
 এক কোটা সোনা আনি কৈল আশুসার ॥
 রাজা বলে আশ্রি গেল আমার সম্পদ ।
 হেন কালে তথা কারে আইলা নারদ ॥
 সর্ব তত্ত্ব জানে মুনি তপের কারণে ।
 স্নহ চিত্ত কর রাজা হুঃখ ত্যজ মনে ॥১০
 পাণ্ড অর্থ দিআ রাজা কৈল নমস্কার ।
 ফল মূল দিল তারে গৃহ ব্যবহার ॥
 নারদ বলেন রাজা কি হেতু বিষাদ ।
 সর্ব কার্য সিদ্ধ হবে দেবের প্রসাদ ॥
 ঘরে বসি শত কোটা পাইবে কাঞ্চন ।
 আপনার স্নথে কর দিনান ভোজন ॥
 শত পদ্ম পাকি তোর দশ কোটা ঘোড়া ।
 চৌদ লক্ষ হস্তী আছে পর্বতের চূড়া ॥
 নিকটে অলকাপুরী কৈলাসশিখর ।
 তাহাতে কুবের বৈসে ধনের ঈশ্বর ॥২০
 তাহারে জিনিব বলি তোলাহ বাজনা ।
 এখনি পাইবে ঘরে শত কোটি সোণা ॥
 মুনির বচনে রাজা হৈল হরষিত ।
 পাইকরা উতষড় ধায় চারি ভিত ॥
 চারি দিকে পাকী সব তেঘাই ছুর্ধরী ॥২৫
 হাতে অস্ত্র রাউত ধাইল সারি সারি ॥
 ঘন ঘন কাড়া পড়ে নাহি অবকাশ ।
 উঠিল বাণের শব্দ পর্বত কৈলাস ॥

ধাইআ কুবেরে যক্ষ নোঙাইল মাথা ।
 রঘু রাজা সাজিল কুবের শোন কথা ॥
 পাত্রে মিত্রে কুবের করেন অনুমান ।
 হেন কালে নারদ গেলেন তাঁর স্থান ॥
 নারদে দেখিআ যক্ষ কৈল নমস্কার ।
 রঘু রাজ্যে বাণ্ড কেন কহ বার্তা সার ॥
 মুনি বলে বার্তা নাহি জানি লোকপাল ।
 তোরে ধাড়ি সাজে রঘু বিক্রমে বিশাল ॥
 এক মুনি মাগিল কাঞ্চন চৌদ কোটা ।
 রঘুর বাণের তেজে যক্ষ নাহি আট ॥১০
 রাখিবে কৈলাস যদি আপন জীবন ।
 আপনা চিনিঞা তারে পাঠাহ কাঞ্চন ॥
 স্ননিআ কুবের চিন্তে পড়িয়া পাথার ।
 যক্ষগণ বলি ঘন পড়িল হাকার ॥
 মাঠ সহস্র যক্ষ আশ্রয় কুবেরের পাশে ॥১৫
 ধন বঞা পেল নিঞা রঘুর আওয়াসে ॥
 এত জদি বলিল কুবের ধনপতি ।
 রঘুর ভবনে ধন পেলে রাতারাতি ॥
 কৈলাসে স্নবর্ণ মাত্রে রহে গুটী গুটী ॥
 রঘুর মন্দিরে সোণা পেলে শতকোটি ॥২০
 রাত্রে পেলাইল হৈল অরুণপ্রকাশ ।
 স্বর্ণময় দেখে রাজা আপন আওয়াস ॥
 স্নান সন্ধ্যা করে রাজা প্রথম বিহানে ।
 দেবার্চনা করি রঘু বসিলা দেয়ানে ॥
 বসিলেন মহারাজা দেব অবতার ॥২৫
 হেন কালে হুই মুনি কৈল আশুসার ॥
 আশীষ করিল গিআ হাতে দূর্কাদান ।
 রাজাকে বলেন কোথা সোনা দেহ দান ॥

(৩০৯)

(৩১০)

রাজা বলে ধন দিব কৈল অঙ্গীকার ।
 জতেক ভাণ্ডারে আছে সকলি তোমার ॥
 বহু করি পাঠাইলে তুমি শিষ্য এক গুটী ।
 তোমাকে দক্ষিণা চাহি সোণা চৌদ্দ কোটী
 বৃদ্ধিমান্ রাজা আমি জানে নাহি ঘাটী ।৫
 তোমাকে সুবর্ণ দানে দিব শত কোটী ॥
 রাজা বলে পাত্র মিত্র জত আছ বীর ।
 সব ধন কর মোর বাড়ীর বাহির ॥
 বাহির করিআ রাখে ধন রাশি রাশি ।
 দেখিআ ইন্দ্রের ঠাকুরি গেলা ছই ঋষি ॥১০
 মুনিকে বন্দিআ ইন্দ্র দিলেন আসন ।
 ইন্দ্র বলে কেনে দৌড়ে করিলে গমন ॥
 বরতন্ত বলে পাল্য শিষ্য এক গুটী ।
 গুরুর দক্ষিণা দিল সোনা শত কোটী ॥
 মুনি হঞা ধন অর্জি নৃপতির তরে ।১৫
 মোর সঙ্গে আসি ধন লহত সত্বরে ॥
 মুনির বচন শুনি বলে মধবান ।
 সত্য করি বল কেবা সোনা দিল দান ॥
 রঘু রাজা দান দিল মুনি কহে কথা ।
 তাহা শুনি সুরপতি হেঁট করে মাথা ॥২০
 এক বার রঘু মোরে কৈল অপমান ।
 আর বার কোন লাঞ্জে জাব তার স্থান ॥
 ইন্দ্র বলে রথ নিঞা চলহ মাতুলি ।
 মুনির জতেক ধন আনগা সকলি ॥
 রথে চড়ি ছই মুনি করিলা গমন ।২৫
 আসিআ দিলেন তারে চৌদ্দ কোটী ধন ॥
 রথে চড়াইআ ধন করিলা গমনে ।
 আর জত বাকী সোনা রহে সেইখানে ॥

ধন দেখি স্মৃথী হৈলা দেব সুরপতি
 আশীর্বাদ করি মুনি গেলেন বসতি ।
 সুনিয়া রঘুর কথা হাসেন শ্রীরাম ।
 এই হেতু মোরে রঘুবংশ বলি নাম ॥
 রাক্ষসে বানরে নরে লাগে চমৎকার ।৫
 কৃতিবাস উত্তরকাণ্ড গাঞা দিল সার ॥

রঘুনাত্হ বলে মুনি কহ সাবধানে ।
 অবশিষ্ট সোনা বত রহে সেইখানে ॥
 সেই সোনা কেবা নিল কহ দেখি শুনি ।
 সুনিয়া রামের কথা কহিছেন মুনি ॥১০
 ডাক দিআ রঘু রাজা আনে অনুচর ।
 সেই সোনা পাঠাইল মুনির বরাবর ॥
 রাশি করি থুইল মুনির তপোবনে ।
 মুনি বই সেই ধন নিতে নারে আনে ॥
 দিগ্বিজয়ের আলা লঙ্কার রাবণে ।১৫
 সেই ধনের কর্তা কহে শুক যে সারণে ॥
 সর্ব সৈন্তে বেড়িল মুনির তপোবন ।
 লক্ষা পুরী নিঞা গেল সকল কাঞ্চন ॥
 ধন শোকে মুনিবর ছাড়য়ে নিশ্বাস ।
 শাপিল রাবণে তোর হণ্ড বংশনাশ ॥২০
 মহাবল রঘু রাজা সর্ব লোকে ঘোষে ।
 নানা দান দিআ রাজা সভাকারে তোষে ॥
 ইন্দ্র পরাজয় হৈল করিআ সংগ্রাম ।
 রঘুবংশ রাজা তুমি ঠাকুর শ্রীরাম ॥
 মুনির কথাতে রাম হাসিলা অপার ।২৫
 নানারত্ন দিআ মুনিকে কৈল পুরস্কার ॥

অগস্ত্যের সৰ্ব্ব কথা হৈল অবসান ।
মেলানি দেহ মুনিগণ জাই নিজ স্থান ॥
সভাখণ্ড চমকিত সুনীয়া কাহিনী ।
নানা রত্ন দিআ দিল মুনিকে মেলানি ॥
রামে আশীর্বাদ করি মুনি গেলা দেশে ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

কথা কহিতে বেলা হৈল অবসান ।
রাক্ষস বানরে গেলা শয়নের স্থান ॥
সন্ধ্যা করি রামচন্দ্র গেলা অন্তঃপুরে ।
সাজাইল শয়ন ঘরে রত্নেতে প্রচুরে ॥১০
স্বর্ণ থাটে নেত তুলি উপরে মসারি ।
লক্ষ্মীবেশে তথা গেলা জনক-ঝিরারি ॥
রত্নের প্রদীপ জ্বলে গৃহ চারি ভিত ।
ঘরের বাহিরে হয় বাণ্ড নৃত্য গীত ॥
সুখ রাত্রি বঞ্চে রাম সীতা চন্দ্রমুখী ।
রামসীতা একু ঠাঞি সৰ্ব্ব লোক দেখি ॥
পূৰ্ণ দিকে পরকাস রাত্রি অবশেষ ।
রাজদ্বারে আস্যে লোক করি নানা বেশ ॥
রাজবাণ্ড বাজে দ্বারে অনেক প্রচুর ।
বৈতালিকে স্তুতি পড়ে জায় অন্তঃপুর ॥২০
ভূমি নিদ্রা গেলে বিশ্বনিদ্রা নাহি তাজে ।
ভাঙ্গিল তোমার নিদ্রা লোক রহে কাজে ॥
বিস্মকে জিনিঞা ভূমি বিক্রমে অপার ।
রূপেতে জিনিলে তুমি অশ্বিনীকুমার ॥
বুদ্ধে বৃহস্পতি জিনি স্বর্ঘ্যে জিনি তেজে ।
জিনিলে মধুর বাকে ইন্দ্র দেবরাজে ॥

ধৈর্য্যে পৃথিবী জিনি গতি জে সাগর ।
তোমা জিনি নাহি আর পৃথিবী ঈশ্বর ॥
স্বর্গের অমৃত ভূমি আইলে সংসারে ।
পৃথিবীর জত লোক তরাবার তরে ॥
বৈতালিক পাঠ পড়ে সুনীতে সুসার ।
অন্তঃপুর হৈতে রাম হৈলা আগুসার ॥
সুনীয়া ধাইল তথা কত কত চেড়ি ।
বসিতে আনিঞা দিল গুবাকের পাটী ॥
জল আনে সহস্রেক সুবর্ণ কলসে ।
তাহে স্নান করিআ ভূষিত কৈল বেশে ॥১০
সেবকে আনিঞা পটু বসন জোগায় ।
সুরভি চন্দন মালা আরোপিল গায় ॥
পিতৃ পিতামহে যজ্ঞ কৈল জেই ঘরে ।
সেই ঘরে সাজাইলা যজ্ঞ করিবারে ॥
যজ্ঞ সাক্ষ করি পুরোহিতে পুরস্করে ॥১৫
পূৰ্ণ স্থান গেলেন দেয়ান করিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত রাম গন্ধে আমোদিত ।
কুণ্ডল কেউর শিরে মুকুটভূষিত ॥
রত্নের অঙ্গুরী করে বলআ অঙ্গদ ।
পাটনেত নানা বস্ত্র রাজপরিচ্ছদ ॥২০
রাজকার্য্যে বৈসে রাম পূৰ্ণ সিংহাসনে ।
বশিষ্ঠ আদি মুনি বৈসে রাম সন্নিধানে ॥
ভরত লক্ষণ আর বীর শক্রঘন ।
মাথা লোঙাঞিঞা বৈসে ভাই তিন জন ॥
বসিলা বানর সব হেমের আসনে ॥২৫
বিভীষণ বসিলেন পাত্র চারিজন ॥
কুলীন ব্রাহ্মণ বৈসে শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।
অস্তুরঙ্গ বহিরঙ্গ বৈসে চারি ভিত ॥

(৩১৩)

(৩১৪)

ইন্দ্র জেন বসিলেন দেবতা বেষ্টিত ।
 সূর্য্যবংশে রাম রাজা জগতে পূজিত ॥
 রাজ্যচিন্তা শাস্ত্রচিন্তা প্রস্তাব বিস্তর ।
 হেন মতে সভা খণ্ডে বৈসে নরেশ্বর ॥
 দানভোগ অভিলাষ প্রজার পালন ।
 নিতি নিতি করে রাম রঘুর নন্দন ॥
 কবিশ্বের সাগর পণ্ডিত কৃত্তিবাস ।
 সুনিলে রামের গুণ পাপের বিনাশ ॥

ঋগুর মাতুল বন্ধু নৃপতির শালা ।
 অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ রাম দেখিতে মেলা ॥১০
 রাজভোগ ভুঞ্জাইল উত্তম কাহিনী ।
 দেশে যাইবারে রামে মাগেন মেলানি ॥
 দেখিতে জনক আশ্রয় হুহিতা জামাতা ।
 তাঁহার চরণে রাম নতু কৈল মাথা ॥
 চৌদ্দ বৎসর বই রাম দেখে সৰ্বলোক ৷১৫
 তোমা দেখি পাসরিল যত হুঃখ শোক ॥
 তোমার সম্বন্ধে রাজা তিন লোক সুখী ।
 তোমাকে দেখিআ মোর জুড়াইল আঁখি ॥
 হাতী ঘোড়া পালে পাল অনেক ভাণ্ডার ।
 ঋগুরের স্থানে দিআ মাগে পরিহার ॥২০
 জনক বলেন আমি হইলাও বড় সুখী ।
 এত ধন মোরে দিলে কোন কার্য্য লেখি ॥
 দান পাঞা তোমাকে পুনশ্চ দিল দান ।
 লক্ষ্মী কভু না ছাড়া যাব তোমার স্থান ।
 লড়িল জনক রাজা ত্বরিত গমনে ৷২৫
 অমৃতজি ভরত চলিল তার সনে ॥

কেকয় রাজার পুত্র মাগিল মেলানি ।
 জোড় হাতে রাম তারে বলে প্রিয় বাণী ॥
 পরম গর্ভিত তুমি পিতার সমান ।
 চারি ভাই দাঁড়াইল তার সম্মিধান ॥
 বৃদ্ধ বাপ তোমার মরিব হায় বাসে ৷
 মেলানি দিলাও জাহ পরম হরিষে ॥
 হাতী ঘোড়া দিলেন অনেকবিধ ধন ।
 লক্ষ্মণেরে দিলেন অমৃতজের কারণ ॥
 যুধাজিত তুষ্ট তোমাদের সনে ।
 অভিলাষ নাহি কিছু তোমা ধনে ॥১০
 পুনরায় দিলাও তোমাকে আমি দানে ।
 হরষিতে নিজ দেশে করিলা গমনে ॥
 বারাণসী রাজা আর সিংহল নৃপতি ।
 তাহাকে মেলানি দিল করিয়া বিনতি ॥
 অনেক ভাণ্ডার দিল ঘোড়া হাতী ধন ৷১৫
 হাত প্রসারিয়া রাম দিল আলিঙ্গন ॥
 আর জত রাজা রামে কৈল নমস্কার ।
 ঘোড়া হাতী সবাকারে দিলেন অপার ॥
 কালিঙ্গ নৃপতি লড়িল শশী বিন্দু ।
 মগধের রাজা লড়ে নামে জরাসিন্ধু ॥২০
 বিশ্বামিত্র রাজা লড়ে বিদর্ভনৃপতি ।
 লড়িলা গগনসিন্ধু ভোজ অধিপতি ॥
 খল চিলার রাজা লড়িল খলজাতি ।
 দশরথ সখা লড়ে লোমপাদ মতি ॥
 কাঞ্চনপুরীর রাজা লড়ে সনাতন ৷২৫
 কলিঙ্গের রাজা লড়ে সুবংশ বর্দ্ধন ॥
 কালজিহার রাজা জেন লড়িল বীরবর ।
 পৌলব দেশের রাজা লড়ে শশীধর ॥

(৩১৫)

(৩১৬)

শরভঙ্গের রাজা সে লড়িল সুরদণ্ড ।
 পাঞ্চালের রাজা লড়ে তেজের প্রচণ্ড ॥
 চণ্ডালের রাজা লড়ে মগধ সমান ।
 সিংহল দেশের রাজা জীমূতবাহন ॥
 চলঙ্গার রাজা লড়ে সর্পে শত দারা ।
 কাঞ্চনপুরের রাজা লড়ে পূর্নশিরা ॥
 সভাকারে রামচন্দ্র কৈল পুরস্কার ।
 হাতী ঘোড়া ধন দিলা অনেক ভাণ্ডার ॥
 আশ্রা ছিল জত রাজা রাম দেখিবারে ।
 একু ঠাঞি ছিল সতে অযোধ্যানগরে ॥১
 রাম বলে শুন ভাই জত নৃপবরে ।
 ভাই সম তোমা সভা ধরিল অন্তরে ॥
 তোমাদের অহুভাবে আমার কল্যাণ ।
 মহাকূলে জন্ম সভার মহাবলবান ॥
 রাজা সব বলে মোর শ্লাঘ্য জীবন ।
 তোমার বদনে জার প্রশংসা বচন ॥
 থাকিতে তোমার সঙ্গে অনুক্ষণ চাহি ।
 তোমার কুশল সতে প্রাণ সত্তে বহি ॥
 লড়িলা রাজা সব করিয়া মেলানি ।
 পথে জাত্যে কথা কহে আপনা আপনি ॥২০
 ভরত রাধিআ রাম আমা সভা চাই ।
 রাবণের সনে যুদ্ধ মোরা নাহি পাই ॥
 বানরের বিক্রমেতে রামের কল্যাণ ।
 সভা মাঝে আমা সভার করিল বাধান ॥
 না মারি রাক্ষসেনা নাহি করি হিত ।
 রাম ঠাঞি যশ পালায় সংসারে পূজিত ॥
 রাজাগণ বলে যদি জাইতাও সাথে ।
 দেখিতাও সমর রাবণ রঘুনাথে ॥

জাইও জাঙ্গাল দিআ সিদ্ধ মাঝে তরি ।
 রামের প্রসাদে তথা কার শক্তে মারি ॥
 পথে এত রাজাগণ করি অনুমান ।
 পৃথিবীর রাজা গেল জার জেই স্থান ॥
 আপনার ঘরে গেলা হরিষ বদনে ।
 রাম ঠাঞি ঘোড়া হাতী পালায় রত্ন দানে ॥
 অনুব্রজ্য তিন ভাই রাম আলায় ঘরে ।
 নানা দেশের ধনে রাম পুরিলে ভাণ্ডারে ॥
 নানারত্ন মণি মুক্তা পুরিলে ভাণ্ডারে ।
 সেই ধন দিআ রাম কৈল পুরস্কারে ॥১০
 রাম বলে কপি সব শুন সাবধানে ।
 কালি দিব মেলানি লড়হ বাসা স্থানে ॥
 সকল কটক গেলা করিআ মেলানি ।
 রাম রাত্রি নিবড়িল পোহালায় রজনী ॥
 বসিলেন রামচন্দ্র রতন সিংহাসনে ।
 বিভীষণ সুগ্রীব আদি বৈসে পাত্রগণে ॥
 তিন ভাই মেলি রাম কৈলা অনুমান ।
 বিভীষণ সুগ্রীবে দিব কোন দান ॥
 মুকুট কুণ্ডল দিল বলয় কঙ্কণ ।
 নানা দানে ভূষিলা সকল কপিগণ ॥২০
 রাম বলে বিভীষণ রাক্ষসের রাজ ।
 তোমার বিক্রমে মোর সিদ্ধ হৈল কাজ ॥
 সুগ্রীব রাজাকে রাম দিলা আলিঙ্গন ।
 আপন অঙ্গের দিল কুণ্ডল কঙ্কণ ॥
 এক উরে বসাইল অঙ্গদ কোণ্ডর ।
 আর উরু মাঝে থুলা হনুমান স্তন্যর ॥
 আপন গলার হুই দিল রত্নহার ।
 অনেক দিলেন আর রত্ন অলঙ্কার ॥

(৩১৭)

(৩১৮)

নানা বর্ণে বস্ত্র দিল অশেষে বিশেষে ।
 হনুমান অঙ্গদের করিল সন্তোষে ॥
 সূগ্রীবের হাতে রাম শৌণ্ডে ছই জন ।
 আমা দেখি অঙ্গদের করিবে পালন ॥
 দেখিবে পুত্রের সম অঙ্গদ কুমার ।
 আমার সাক্ষাতে মিতা কর অঙ্গকার ॥
 কিস্কিন্দ্যার রাজা তুমি অঙ্গদ যুবরাজ ।
 জাম্ববান সুষেণ সাধিলে সব কাজ ॥
 বল বুদ্ধি অনেক অঙ্গদ মহাবীর ।
 পাত্রে ভিতরে হনু বড়ই স্থিতি ॥১০
 ছই বীর যথা তথা যমে ভয় নাহি ।
 দোহার গৌরব রক্ষে তাই আমি চাহি ॥
 আর জত বীর ছিল সভাপুত্রে ।
 একে একে রঘুনাথ সভা কৈল কোলে ॥
 জাম্ববান সুষেণ কুমুদ নীল নল ।
 নানা আভরণে রাম কুরিল উজ্জ্বল ॥
 ইন্দ্রজাল দধিগণ বানর কেশরী ।
 প্রমাথি সম্প্রতি যোধ সব অধিকারী ॥
 গয় সে গবাক্ষ আর গন্ধ জে মাদন ।
 দধিমুখ শতবলী রম্ভ সে দুর্জয় ॥২০
 ধ্বজ-অঙ্গ তেজ বীৰ্য্য সূগ্রীবের সালা ।
 শ্বেত অশ্ব ছই বীর সূগ্রীবের বালা ॥
 হেমকূট পদ্ম বীর গবয় তপন ।
 লোলাকুড় মহাকাল চন্দন অঙ্গন ॥
 একে একে বানরেরে দিলা রথ দান ।
 তাড় বালা দিলা আর বস্ত্র পরিধান ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছই অজয় অমর ।
 রক্তে ভূষিত কৈল তার কলেবর ॥

জত জত বানর আছিল সভাতলে ।
 একে একে রামচন্দ্র সভা কৈল কোলে ॥
 বিক্রমে বিশাল সভে জন্ম কপিকুলে ।
 এড়াল্য সঙ্কট আমি তোমা সভা বলে ॥
 ধন্য হে সূগ্রীব মিতা তুমি মহারাজ ।
 হেন সব বানরের সাধিলে মোর কাজ ॥
 ধন্য ধন্য কপি বিশ্বকর্মার নন্দন ।
 অলঙ্ঘ্য সাগর বন্দে শতেক যোজন ॥
 কহিতে না পারি আমি বানরের বাধান ।
 বড় হিত করিলে সুসেন জাম্ববান ॥১০
 ধন্য ধন্য পবননন্দন হনুমান ।
 কত বার মরণে দিলেন প্রাণ দান ॥
 নানাধন নানা বস্ত্র নানা আভরণ ।
 শয়ন ভোজনে সুখী কৈলা কপিগণ ॥
 সহস্র বৎসর বঞ্চে রামের সংহতি ।
 নানা ভোগে তোমার সৈন্ত সেনাপতি ॥
 রাম বলে সূগ্রীব স্নহ কপিরাজ ।
 বানর গৌরব রাখ সেই মোর কাজ ॥
 বিভীষণ স্নহ রাক্ষস অধিকারী ।
 দেব দানব রাক্ষস তোমার সেবাকারী ॥২০
 যুগে যুগে রাজ্য কর পরম কল্যাণে ।
 সূগ্রীব আমারে নাহি পাসরিহ মনে ॥
 ইহা স্ননি ক্রন্দন উঠিল সভাতলে ।
 প্রণাম করিআ হনুমান কিছু বলে ॥
 তোমার চরণে আমি না চাহি মেলানি ।
 তুমি মোর পিতা মাতা সীতা ঠাকুরাণী ॥
 কেন হেন বাক্য বল কমললোচন ।
 তোমা না দেখিলে মোর না রহে জীবন ॥

(৩১৯)

(৩২০)

আর বিষ্ণু না বলিহ নারিব জাইতে ।
 এত বলি কান্দে বীর পড়িআ ভূমিতে ॥
 হাতে ধরি তুলি রাম দিল আলিঙ্গন ।
 রাম বলে হনুমান না কর ক্রন্দন ॥
 যথা তথা থাক হনু তুমি মোর প্রাণ ॥
 মোর প্রিয় কেহো নহে তোমার সমান ॥
 হাতে হাতে ধরি রাম বলে প্রিয়বাণী ।
 একবার দেখ গিআ জনকজননী ॥
 কাতর হইআ বীর করেন রোদন ।
 মোছেন আঁখির লোহ কমললোচন ॥১০
 হনুর ক্রন্দন দেখি কান্দে নারায়ণ ।
 ভরত লক্ষণ আর বিরসবদন ॥
 ভাসিল। লোচন লোহে দেবরঘুমণি ।
 অনেক প্রবোধে তারে দিলেন মেলানী ॥
 রামের চরণে বীর করি নমস্কার ॥১৫
 সত্বরে সীতার ঠাঞি কৈলা আগুসার ॥
 সীতার চরণে গিআ নোঙাইল মাথা ।
 কান্দিতে কান্দিতে হনুমান কহে কথা ॥
 তোমা বই গতি নাহি স্থন জননী ।
 নিদয় নিঠুর রাম দিলেন মেলানী ॥২০
 বাপ হঞা ঘুচাইল এ নহে বাভার ।
 দশ দিগ্‌ চাহে আমি সব অন্ধকার ॥
 নয়ানের লোহে আমি কিছু নাছি দেখি ।
 থাকিব তোমারে সেবি স্থন চন্দ্ৰমুখি ॥
 সেবকে ঘুচান রাম স্থনগো রূপসী ॥২৫
 হাতে দণ্ড কমণ্ডলে হইব সন্ন্যাসী ॥
 রাম ছাড়্যা আমার জীবন রহে কিসে ।
 ছাড়িব পরাণ আমি বত উপবাসে ॥

ধন জন ঠাকুরালী নাহি চাহি নারী ।
 না চাহি অঙ্গনা মাতা জনককেশরী ॥
 সীতা বলে বাপু তুমি না কর ক্রন্দন ।
 তোমা লাগি বুঝাইব কমললোচন ॥
 এত বলি রামের ঠাঞি চলিলেন সীতা ॥৫
 ষোড় হাতে কহেন হনুমানের বারতা ॥
 রাক্ষসের পুরে ছিহু বিষম তাড়নে ।
 প্রাণ দান দিল মোরে পবনন্দনে ॥
 একা হনুমান মোর কৈল প্রতিকার ।
 তাহার প্রসাদে আমি বাঁচি এক বার ॥১০
 তাহার ক্রন্দনে মোর বিদরে পরাণী ।
 রোদন না ছাড়ে মুখে নাহি দেই পানি ॥
 রাম বলেন জদি ইবে রাখি হনুমান ।
 সকল বানরের তবে হব অভিমান ॥
 এখন বানর সঙ্গে জাহ হনুমান ॥১৫
 সভাকে রাখিআ দেশে আশ্র মোর স্থান ॥
 রাম বলে মোর কথা রহে জত যুগে ।
 তত দিন স্থখে থাক নাহি কোন রোগে ॥
 সীতা বলে চন্দ্ৰ সূর্য্য রহে জত দিন ।
 নবগ্রহ নক্ষত্র পবন নহে ক্ষীণ ॥২০
 কূর্ম্ম পৃষ্ঠে যাবৎ ধরিব মহীভার ।
 জত দিন রাম গুণ ঘূষিব সংসার ॥
 জত দিন থাকিবেন সপ্তম সাগর ।
 তত দিন হনুমান অজয় অমর ॥
 নানা রত্নে খেচানি সোনার রত্ন মালে ॥২৫
 হেন মালা দিলা দেবী হনুমানের গলে ॥
 করে হইতে দিলা দেবী রত্নের অঙ্গুরী ।
 মুকুট কুণ্ডল দিল রত্নময় কাঠি ॥

(৩২১)

(৩২২)

নানা রত্ন শোভা করে হনুমানের গলে ।
 দশ দিক দীপ্ত করে জেন মণি অলে ॥
 রত্নহার দানে সীতা তোসে হনুমানে ।
 তারে দান দিলে কার নহে অভিমানে ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ বলে তোস হনুমান ।
 হনুমান হৈতে সতে পাল্য প্রাণ দান ॥
 সভাকার সুখ হনুমান পাল্য হার ।
 সোভিছে সুন্দর যেন তারার পসার ॥
 জত শ্রম কৈলে বাপ জত কৈলে কাজ ।
 তার মত দান নাহি ভুবনের মাঝ ॥১০
 জেই হার দিল মোরে স্বপ্নের ঈশ্বর ।
 হেন হার পর তুমি সর্বাঙ্গে সুন্দর ॥
 করিলে অনেক কাজে পোছ চক্ষুর পানি
 একবার রাম ঠাঞি মাগহ মেলানি ॥
 জোড় হাতে উঠিয়া দাঁড়াল্য বিভীষণ ।
 মেলানী মাগিতে লোহে ভরিল নয়ন ॥
 মিতে দেখি হেঁট মাথা করিলা বৈদেহী ।
 হনুমানে সম আজ বিভীষণে কহি ॥
 বিভীষণ সুগ্রীবে দিলেন নানাধন ।
 মণি সুক্কা রত্ন দিল প্রবাল কাঞ্চন ॥২০
 অনেক প্ররাস কৈলে মোছ চক্ষুর পানি ।
 রাজ আজ্ঞা হৈল সতে মাগহ মেলানি ॥
 বিভীষণ সুগ্রীবে দিলেন আলিঙ্গন ।
 প্রদত্ত বদনে রাম দিল নানাধন ॥
 রামেরে প্রণাম করি সর্বজন নড়ে ।
 অবিরত সবাকার চক্ষুতে জল পড়ে ॥
 বিভীষণের গুণ রাম নাহি ছাড়ে ।
 বখন তখন রাম তাই মনে পড়ে ॥

মেলানী করিয়া চলে রাক্ষস বানর ।
 অমুব্রজিবারে গেল তিন সহোদর ॥
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সতে পাইআ মেলানি ।
 দেখি তিন ভাইর নয়নে পড়ে পানি ॥
 নানা রত্ন বস্ত্র দিলা সুভারে প্রসাদ ।
 ফল মূল দিল জাহে খণ্ডে অবসাদ ॥
 রামেরে প্রণাম করি লড়ে সর্ববীর ।
 রাক্ষস বানর হৈলা গড়ের বাহির ॥
 তিন ভায়ে বন্দিলেন সর্ব সভ্যগণ ।
 আপন আপন দেশে করিলা গমন ॥১০
 বাটী যাইতে সতে তিন ভাইরে প্রশংসে ।
 সুগ্রীব বানর সনে গেলা নিজ দেশে ॥
 বিভীষণ সৈন্ত সনে লঙ্কাতে প্রবেশে ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥
 রাক্ষস বানর গেল মাঝে বেষ্টিতি ।
 চারি ভাই রাজ্য করে লোক আপ্যায়িত ।
 রাম বলেন ভাই সব স্নান সাবধানে ॥
 কুবেরের রথ ছিল রাবণের স্থানে ॥
 সেই রথ নিল আমি মারি দশাননে ।
 পাঠাই পুষ্পক রথ কুবেরের স্থানে ॥২০
 দুর্জয় রাবণ রাজা দুর্জনবেষ্টিত ।
 হেন জনে মারিআ দেবের কৈল হিত ॥
 লঙ্কাতে আছিল রথ কার বাপে আনি ।
 জেমতে আনিল রথ কহিবে কাহিনী ॥
 ভরত রামের বোল নাহি করে আন ॥২৫
 মেলানী করিয়া জান কুবেরের স্থান ॥

(৩২৩)

(৩২৪)

কুবেৰ দেৱান কৰি বস্তাছে কৈলাসে ।
 হেন কালে ভৱত গেলেন তাৰ পাসে ॥
 ৰথ দেখি কুবেৰ কৰিল নমস্কাৰ ।
 ৰাম ৰাম শ্ৰোঙৰণ কৰিল তিনবাৰ ॥
 ভৱত বলেন তুমি সুন লোকপাল ।
 ৰামেৰ আজ্ঞাতে হেথা আইল সকল ॥
 শ্ৰীৰাম আনিল ৰথ মাৰিআ ৰাবণে ।
 পাঠাল্য তোমাৰ ৰথ তোমা সন্নিধানে ॥
 কুবেৰ বলেন তুমি চিন্ত মোৰ হিত ।
 ৰথ লয়্য ৰাম ঠাই চলহ স্বৰিত ॥১০
 কুবেৰ বলেন ৰথ সুন মোৰ কথা ।
 স্বৰিতে লড়হ প্ৰভু ৰাম আছে যথা ॥
 হুৰ্জয় ৰাবণ ৰাজা বিক্ৰমে পূজিত ।
 হেন জন মাৰা গেল আমি হৱসিত ॥
 লঙ্কাতে আছিল ৰথ কাৰ বাপে আনি ৥১৫
 জে আনিল তাৰ কাছে লড়হ এখনি ॥
 এখন তোমাতে মোৰ নাহি কোন কাজ ।
 শ্ৰীৰামেৰ সেবা কৰ তিনি তোমাৰ ৰাজ ॥
 আমাৰ বচন ৰথ না কৰহ আন ।
 জাবত থাকেন ৰাম থাক্য তাৰ স্থান ॥২০
 ৰাবণ তোমাতে চড়ে সুন মোৰ হুঃখ ।
 শ্ৰীৰামে বহিআ থাক মোৰ সুখ ॥
 কুবেৰেৰ আজ্ঞা ৰথ লজ্জিতে না পাৰে ।
 আঁখিৰ নিমিষে গেল অযোধানগৰে ॥
 শ্ৰীৰামেৰ সাৱথি বলে জুড়ি হই হাত ৥২৫
 অবধান কৰি সুন ৰঘুবংশেৰ নাথ ॥
 কুবেৰ পাঠাল্য ৰথ তোমা বহিবাৰে ।
 মাৰিলে পাপিষ্ঠ ৰাজা লঙ্কেশ্বৰে ॥

লঙ্কাতে আছিল ৰথ কাৰ বাপে আনি ।
 হইল তোমাৰ ৰথ সুন ৰঘুমণি ॥
 কুবেৰেৰ বোলে ৰথ আলা তোমাৰ স্থান ।
 কোন কাৰ্য্য কৰিব কৰহ আজ্ঞাদান ॥
 ৰথ বলে তিন লোক নাহি মোৰ ডৱ ৥৫
 তোমাৰে বহিতে পাঠাইল ধনেশ্বৰ ।
 ৰাম বলে শ্ৰোঙৰণে কৰিবে উপকাৰ ।
 ধূপ দীপ গন্ধ দিআ কৈল পুৰস্কাৰ ॥
 এত বলি ৰথে ৰাম দিলেন মেলানী ।
 জোড় হাতে বলেন ভৱত প্ৰিয় বাণী ॥১০
 সংসাৱ জিনিআ ৰাম তোমাৰ কাহিনী ।
 নৱ হঞা কহ প্ৰভু দেবতাৰ বাণী ॥
 ৰাজ্যে উপহত নাহি সৰ্ব্বত্ৰে কল্যাণ ।
 অস্তুত দেখিআ লোক কৰএ বাখান ॥
 ভৱতেৰ বচনে শ্ৰীৰাম হৈল সুখী ৥১৫
 নানা কেলি কৰে ৰাম নিঞা চন্দ্ৰমুখী ॥
 ৰাম বলেন অশোক বন দেখিতে সুন্দৰ ।
 বিশ্বকৰ্ম্মা নিৰ্ম্মাইল লঙ্কাৰ ভিতৰ ॥
 সভাকাৰ স্ত্ৰী নিঞা ৰাবণ কেলি কৰে ।
 দশ মাস ছিল সীতা অশোক ভিতৰে ॥২০
 সে অশোক নিৰ্ম্মাণ সীতা কৰহ বিৱলে ।
 তুমি আমি কেলি কৰি অশোকেৰ তলে ॥
 নানা মিত্য জানে বিশ্বকৰ্ম্মাৰ সমান ।
 কৰিল অশোকবন লক্ষ্মী অধিষ্ঠান ॥
 সুন্দৰ অশোক বন পাতা লতা দেখি ৥২৫
 কোকিলেৰ কলৱব নানাবৰ্ণে পানী ॥
 মণি মুক্তা প্ৰবালে বান্ধিলা গাছোপণ্ডি ।
 ঠাই ঠাই নিৰ্ম্মাইল সোনাৰ চৌখণ্ডি ॥

(৩২৫)

(৩২৬)

সূবর্ণের খাট পাট কৈল সিংহাসন ।
 নানারত্ন বিরচিত অশোকের বন ॥
 বিকশিত চম্পক পারুল নাগকেশর ।
 গন্ধে আমোদিত পুষ্প গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
 দিব্য সরোবর হৈল নিরমল জল ।
 শ্বেত রক্ত নীল পীত তাহাতে কমল ॥
 আশ্র কাঠালে বন লক্ষ জাতিফল ।
 ছোলঙ্গ কমলা টাৰা গুয়া নারিকেল ॥
 দাড়িম্ব খেঁজুর লেমু অপক্লপ শোভা ।
 নানা জাতি বৃক্ষ তথা কামরাসা টাৰা ॥১০
 নানা ফুল ফুটে তথা মল্লিকা মালতী ।
 বাগাসনা ছলল ফুটিছে জাতি জুতি ॥
 অশোক কিংশুক মালি রঙ্গম সিউলী ।
 আঙলা কমলা কুন্দ তুলসী কেসলী ॥
 বাসক পলাশ আর পালিতা মান্দার ॥১৫
 কাঞ্চন কবরী কেয়া দেখিতে সুসার ॥
 বকুল কুন্দক তথি মাধবী টগর ।
 লবঙ্গ ছোলঙ্গ বাকসনা নাগেশ্বর ॥
 ধুতুরা মরুয়া ফুল দেখি মনোহর ।
 বাটী বুটী কুরুবক ভূষিত ভ্রমর ॥২০
 পলাশ ছাতেন ফুটে কাঞ্চন ধাধকি ।
 জুঁই জঁই মনোহর সুন্দর কেতকী ॥
 স্নানকুণ্ড করিলেন বিচিত্র সরোবর ।
 মণি মুক্তা দিআ বান্ধে দেখিতে সুন্দর ॥২৫
 সোনার আওআরি কৈল সোনার চৌউরি ।
 করিল সোনার খাট পাট দেখি সারিসারি ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত রাজসভার পূজিত ।
 উত্তরকাণ্ডে গাইল রামায়ণ চরিত ॥

অশোকে থাকেন রাম জানকী সুন্দরী ।
 রাম সীতা কৌতুকে খেলেন পাশা সারি ॥
 দাস দাসী আসিআ করিল উদ্বর্তন ।
 স্নান করি নেপিলেন স্নগন্ধি চন্দন ॥
 সূবর্ণের ঝারি থাল অশোকের বন ।
 লক্ষ্মীরূপা সীতা তথা করেন রন্ধন ॥
 পায়স পিষ্টক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ।
 পদ পাখালিআ রাম বসিলা ভোজনে ॥
 কনক ভাজনে সীতা জোগায় ওদন ।
 হেমাসনে বসি রাম করেন ভোজন ॥১০
 কপূর তাষ্মূল নিঞা জোগাইল দাসী ।
 দেবের ছল্লভ ভোগ মানসে বিনাশী ॥
 অন্ন বয়স কন্যা পরম সুন্দরী ।
 রাম সীতার আগে নাচে স্বর্গবিজ্ঞাধরী ॥
 প্রাতঃস্নান করে রাম অরুণ কিরণে ॥১৫
 দুই প্রহর জায় তাঁর পিতৃ তর্পণে ॥
 শেষ কালে জখন রাম করিতে ভোজনে ।
 রাত্রি কালে জায় তাঁর সীতা সম্ভাষণে ॥
 প্রাতঃস্নান করি সীতা করে দেবার্চন ।
 শাশুড়ী সভার করে চরণ বন্দন ॥২০
 দ্বিতীয় প্রহর জাএ এই আরাধনে ।
 আর দুই প্রহর জায়ে কামের সেবনে ॥
 ত্রীরামের অন্তঃপুরে আছে বিজ্ঞাধরী ।
 সীতা ছাড়ি রঘুনাথ না চান অন্ত নারী ॥
 ভোজনে শয়নে রহে অশোকের বনে ॥২৫
 রাজকাৰ্য্য করে তারা ভাই তিন জনে ॥
 পৃথিবীর রাজা আস্যে নিঞা উপহার ।
 ভরত লক্ষণ তারে করে পুরস্কার ॥

(৩২৭)

(৩২৮)

কোন দিন রামচন্দ্র আসোন দেয়ানে ।
 কেহ দেখে কেহো না দেখে জান ততক্ষণে
 রাত্রি দিন থাকেন রাম অশোক ভিতর ।
 এই রূপে গেল সাত সংখ্যক বৎসর ॥
 এক দিন গেলা রাম অশোকের বনে ।
 পাছু গিয়া সীতা দেবী পুছন্তি বচনে ॥
 আমি আইলাও তুআ নাহি আশুসার ।
 আশু পাছু কর তুমি একোন ব্যাভার ॥
 সীতা বলে শান্তভী অনেক গুরুজন ।
 তা সভার সেবা করি বলিছ চরণ ॥১০
 রাম বলেন মাতৃগণে করিবে সেবন ।
 সে সব আমার কার্য্য সিদ্ধ প্রয়োজন ॥
 হাত প্রসারিয়া রাম সীতা নিলা কোলে ।
 দৌহে মধু পান কৈল সুবর্ণের থালে ॥
 নানা বেশ করে সীতা লাজ নাহি করে ।
 মনে কৈল রঘুনাথে তুমিবার তরে ॥
 নানা বেশ করি হৈলা লক্ষ্মীর মুরতি ।
 সীতাকে দেখিআ হৈল রামের পিরিতি ॥
 রতিতে তুষিল সীতা বিবিধ বিধানে ।
 নানা কেলি কৈল রাম জানকীর সনে ॥২০
 কথোদিনে গর্ভ সীতা ধরিল উদরে ।
 হাতে ধরি রামচন্দ্র পুছন্তি সাদরে ॥
 গর্ভ হৈলে নানা দ্রব্যে হএ অভিলাষ ।
 কোন দ্রব্যে সীতা তুমি করহ প্রকাশ ॥
 ইহা স্ননি হেঁট মুখে বলে চন্দ্রমুখী ।
 কোন দ্রব্যে সাধ নাহি মর্ত্যে জত দেখি ॥
 জত মূনি দেখিলাও বনের ভিতর ।
 ফল মূল খান সভে ধর্ম্মোত্তে তৎপর ॥

এক দিন প্রভু মোরে দেহত মেলানি ।
 ধনে বস্ত্রে তুসি গিয়া মূনির ব্রাহ্মণী ॥
 তা সভারে স্মৃখী কৈলে সর্ব্বত্র কল্যাণ ।
 এক রাত্রি দেহ মেলানি আমারে দান ॥
 রাম বলেন কালি জাব মূনি দরসনে ।
 সভাকে তুসিহ গিয়া নানা রত্ন দানে ॥
 সীতা বলে গঙ্গা তীরে বৈসে মূনিগণে ।
 ফল মূল খাইব মূনির কত্থা সনে ॥
 বলিবৈধ মূনিগণ করে পিণ্ডদান ।
 হংসে ভাঙ্গি সেই পিণ্ড করে খান খান ॥১০
 মূনি কত্থা সনে জাই স্নান করিবারে ।
 হংস খেদাড়িয়া তাহা খাই গঙ্গাতীরে ॥
 সত্য করি আশ্চাছিমু মূনি কত্থা সনে ।
 দেশে গেলে আসিআ করিব সম্ভাষণে ॥
 আশ্বাসিয়া গেলা রাম ভিতর আওয়াস ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পুণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥
 প্রাতঃস্নান কৈল রাম প্রত্যাষ বিহানে ।
 কনকের সিংহাসনে বসিলা দেয়ানে ॥২০
 দেয়ানে বসিলা রাম কমললোচন ।
 রাম সম্ভাষণে গেলা সব পাত্রগণ ॥
 বাসব বন্ধন পাত্র ভদ্র সে বিজয় ।
 স্নমন্ত অশোক পাত্র দত্ত মহাশয় ॥
 দেশে দেশে স্ননি রাম গুণের কাহিনী ।
 পাত্রে পাত্রে কথা কহে আপনা আপনি ॥
 স্ননিঞা সে সব কথা করি অনুমান ।
 পাত্রগণে জিজ্ঞাসা করেন ভগবান্ ॥

(৩২৯)

(৩৩০)

সব পাত্রগণে রাম পুছন্তি সাদরে ।
 দোষগুণ কিবা মোর খুসয়ে সংসারে ॥
 পাত্র ভাগ বলেন তোমার গুণ পূজা ।
 সতে যশ ঘোষে জত পৃথিবীর প্রজা ॥
 বানরগণ সঙ্গে কৈলে সাগরের বন্ধ ৫
 ত্রিভুবনে হুজ্জয় বধিলে দশরুদ্ধ ॥
 ভদ্র নামে পাত্র উঠি নোঙাইল মাথা ।
 জে কথা শুনিল রাম কহি সেই কথা ॥
 ধৈর্য্য-বীর্য্যে প্রভু তুমি বুদ্ধিতে আপন ১০
 কোন কাধ্যে লোক জন নাহি করে ছল ॥
 চারি ভাই পরিবার নানা গুণধারী ।
 সবে এক দোষ ডরে বলিতে না পারি ॥
 সীতা কোলে করিআ হরিল নিশাচর ।
 হেন সীতা নিআ রাম তুমি কর ঘর ॥
 বলে ছলে তোমার বনিতা নিল পরে ১৫
 তাহারে আনিলে তুমি আপনার ঘরে ॥
 লোকে বলে রাজা হঞা করে অব্যভার ॥
 প্রজা হঞা নিতে চাহ রাজার আচার ।
 ঘরেতে বাহিরে প্রভু এই কথা খুসি ॥
 আমি বলিলাম মোরে না করিহ দোষী ২০
 এত ভদ্র পাত্র যদি কহিল কাহিনী ।
 বিরস হইআ রাম উঠিল আপনি ॥
 নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন ।
 হেঁট মুখে স্নানে জান রাম নারায়ণ ॥
 একা রামচন্দ্র সঙ্গে নাহিক দোসর ২৫
 স্নানে গেলা আপন বাপের সরোবর ॥
 পুরুরের চারি পাড়ে পর্কত প্রমাণ ।
 নানা রত্নে বান্ধা তাহা মিশ্রিত পাষণ ॥

এক ধোবা বস্ত্র কাচে স্নবর্ণের পাটে ।
 স্নান করেন রামচন্দ্র নামি পূর্ক ঘাটে ॥
 স্নান করি আপনি গায়ের তোলে পানি ।
 স্নেনে উত্তর ঘাটে ধোবার কাহিনী ॥
 কহেন অপূর্ক কথা শ্বশুর জামাই ৫
 দুইজনে কথা ঘাটে আর কেহো নাই ॥
 শ্বশুর বলেন স্নান কুলীনের স্নত ।
 ধনে ধনবান্ তুমি রূপেতে অদ্ভুত ॥
 বড় গুণবান্ আছিল তোমার পিতা ।
 তোমারে দিলেন বিভা আমার দুহিতা ১০
 মৈল তোর বাপ কারে করিল গোচর ।
 শিশু কন্ডা পলাইআ আলা মোর ঘর ॥
 মোর ঘরে গিআ কন্ডা ছিল কালি রাতি ।
 মোর ঘরে চল তুমি করি এ কাকুতি ॥
 নারী জাতি কিবা জানে না লইবে দোষ ।
 সকল ক্ষেমিআ তারে হইবে সন্তোষ ১৫
 এতেক বচন যদি বলিলা শ্বশুর ।
 বোল সন্ধি পাঞা বলে জামাতা নিষ্ঠুর ॥
 শ্বশুর হইআ বল লংঘিতে না পারি ।
 জ্ঞাতি নাহি লইবেক আনিলে সেই নারী ॥
 গেলেন তোমার ঘরে নাহিক সংহতি ২০
 কার ঘরে থাকিআ বঞ্চিলা দুঃখ রাতি ॥
 বড় লোক নহি আমি হই অন্ন জাতি ।
 রাম হেন রাজা নহি পৃথিবীর পতি ॥
 দশমাস ছিল সীতা রাবণের ঘরে ২৫
 তারে নিঞা থাকে লোকে নাহি কহে ডরে
 বড় লোক বলি কেহো বলিতে না পারে ।
 পৃথিবীর রাজা রাম সকল সম্বরে ॥

(৩৩১)

(৩৩২)

অন্ন জাতি বলিয়া সভাই দিল ভর ।
 আনিতে নারিব তারে তুমি জাহ ঘর ॥
 এতেক বচন যদি বলিল নিষ্ঠুর ।
 ধর্ম সাক্ষী করি ঘরে নড়িল খণ্ডুর ॥
 দৌহার বচন সুনি শ্রীকাম বিস্মিত ।
 জল হৈতে উঠিলেন হৃদয়ে চিস্তিত ॥
 যশ সত্য হৈতে বাপ ত্রিভুবন রঞ্জে ।
 পুরুষে পুরুষে রাজা কেহো নাহি গঞ্জে ॥
 লক্ষা হৈতে নিল সীতা দেবতার বোলে ।
 অগ্নিশুদ্ধা হৈল সীতা ভরি সভাতলে ॥১০
 হেন সীতা নিল আমি কুলের পাবনী ।
 সীতা হেন সতীকে বলেন হেন বাণী ॥
 দেবতার বোলে আনি মানুষেতে দোষে ।
 মানুষের কার্য্য করি জত পরিহাসে ॥
 সীতা সতী রূপে গুণে কুলের পাবনী ॥১৫
 তার দেহে পাপ নাহি আমি ভালে জানি ॥
 হেন সীতা নিঞা আমি করি গৃহবাস ।
 দেশে দেশে লোক মোরে করে উপহাস ॥
 লোক উপহাস করে কি করিতে পারি ।
 স্ত্রী লাগিআ দোষ পাই তারে পরিহরি ॥২০
 উত্তমের লাগে দোষ দৈবের ঘটনে ।
 আর সীতা সনে মোর নাহি দরসনে ॥
 চৌদ বৎসর বলে সীতার হরণে ।
 বড় হুঃখ পালা আমি বাপের মরণে ॥
 সেই শোক পাসরিল দিন দুইচারি ॥২৫
 আর বার হৈল শোক পাসরিতে নারি ॥
 জত শোক পড়ে তাহা সহিবারে চাহি ।
 আজি হৈতে না দেখিব জানকী বৈদেহী ॥

সীতাসনে আজি হৈতে নাহি সম্ভাবণ ।
 না করিব সীতা সনে শয়ন ভোজন ॥
 আজি হৈতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ ।
 আর না জাহিব আমি সীতার নিবাস ॥
 আজি হৈতে দূরে গেল সে সুখ সন্মান ॥৫
 আর নাহি জাব আমি জানকীর স্থান ॥
 আনিল ব্রহ্মার বোলে সীতা সুলক্ষণী ।
 মোর বিদ্যমানে মৈলে ঘৃচিত পোড়নি ॥
 মোর ঘরে পড়ি সীতা জন্ম গেল হুঃখে ।
 কতু কিছু না সুনিল জানকীর মুখে ॥১০
 ঘাটে হৈতে উঠে রাম শিরে জল ধরে ।
 নয়ানের নীর রাম সঞ্চরিতে নারে ॥
 সেইরূপে ঘরে গেলা কমলগোচন ।
 স্ত্রী লইয়া কি করিব যশ বড় ধন ॥
 সীতাকে বর্জিব রাম পৃথিবীর জঁষর ॥১৫
 মনে হুঃখ ভাবি রাম গেলা নিজঘর ॥
 দ্বারীকে ডাকিআ বলে সকলুণ ভাসে ।
 তিন ভাই ডাকিআ আনহ মোর পাশে ॥
 সুনিকো লক্ষ্মণে দ্বারী করিল প্রণাম ।
 দুই ভায়ে বলে আশ্র ডাকেন শ্রীরাম ॥২০
 বিলম্ব না কর চল ত্বরিত গমন ।
 ভরত ঠাকুর আর বীর শক্রঘন ॥
 রামের আদেশ সতে বন্দিলেন শিরে ।
 তিন ভাই গেলেন ভিতর দুয়ারে ॥
 দ্রুতগতি তিন ভাই কৈল আগুসার ॥২৫
 দেখিআ সকল লোকে লাগে চমৎকার ॥
 তিন ভাই দ্বারে রাখি নড়িল দ্বারী ।
 এক দুই বিহঙ্গ ছাড়ায় স্বরাঘরি ॥

(৩৩৩)

(৩৩৪)

তিন ভাই সপ্তম বিহঙ্গ পার নহে ।
 হেন স্থানে গিয়া দ্বারী রামে বার্তা কহে ॥
 দ্বারীকে বলিল ঝাট আন তিন জন ।
 স্নানিঞা চলিল সবে গজেন্দ্র গমন ॥
 হুই ভাই পশ্চাতে ভরত আশ্রয়ান ।
 মদন মুরতি সবে রাজ্যের প্রধান ॥
 রামের নিকটে গিয়া কৈল পূটাঞ্জলি ।
 তিন জনে কৈল তার চরণে সিয়লি ॥
 মলিন কমল যেন রামের বদন ।
 চক্ষু জলে অঙ্গ তিতে অরুণলোচন ॥১০
 রামের করুণা দেখি সভার বিবাদ ।
 তিন ভাই বলে কিবা পড়িল প্রমাদ ॥
 একে একে তিন জনে কৈল আলিঙ্গন ।
 সভাকারে বসিতে দিলেন সিংহাসন ॥
 রাম বলে ভাই সব স্নান সাবধানে ।
 বায়ুরুপী আন চান প্রাণ সর্সকুণে ॥
 তোমা সবে দিল প্রজা করিতে পালন ।
 আমি তপ করিবারে জাব তপোবন ॥
 ধর্ম্মেতে তৎপর সবে বিচারে পণ্ডিত ।
 গুরু গর্কিতেরে ভক্তি সুধর্ম্ম চরিত ॥২০
 এত বলি তিন জনে দিলা আলিঙ্গন ।
 তিনজনে বন্দিলেন রামের চরণ ॥
 রাম বলেন মোর অপযশে বড় ডর ।
 লোকে অপযশ সয়ে তেজি কলেবর ॥
 সীতা দেবী হৈতে লোক গজে চারিভিতে ।
 হেন সীতাদেবী আমি ছাড়িব কেমতে ॥২৫
 শৌর্য্যে বীর্য্যেতে নহি স্ত্রীর রঙ্গ ।
 অগ্নিশক্তা সীতা হৈল কুলের কলঙ্ক ॥

দেবগণ বলিল লক্ষ্মণ বিত্তমান ।
 সীতাকে লক্ষ্মণ জানে আদি অবসানে ॥
 চন্দ্র সূর্য্য বলে সীতা দেহে নাহি পাপ ।
 দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ জানে সব সাপ ॥
 সীতার চরিত্র ভাল তোমার গোচর ।
 সীতাকে আনিল ভাই অযোধ্যা নগর ॥
 সীতা হেন রূপবতী নাহিক সংসারে ।
 বলিতে না পারি সীতা জতগুণ ধরে ॥
 সত্য হকু মিথ্যা হকু অপযশ কহি ।
 বার্থ প্রাণ ধরি আমি হেন কথা সহি ॥১০
 মোর তরে জত লোক অপযশ বলে ।
 হেন মন করে মোর সান্তাই পাতালে ॥
 তিন ভাই বট মোর কুলের ভূষণ ।
 অপযশ হৈলে ছাড়ো তোমা তিনজন ॥
 রূপে গুণে মোহিনী সে সীতা চন্দ্রমুখী ॥১৫
 তথাচ ছাড়িব সীতা কোন কার্য্যে লেখি ॥
 বিস্তর বলিআ কিছু নাহি প্রয়োজন ।
 সীতারে বলেন রাম বিস্তর বচন ॥
 রথে উঠাইআ নেহ স্মিতানন্দন ॥২০
 সীতাকে রাখ নিঞা বাব্বীকির তপোবন ॥
 কালি সীতা মোর ঠাক্রি মাগিল মেলানি ।
 মুনি দেখিবারে জাবেক রাখ্যাহ আপনি ॥
 মিথ্যা অপবাদে মোর পোড়ে কলেবর ।
 না বলিহ কেহো কিছু সীতাকে উত্তর ॥
 গর্কিত বলিঞা যদি মোরে কর মনে ॥২৫
 কেহো কিছু না বলিহ সীতার কারণে ॥
 সীতা লাগি কিছু না বলিহ তিনজন ।
 আমরা ক্ষত্রিয় জাতি যশ বড় ধন ॥

(৩৩৫)

(৩৩৬)

সীতার বর্জনে মোর দুঃখ নাহি খণ্ডে ।
সীতার বচন মোরে না বলিহ তুণ্ডে ॥
এত বলি কান্দে রাম ঘরের ভিতর ।
বিরস হইআ তিন জনে গেলেন ঘর ॥
কৃষ্ণিবাস পণ্ডিতের মধুরস বাণী ।
সুনিতে মধুর গীত জগতে বাখানি ॥

প্রভাতে লক্ষ্মণ উঠি মুখে দিলা পানি ।
সুমন্ত্র সারথি ডাকি আনিল আপনি ॥১০
শয়ন মন্দিরে রাম সীতা নাহি আনি ।
শূন্ত ঘরে কান্দি প্রভু পোহালা রজনী ॥
সুমন্বরে ডাকিআ লক্ষ্মণ বীর বলি ।
রাজার আদেশ হৈল বার্তা নাহি কালি ॥
সীতা দেবী জাবেন মুনির তপোবন ।
১৫ রথে তুলি নেহ তারে শয়ন অশন ॥
তুমি আমি সীতাকে লইব তপোবনে ।
রথখান আন গিআ স্বরিতগমনে ॥
রথ সাজি সারথি আনিল রাজদ্বারে ।
সীতাকে লক্ষ্মণ গিআ নমস্কার করে ॥২০
বিলম্ব না কর সীতা লড় গুভক্ষণে ।
রামের আদেশ হৈল জাব তোমা সনে ॥
রামের নিষ্ঠুর হিআ সীতা নাহি জানে ।
মুনিকে দেখিব বলি হরষিত মনে ॥
শাণ্ডীকে সবারে বন্দে দশরথরাণী ।
২৫ রামেরে প্রণাম করি মাগিল মেলানি ॥
রথ নিঞা সুমন্ত্র গেলেন সন্নিধানে ।
আশ্র ২ সীতা দেবি চড় গিআ যানে ॥

রথেতে উঠিল সীতা হরষিত মনে ।
মুনি পত্নী হেতু নিল নানা আভরণে ॥
রাজলক্ষ্মী ছাড়িআ জান চন্দ্রবদনী ।
পথে জাইতে অমঙ্গল দেখেন গোসাঞিনী ॥
আচম্বিতে হিয়া দোলে ডানি আঁখি নড়ে ॥
ঘন ঘন সীতার গায়ে সিঞ্চড়া পড়ে ॥
অমঙ্গল দেখি সীতা পুছেন লক্ষ্মণে ।
নানা অমঙ্গল মোরে পড়ে কি কারণে ॥
শাণ্ডী সকলে হে তোমরা চারিভাই ।
চির জীবের রাজ্য কর তাই আমি চাই ॥১০
ভাল ভাল বলিআ লক্ষ্মণ দিল আশা ।
সেই দিন গোমতীর তীরে কৈল বাসা ॥
প্রভাতে গেলেন সব ভাগীরথীতীরে ।
লক্ষ্মণ না ধরে প্রাণ হইল অস্থিরে ॥
এই গঙ্গাতীরে হবে সীতার বর্জন ১৫
গঙ্গা পানে চাহিআ লক্ষ্মণ অচেতন ॥
আচম্বিতে কান্দেন জাঁইতে নিকটে ।
উভরায়ে কান্দে চাহিআ গঙ্গাঘাটে ॥
লক্ষ্মণের ক্রন্দন দেখি সীতার তরাস ।
প্রবোধিআ সীতা দেবী করেন আশ্বাস ॥২০
ব্রাহ্মর বৎসল তুমি সর্ব অবধান ।
কোন দোষে রঘুনাথ কৈল অপমান ॥
বীর হঞা কান্দ জেন বালক স্ত্রীজাতি ।
কি লাগিআ কান্দ মোরে কহ মহামতি ॥
ঝাট পার হইয়া মুনিকে দিব দান ।
তুমি সব মুনিগণে জাব রাম স্থান ॥
পারে জান জানকী পুরুষ নাহি ঠাই ।
পাটনীর নারীতে আসিআ নৌকা বাই ॥

(৩৩৭)

(৩৩৮)

রথ নিঞা সারথি রহিঅ উত্তরকূলে ।
 লক্ষণ জানকী পার সাগরের জলে ॥
 সোনার বরণ সীতা ননীর পুস্তলী ।
 লক্ষণ প্রণাম করি বলে পুটাঞ্জলি ॥
 কোন কাজ পাঠাইল রাম অপযশ সার ।
 এ সকল হুঃখে মৃত্যু না হএ আমার ॥
 সীতা বলে কেন বল অমঙ্গল বাণী ।
 কেমন প্রমাদ হৈল আমি নাহি জানি ॥
 ভাইর সবদি লাগে ধর্ম্মের লংঘন ।
 আমাকে না কহ জদি স্বরূপ বচন ॥১০
 হেঁটমুখে লক্ষণ সীতারে নাহি চাহে ।
 গায়ের বসন তিতে নয়ানের লোহে ॥
 আপনে দেখিল রাম তোমার সাহস ।
 অগ্নি প্রবেশিলে দেবে ঘোষে সেই বশ ॥
 আপন রাজ্যের লোক জবে বলে আন ।
 রাজা হঞা কর তার শাস্তির বিধান ॥
 পরম গভীর রাম বড়ই কর্কশ ।
 তোমাকে এড়িল লোক বড়ই অপবশ ॥
 বান্ধীকি তপস্বী মোর জনকের সখা ।
 তাহার নিকট হবেক তোমার অপেক্ষা ॥২০
 বান্ধীকির তপোবন দেখে বিভ্রমানে ।
 তোমা তথা এড়ি আমি জাব রামস্থানে ॥
 পতিব্রতা বট তুমি সর্বলোকে জানে ।
 ভাল মন্দ জেন কিছু না করিহ মনে ॥
 আমার প্রকৃতি জত তোমার গোচর ।
 করিএ রামের কার্য্য তোমার কিঙ্কর ॥
 তোমার চরিত্র জত ত্রিভুবনে পূজি ।
 হইলে তোমার কোপ সবংশেতে মজি ॥

তুমি পতিব্রতা ইহা সর্বলোকে জানে ।
 শ্রীরামেরে কোপ কিছু না করিহ মনে ॥
 তোমার চরিত্র সব জানে দেবগণে ।
 তোমাকে বর্জিল রাম লোকের কারণে ॥
 লক্ষণ প্রণাম করে সীতার চরণে ।
 পায় ধরি লোটাইয়া কান্দেন করুণে ॥
 চৌদ বৎসর বনবাস হুঃখ নাহি লেখি ॥
 রাজ্য স্মৃথ বনে গেল স্মন চন্দ্রমুখি ॥
 রাম তোমা ছাড়িলেন ভাল নহে মন ।
 বনবাসে সেবিলাও তোমার চরণ ॥১০
 জত হুঃখ পাইলাও শ্রীরামের গুণে ।
 তত হুঃখ পাইলাও রাবণের রণে ॥
 অঙ্গ খণ্ড খণ্ড হৈল রক্ত পড়ে সোতে ।
 নির্দয় নির্ভুর রাম তাহা নাহি চিন্তে ॥
 লজ্জিলে রামের আজ্ঞা হয়ে বংশনাশ ॥১৫
 নহে সেবা করিআ থাকিও তোমার পাশ ॥
 না পাও সেবিতে তোমা কার হৈল শাপ ।
 মনুষ্য হংসা কত সব মনস্তাপ ॥
 রাজার কুমার হঞা হৈলাও তপসী ।
 কত ফলমূল খাই কত উপবাসী ॥২০
 ভরতের সম্পাত বিস্তর ধরি মনে ।
 রাম নাশ রাজ্য নাশ হৈল জার গুণে ॥
 সে পাপ ভরত ভাই মাত্র নাহি চাহে ।
 চৌদ বৎসর বনবাসে তিতে আখি লোহে ॥
 হেন ধর্ম্মশীল পুত্র না জানে প্রথর ॥২৫
 সেই জনে পড়িল এতেক আখান্তর ॥
 জাহা হৈতে এতেক সকল জানে রাম ।
 তমু তার মাত্র রাম রাখিল সম্মান ॥

(৩৩৯)

(৩৪০)

রামের মানস কার্যে বুঝে কোন জনে ।
 কত লাভ পান রাম তোমার বর্জনে ॥
 লক্ষ্মণের বোলে সীতা লোটার ভূমিতলে ।
 ঝড়ে গাছ ভাঙ্গি ঘেন পড়ে ডালে মূলে ॥
 ধৈর্য্য করি সীতাকে লক্ষ্মণ বীর তোলে ৷৫
 লক্ষ্মণেরে দিআ সীতা রামে কিছু বলে ॥
 কোন পাপ কৈল আমি জনজন্মান্তর ।
 তে কারণে বর্জ্যে রাম পৃথীর ঈশ্বর ॥
 স্ত্রী জাতি পাপ করে দৈবের ঘটন ।
 তেঁই মোরে বর্জিলেন কমললোচন ॥১০
 চৌদ বৎসর আছিলাঙ লোক অদর্শনে ।
 কেমনে থাকিব বনে শ্রীরাম বিহনে ॥
 মুনি সব সুধাইব তোমা কেন বর্জ্যে ।
 তাহা সভারে উত্তর দিব কোন লাজে ॥
 শ্রীরামের গর্ভ আছে আমার উদরে ৷১৫
 তে কারণে নাহি জাঙ পাতাল ভিতরে ॥
 না লজ্জি ভাইর আজ্ঞা আমি ভাল জানি ।
 আমা লাগি পাবে কেন অপযশ কাহিনী ॥
 সাসুড়ী সভাকে মোর জানাবে প্রণতি ।
 ললাটে লিখন ছিল দৈব গতি ॥২০
 প্রভু রামে জানাবে আমার নমস্কার ।
 প্রজার পালন করি সাসিও সংসার ॥
 আমার বর্জনে যদি প্রজা হএ সুখী ।
 আমার বর্জন তবে ভাগ্য করি লেখি ॥
 পৃথিবী পালুন রাম করুন পৌরুষ ৷২৫
 আমার লাগিআ কেন সহি অপযশ ॥
 আমাকে বর্জিআ হুঃখ না ভাবিহ মনে ।
 স্ত্রীর তরে হুঃখ ভাব তুমি হেন জনে ॥

আমা স্ত্রী এড়িলে যশ ঘোষে সর্বজনে ।
 ভাগ্য করি মানি আমি আপন বর্জনে ॥
 আমি হেন শত নারী যশ হেতু ছাড়ি ।
 তাঁর যশ পরিপূর্ণ হব দেশ জুড়ি ॥
 জোড় হাতে লক্ষ্মণ করিআ নমস্কার ৷৫
 সীতা প্রদক্ষিণ করি হৈল গঙ্গা পার ॥
 কাতরে লক্ষ্মণ বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 কান্দিতে কান্দিতে চড়ে রথের উপরে ॥
 উলটী লক্ষ্মণ বীর সীতা পানে চাহে ।
 কমল শরীর তার তিতে চক্ষু লোহে ॥১০
 কুন্তিবাস পণ্ডিত কবিত্তে বিচক্ষণ ।
 উত্তরকাণ্ডে গান সীতা দেবীর বর্জন ॥

সীতাকে রাখিআ বনে চলিলা লক্ষ্মণ ।
 সারথিকে কহি জানু দেবীর কথন ॥
 চক্ষু জল সঘরিতে না পারে লক্ষ্মণ ৷১৫
 একেশ্বরী সীতা হেথা করেন ক্রন্দন ॥
 মাথে হাত কান্দে সীতা বনের ভিতর ।
 সীতার ক্রন্দনে হুঃখে বনের পাথর ॥
 মৃগ পশুপক্ষী কান্দে জীবজন্তুগণে ।
 পাষণ হইল জল সীতার রোদনে ॥২০
 মুনি বালক ধায় ক্রন্দনের স্বরে ।
 সীতার ক্রন্দন দেখি মুনিকে গোচরে ॥
 বনে বসি গোসাক্ষী কান্দিছে এক নারী ।
 নানারত্ন অলঙ্কার স্বর্গবিজ্ঞাধরী ॥
 ধরণী লোটাঞা কত্কা কান্দে একেশ্বরী ৷২৫
 ত্রিভুবনে নাহি হেন পরম স্নানরী ॥

(৩৪১)

(৩৪২)

হাতে পদ্ম গায় পদ্ম লক্ষ্মী মূর্তিমতী ।
 ঘরে আনি পূজা কর এই সে ভুক্তি ॥
 ত্রিলোকমোহিনী কল্পা কি দিব উপমা ।
 ত্রিভুবনে জত রূপ নহে তার সীমা ॥
 নয়ন খঞ্জন তার দশন মুকুতা ।
 গমন মন্থর যেন জিনি গজমাতা ॥
 ভ্রমর জিনিঞা কেশ কবরী বিরাজে ।
 মল্লিকা মালতী জুতি বেড়া তার মাঝে ॥
 সুরঙ্গ অধর যেন বাঙ্গুলীর ফুল ।
 তাহার বদনে চন্দ্র নহে সমতুল ॥১০
 মকর কুণ্ডল শোভা করে, ক্রতিমূলে ।
 ভ্রমর গুঞ্জরে তার কবরীর ফুলে ॥
 নাসিকার উপরে শোভে মুকুতার ফল ।
 রবির কিরণে অঙ্গ করে ঝলমল ॥
 কণ্ঠে কণ্ঠাবলী গজ মুকুতার হার ।
 সিত্তির সিন্দুরে তার অরুণপ্রচার ॥
 কেশরী জিনিঞা মাখা দেখি অতিক্ষীণ ।
 তাহার সদৃশে দেখি বিধুরে মলিন ॥
 চান্দের সন্মান যেন পদনঞ্চ পাঁতি ।
 সর্কাজে পদ্মের গন্ধ পদ্মিনীর জাতি ॥২০
 আসন বসন সব পদ্মের নির্মাণ ।
 গন্ধার সমীপে কান্দে ঝাপসা বয়ান ॥
 রাম রাম বলি কান্দে ভূমে লোটাইআ ।
 তাহাকে দেখিআ মোরা আইহু ধাইআ ॥
 আলো করি বসিআছে ভাগীরথীকূলে ।
 তপোবনে আলো সে তোমার তপোফলে ॥
 ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বিষ্ণুর ঘরণী ।
 মোর সঙ্গে আসি গোসাঞি দেখহ আপনি

ইহা স্ননি ধ্যান করি বসিলা বাম্বীকি ।
 জানিলেন রামচন্দ্র বর্জিলেন জানকী ॥
 তাঁর বোলে লক্ষ্মণ রাখিআ গেলা বনে ।
 এ কারণে বসি সীতা করেন করুণে ॥
 ধ্যানে জানিঞা মুনি লড়িলা আপনি ।
 সীতা পাত্যাইতে বলে মধুরস বাণী ॥
 সর্ব বার্ভা জানি আমি তপস্তার বলে ।
 রামচন্দ্র বর্জিল তোমায় লোক বোলে ॥
 রাজার বহরী ছিলাম রাজার ষিয়ারি ।
 রাজমহাদেবী তুমি পতিব্রতা নারী ॥১০
 তপোবনে জানি তোমার নাহি পাপলেশ ।
 মোর ঘরে আশ্রু তুমি না ভাবিহ ক্লেশ ॥
 অনেক মুনির পত্নী আছে মহা সতী ।
 সতী ২ বলিআ বঞ্চিবে তুমি তথি ॥
 বৃহিনী মায়ের জে সম সব তোমার সহি ।
 তা সত্যার সংহতি তোমার হুখ কহি ॥
 আমার ঘরেরে সীতা কর আগুসার ।
 পাশ্চ অর্ঘ্য লেহ তুমি গৃহ ব্যবহার ॥
 মুনির বচনে সীতা হৈল নমস্কার ।
 চলিলা মুনির পাছু লক্ষ্মী অবতার ॥২০
 আগু জ্ঞান মুনি পাছু সীতা সতী ।
 বিধাতার পাছু যেন মোহিনী মুরতি ॥
 আগু মুনি পাছু সীতা গেলা মুনির ঘর ।
 দেখিবারে মুনি পত্নী আইলা বিস্তর ॥
 ভক্তি করি মুনিবর সীতা ঘরে আনি ।
 সীতাকে সঁপিলা যথা আপন ব্রাহ্মণী ॥
 মুনিকে বন্দিআ ডড়াইল বিত্তমান ।
 ইনি কেবা কাবু নারী কর আজ্ঞাদান ॥

(৩৪৩)

(৩৪৪)

জনক ঐহ্যার পিতা জননী পৃথিবী ।
 সীতা নাম ধরে রামের মহাদেবী ॥
 লোকের কথাতে রাম দিলা বনবাস ।
 সীতা যেন নাহি পান ভোগ জে পিয়াস ॥
 এত বলি ব্রাহ্মণীকে বায়্মিকি বুঝায় ॥৫
 ভোগ শোষে সীতা যেন কষ্ট নাহি পায় ॥
 এত বলি ব্রাহ্মণীকে স্মৃপিলেন সীতা ।
 ইহাকে পালিবে জে আপন হুহিতা ॥
 মুনিপত্নী চিন্তে তাঁর শয়ন ভোজন ।
 ব্রত উপবাসে সীতা তোসে মুনিগণ ॥১০
 অনেক গুণ বৈসে পণ্ডিত কুন্তিবাসে ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল সীতা মুনির ঘরে বৈসে ॥

তপোবনে রহে সীতা সঙ্কলি ক্রন্দন ।
 পার কূলে রথে আসি উঠিলা লক্ষণ ॥
 কান্দেন লক্ষণ বীর বোধে নাহি থাকে ॥১৫
 তাহার ক্রন্দনে লোহ না সম্বরে লোকে ॥
 লক্ষণ ভাইর তরে কান্দে উচ্চস্বরে ।
 একা ভাই ত্রিভুবন জিনিবারে পারে ॥
 ত্রিভুবনে হেন নাহি রামচন্দ্রে জিনে ।
 হেন ভাই হুঃখ পান দৈবের কারণে ॥২০
 রূপে গুণে যৌবনে সুন্দর সীতা সতী ।
 অগ্নিগুচ্ছ দেবী তার পাপে নাহি মতি ॥
 অবিচারে হুঃখ পাই সুমন্ত্র সারথি ।
 লোকের বোলে বর্জিলেন সীতা হেন সতী ॥
 বনবাসে হুঃখ পাইল চৌদ্দ বৎসর ॥২৫
 হেন সীতা বর্জ্যে রাম স্মৃতিতে হৃদয় ॥

সীতা হেন সতী নাহি সংসার ভিতর ।
 হেন সীতা বর্জ্যে রঘুবংশের ঈশ্বর ॥
 মোরা চারি ভাই আর পাত্র পরিজন ।
 সীতার বর্জন পাপে মজে সর্বজন ॥
 অযোনিসম্ভবা সীতা দেবগণে পূজে ॥৫
 হেন সীতা দেখি রাম কোন দোষে তেজে
 স্মমন্ত্র বলেনে তুমি স্থির কর মতি ।
 পূর্বের বৃত্তান্ত কহি কর অবগতি ॥
 সীতার বর্জনে কেন কান্দিছ লক্ষণ ।
 কথো দিন বই তোমা করিব বর্জন ॥১০
 গেলেন তোমার বাপ দুর্ক্সসার ঘরে ।
 মুনিকে দেখিআ তার হরিস বিস্তর ॥
 মুনির চরণ বন্দে করিআ ভকতি ।
 পুচ্ছিলেন দশরথ আপনার গতি ॥
 মুনি বলে তোমার বয়েস অবশেষে ॥১৫
 চারি পুত্র তোমার জন্মিবে বিষ্ণু অংশে ॥
 রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন নামে ।
 ভুবনবিজয় হব জাহার সংগ্রামে ॥
 এগার সহস্র কাল তাহার জীবন ।
 একক জনার হব হুইটী নন্দন ॥২০
 সীতা নামে হইবেক রামের স্তন্দরী ।
 লোক অপযশে রাম বর্জিবেন নারী ॥
 লক্ষণ নামেতে ভাই প্রাণের সোসর ।
 তাহারে বর্জিবেন রাম কথো দিন পর ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণগণ তুসিবেন দানে ॥২৫
 ব্রহ্মলোকে জয় রাম দেহ অবমানা ॥
 এত স্মৃনি দশরথ হরিস বিষাদ ।
 কারে না বলিহ তুমি এ সব সখাদ ॥

(৩৪৫)

(৩৪৬)

এতকাল নাহি লংঘি রাজার বচন ।
 সহিতে নারিল আজি তোমার ক্রন্দন ॥
 কারে নাহি কহিবে রাজার সত্য ভাঙ্গে ।
 এত কালে এত কথা হইল তোমা সঙ্গে ॥
 হইবে সীতার গর্ভে দুইটী কোণ্ডর ।
 সেই দুই রাজা হব অযোধ্যা উপর ॥
 ইহা বই অগ্র রাজা নহিব নৃপতি ।
 কেন দুঃখ ভাব লক্ষ্মণ সব দৈব গতি ॥
 সীতার নন্দন রাজা তোমার বর্জন ।
 লক্ষ্মণ সুনহ কথা শব্বর ক্রন্দন ॥১০
 কথা কঞা জান দৌহে বেলা অবসানে ।
 সেই দিন বাসা করি রহে দুই জনে ॥
 প্রভাতে উঠিয়া দোহে চড়ি পুষ্পরথে ।
 দ্বিতীয় প্রহর কালে গেলা অযোধ্যাতে ॥
 রথ খান সারথি লক্ষ্মণ থুঞা দ্বারে ।
 একলা গেলেন বীর বাড়ীর ভিতরে ॥
 দ্বার ছাড়ি হুয়ারী হইলা একতিত ।
 পরাণে বিকল বীর শোকে অসম্বিত ॥
 সীতারে রাখিল বলে রামের পরাণ ।
 কেমনে ভাঙাব গিআ তাঁর সন্নিধান ॥২০
 শ্রীরামের পায়ে গিআ পড়িলা লক্ষ্মণ ।
 লক্ষ্মণে দেখিআ রাম জুড়িল ক্রন্দন ॥
 দুই ভাই কালে আর কেহো নাহি পাশে ।
 হেঁট মাথা করি বীর শ্রীরামে সম্বাসে ॥
 তোমার আদেশে সীতা দিলু বনবাস ।
 স্নেহে রাজ্য কর লোকে নাহি করি প্রকাশ
 এড়িলে লোকের বোলে সীতা হেন সতী ।
 তুমি আমি কালি আর কার নাহি মতি ॥

লক্ষ্মণ বলে শোক তাজ না হও চঞ্চল ।
 তুমি স্নেহ হও গোসাঞি না হও বিকল ॥
 বড় লাজে এড় সীতা লোকে করি ডর ।
 কোন জন ইহা করে সংসার ভিতর ॥
 তুমি স্নেহ হৈলে সর্ব লোকের স্নেহির ।
 তোমার অস্থিরে হব সত্যের অস্থির ॥
 লক্ষ্মণের বচনে প্রবোধ গেলা চিতে ।
 শোক মোহ ছাড়ি রাম রহে ভাল মতে
 কৃতিবাস পণ্ডিত সে কবিত্তে চতুর ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল শুনিতে মধুর ॥১০

রাম বলে হেন বোল বলে কোনজনে ।
 তোমার প্রবোধে শোক তেজিলাও মনে ॥
 তিনদিন অস্নেহ তেজিআ দেবী সীতা ।
 তিন দিন রাজকার্য নাহি মোর চিন্তা ॥
 বসিব দেয়ান সালে যথা নিত্যবসি ।
 পাত্র মিত্র প্রজা আন মুনি আর ঋষি ॥
 সর্বজনে আন জতেক বন্ধুগণ ।
 রাজা ঠাই জাহার আছএ প্রয়োজন ॥
 রাজা হঞা রাজকার্য নাহি বাঞ্ছে লোক ।
 যমঘরে গিআ সেই পাঠএ নরক ॥২০
 নৃগ নামে রাজা ছিল ধর্মশীল দাতা ।
 ব্রাহ্মণে আদেশ হঞা পাইল অবস্থা ॥
 ব্রাহ্মণে দিলেন দান গাভী কোটি কোটি ।
 আর পালে মিশাইল ধেনু এক গুটি ॥
 পালের মিসালে এক দ্বিজে দিলা দান ।
 গরু নিঞা জায় দ্বিজ আপনার স্থান ॥

(৩৪৭)

(৩৪৮)

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তার অগ্নিবেশ্ব নামে ।
 গাভী হারাইআ দ্বিজ বলে গ্রামে গ্রামে ॥
 হৃদ্ধের অভাবে সেই বিপ্র ভোখে মরে ।
 গাভী লাগি গেলা দ্বিজ ভিক্ষুর নগরে ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন গাভী আইস শ্রামলী ।
 ব্রাহ্মণের ডাক শুনি গাভী উত্তরোলী ॥
 ব্রাহ্মণের ডাকে গাভী ধায় অমুসারে ।
 জার গাই সেই ধায় রহবার তরে ॥
 পুঙ্কর তীর্থকে গেলা নৃগ রাজা স্থানে ।
 এক বিপ্র বলে আগে মোরে দিলে দানে ॥
 আর জন বলে গাভী মোরে দিবে দানে ।
 সেই গাভী আমার লইব কেবা আনে ॥
 মোর প্রতিগ্রহ কেন লবে অশ্রু জনে ।
 কলহ করিআ চলে নৃগরাজা স্থানে ॥
 রাজা বলে বাদ ভাগি জে জন লেউটে ।
 একশত গাভী দিব উহার পালটে ॥
 প্রবোধ না মানে কেহ অতি কোপমন ।
 কন্দলি না ভাঙ্গে রাজা করিলা গমন ॥
 দুই দ্বিজ বলে রাজা হবে কৈকলাশ ।
 ব্রহ্মশাপ শুনি রাজা হইল তরাস ॥২০
 পুত্রে দণ্ড দিআ রাজা করিল নৃপতি ।
 রাজা হঞা কান্দে দেখি বাপের দুর্গতি ॥
 আওয়াস সুনর কৈল কাটার আদাড় ।
 প্রাচীর বিহীন সাত পাথর আখাড় ॥
 কলমূল খুইল তখি স্রুমধুর বাস ।
 জে সব আহারে তুঠ হয় কৈকলাশ ॥
 সিতের স্নলুঙ্গ কৈল পথের ভিতরে ।
 উপরে করিল টুঙ্গি বাড়ীসের তরে ॥

বরিসা বন্ধনে কৈল স্নলুঙ্গ স্রুমধুরে ।
 কৈকলাশ হঞা রাজা ব্রহ্মশাপে বন্ধে ॥
 দ্বাপর নিবড়ি হবে করিল প্রচার ।
 যদুবংশে উপজিব কৃষ্ণ অবতার ॥
 মহামুনি বশিষ্ঠ বংশের পুরোহিত ।
 তপের তপস্বী তেহো পরম পণ্ডিত ॥
 ভারত পুরাণ বাখানিব মহামতি ।
 ক্ষীণকুরুবংশে তার হইব সন্ততি ॥
 ভারত পুরাণ হব তাহাতে উৎপত্তি ।
 হইবে আমার বংশ তাহার সংহতি ॥১০
 যদুবংশে নারায়ণ কুরুবংশে নর ।
 নরনারায়ণ হব কলির ভিতর ॥
 খণ্ডিব নৃগের পাপ তাহা দরশনে ।
 ব্রহ্মশাপ পড়ি আছে থাক সাবধানে ॥
 ব্রহ্মশাপে নৃগরাজা হৈল কৈকলাশ ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥

সুনিতে রামের কথা লক্ষণের বন্দ ।
 শ্রীরাম কহেন কথা বিচিত্র প্রবন্ধ ॥
 নিমি নামে রাজা হৈল ইক্ষাকুনন্দন ।
 যজ্ঞ হেতু আনিল উত্তম মুনিজন ॥২০
 আনিল বশিষ্ঠ মুনি করি আমন্ত্রণ ।
 ইন্দ্র যজ্ঞহেতু তোমা করয়ে বরণ ॥
 বিষ্ণুমন্ত্রে যজ্ঞ কৈল মহশ্র বৎসর ।
 গৌতমে লইআ যজ্ঞ করে নিরন্তর ॥
 যজ্ঞ হেতু বশিষ্ঠ নিমির আলা ঘর ।
 গৌতমে দেখিআ যজ্ঞে কোণে মুনিবর

(৩৪৯)

(৩৫০)

নিদ্রা জান নিমিরাজা আপনার স্মৃতে ।
 রাজারে না দেখি বিপ্র মরিছেন ভোথে ॥
 ভোথে মরে দ্বিজ নাহি রাজার সম্ভাষ ।
 শাপ দিল রাজা তোর হকু বংশ নাশ ॥
 নিদ্রা হৈতে উঠে রাজা ব্রহ্মশাপ স্মনে ।
 নিদ্রে অচেতন মোরে সাপে কোন জনে ॥
 বারি হঞা গেলা রাজা বশিষ্ঠের স্থান ।
 নিদ্রে শাপ দিলে হে তোমার কিবা জ্ঞান ॥
 বিনি অপরাধেতে শপিআ বুল কোপে ।
 তোমার শরীর নষ্ট হকু মোর শাপে ॥১০
 রাজভূত হইআ বেড়ায় অন্তরীক্ষে ।
 ঘরে দ্বারে না থাকিবে সবে গাছ লক্ষে ॥
 ছই জনার দেহ-পুড়ি বুলে অন্তরীক্ষে ।
 শাপ অগ্নি পুড়িআ বেড়ায় বৃক্ষে বৃক্ষে ॥
 সম্বন্ধেতে বাপ হঞ ব্রহ্ম পদ্মযোনি ।
 তাঁর পায় বলেন বশিষ্ঠ মহামুনি ॥
 নিমির শাপেতে আমি অশরীরে বুলি ।
 কোনজনে তারিবে উপায় দেহ বলি ॥
 বশিষ্ঠের বোলে ব্রহ্মা বলেন বচন ।
 মোর বলে স্মন তুমি দেহের ধারণ ॥২০
 মিত্রাবরুণ এক ঘরে করিবে প্রবেশ ।
 অযোনি সম্ভবা তথা হবে উপদেশ ॥
 ব্রহ্মার বচনে গেলা বরুণের পাশ ।
 মিত্রাবরুণ তথা হৈল এক বাস ॥
 সখি সনে উর্কসী আইলা বেড়াবারে ।
 বরুণ বেওসে তারে শৃঙ্গারের তরে ॥
 উর্কসী বলেন মোর এই সে সম্মতি ।
 মিত্র এড়ি অস্ত্রে ভজি নহেত জুঁকতি ॥

বরুণ বলেন রতি দেহ লো স্মন্দরি ।
 তোমারে লইআ আমি রতি কেলি করি ॥
 তুমি আমি না হইবে শরীর সংযোগ ।
 তোর দেহে মিত্রমুনি করেন সংযোগ ॥
 দূরে থাকি উর্কসীকে দিল আলিঙ্গন ।
 কাপড়ে ঘুচাইআ অঙ্গ করে দরশন ॥
 আলিঙ্গন দিআ কলসীতে জল ভরে ।
 বীৰ্য্য খসি পড়ে সেই কুণ্ডের ভিতরে ॥
 ভাবেতে শৃঙ্গার করি গেলা মিত্র পাশে ।
 উর্কসী দেখিয়া মিত্র বিষ হেন বাসে ॥১০
 ভাবেতে শৃঙ্গার তুমি কৈলা কার সনে ।
 অপবিত্র দেহ নিজা আশ্রু কি কারণে ॥
 দেবলোকে শৃঙ্গার তোমার নাহি বাসে ।
 মোর শাপে তোর দেহ পরশে মাছুষে ॥
 বুধের নন্দন সেই বরান সে বৈসে ।
 তার সনে রতি হৈল কতক দিবসে ॥
 আয়ু নামে বড় পুত্র ধরিল উদরে ।
 নহষ তাহার পুত্র বিদিত সংসারে ॥
 বৃত্রাসুরে ধরি ইন্দ্র কৈল তার নাশ ।
 নহষ হইআ ইন্দ্র কৈল স্বর্গবাস ॥২০
 যযাতি নহষসুত ধরা অধিকারী ।
 দেবযানি তার নারী শুক্রেয় কুমারী ॥
 শর্শিষ্ঠা স্ত্রভগা দৈত্যের নন্দিনী ।
 পুরু নামে পুত্র তার সর্ব অবধানি ॥
 যজ্ঞ নামে জ্যেষ্ঠ দেবযানির নন্দন ।
 পিতৃ অপমানে মায়ে পোত্রের ক্রন্দন ॥
 যজ্ঞ বলে জন্ম নিল ভার্গবের কুলে ।
 অপমান না সব মরিব গিআ জলে ॥

(৩৫১)

(৩৫২)

তুমি হুঃখ পাও মাতা লোক পরিহাসে ।
 আজ্ঞা কর মরি আমি অগ্নির প্রবেশে ॥
 পুত্রের ক্রন্দনে দেবযানি পাঞা তাপ ।
 মনো হুঃখে দেবযানি স্মোঙরি বাপ ॥
 শুক্র আসি পুছে কিএ হুঃখের কারণ ।
 দেবযানি বলে বাপা মাগিএ মরণ ॥
 অগ্নি প্রবেশিব কিবা বিঘের ভঙ্গণে ।
 মরণ সম্বর হৈল তেজিব জীবনে ॥
 স্বামী হঞা করে মোর এত অপমান ।
 মাএ পোএ মরিব করহ সন্নিধান ॥১০
 যযাতির ঠাঁই শুক্র গেলা মহাকোপে ।
 বৃদ্ধ হও যযাতি আমার অভিশাপে ॥
 যযাতিরে বৃদ্ধ করি শুক্র গেলা ঘরে ।
 পুত্রে ডাকি আনে রাজা জরা দিবাতরে ॥
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যছ তুমি ধর্মের চরিত্র ।
 যুবা লহ জরা তুমি লেহ কর মোর হিত ॥
 সহস্র বৎসর ভুক্তি তোমার যৌবনে ।
 ভোগাইলে জরা নিবে দেহ অবসানে ॥
 যছ বলে জ্যেষ্ঠ পুত্র না কৈলে সমান ।
 বার্কক্য দেবার কালে মোরে আগুয়ান ॥২০
 রাজা বলে পুত্র হঞা বল বিপরীত ।
 পুত্র নইসি বেটা তোর রাক্ষস চরিত্র ॥
 অন্ন আয়ু হবি কুলে নাহি তোর বশ ।
 তোর বংশে পুত্র হব অধিক কর্কশ ॥
 পুরুকে বলেন রাজা দেহরে যৌবন ।
 স্নানি পুরুবলে ধন্ত তোমার জীবন ॥
 দীর্ঘ আয়ু বলি রাজা পুরুকে প্রশংসে ।
 সহস্র বৎসর তার যৌবন বিলসে ॥

তার পর পুরুর যৌবন স্তুতি ধার ।
 পুত্রে রাজ্য দিআ গেলা স্বর্গের দ্বার ॥
 অনেক গুণ ধরে যে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ।
 উত্তরকাণ্ডে গাঞা দিল যযাতি চরিত
 বরুণের বীৰ্য্যভরে পানীর কলসী ।
 আগে তাহা জন্মিলা অগস্ত্য মহাঋষি ॥
 মিত্র মূনির তেজ আগে ধরিল উর্কসী ।
 দুই বীৰ্য্যে জন্মিল অগস্ত্য নামে ঋষি ॥
 বশিষ্ঠ হইলা সেই কলস ভিতরে ।
 পুরোহিত করিল ইক্ষ্বাকু নৃপবরে ॥১০
 বশিষ্ঠের তথা হৈল দেহের বারণ ।
 পুরোহিত বলি কৈল ইক্ষ্বাকু বরণ ॥
 নিমি রাজা প্রাণ ছাড়ে বশিষ্ঠের শাপে ।
 মুনি পুত্র জিআইল মৃত্যুর প্রভাবে ॥
 গোতম করেন যজ্ঞ নিমি রাজা স্থানে ।
 যজ্ঞ ভাগ লহিতে আইল দেবগণে ॥
 শাস্ত্রমত যজ্ঞ করে হৈল অবসান ।
 দেবগণ বলে নিমি মাগ বর দান ॥
 নিমিবলে যদি বর দিবে দেবগণে ।
 নিমিষ হইআ থাকি লোকের নয়নে ॥২০
 শরীর ধরিলে আছে অবশ্য মরণ ।
 প্রাণ সনে শরীর ছাড়িব কি কারণ ॥
 পুনরপি থাকি মুঞি লোকের নয়নে ।
 আখির নিমিষ আমি দেব বর দানে ॥
 বর দিআ গেলেন সকল দেবগণে ।
 নিমিষ হইআ নিমি রহিলা নয়নে ॥

(৩৫৩)

(৩৫৪)

মড়া দেহ নিমির সকল খুনি মথি ।
 মস্ত যজ্ঞ হৈতে পুত্র উপজিল তথি ॥
 মথনে জন্মিল সে মিথিলা নাম ধরে ।
 মিথিলা বলিয়া রাজ্য হইল সংসারে ॥
 অযোনিসম্ভব দেব জনকপ্রবর ।
 দেহ হৈতে হইল বিদেহ নাম তার ॥
 বিদেহের বংশেতে জনক রাজশ্বশি ।
 তেঞি সে বৈদেহী বলি সীতা নাম ঘুসি ॥
 অন্তঃপুরে দুই ভাই কহন্তি কাহিনী ।
 প্রভাতে করিলা স্নান নানা তীর্থ পানী ॥১০
 দেয়ানে বসিলা রাম মূনির বেষ্টিত ।
 ইন্দ্র আদি দেবগণ সভার পূজিত ॥
 রাম বলে বারি হঞা জানহ লক্ষণ ।
 রাজকার্য্য কার আছে আসুক এখন ॥
 এত স্নান লক্ষণ বাহির হঞা পুছে ॥১৫
 রাজার গোচরে চল রাজকার্য্য আছে ॥
 লোক বলে হুঃখ নাই আছি মহাসুখে ।
 রাজার গোচরে মোরা জাব কোন হুঃখে ॥
 লক্ষণে রামের ঠাঞি করিলা গোচর ।
 পুছিল সকল লোকে না পালা উত্তর ॥২০
 পাত্র মিত্র রাজকার্য্য করে চারি ভিতে ।
 বাহির হঞা লক্ষণ জানেন ভাল মতে ॥
 রাম বলে দেয়ান জানি আমি জাই ঘর ।
 জার জেই কার্য্য তাহা করহ গোচর ॥
 বারে বারে পুছি রাম নাপান উত্তর ॥২৫
 সবাকৈ বিদায় দিআ জান রাম ঘর ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত সে কবিছে সাগর ।
 লক্ষণে ছয়ারে রাখি রাম গেলা ঘর ॥

ধর্ম্ম কার্য্য করে রাম লোকে হিতকারী ।
 লোক হিত লাগিআ ভাইকে কৈল দ্বারী ॥
 ছয়ারে লক্ষণ রহে সুমিত্রানন্দন ।
 ভাল মন্দ আইলে জানেন ততক্ষণ ॥
 দ্বীপ দ্বীপান্তরে জুত বৈসে গঙ্গাকূলে ॥
 রাম হেন রাজা নাঞি সর্ব্বলোকে বলে ॥
 হেনই রামের গুন কহিতে না পারি ।
 ভাই ভাই মিলি রাম সুখে রাজ্য করি ॥
 সিদ্ধার্থ নামেতে দ্বিজ অবোধ্যাত্তে বৈসে ।
 দেবার্চন করিতে বিপ্র শীঘ্রগতি আইসে ॥
 শীঘ্র ধাইয়া আইসে সিদ্ধার্থ নামে ওঝা ॥১০
 হাতেতে খনতী বাড়ী মাথে কুশের বোঝা ॥
 দেবার্চন হেতু বিপ্র আসে আস্তে ব্যস্তে ।
 একটি কুকুর স্না আছে রাজপথে ॥
 পথে স্না কুকুরের বিবিধ বিলাপ ।
 মনে মনে চিন্তা করে আপনার তাপ ॥১৫
 পর মন্দ না কৈল না কৈল ডাকা চুরি ।
 কোন অপরাধেতে কুকুর হঞা মরি ॥
 এতে চিন্তি কুকুর রহে মনো দুখে ।
 ঘন ঘন ত্রাণ কুকুর বলি ডাকে ॥২০
 দেবার্চনার বেলা মোর হইল উচ্চর ।
 ঝাট পথ ছাড়ি দেহ স্নান হে কুকুর ॥
 উলট্যা জাইতে বাড়ি দুই দিকে থাল ।
 কেমনে জাইব তাহে কটক বিশাল ॥
 ব্যথাতে পীড়িত পদ কাটা পাছে ॥২৫
 ঘন ঘন দ্বিজবর কুকুরকে ডাকে ॥
 শ্বন বলে মূর্খ তুমি নহেত পণ্ডিত ।
 রাজপথ ঘৃচাইহত নহেত উচিত ॥

রাজপথে দ্বিজ কেনে কর অহঙ্কার ।
 এই পথ তোমার নহে সকল রাজ্যার ॥
 শ্রীরাম আইলে আমি না ছাড়িব বাট ।
 আমি বাটে থাকিলে উলটী জাবে ঠাট ॥
 এত স্থনি ব্রাহ্মণের দস্ত কড়মড়ি ।
 কুকুরের মাথে মারে খবতির বাড়ি ॥
 মাথা ফুটি ধারে রক্ত পড়য়ে প্রচুর ।
 গোসাঞি বলি কান্দেন কুকুর ॥
 রাম হেন রাজা আছে ধর্ম অবতার ।
 গোহারি করিলে রাখ করেন বিচার ॥১০
 এত বলি কুকুর কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ।
 গোহারি করিতে গেলা রাজ্যার ছয়ারে ॥
 ছয়ারে কুকুর গিয়া কান্দে বিপরীত ।
 ক্রন্দন স্থনিয়া সভা খণ্ড চমকিত ॥
 কান্দেন কুকুর হুই চক্ষে জল ঝরে ।
 তাহার ক্রন্দনে লোক কাঁপিল অন্তরে ॥
 রাজ্যারে বসি আছে লক্ষণ ঠাকুর ।
 তার ঠাঞি গিয়া মাথা নোয়ায় কুকুর ॥
 লক্ষণ বলেন কি কার্যে তোমার গমন ।
 আমা হৈতে সিদ্ধ হবে কহ প্রয়োজন ॥২০
 কুকুর বলেন চাহি রাম দরসন ।
 অনাথের নাথ রামচন্দ্রের বদন ॥
 বিষ্ণু অংশে জন্ম রাম ধর্ম অবতার ।
 হেন রাম বিদ্যমান আমার বিচার ॥
 কুকুরের বোল কহে রামের গোচরে ।
 রামের আজ্ঞাতে গেলা কুকুর ভিতরে ॥
 রামের চরণে গিয়া নোয়াইল মাথা ।
 কান্দিতে কান্দিতে কহে আপনার কথা ॥

দেব নহি রাজা নহি জনম কুকুর ।
 তোমার আদেশে আসি আমি এতদূর ॥
 লোকে জুড়াইতে তুমি বিষ্ণুর বদন ।
 মূর্ত্তিমান ধর্ম তুমি জগত রক্ষণ ॥
 তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি হতাশন ।
 অষ্টলোকপাল তুমি সর্ব দেবগণ ॥
 তুমি কোপ কৈল লোক হএ বিনাশন ।
 তুমি প্রতি পাল হৈলে লোকের রক্ষণ ॥
 তুমি যদি নাহি পাল মজে এ সংসার ।
 তোমার জনম প্রভু ধর্ম অবতার ॥১০
 রাম বলেন আমার ঠাই কোন প্রয়োজন ।
 কোন হুংথে আইলে তুমি আমার সদন ॥
 কুকুর বলেন দেশে বৈসে সর্বজন ।
 ধার্মিক হইলে ধর্ম করএ রক্ষণ ॥
 ধর্মে রাজা নাহি দেখে লোকের বলাবল ।
 গোহারি করিলে নাহি রহে কোন ছল ॥২০
 শ্রীরাম বলেন কেন কৈলে আগুসার ।
 কোন জন করিলেক তোমাকে প্রহার ॥
 কুকুর বলেন এক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ ।
 হস্তেতে খনতি তার ডাগর বচন ॥২০
 সিদ্ধার্থ নামেতে দ্বিজ অযোধ্যাতে বৈসে ।
 প্রহারে মস্তক মোর কুনাইল রোষে ॥
 কোন কালে তার ঘরে চুরি নাহি করি ।
 বিনি অপরাধে সেই মোরে কেন মারি ॥
 ব্রাহ্মণে আনিঞা রাম করহ বিচার ॥২৫
 কোন অপরাধে মোরে করিল প্রহার ॥
 শ্রীরামের মন গণ ভালে জানে ।
 সিদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ ডাকি আনিব দেয়ানে ॥

(৩৫৭)

(৩৫৮)

বিজ বলে আমি সনে কোন প্রয়োজন ।
 কিবা কার্যে আনিলে মোরে রাজার সদন ।
 শ্রীরাম বলেন কোপে হয় সর্বনাশ ।
 সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কিসের সন্ন্যাস ॥
 করহ সন্ন্যাসী ব্রত সর্ব লোকে পূজি ॥
 এহেন কঠোর তপ কোন কার্যে ত্যজি ॥
 কোপেতে কুকুরে কর দারুণ প্রহার ।
 মন্তক ফুটিয়া রক্ত পড়িল অপার ॥
 করহ সন্ন্যাসব্রত শরীর নিষ্পাপ ।
 প্রাণিহিংসা করিয়া সঞ্চয় কর পাপ ॥১০
 সিদ্ধার্থ বলেন স্নান কমললোচন ।
 কুকুরে মারিল আমি দোষের কারণ ॥
 তপ করি ঘরে আসি দিবস উচ্ছুর ।
 পথ ছুড়ি সঞা ছিল এইত কুকুর ॥
 উলটিতে পথ নাহি ছই দিকে খাল ॥১৫
 কেমনে উলটা তাহে কটক বিসাল ॥
 ঘুচ ঘুচ বলি আমি তমু নাহি ঘুচে ।
 আমি পানে চাহিয়া সঘনে দস্ত কিচে ॥
 ক্ষুধা তৃষ্ণাতে দেহ পীড়িত আমার ।
 কোপেতে কুকুরে আমি করিল প্রহার ॥২০
 আমি অপরাধ কৈল দেহ প্রতিফল ।
 তুমি ফল দিলে মোর দুকূলে নির্মল ॥
 সভাখণ্ড পুছে রাম কিবা ইথে দণ্ড ।
 বিষ্ণু অবতার তুমি বলে সভা খণ্ড ॥
 সর্ব ধর্মশাস্ত্র প্রভু তোমার গোচর ॥২৫
 ধর্ম বিধি শাস্তি দেহ ব্রাহ্মণ উপর ॥
 হেনকালে উঠে মাথা নোঙরে কুকুর ।
 কালিঞ্জর দেশে কর ব্রাহ্মণে ঠাকুর ॥

সেই দেশে বিস্তর উপজে নানা ধন ।
 তথাকে ঠাকুর করি পাঠাও ব্রাহ্মণ ॥
 ধর্মের প্রমাণে ত্রায় করিলে উচিত ।
 ব্রাহ্মণেরে করিয়া দেহ শিব পুরোহিত ॥
 কুকুরের বোলে দ্বিজ হস্তী বন্ধে চড়ে ॥
 রামের প্রসাদ পাইঞা কালিঞ্জরে লড়ে ॥
 কালিঞ্জর দেশে দ্বিজ পাল্য অধিকারে ।
 নানা বস্ত্র উপজায়ে শিবের ভাণ্ডারে ॥
 রাজা হইয়া জায় দ্বিজ সভাখণ্ড হাসে ।
 শাস্তি হেতু আনিল রাজত্ব পায় দেশে ॥১০
 রাম বলে সভাখণ্ড হাস অকারণ ।
 কুকুর জানেন সেই দেশের কারণ ॥
 কুকুরের বোলে দ্বিজ পাইল বিষয় ।
 স্নানিলে উহার কথা পাইবে বিষয় ॥
 কহ কহ বলি সব কুকুরের বোলে ॥১৫
 কুকুর কাহিনী কহে ভরি সভাতলে ॥
 কুকুর বলেন আমি ছিহু বিপ্র জাতি ।
 কালিঞ্জর নামে দেশ তাহাতে নৃপতি ॥
 উপজে অনেক ধন সকল সধরি ।
 যতী ব্রতী সন্ন্যাসী তুসিএ দেশান্তরী ॥২০
 শিবের বচনে আমি করিলে ভক্তি ।
 যত মধু নৈবিদ্যে পূজিএ নিতি নিতি ॥
 যত লোক আস্যে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন ।
 সর্ব অবশেষে হয় আমার ভোজন ॥
 অন্ন খাই দেব দ্রব্য বিলাই বিস্তর ॥২৫
 সভাকার হিত করি ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
 চতুর্দশী উপবাসে করিতে পারণা ।
 নখের তিতরে মোর ছিল ঘৃতকণা ॥

(৩৫২)

(৩৬০)

হস্ত প্রক্ষালন আমি করিল যতনে ।
 পারণ্য করিতে আমি বসিল ভোজনে ॥
 তপ্ত অগ্নে লাগি ঘৃত গলিল প্রচুর ।
 সেই পাপ হইতে আমি হইল কুকুর ॥
 শিদ্ধার্থ ব্রাহ্মণ প্রভু দোষের প্রচুর ।
 স্বভাব ব্রাহ্মণ মূর্থ হইবে কুকুর ॥
 ধর্ম জ্ঞান নাহিক সক্ষিবে বহু ধন ।
 বড় মূর্থ ব্রাহ্মণ সহজে কোপ মন ॥
 হেন দ্বিজ কালিঙ্গর দেশের অধিপতি ।
 সপ্তম পুরুষ তার জাবে অধোগতি ॥১০
 ধন লোভে দ্রব্য লোভে নাহি অব্যাহতি ।
 নরকে পড়িবে তার নাহি কোন গতি ॥
 ব্রাহ্মণ দেবের পরে যে হয় ঠাকুর ।
 সবংশ সহিত সেই হএত কুকুর ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোকের ধন ।
 বলে ছলে নিলে হএ নরকে গমন ॥
 দান দিআ যেই জন লএ আর বার ।
 অধিক নরকে পড়ে নাহিক উদ্ধার ॥
 পাপ হৈতে নরকে জায় যম তারে গজে ।
 অস্ত্র নহে ঘোর নরকে কত কাল পড়ে ॥২০
 কুকুরের বোল সভাখণ্ডে তরাস ।
 বারাগসী মরি আমি জাব স্বর্গ বাস ॥
 মরির তথাতে গিআ ব্রত উপবাসে ।
 কুকুরের বোল সুনি রামচন্দ্র হাসে ॥
 ধৃত ধৃত বলি রাম কুকুরে প্রশংসি ।
 মরিতে কুকুর চাহে গিয়া বারাগসী ॥
 ডাক দিআ আনে রাম স্তম্ভ সারথি ।
 বারাগসী জাহ তুমি কুকুর সংহতি ॥

রামের আজ্ঞাতে রথে কুকুর লইআ ।
 দিন অবশেষে বারণসী থল্য নিয়া ॥
 কুকুর করিল মণিকর্ণিকায় প্রবেশ ।
 স্তম্ভে কহিলা রামে আসি নিজ দেশ ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালী ।
 উত্তরকাণ্ডে গাম দ্বিজ কুকুর কন্দলি ॥
 শ্রীরাম সস্তাষণে আইল মুনি জন ।
 ভরদ্বাজ ভার্গব গৌতম রুবরণ ? ॥
 রামের আশ্বাসে মুনি করিল প্রবেশ ।
 নানা তীর্থের জল দিল শ্রীরামে সন্দেশ ॥১০
 হাতে দূর্কী ধানে মুনি করেন কল্যাণ ।
 মুনিকে আসন দিলা কাঞ্চন নিষ্ঠাণ ॥
 জোড় হাতে রামচন্দ্র পুছেন প্রয়োজন ।
 কোন কার্যে আমা ঠাঞি করিল গমন ॥
 ধন জন অর্জি আমি ব্রাহ্মণের তরে ।
 মুনির কিঙ্কর মোরা চারি সহোদরে ॥
 রামের বচন সুনি মুনি হরষিত ।
 তুমি খণ্ডাইতে পার মোসভার ভিত ॥
 রাবণে বধিআ দেব কৈলে পরিত্রাণ ।
 তোমা বিনে ভয় খণ্ডাইতে নাহি আন ॥২০
 রাম বলেন কোন জনে উপজাএ ডর ।
 সম্প্রতি কাহারে পাঠাইব যম ঘর ॥
 ভার্গব বলেন রাম সুনহ স্ববাদ ।
 এক বেটা দৈত্য পড়িল প্রমাদ ॥
 মধু নামে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর নাভী ।
 ব্রাহ্মণের ভক্ত দৈত্য বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥

(৩৬১)

(৩৬২)

দৈত্য জাতি হইয়া কৈল দেবের পিরিতি ।

সেবাতে মালিষ্ঠ সেই দেব পশুপতি ॥

শূল অস্ত্র দিল তারে পার্শ্বতীর নাথ ।

বৈরী মারি সেই শূল আইসে তার হাত ॥

দেবতা ব্রাহ্মণ জবে করে অপমান ।

তেজ ছাড়ে শূল তবে নহে অধিষ্ঠান ॥

মধু দৈত্য বলেন ছলভ সেই শূল ।

কভু নাই ছাড়িয়া জাবেন মোর কুল ॥

হর বলে এই শূল থাকে প্রয়োজনে ।

তোর বোল না লজ্জাবে হেন লয় মনে ॥১

পুষ্টকার ঝি নাম কুন্ডনসী ।

রাবণের ভগ্নী সেই পরম রূপসী ॥

তোমার ছল ভা পত্নী হবে ভোর কূলে ।

লবণ নামে পুত্র তার অদ্ভুত বলে ॥

কথো দিন তার ঠাঞি শূল অধিষ্ঠান ।

যতন করিহ আর নাহি বরদান ॥

মহাবল লবণ সে মাতুলের দোষে ।

শিশু কাল হৈতে সেই দেব দ্বিজ হিংসে ॥

বাপের নিবেধ নাই নিষেধিআ থাকে ॥২০

পুত্রের চরিত্র দেখি মধু পোড়ে শোকে ॥

শূল অস্ত্র পুত্রে দিআ দিল ঠাকুরাল ।

সাগরে প্রবেশি মধু গেলেন পাতাল ॥

লবণ জাঠার গুণে ত্রিভুবন জিনে ।

সর্বলোক চমকিত দেখিআ লবণে ॥২৫

আইল অনেক রাজা করিবারে রণ ।

কার মুখে না শুনিল জিনিল লবণ ॥

তোমার বাণে সবংশে পড়িল রাবণ ।

কোন কাজে লাগে তার মারিতে ভাগিনা ॥

লবণে মারিলে ঘুচে সবার কচাল ।

তার মারি মথুরাতে কর ঠাকুরাল ॥

জোড় হাতে বলেন শ্রীরাম মহাশয় ।

কত লক্ষ রাক্ষসের কোথা তার বাসা ॥

মুনি বলে লবণ বৈসে মধু বনে ।

সহশ্রেক জন্তু মারি খায় একদিনে ॥

মাংস খাইতে তাহার বড়ই অভিলাষ ।

পড়িল তাহারি মুখে সভার বিনাশ ॥

কভু রাক্ষস হয়ে কভু রাক্ষসিনী ।

নানারূপ ধরি খায় জত পায় মুনি ॥১০

মধুর তনয় দৈত্য বড়ই ছুরাচারী ।

লোক খাইয়া শূন্য কৈল মথুরা নগরী ॥

রাম বলে ভরত তোমাকে দিল ভার ।

লবণে মারিআ কর মুনির নিস্তার ॥

লবণে মারিব আমি তোমার আদেশে ॥১৫

কাটিব দৈত্যের মাথা আঁখির নিমিষে ॥

ভরতের বচন সুনিয়া সভাতলে ।

জোড় হাত করি কিছু শত্রু বল ॥

চৌদ বৎসর তুমি কৈলে বনবাস ।

ফল মূল নাহি খাও কর উপবাস ॥২০

জত হুংখ পাল্য রাম বনের ভিতরে ।

তত হুংখ ভরত পাইল নিজ ঘরে ॥

ঠাকুরের কার্য যদি ভুত্যে গিআ করি ।

তবে কোন কার্য লাগি হবে দেশান্তরী ॥

জটা বন্ধল পরিধান সদা ফলাহার ॥২৫

এত হুংখ পায় কোথা রাজার কুমার ॥

আর হুংখ পাইতে জুঁকতি নাই আইসে ।

সেবক হইতে সিদ্ধ হবে হুংখ পাবে কিসে ॥

(৩৬৩)

(৩৬৪)

সভা মাঝে শক্রব্দ বলে বিপরীত ।
 তাহার বিক্রম স্ননি রাম হরষিত ॥
 আমার যে বীৰ্য্যে জন্ম তুমি সেই বীৰ্য্যে ।
 লবণ মারিতে ভাই লাগে কোন কার্য্যে ॥
 জ্যেষ্ঠের বচনে তুমি না কর উত্তর ।
 ভাল মন্দ বলে জ্যেষ্ঠ স্ননিহ সাদর ॥
 সেই দেশে রাজা তুমি ধরাইব দণ্ড ॥
 সাক্ষাতে করিব রাজা নাহিক পাষণ্ড ॥
 শক্রব্দ রাজা হৈতে বলেন ত্রীরাম ।
 স্ননিয়া আনন্দে বীর গায়ে বহে ঘাম ॥১০
 তোমার বচনে প্রভু না করি উত্তর ।
 ভাল মন্দ হক সব করিব গোচর ॥
 বাপ স্বর্গবাস গেলা তোমা বিত্তমানে ।
 শোক পাশরিল আমি তোমা দরসনে ॥
 তোমার প্রসাদে বাড়ে আমার সম্মান ।
 কেমনে হইব রাজা জ্যেষ্ঠ বিত্তমান ॥
 পুরাণ পণ্ডিত মুখে স্ননিল বিস্তর ।
 জ্যেষ্ঠের বচনে আমি না বলি উত্তর ॥
 প্রণাম করিয়া বলি না করিহ রোষ ॥
 তোমারে উত্তর দিল ক্ষম সব দোষ ॥২০
 শক্রব্দের বোল স্ননি রাম হরষিত ।
 রাজ আভরণ দিঅা করিল ভূষিত ॥
 শক্রব্দে রাজা হইতে রামের আদেশ ।
 পাত্র মিত্র ধাত্রা আলায় করি নানা বেশ ॥
 শক্রব্দ রাজা হব পড়িল ঘোষণা ॥২৫
 দেব দান করাইতে ধাইল ব্রাহ্মণ ॥
 শক্রব্দ বসিলেন রাজসিংহাসনে ।
 তিন ভাই নেহালেন হারিস বদনে ॥

কুলপুরোহিত সে বশিষ্ঠ মহাঋষি ।
 তীর্থ জলে শিরে ঢালে কলসী কলসী ॥
 ব্রাহ্মণের বেদধ্বনি উঠে কোলাহল ।
 নানারাজবাণ্ড বাজে সুন্দর মঙ্গল ॥
 মন্তকে ঔষধ দিল শাস্ত্রের ব্যবহারে ॥
 কোশল্যা স্নমিত্রা কৈকেয়ী আগুগারে ॥
 জত নারীগণে আলায় বেশ আভরণে ॥
 রাজা মঙ্গল কার্য্য করে শাস্ত্রের বিধানে ॥
 শক্রব্দ রাজা হৈল সর্ব্ব লোকে চাহি ।
 শক্রব্দের কাণে রামচন্দ্র ব্রহ্মমন্ত্র কহি ॥১০
 সৃষ্টির জখন আদি পৃথিবী সঞ্চার ।
 মধুকৈটভ অসুরের করিল নির্ধার ॥
 ব্রহ্মা সৃজিলেন যে রাবণ মারিবারে ।
 মিথ্যা নাহি করে বাণ সংসার ভিতরে ॥
 হেন বাণে কৈল আমি রাবণ বিনাশ ॥১৫
 দেব আদি সভাকার খণ্ডাইল ত্রাস ॥
 তৎকালে হৈল বাণ দিল উপদেশে ।
 লবণ মাণ্ডে মধুপুরী নির্ভয়ে বসে ॥
 লবণের বাপ মধু অতি বড় গুণি ।
 সেবা করি মানাইল দেব শূলপাণি ॥২০
 জাঠা গাছ পালায় সেই মহেশ্বর বরে ।
 বালবিষ্ঠ নামে সে লবণ জাঠা ধরে ॥
 নিকটে থাকিঅা তুমি নিবে বার্তাসার ।
 ঘরে জাঠা এড়ি জবে করে আগুসার ॥
 ঘরে জাঠা রাখি জবে জাইবে লবণ ॥২৫
 হেন কালে তার সঙ্গে তুমি কর রণ ॥
 হাতে জাঠা যদি থাকে সবাকারে জিনে ।
 মহেশ্বরের বর মিথ্যা নহে এক স্রণে ॥

(৩৬৫)

(৩৬৬)

সহস্রেক নেহ তুমি জুঝার মারথি ।
 দুই সহস্র লেহ তুমি মদমত্ত হতী ॥
 চারি সহস্র লেহ তুমি ভাল ভাল তাজি ।
 আপন ইচ্ছাতে লেহ পদাতিক বুঝি ॥
 বজ্রগণে ডাকি লেহ জত আছে ঘরে ।
 জার বজ্র বান্ধব সংগ্রামে জুঝি মরে ॥
 নানা ভক্ষ্য দ্রব্য লেহ নানা উপহার ।
 কাতর হইলে নেহ বিপক্ষ সংহার ॥
 গ্রীষ্মকালে থাকে মধু পুরীর নিকটে ।
 বর্ষাকালে মধুবনে জাইহ সঙ্কটে ॥১০
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ ।
 স্থানিলে উত্তরকাণ্ড পাপ বিমোচন ॥

জাহাকে হানিতে জাই সেই যদি জানে ।
 তাহারে জিনেতে নারে সেই তারে হানে ॥
 অলক্ষিতে জাবে যেন না পায় প্রকাশ ।
 উপায় করিয়ে তারে করিবে বিনাশ ॥
 মুনিগণ আগে আগে জান সর্বজনে ।
 তার পাছে জাইবে সকল সৈন্তগণে ॥
 রামের চরণ বন্দে করি প্রদক্ষিণে ।
 যাত্রা করি চলিলেন বীর শত্রুঘনে ॥২০
 কোলে করি রাম নিলা মাথার আশ্রাণ ।
 আশীষ করিলা হকু তোমার কল্যাণ ॥
 ভরত লক্ষ্মণে বীর কৈল নমস্কার ।
 রাম হেন দুই ভাই কৈল পুরস্কার ॥
 মাতা স্তম্ভ রাএ গিআ বন্দিল চরণ ॥২৫
 বিশিষ্টে বন্দিল আর জতেক ব্রাহ্মণ ॥

যাত্রার মঙ্গল পড়ে বিবিধ বিধানে ।
 হস্তী ঘোড়া পাইক চলিলা আগুআনে ॥
 লবণ নিকটে সৈন্ত ফিরে একমাস ।
 অনেক কটক হৈল না পায় প্রকাশ ॥
 রাজার কটক সব বুলে মধুবনে ।
 হিংসা নাহি করে লবণ শঙ্কা নাহি মনে ॥
 নির্বিষয় রহে বনে নাহিক সংশয় ।
 একমাস সৈন্ত রহে লবণ নির্ভয় ॥
 পাছু জান শত্রুঘন নিজ পরিবারে ।
 বেলা অবসানে গেলা বায়ীকির ঘরে ॥১০
 মুনিরে বন্দিলা বীর জোড় করি হাত ।
 বিনয় বচন বলে রঘুবংশনাথ ॥
 রাজকার্যে জাই প্রভু রাজার আরতি ।
 বাসা করি দেহ মোরে বন্ধি আজি রাতি ॥
 মুনি বলে রঘুবংশ তোমার উৎপতি ॥১৫
 আজি মোর ঘরে থাকি বঞ্চ সুখরাতি ॥
 পাশ্চ অর্থা দিল মুনি গৃহ ব্যবহার ।
 ফল মূল খাদ্য তৃপ্ত হইল অপার ॥
 যজ্ঞ স্থানে দেখি বুলে বীর শত্রুঘন ।
 কোন রাজা যজ্ঞ কৈল কারে আয়তন ॥২০
 সর্ব কথা কহে মুনি লোক পরিহাসে ।
 পূর্ব পুরুষ তোমার আছিল রুহিদাসে ॥
 মৃত্যুঞ্জয় নামে তার হৈল পুত্রবর ।
 সর্বশাস্ত্র সত্যবিদ্যা তাহার গোচর ॥
 বীর অবতার রাজা ধর্ম অধিষ্ঠান ॥২৫
 যজ্ঞ হেতু নিশ্চাইল এই যজ্ঞস্থান ॥
 মৃগয়াতে গেলা রাজা মৃগ মারিবারে ।
 ব্যাস রূপে দুইটা রাঙ্গস মৃগী মারে ॥

(৩৬৭)

(৩৬৮)

ছই বাধে মৃগী খায় মৃগ নাহি বনে ।
 তার এক বাঘ রাজা বিকিলেক বাণে ॥
 ডাক দিঅ বলে মোরে মারিল সংহতি ।
 শাপ হইতে রাজা তোর হইবে দুর্গতি ॥
 বশিষ্ঠ আইল যজ্ঞ এই যজ্ঞশালে ॥
 বিপ্ররূপে বাঘ আসি হইল মিসালে ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পালা অবসাদ ।
 মাংস খাইবার তরে রাজা কৈল বাদ ॥
 বশিষ্ঠের বোলে বিপ্র রাজা পাড়ে ডাক ।
 হরিসে রসইশালে মাংস কর পাক ॥১০
 দ্বিজরূপে সম্ভাইল রন্ধনের শালে ।
 মনুষ্যের মাংসে রান্ধি থুলা হেন থালে ॥
 অন্ন সে বাঞ্জন নিঞা গেল রাজার স্থান ।
 অমৃতভোজন আগে কারে দিব দান ॥
 রাজা মহাদেবী তবে বলে ছই জনে ॥১৫
 আগে অন্ন দেহ লৈআ বশিষ্ঠের স্থানে ॥
 অন্ন বাঞ্জন দিল লৈআ ভরি হেম থালে ।
 রাক্ষস আহাির দেখি মুনি কোপে জলে ॥
 রাক্ষসের ভক্ষ্য দেখি বশিষ্ঠের তাপ ।
 রাক্ষস হইও বলি নূপে দিলা শাপ ॥২০
 রাজা মহাদেবী দৌহে পড়িলা চরণে ।
 রাক্ষস করিল মায়া কৃপা কর মনে ॥
 মুনি বলে ব্যর্থ নহে আমার বচন ।
 বার বৎসর রাক্ষস হঞা করহ ভোজন ॥
 বার বৎসর রাক্ষস হইআ ভুঞ্জ পাপ ॥২৫
 দ্বাদশ বৎসর বই টুটিবেক শাপ ॥
 যজ্ঞশালে যজ্ঞ মোরা করি অকারণ ।
 শাপানলে পোড়াইঞা মারিব ব্রাহ্মণ ॥

বশিষ্ঠে সাপিতে রাজা হাতে নিল পানি ।
 ক্ষেম ক্ষেম ডাক ছাড়ে দময়ন্তী রাণী ॥
 বংশে বংশে সেবি মোরা অনেক ব্রাহ্মণে ।
 ব্রাহ্মণে না দিও শাপ কর সমাধানে ॥
 শাপ নাহি দিল রাজা নারীর বচনে ॥
 শাপ জল এড়ে রাজা আপন চরণে ॥
 ছই পায়ে পোড়ে রাজা সেই শাপ জলে ।
 সেই হৈতে কল্যাণপাদ সর্ব লোকে বলে ॥
 রাক্ষস হইআ রাজা ভুঞ্জ সেই পাপ ।
 দ্বাদশ বৎসর খণ্ডে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥১০
 চির যুগ রাজ্য করি হইল সন্তান ।
 তোমার পূর্বপুরুষের এই যজ্ঞ স্থান ॥
 যজ্ঞ স্থান দেখি শক্রঘন নাহি লড়ে ।
 পূর্ব কথা শুনি অঙ্গে সঞ্চড়া সে পড়ে ॥
 বান্দীকির কুড্যা খানি পাতের ছাওনি ॥১৫
 রাজা হঞা শক্রঘন বঞ্চিল রজনী ॥
 উত্তরকাণ্ড গান কুন্তিবাস মহামতি ।
 মুনির ঘরে শক্রঘন বঞ্চে সুখে রাতি ॥

ছই পর রাত্রি গেলা মুনি হলাহলি ।
 মুনির ঘরে স্ত্রীলোক হইল উত্তরোলি ॥২০
 সীতা দেবী প্রসবিল ছইটা কোঙর ।
 জাইআ মুনিরে লোক কহিল সখর ॥
 মুনির চরণে গিআ করিল গোচর ।
 সীতার জন্মিল ছই হৈল সহোদর ॥
 বিজুলীর ছটা জেন ছই সহোদর ॥২৫
 রাজস্রী ধরেন দৌহে পরম সুন্দর ॥

(৩৬৯)

(৩৭০)

স্নিগ্ধা গেলেন মুনি সীতা জেই ঘরে ।
 সকল মুনিতে বেড়ি দেখেন কুমারে ॥
 হাতে কুশে মুনি সব পড়ে তথা বেদ ।
 ছলাছলি করিআ নাভি করিল ছেদ ॥
 লব কুশ বলি নাম খুইল সুন্দর ।
 মুনি সব নেহালিআ দেখে কলেবর ॥
 এক হাতে কুশ আর হস্তেতে লবণ ।
 মন্ত্র পড়ি স্ত্রীগণে দিলেন তখন ॥
 লবণ হাতেতে নাম লব মহাবীর ।
 কুশ হস্তে কুশ নাম সুন্দর শরীর ॥১০
 লক্ষ লক্ষ নারীতে করিল সমর্পণ ।
 ব্রহ্ম জ্ঞানে জানে চক্রবর্তীর লক্ষণ ॥
 হরষিত হৈল সব তপোবনে মুনি ।
 শ্রীরামের পুত্র হৈল জানকী পুত্রিণী ॥
 শ্রীরামের চিহ্ন ধরে সীতার নন্দন ।
 রাম মূর্তি দেখি সীতা জুড়িলা রোদন ॥
 রামের সমান মুখপদ্ম ছই আখি ।
 আজি হৈতে ছমাস প্রভুরে নাহি দেখি ॥
 আমার লাগিআ প্রভু বান্ধিলা সাগর ।
 সবংশে সংহার কৈল রাজা লঙ্কেশ্বর ॥২০
 হেন প্রভু বিনে আমি ধরিব জীবন ।
 তাঁর বীৰ্য্য নষ্ট হবে তথির কারণ ॥
 এই হেতু প্রাণ আমি করিলা ধারণ ।
 মোর পুত্রে পালন করিবে ভগ্নীগণ ॥
 পুরান তাজিব আমি প্রভুর বিহনে ।
 জন্মে জন্মে পাই যেন কমললোচনে ॥
 ছই পুত্র হৈল যেন অখিনীকুমার ।
 পুত্র পানে চাঞা লোহ পড়ে আর বার ॥

আপনি না বলে সীতা পাসরিতে নারে ।
 রাম রাম বলিআ কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ॥
 কার বোল নাহি স্নানে প্রবোধ না মানে ।
 হিয়া বিদরিতে চাহে সীতার করুণে ॥
 না স্নানে প্রবোধ কান্দে জনকনন্দিনী ।
 জোড় হাতে প্রবোধে বান্ধীকি মহামুনি ॥
 জনকের ঝিউ দেবী তুমি শ্রীরামের রাণী ।
 সামান্য জনের হেন কান্দহ গোসাঞিনী ॥
 দৈব হেতু হৈল কাজ কভু নহে আন ।
 দৈবেরে হইতে মাগ নাহিত প্রধান ॥১০
 তুমি নাহি জান আমি জানি বার্তাসার ।
 দেখিবে কতোক দিনে বিষ্ণু অবতার ॥
 তোমার বালকে সভে করিবেন পূজা ।
 তোমার ছই পুত্র হব পৃথিবীর রাজা ॥
 প্রজার পালনে হব রামের সোসর ।
 ত্রিভুবন জিনিঞা হইবে ধর্ম্মধর ॥
 মরিবারে চাহ তুমি স্ননি বিপরীত ।
 তোমার পশ্চাতে গাব রামের চরিত ॥
 মোর বোলে শোক তাজ পুত্রে দেহ মোহ ।
 মুনির বোলে সীতা চক্ষের মোছে লোহ ॥২০
 আপনার হাত মুনি দিল তার মাথে ।
 সীতা দেবা রহিলা প্রবোধ মানি চিতে ॥
 স্ত্রীলোক মঙ্গল কাণ্ড স্ত্রীলোকে সে জানে ।
 সীতা প্রবোধিআ মুনি গেলা রাজস্থানে ॥
 রাজা বলে কেন মুনি গেলেত সত্তর ।
 অর্দ্ধরাত্রে গেলে হইল শেষের প্রহর ॥
 মুনি বলে মোর পূজা রঘুবংশে জানে ।
 রঘুবংশ কার্য্যে আমি জানি সর্ব্বক্ষণে ॥

(৩৭১)

(৩৭২)

রাম পুত্রবান্ হৈলা জানকী পুত্রিণী ।
 হইল যমল সূত ত্রিভুবন জিনি ॥
 এত সুন শক্রঘ্ন হরিস-বিবাদ ।
 অঙ্গ অভরণ সব করিল প্রসাদ ॥
 রামের আদেশে জাই দৈত্য মারিবারে ।
 সরস বদন মোর দেশ জাবার তরে ॥
 তোমার ঘরে থাকিআ হইল বড় সুখী ।
 না দেখি রামের ডরে সীতা চন্দ্রমুখী ॥
 না বলিবে সীতাকে আমার আগমন ।
 মুনিকে মেলানি করি কান্দে শক্রঘ্ন ॥১০॥
 সুনিঞা রামের পুত্র হরষিত মন ।
 প্রভাত হইলে আমি বিলাইব ধন ॥
 এত বলি মধুবনে গেলা নরপতি ।
 উত্তরকাণ্ড গান কুন্তিবাস মহামতি ॥

রহিলা মুনির ঘরে মধুবন কাছে ।১৫
 লবণের বার্তা বীর সভাকারে পুছে ॥
 স্নান সন্ধ্যা করিআ করিল ভোজন পান ।
 কথা কহে মুনি সব বেলা অবসান ॥
 আনন্দ করিল রাজা দেব পুরন্দর ।
 শক্রঘ্নে বেড়ি সব মুনির কোণ্ডর ॥২০॥
 বল করি কোন রূপে মারিব লবণ ।
 রাত্রে দিনে চিন্তা করে সব মুনিগণ ॥
 রাজা বলে বেড়ি গিআ লবণের ঘর ।
 মুনি বলে ইবে তুমি নাহবে তৎপর ॥
 ত্রিভুবন জিনি সেই জাঠাগাছ তেজে ।২৫
 হাতে জাঠা করিলে জিনিবে কোন রাজে ॥

অনেক মারিল সেই পৃথিবী ঈশ্বর ।
 জাঠা দেখি দেব দৈত্য বাঁপে থর হর ॥
 বড় বড় রাজা জত চন্দ্র সূর্য্যবংশে ।
 কার রক্ষা নাহিক লবণ জারে রোষে ॥
 হাতে জাঠা থাকিলে তাহার বাড়ে বল ।
 লবণে মারিবে তুমি জবে পাবে ছল ॥
 রাজা বলে মুনি তুমি চরণে প্রণাম ।
 কত কত নৃপতির লইব পরাণ ॥
 মোর বংশাবলি রাজা কতু নাহি টুটে ।
 তবে কেন দৈত্য ছিল তাহার নিকটে ॥১০॥
 রাজার বচন সুন বলে মুনিগণ ।
 আপন বিক্রমে হেন বসে অগ্র জন ॥
 রাজা বলে মুনি সব দেব অধিষ্ঠান ।
 সুনিব তোমার মুখে তাহার বাখান ॥
 মুনি বলে মাকাতা হইল সূর্য্যবংশে ।১৫
 অযোধ্যাতে থাকি রাজা সব রাজ্য শাসে ॥
 ইন্দ্র জিনিবারে গেল অমর ভুবন ।
 ডরে ইন্দ্র পলাইআ হৈলা অদর্শন ॥
 প্রীত হেতু রাজাকে বেওসে দেবগণে ।
 অর্দ্ধ রাজ্য নিঞা প্রীতে থাক ইন্দ্রসনে ॥২০॥
 অর্দ্ধা অর্দ্ধি বাটী নেহ অমরা বসতি ।
 দেবরাজ ইন্দ্র সনে করহ পিরিতি ॥
 রাজা বলে এই কথা নাহি লয়ে মনে ।
 ইন্দ্র জিনি শচী নিব রাখে কোনজনে ॥
 মনে মনে চিন্তি ইন্দ্র নাহিক নিস্তার ।২৫
 প্রীত করি রাজাকে পাঠাইব যম-ঘর ॥
 হাসিয়া বলেন ইন্দ্র সুন মহারাজ ।
 পৃথিবী জিনিতে নার এই বড় লাজ ॥

(৩৭৩)

(৩৭৪)

পৃথিবী জিনহ আগে যত আছে বীরে ।
 তবে তুমি রাজা হবে আসি স্বর্গপুরে ॥
 মাক্কাতা বলেন ধরা করিলাঙ্ বশ ।
 মোর আঞ্জা লজ্জিবারে কাহার সাহস ॥
 ইন্দ্র বলে রাজা তুমি সুন মনে মনে ।
 মধুদৈত্যতনয় লবণ নাহি মানে ॥
 লাজে হেঁট মাথা রাজা ইন্দ্রের বচনে ।
 স্বর্গ হৈতে নামি রাজা গেলা মধুবনে ॥
 দূত পাঠাইয়া দিল বলিআ কর্কশ ।
 দূতের বচন সুনি খাইল রাক্ষস ॥১০
 দূত পানে চাহে রাজা দূত নাহি আইসে ।
 সর্ক সৈন্য নিক্রা রাজা জুঝিবারে পৈসে ॥
 নানা অস্ত্র মাক্কাতা করেন অবতার ।
 রাক্ষস কটক কৈল অনেক সংহার ॥
 মহেশ্বর শূল ধরি তুলি নিল হাতে ।
 লড়িল বে জাঠা গাছ ত্রিভুবন বেথে ॥
 ঘোড়া হাতী রথ রথী*পাইক সব পোড়ে ।
 অস্ত্র সনে মাক্কাতা ভস্ম হইয়া উড়ে ॥
 বাহুড়িয়া গেল জাঠা লবণের হাতে ।
 মাক্কাতা পড়িল সব দেবগণ ব্যাথে ॥২০
 জাঠা গাছ তেজে সভা মারয়ে পরাণে ।
 বড় বড় রাজা নাহি জিনিল লবণে ॥
 জাঠায় তেজেতে দৈত্য নহে পরাজিত ।
 এ সকল কথা সুনি না করিহ ভীত ॥
 আপনা পাসরে বীর ভঙ্গণের বসে ।
 বিহান হইলে জায় মুগের উদ্দেশে ॥
 জাঠা গাছ থুঞা জায় শয়ন মন্দিরে ।
 দেবদত্ত জাঠাগাছ থাকে পূজা ঘরে ॥

উপদেশ সুন রাজা আমার উত্তর ।
 মুগ মরিবারে গেলে বেড় গিয়া ঘর ॥
 ঘর বেড়িলে জাঠা নিতে না পারে রাক্ষস ।
 অবশ্য মরিবে দৈত্য করহ সাহস ॥
 বিস্তর কাঞ্চন দান দিলেন ব্রাহ্মণে ।
 লবণ-বধের চিন্তা লাগে রাত্রি দিনে ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি ।
 উত্তরকাণ্ডে গাইল গীত শর্কর-পুটালি ॥

মৃগয়াতে লবণ প্রভাতে গেল দূর ।
 যমুনায় পার হৈলা কটক প্রচুর ॥১০
 আওআস বেড়িল রাজা আগুলিল দূরে ।
 লবণ দানব আইসে কান্ধে মুগীভারে ।
 পথ আগুলিআ রাজা জুড়ি গণ্ডীবান ॥
 দেখিআ লবণ বীর কোপে থরমান ।
 মধুর তনয় আমি মধুবনে থানা ।
 আপনা চিনহ তুমি বটে কোন জনা ॥
 সর্কলোকে জানে মোরে নাম হে লবণ ।
 মরিবারে আলা তুমি বল কোন জন ॥
 কার বোলে আলা তুমি ধরি গণ্ডীবান ।
 তোরে বড় কত রাজা বখিল পরাণ ॥২০
 জতেক আহার আনি খাইতে নাহি আঁটে ।
 আচম্বিতে আসিআ সান্তাইল মোর পেটে ॥
 কুপিলেন শক্রঘন অগ্নি হেন দেহে ।
 ক্রোধে পথ নাহি দেখে কাল ঘাম বহে ॥
 মাতুলের গর্ক কর বল অহঙ্কার ।
 মোর ভাই ঠাই জোর মামা সে গেল মার ॥

(৩৭৫)

(৩৭৬)

সে রামের ভাই আমি শক্রঘন বালী ।
 তোমাতে মারিতে আমি বনে বনে বুলি ॥
 এত যদি বলিল বীর শক্রঘন ।
 কান্ধে ভারে লবণ করিছে তর্জ্জন ॥
 তোর ভাই মালা মোর মায়া সহোদরে ॥
 মাএর ক্রন্দনে নিদ্রা নাহি জাই ঘরে ॥
 ক্ষমা করি না করিল তোর বংশনাশ ।
 মরিবার তরে কেন আলি মোর পাশ ॥
 তোর রঘুবংশ আমি তৃণ হেন বাসি ॥১০
 মাক্কাতাকে পোড়াইয়া করিল ভস্ম রাশি ॥
 বাছি বাণ মার মোরে জত মনে আইসে ।
 যেন তেন অস্ত্রে তোরে করিব বিনাশে ॥
 রাজা বলে নাহি আজি তোমার জীবন ।
 মাথা কাটি পাঠাইব যমের সদন ॥১৫
 কান্ধে হৈতে ভার বীর ফেলিলেক মাটি ।
 হাতে হাত কাছাড়ে দস্তুর কটমটি ॥
 থাক থাক বলিয়া লবণ তারে তর্জ্জে ।
 হস্তিগণ দেখিয়া কেশরী যেন গর্জে ॥
 রাজা বলে হর্ষ দেব মারিলে রাবণে ।
 সর্বলোকে তুষ্ট যদি তুমি পড় রণে ॥২০
 সর্বদেশ নষ্ট কৈলি না রাখ ছাওআল ।
 তোরে মারি দেশ বসাইব চালে চাল ॥
 সূর্য্যের কিরণে যেন পদ্মবন ভাঙ্গে ।
 মোর বাণে রক্তা তোর না খুইব অঙ্গে ॥
 লবণ বলেন তোর বালকের মতি ॥২৫
 স্নোয় সনে রণ তোর নহেত জুকতি ॥
 দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ বিজ্ঞাধর ।
 মোর নাম স্থনিলে সভাই করে ডর ॥

বড় বড় রাজা কৈল সংগ্রাম আপার ।
 আমার সমুখে কার নাহিক নিস্তার ॥
 গাছ পাথর তুলি মারে পর্ব্বত প্রমাণ ।
 শক্রঘনের বাণে সব হয় খান খান ॥
 গাছ কাটা গেল দৈত্য কোপে অচেতন ॥
 গাছ পাথর বরিসনে ছাইল গগন ॥
 বড় বড় গাছ তোলে পর্ব্বতের দার ।
 শক্রঘনের বাণে সব হএ ছারখার ॥
 শক্রঘন মহাবীর রণেত প্রচণ্ড ।
 বাণে সব কাটিয়া করেন খণ্ড খণ্ড ॥১০
 উপাড়ে ডাগর গাছ দীর্ঘ ভুজদণ্ডে ।
 দোহাতিয়া বাড়ি মারে শক্রঘনের মুণ্ডে ॥
 মোহ গেলা শক্রঘন হৈলা অচেতন ।
 হাহাকার করেন সকল মুনিগণ ॥
 শক্রঘ্ন মোহ গেলা লোকে হাহাকার ॥১৫
 ঘরে জায় লবণ কান্ধেতে করি ভার ॥
 সস্থিত পাইয়া শক্রঘ্ন উঠে রোষে ।
 ব্রহ্ম অস্ত্র জোড়ে বীর আঁখির নিমিষে ॥
 অরুণ কিরণ বাণ অগ্নি হেন জ্বলে ।
 পর্ব্বত মন্দার মরু জার তেজে টলে ॥২০
 দেবতা দানব জারে নাহি ধরে টান ।
 পর্ব্বতে পড়িলে গিরি হএ খান খান ॥
 উচ্চা নির্ঘাত পড়ে বাণ দরসনে ।
 রক্তে রাঙ্গা যেন বাণ ব্রহ্মের কিরণে ॥
 হেন বাণ এড়ে রাজা মারিতে লবণে ॥২৫
 ত্রাসে দেবলোক পৈসে ব্রহ্মার শরণে ॥
 তিন লোক পৈসে গিয়া ব্রহ্মার শরণ ।
 হেনই উৎপাত প্রভু কিসের কারণ ॥

(৩৭৭)

(৩৭৮)

কোন যুগে হেন শব্দ মোরা নাহি স্ননি ।
 কেমন প্রমাদ পাড়ে কিছুই না জানি ॥
 ব্রহ্মা বলে দেবগণ না করিহ উর ।
 লবণে মারিতে শক্রঘন জোড়্যাছে শর ॥
 পূর্বে বিষ্ণু বাণ সৃজে আপনার তেজে ।
 মধুকৈটভ মারা গেল যে বাণের কাজে ॥
 স্ননিঞা বাণের স্বর কাঁপে ত্রিভুবন ।
 হরষিত সর্বলোক স্ননিঞা বচন ॥
 সংগ্রাম দেখিতে দেব আইলা কৌতুকে ।
 দুগাস্তের অগ্নি বেন রাজার ধনুকে ॥১০
 সিংহনাদ ঘন ছাড়ে বীর শক্রঘন ।
 ঘর জায় লবণ বাহুড়ি দেই রণ ॥
 শক্রঘনের বাণ দেখি লবণের উর ।
 আহা করিয়া আসি দেহ অবসর ॥
 ভোজনের বেলে না খাইল আহাৰ পাণি ।
 ক্ষণেকের তরে মোরে দেহত মেলানি ॥
 ঘরে হৈতে জাটা গাছ আনি জুঝিবারে ।
 এখনি মারিব তোরে জাটার প্রহারে ॥
 শক্রঘন বলে কালি আছি উপবাসী ।
 দুই ক্ষুধাতুরে রণ হৈলে ভালবাসি ॥২০
 এ লোকে আহাৰ সনে নাহি দরশন ।
 যমলোকে গিয়া তুমি করহ ভোজন ॥
 খাত্যে আইতে নাহি দিলে রঘুবংশের নাথ ।
 তোর বাণে দেখি আমি অনেক উৎপাত ॥
 নেউটা লবণ জায় জুঝিবার মনে ॥২৫
 আকর্ণ পুরিঞা শক্রঘন বিধে বাণে ॥
 ছুটিল জে বাণ গোটা বজ্র হেন ভূকে ।
 শব্দ স্ননি চমকিত হৈল তিন লোকে ॥

লবণের বৃকে বিদ্ধি প্রবেশে পাতালে ।
 নেউটিয়া আলা বাণ শক্রঘনের কোলে ॥
 শক্রঘনের বাণ খাঞা পড়িল লবণ ।
 মহেশের স্থানে জাঠা গেলা ততক্ষণ ॥
 তেজ কুড়াইয়া জাঠা গেল বায়ুবেগে ।
 সংসারের লোক সব দেখে চারিদিকে ॥
 দেবগণে মেলিয়া দিলেন জয়কার ।
 বর মাগ বলি ব্রহ্মা পাড়িল হাকার ॥
 তোমার বিক্রম দেখি হরষিত মন ।
 বর মাগ ব্যর্থ নহে দেবের বচন ॥৩০
 জোড় হাত করে বীর দেবতার আগে ।
 বৈসাই মথুরা শক্রঘন বর মাগে ॥
 এই দেশ বৈসাইব যেমন ইন্দ্রপুরী ।
 লবণের ডরে লোক হইল দেশান্তরী
 নানারত্ন সকল মুনিকে দিল দান ॥৩৫
 দেশ খান বস্ত্রাবারে কৈল সন্নিধান ॥
 বন ডাল কাটিয়া নগর খান বৈসে ।
 নানারত্ন নিঞা প্রজাগণ সব আইসে ॥
 অনেক দেশের লোক আলা নানাজাতি ।
 বিচিত্র নগর হৈল অমরা বসতি ॥৪০
 যমুনার কূলে হৈল নগর পত্তন ।
 হাট বাট দিঘী সব হৈল সুশোভন ॥
 লোক খাঞা লবণ নগর কৈল বন ।
 বন ভাজি নগর বসাল্য শক্রঘন ॥
 রাজার আওআস হৈল বিচিত্র চউরি ॥৪৫
 নাটশাল পাঠশাল রাজার চাতুরী ॥
 ভুবনে হল ভ পুরী অতি অল্পপাম ।
 মথুরা নগর বলি শুল্য তার নাম ॥

(৩৭৯)

(৩৮০)

মধু হৈতে নাম তার ছিল মধুপুরী ।
 শক্রঘন নাম থুলা মথুরা নগরী ॥
 নানারত্নে ভূষা লোক নানা উপভোগ ।
 হরিস সকল লোক নাহি শোক রোগ ॥
 দ্বাদশ বৎসর তাহে সুখে করি ঘর ।
 ভাই দেখিবারে গেলা অযোধ্যা নগর ॥
 সভা প্রতি বর দিলু রাম দেবরাজ ।
 দেবের বরে শক্রঘ্নের হরিস হৈল কাজ ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত স্মর ।
 উত্তরকাণ্ডে লবণবধ গাইল মনোহর ॥১০

দেশ বসাইআ রাজা দ্বাদশ বৎসর ।
 ভাই দেখিবারে জান অযোধ্যা নগর ॥
 সৰ্ব লোক বাহুড়িল বাহুড়িল পুরোহিত ।
 রথ চড়িআ কথোক লোক চলিলা ভরিত ॥
 লোক সব পাইল গিআ বান্দীকির ঘর ।
 পাপ্ত অর্ঘ্য দিআ মুনি করিলা আদর ॥
 মুনি বসেন বিক্রম তোমার হৈল বিদিত ।
 লবণ বধিআ লোকের খণ্ডাইলে ভীত ॥
 তোমার ভাই রাবণ বধিল বহু দিনে ।
 লবণ বধিলে তুমি ছুই তিন দিনে ॥২০
 মাহুষ খাইঞা লবণ নগর কৈল বন ।
 লবণ বধিআ তোমার হইল গমন ॥
 তোমায়ে দেখিআ মোর জুড়াএ নয়ন ।
 আলিঙ্গন দিআ মুনি মাথা লইল ভ্রাণ ॥
 আলিঙ্গন দিআ মুনি তুমিল সাদরে ।
 সৰ্ব সৈন্ত ভূসিল নানা উপহারে ॥

পায়স পিষ্টক মধু শর্করা শোধক ।
 ভোথ শোষ খণ্ডিলেক সুশীতল কটক ॥
 ভোজন করিআ রাজা করিলা শয়ন ।
 মনে চিন্তা করেন বান্দীকি তপোধন ॥
 সাতকাণ্ডে রামায়ণ কৈল মুনিবরে ।
 সেই পোথা শিখাইল সীতার কোঙরে ॥
 ছই ছাওয়ালে মুনি ডাক দিআ আনে ।
 রামায়ণ গাও দোহে রাজা যেন স্নানে ॥
 মহামুনির কথা শুনিঞা ছই ভাই ।
 শ্লোক প্রবন্ধে রামায়ণ দোহে গাই ॥১০
 শক্রঘন নৃপতি সুইল একঘরে ।
 আর ঘরে গীত গান ছই সহোদরে ॥
 উঠিল বীণার স্বরে মধুর সংগীত ।
 রামের চরিত্র গীত উঠে আচম্বিত ॥
 রামরাজ্য তেজিতে যেমন লোক কান্দে ।
 বস্ত্র ছাড়ি যেমনে বাকল আনি পিঙ্গে ॥
 রাণী ভাগ কান্দে বুড়া রাজার ঘরণী ।
 জেইরূপে বুড়া রাজা তেজিল জীবনী ॥
 রাম সীতা লক্ষ্মণ জেমতে দেশান্তরী ।
 চারি ভাই জেমেন বাকল জটা ধরি ॥২০
 সীতা চুরি কৈলে যেন রামের বিলাপ ।
 চৌদ্দ বৎসর বনবাস যেন পাল্য তাপ ॥
 সুললিত গীত গায় বীণাযন্ত্র বাজে ।
 গীত সুনিবারে লোক আশ্তে নানা সাজে ॥
 সীতা স্মৃত গায় গীত অমৃতের কোণা ।
 সুনি শক্রঘন কান্দে আর জত সেনা ॥
 গীত সুনি সৰ্ব লোক আপনা পাসরে ।
 হিয়া উত্তরোল হঞা সব সেনা বুঝে ॥

(৩৮১)

(৩৮২)

পূর্বের বৃত্তান্ত স্থনি পরম শীতল ।
 গীত স্থনি লোহ মোছে কটক বিকল ॥
 পাত্র মিত্র বলে প্রভু অপূর্ব কাহিনী ।
 স্থনিএ মুনির ঘরে কার বেদ ধ্বনি ॥
 নানা মুনিগণ দেখি সিদ্ধেশ্বর শরীরে ।
 হেন গীত কহু নাহি স্থনি কার ঘরে ॥
 রাজা বলে নানারঙ্গ মুনিদের ঘরে ।
 মুনিকে সুধাব আমি কোন কাণ্ডের তরে ॥
 মোরে ইহা সুধাইতে না আশ্বে জুকতি ।
 এই গীত স্থনিবেন রাম রঘুপতি ॥১০
 নিঃশব্দ হইআ গীত স্থন একমনে ।
 নিদ্রা নাহি গেল সবে গীতের শ্রবণে ॥
 মান সন্ধ্যা কৈল রাজা পোহায়া রজনী ।
 অযোধ্যা চলিআ করি মুনিকে মেলানি ॥
 অযোধ্যা প্রবাস গেলা রাজার ছয়ায়ে ॥১৫
 আপনার দ্রব্য জাত খুলা ভারে ভারে ॥
 অবনী লোটাকা রামে কৈল অগ্নিপাত ।
 ভরত লক্ষ্মণে নমস্করে জুড়ি ছুই হাত ॥
 তিন লোক জিনি রাম তুমি চুড়ামণি ।
 পাত্র মিত্র সম্বোধিআ কহেন কাহিনী ॥২০
 সম্মুখে ডাণ্ডায় বীর হাত যুগলে ।
 কথা ছাড়ি রামচন্দ্র ভাই নিলা কোলে ॥
 রঘুনাথে শক্রঘ্নন নত কৈল মাথা ।
 জোড় হাত করি কহে আপনার কথা ॥
 লবণ মারিতে গেলা তোমার বোলে ॥২৫
 তারে মারি মথুরা বসাল্য চালে চালে ॥
 বার বৎসর না দেখিল চরণ যুগল ।
 ধেনুর হাই বাসে ঘেন বাছুর বিকল ॥

তোমা না দেখিয়া স্থখে নাহি প্রয়োজন ।
 তোমার চরণ দেখি এই মোর মন ॥
 ভাইর বচন স্থনি দিলা আলিঙ্গন ।
 শক্রঘ্নন কোলে করি বলেন বচন ॥
 সেই রাজ্য আস তুমি আপনার বাহে ॥৫
 আন রাজা হৈলে ভাই লোক নাহি রহে ॥
 সভার কনিষ্ঠ তুমি প্রাণের সোসর ।
 সেই রাজ্যে রাজা তুমি কৈলে দণ্ডধর ॥
 তুমি আশ্র আমি জাব নহিব আস্তর ।
 তোমাতে আমাতে দেখা বৎসর ভিতর ॥১০
 পাঁচ দিন থাকিআ আমার সন্নিধানে ।
 সত্য বাক্য বলি আমি চল নিজ স্থানে ॥
 ভাল ভাল বলি আঞ্জা বন্দিলেন শিরে ।
 এত লোক ছাড়ি যাব আসুক আস্তরে ॥
 পঞ্চদিন থাকি শক্রঘ্ননের মেলানি ॥১৫
 ভাইকে বন্দিআ বন্দে জনকের বাণী ॥
 ভরত লক্ষণ দৌহে অম্বরজে গেলা ।
 কতো দূরে রাখি তারে ফিরিআ আইলা ॥
 অনেক দিবসে পাল্য মথুরা নগর ।
 রাজ্য খণ্ড সাসে রাজা ধর্ম্মতে তৎপর ॥২০
 ছুই ভাই আসিআ রামের পদ বন্দে ।
 উত্তরকাণ্ড কুন্তিবাস গাইল সানন্দে ॥

ত্রীরাম করেন রাজ্য ধর্ম্মের প্রমাণে ।
 মৃত্যু ডর নাহি লোক বাড়এ কল্যাণে ॥
 লোকের পরম আয়ু সহস্র বৎসর ॥২৫
 অকালে মরণ নাহি যম নাহি ডর ॥

(৩৮৩)

(৩৮৪)

এই রূপে রাজ্য করে রাম নারায়ণ ।
 চণ্ডালের তপস্যার শুনহ কারণ ॥
 কেহো তপ করে পরলোক তরিবারে ।
 কার তপ পরলোক নাসিবার তরে ॥
 একজন তপ করে জাতিতে চণ্ডাল ॥৫
 তার তরে চিস্তে স্বর্গে অষ্ট লোকপাল ॥
 স্বর্গে রাজ্য হৈতে চাহে খণ্ডি পুরন্দরে ।
 দেবগণ যুক্তি কৈল বসি একতরে ॥
 দূত পাঠাইয়া দিয়া অযোধ্যা নগরে ।
 চুরি করি নিল এক ব্রাহ্মণ কুমারে ॥১০
 বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী কান্দেন বিকলে ।
 পঞ্চ বৎসরের শিশু মড়া করি কোলে ॥
 মিথ্যা নাহি বলিএ অধর্ম নাহি করি ।
 বসিআ রামের রাজ্যে শোক ছুখে মরি ॥
 সূর্য্য বংশের দেশে বসি পুরুষানুক্রমে ॥১৫
 অকাল মরণ কভু নাহি করে যমে ॥
 ধর্ম্মে ধরা পালিল নৃপতি দশরথে ।
 নাহি ছিল অকাল মরণ শোক ব্যথে ॥
 বসিআ রামের রাজ্যে হারাল পরাণ ।
 কোন গুণে রামে লোক করয়ে বাঞ্ছন ॥২০
 বিবাহ না দিল পুত্রের না দেখি যৌবন ।
 বাপ মা ছাড়িআ পুত্র হৈলা অদর্শন ॥
 জন্মাবধি পুত্র নাহি এই সে সন্ততি ।
 রাজার ঠাঞি মরিব গিয়া ছই বেকতি ॥
 পূর্ব্ব জন্ম পাপ-ফলে এই দেশে বসি ॥২৫
 রাজদ্বারে মরি গিয়া হঞা উপবাসী ॥
 সুখে রাজ্য করুন রাম ভাই চারি জনে ।
 একবাধে স্ত্রীবধে পীড়িত হ'বে মনে ॥

ব্রাহ্মণের কোলে হৈতে মরা পুত্র আনি ।
 মরা পুত্র কোলে কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
 গর্ভ হৈতে দুখ পাঞা এত দিন পুসি ।
 হেন পুত্র মরে চণ্ডালের দেশে বসি ॥
 ধার্ম্মিকের দেশে নাহি দুর্ভিক্ষ সায়ক ॥৫
 অধর্ম্মের দেশে বস্যা হারাল্য বালক ॥
 পুত্র হেতু কান্দে দৌহে হইআ বিকল ।
 স্নানিতে লোকের চক্ষু করে ছল ছল ॥
 দ্বার থান রাখে বীর স্মিত্রানন্দন ।
 লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণে বলে প্রবোধ বচন ॥১০
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দৌহের রহিলা দুআরে ।
 লক্ষ্মণ ভিতরে গিয়া শ্রীরাম গোচরে ॥
 আজ্ঞা পাঞা দ্বিজ গেল দ্বারিত গমনে ।
 মরা পুত্র ফেলিল রামের সিংহাসনে ॥
 সহস্র বৎসর রাজ্যে শোকের জীবন ॥১৫
 তোর পাপে মরে রাম আমার নন্দন ॥
 করুণ হৃদয়ে রাম নেহালে কুমারে ।
 ব্রাহ্মণের কোপ দেখি কম্পিত অন্তরে ॥
 বামদেব বশিষ্ঠ আহল পুরোহিত ।
 ভদ্র আদি করিআ সকল পাত্র মিত্র ॥২০
 কাত্যায়ন গোতম জতেক মহা ঋষি ।
 রামের বচন স্ননি সভে ধাঞা আসি ॥
 সর্ব্ব মুনিগণে রাম দিলেন আসন ।
 রামে বেড়ি বসিল সকল মুনিগণ ॥
 রামের বচনে সভে বসিলা আসনে ॥২৫
 ব্রাহ্মণের কথা কহে কমললোচনে ॥
 তোমা সভা লঞা আমি চিস্তি রাজ্য কাজ ।
 ব্রাহ্মণের পুত্র মরে এহ বড় লাজ ॥

(৩৮৫)

(৩৮৬)

আজি হৈতে দূর হৈল আমার সম্পদ ।
 হেন কালে রামের ঠাই আইলা নারদ ॥
 পাণ্ড অর্থ দিল রাম গৃহ ব্যবহার ।
 মুনির চরণে রাম হৈলা নমস্কার ॥
 রাম বলে অবধানে সুন মুনিরাজ ॥
 অকালে ব্রাহ্মণ মরে এই বড় লাজ ॥
 নারদ বলেন রাম স্নানহ বচন ।
 আমরা ব্রাহ্মণীপুত্র হইল ব্রাহ্মণ ॥
 এক পোয়া ধর্ম ব্রহ্মা নিলেন কাড়িআ ।
 পণ্ডিত হইলা নানা শাস্ত্র জে পড়িআ ॥১০
 দুই অংশে ব্রহ্মার তনয় ক্ষত্রি জন্ম ॥
 সেই পোয়া কাড়িআ লইল সবধর্ম ॥
 ত্রেতা যুগে ক্ষত্রিয়ের তপ অবতার ।
 এক পোয়া ধর্ম নষ্ট অধর্ম প্রচার ॥
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হৈল তপতে সোঁসর ॥১৫
 দুই পোয়া ধর্ম নিল সভার ভিতর ॥
 বৈশ্য জাতি হইল ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলে ।
 এক পোয়া ধর্ম সেই কাড়ি নিল বলে ॥
 দ্বাপরে বৈশ্য জাতি তেঁই তপেতে তংপর ।
 তিন পোয়া ধর্ম গেল দ্বাপর ভিতর ॥২০
 তিন পোয়া ধর্ম গেল এক পোয়া আছে ।
 সেই ধর্ম পোয়া নিতে শূদ্র ইবে ইচ্ছে ॥
 তপে অধিকার শূদ্রে নাহিক দ্বাপরে ।
 ভাল মতে জান কোথা শূদ্র তপ করে ॥
 শূদ্র জাতি তপ করে মোর মনে দেখে ॥২৫
 তেঁই বিপ্রস্নাত মরে বিপ্র কান্দে দুখে ॥
 উগ্র তপ করে কোথা দেখ শূদ্র জন ।
 সেই পাপে দ্বিজস্নাত অকাল মরণ ॥

নারদের বচন সুন শ্রীরামের হাস ।
 লক্ষ্মণে ডাকিআ রাম আনিলেন পাস ॥
 জাবত না জাই আমি রাজ্যের বিচারে ।
 পাতাইআ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রাখ দ্বারে ॥
 পিতলের খোল ভরি নারায়ণতৈলে ।
 তাহার ভিতরে থোবে ব্রাহ্মণ ছাওআলে ॥৫
 বেদবিহিত পণ্ডিত জ্ঞাতেক জন আছে ।
 মন্ত্রে রক্ষা করবা যেন মড়া নাহি পচে ॥
 যত বৈল রাম তাহা করিল লক্ষ্মণ ।
 পুষ্পরথে শ্রীরাম চলিলা ততক্ষণ ॥
 ভরত লক্ষ্মণে রাম দিআ রাজ্যভার ॥১০
 রথে চড়ি শ্রীরাম করিলা আগুসার ॥
 মুনিপদে প্রণমিআ রথে গিআ চড়ি ।
 বিদায় হইআ জে পশ্চিম দিগে নড়ি ॥
 আগে গেলা রামচন্দ্র দিগের পশ্চিমে ।
 অবিচার নাহি লোক আছএ ধরমে ॥১৫
 সেই দিগ রামচন্দ্র চাহিআ দেখিলা ।
 তথা হৈতে অরিতে উত্তরদিগে গেলা ॥
 উত্তর দিগে গিআ চারি দিগে চায় ।
 কাহারে দেখিতে রাম কাহারে না পায় ॥
 উত্তর দিগের রাম করিলা বিচার ॥২০
 ধর্ম্য লোক বৈসে নাহি অধর্ম্যের ভার ॥
 তথা হৈতে পূর্ব দিগে রাম করিলা গমন ।
 পূর্ব দিগে বিচারিল বন উপবন ॥
 সেই দিগ রামচন্দ্র করিআ বিচার ।
 অধাশ্বিক বলি তথা না দেখিল আর ॥২৫
 তিন দিক্ চাহিআ রাম গেলেন দক্ষিণে ।
 প্রবেশ করিল ক্ষিআ মহাবোর বনে ॥

(৩৮৭)

(৩৮৮)

বিচারিআ বলে রাম বনের ভিতর ।
 তাহাতে দেখিল এক রম্য সরোবর ॥
 তার কূলে বট বৃক্ষ আছএ বিশাল ।
 একই যোজন জায় জার এক ডাল ॥
 তথা তপ করে এক তপস্বী ছন্দর ॥
 হেঁট মুখে উর্দ্ধ পদে কূপের ভিতর ॥
 দেখিআ তাহার তপ রামেত তরাসে ।
 ধন্ত ধন্ত বলি রাম গেলা তার পাসে ॥
 রাম বলে তুমি তপ কর কি কারণে ।
 দেখিআ তোমার তপ সন্ধ লাগে মনে ॥১০
 রাম নাম মোর দশরথের নন্দন ।
 কোন জাতি তপস্বী কহিবে বিবরণ ॥
 শম্ভুক আমার নাম আমি শূদ্র জাতি ।
 রাহুরনন্দন আমি স্নকেতুর নাতি ॥
 এক বিভা কৈল আমি জাতি চণ্ডালিনী ॥১৫
 বলে ধরি আর বিভা করিল ব্রাহ্মণী ॥
 ব্রাহ্মণীর গর্ভে হৈল দশটি নন্দনে ।
 চণ্ডালীর গর্ভে হৈল পুত্র বারজনে ॥
 উগ্র তপ করি আমি দ্বাবিংশতি বেটা ।
 গাছের বাকল পরি শিরে ধরি জটা ॥২০
 উগ্র তপ করি আমি হুল্লভ সংসারে ।
 ব্রহ্মলোক যাব আমি এই কলেবরে ॥
 কুপিলেন রামচন্দ্র তাহার বচনে ।
 হাতে খাণ্ডা করি যুগু কাটিলা আপনে ॥
 অগ্নিকুণ্ডে গোড়াইআ করিল ছারখার ॥২৫
 রথে চড়িলেন হঞা স্তম্ভর কুমার ॥
 রাম বলেন হুষ্ট নাশে আমি অস্ত্রধরি ।
 ধার্মিকের মিত্র আমি অধার্মিকের অরি ॥

দেবগণ ঠাঞি আমি কৈল অঙ্গীকার ।
 তেঁই তোমা পাঠাইল যমের দুয়ার ॥
 ইহা শুনি শম্ভুক জুড়ি ছই হাতে ।
 তোমার বাণে আমি মুক্ত হৈলাঙ রঘুনাথে ॥
 মোর সত্যে পালিবে আমার পুত্রবর ॥৫
 সভাকে রাখিবে এক যোজন আস্তর ॥
 এথা ব্রাহ্মণের শিশু পাইল জীবন ।
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হর্ষ ভরত লক্ষ্মণ ॥
 ছই ভাই করিল ব্রাহ্মণে নমস্কার ।
 দিলেন অনেক ধন বস্ত্র অলঙ্কার ॥১০
 পুত্র কোলে ব্রাহ্মণ গেলেন নিজ ঘর ।
 রাম লক্ষ্মণ ভরত শক্রঘ্নে দিআ বর ॥
 সাধু সাধু রাম রাজা বিষ্ণু অবতার ।
 রামে পুষ্প বৃষ্টি দেব করিল আপার ॥
 দেবগণ বলে রাম কিবা কৈল কাজ ॥১৫
 চণ্ডাল আসিত স্বর্গে হৈত বড় লাজ ॥
 বর মাগ রামচন্দ্র জেঁবা লএ মনে ।
 সেই বর দিবহে সকল দেবগণে ॥
 জোড় হাতে বলে রাম যদি দিবে বর ।
 তোমাদের বরে জীবুক ব্রাহ্মণ কোঙর ॥২০
 দেবগণ বলে জবে মাইলে হুষ্টজন ।
 তখনি জীবন পালা ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
 ভরত লক্ষ্মণ তথো কৈল পুরস্কার ।
 নানা ধন দ্বিজ দিল বস্ত্র অলঙ্কার ॥
 হরষিতে পুত্র নিঞা তারা গেল ঘর ॥২৫
 তোমাদের সভারে বিস্তর দিআ বর ॥
 দেবগণের বচনে শ্রীরাম হরষিত মনে ।
 সকল দেবগণের করিল রাম চরণ বন্দনে ॥

(৩৮৯)

(৩৯০)

ব্রহ্মা পাঠাইল রথ বিচিত্র নিৰ্ম্মাণ ।
 দেব রথে জাবেক শম্বক ব্রহ্মার স্থান ॥
 অগ্নিকুণ্ড হইতে উঠে শম্বক গন্ধৰ্ব অবতার
 রথে আরোহণ করিল বাইতে স্বর্গ দ্বার ॥
 তপের ফলে দেবমূর্তি উঠিল আকাশে । ৫
 গগনে থাকিয়া শ্রীরামকে সম্ভাষে ॥
 অবধান কর গোসাঞি রঘুবংশের নাথ ।
 আপন বৃত্তান্ত বলোঁমো জোড় করি হাত ॥
 জাতি চণ্ডাল আমি জন্ম নীচকূলে । ১০
 গোসাঞির দরসন পাইলোঁ পূর্ব জন্মের ফলে
 মনুষ্য জন্ম তোমার বিষ্ণু অবতার ।
 তোমার পায় নিবেদন করি কার্য্য আপনার
 উগ্রতপের ফলে হইল তোমার হাতে মরণ
 দেবরথে চাপিঞা জাই ব্রহ্মার সদন ॥ ১৫
 মর্ত্যলোকে রহিল গোসাঞি আমার
 পরিবার ।
 পালন করিতে আমি না পাইল তা সভার
 উত্তম কূলে বিভা করিল আমি সভার
 গোচরে ।
 দ্বাদশ পুত্র হইল তাহার উদরে ॥
 মহাবল পুত্র সব সংগ্রামে সুর । ২০
 অস্ত্র শস্ত্র জানে তারা জানে চতুর ॥
 দ্বিতীয় বিভা করিল আমি ব্রাহ্মণ-হুহিতা ।
 মহাকূলে জন্ম তার রূপে গুণে পতিব্রতা ॥
 তার উদরে হইল মোর দশ বেটা । ২৫
 গাছের বাকল পরিধান মাথাতে ধরে জটা
 আমার ঔরসে জন্ম তার ব্রাহ্মণীর কুমার ।
 ধর্ম দেখিয়া প্রতিপালন করিহ তাহার ॥

তোমার বাণে মরিলাহেঁ আমি সিদ্ধ
 অভিলাষ ।
 পাপ বুচিল মোক্ষ পাইল আমি বাই
 স্বর্গবাস ॥
 তোমাতে সমর্পিল পুত্র গোসাঞি না
 করিহ আন ।
 দুর্জয় অন্তর করিঞা গোসাঞি থুইবে
 স্থানে স্থান ॥
 রাজ্যভোগ নিঞা গোসাঞি করিবে পালন
 তোমার চরণে প্রভু করি এ নিবেদন ॥
 আজ্ঞা দেহ গোসাঞি আমি জাই স্বর্গভুবন
 ধর্ম দেখিঞা আমার পালিহ সত্য বচন ॥
 শ্রীরামে প্রণাম করিঞা চলিলা আসে ।
 মেঘের ভিতর জেন বিদ্যুত ছটা খসে ॥ ১০
 বৃক্ষতলে আছেন গোসাঞির সংহতি ॥
 শম্বকের বাইস পুত্র আইল আচম্বিত ॥
 ব্রাহ্মণীর দশবেটা ধরে মূনির আচার ।
 ফল মূল নৈবেদ্য হাতে আনিল অপার ॥
 শূদ্রিণীর দ্বাদশ পুত্র তারা বলে মহাবীর । ১৫
 মাথাতে কাটের বোঝা আনিল প্রচুর ॥
 বজ্রকুণ্ডে পিতা পিতার সনে না হইল দরশন
 আসিঞা প্রণাম করে শ্রীরামের চরণ ॥
 শ্রীরাম বলেস্ত কে তোমরা দে পরিচয় ।
 আপন বৃত্তান্ত কহ তবে জানিএ নিশ্চয় ॥ ২০
 শম্বকের পুত্র আমরা দিএ পরিচয় ।
 তোমার চরণ দেখিতে আইলা হেঁ নিশ্চয় ॥
 শম্বক মারিয়া তুমি দেবলোকের করিলেহিত
 ত্রিভুবনে রহিল তোমার এ যশ কীরিত ॥

(৩৯১)

(৩৯২)

কি বলিতে পারি আমরা তোমার কিঙ্কর । হনুমানের বোলে রাজ্য ছাড়িয়া দিল
 কোন কার্য করিব আমরা বল নরেশ্বর ॥ সাগর ।
 শ্রীরাম বলেস্ত শুন তোমরা আমার
 বচন ।
 তোমায় পিতা সমর্পিলেক আমি করিব
 পালন ॥
 এতেক বলিঞা শ্রীরাম শ্বরেন হনুমানে ॥
 আসিআ প্রণাম করেন হনুমান শ্রীরামের
 চরণে ॥
 শ্রীরাম বলেস্ত শুন বাছা পবননন্দন ।
 সাবধানে শুন বাপু আমার বচন ॥
 বাইস পুত্রকে লঞা জাহ দক্ষিণদিগর ।
 বাসা স্থানে স্থানে দেহ অনেক যোজন
 অন্তর ॥১০
 রাজ্য ভোগসভাকে দেহ করিয়া বটন ।
 বাদ বিবাদ জেন না করে কোন জন ॥
 রণে ভঙ্গ না দেয় বিক্রম বিস্তর ।
 বর্গে শূদ্রজাতি দ্বাদশ হঞা কাতর ॥
 লড়িলা হনুমান লঞা বাইস কোঙর ॥১৫
 দক্ষিণ দিক্ লঞা গেলা হনুমান বানর ॥
 গৌড়ের দক্ষিণে বৈসে অলজ্য সাগর ।
 তার মধ্যে মধ্যে বসাইব নগর ॥
 শ্রীরামের কথা সাগরে গোচরে হনুমান ।
 বাইস কুঙরকে তুমি বসিতে দেহ স্থান ॥২০
 রামের বচনে হনুমান রথে চড়ে ।
 সভাকারে লইআ দক্ষিণদিকে লড়ে ॥
 গৌড়ের দক্ষিণদিগে অলজ্য সাগর ।
 সাগরের কূলে গেলা অনেক অন্তর ॥

বাইস ভাই নিল বাইস নগর ॥
 সভা নিঞা হনুমান গেলা দেশান্তর ।
 রামের সৃজিত হইল বাইস আগর ॥
 বাইস বেটাকে দিল বাইস নগর ॥
 রহিল একক জন যোজন অন্তর ॥
 আগরি বলিয়া হৈল সভাকার নাম ।
 একক যোজন বই সভার বিশ্রাম ॥
 দশ বার সোল কার হইল তনয় ।
 সাত আট নয় কার হৈল পাঁচ ছয় ॥১০
 শূদ্র আগরি হৈল ক্ষেত্রিতে বাথানি ।
 জাকে বর দায় হৈলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
 জানা আগরি তাহে ধরে নর শ্বনে ।
 হাত্যা গাই নাহি দোহে পূজে নারায়ণে ॥
 মহাসুর ক্ষেত্রি হইল বড় বলবান ॥১৫
 ধন ধাণ্ডে বলবীৰ্য্যে অতুল সমান ॥
 কেহো কুল অকুল কেহো বড় বেহাল ।
 অহঙ্কারে কোন জন প্রকৃতে চণ্ডাল ॥
 চণ্ডালীর যে সূত না মানে বাপ ভাই ।
 কত্যা দিয়া বাদ হেতু কাটিলা জামাই ॥২০
 বিস্তর দেউল মঠ করিল সৃজন ।
 স্থাপন করিল তাহে দেব ত্রিলোচন ॥
 উত্তম ব্রাহ্মণে তারা দিল ভূমিদান ।
 নিত্য নিত্য দ্বিজ পূজে দেব সন্নিধান ॥
 (যজ্ঞহুত্র-ধরে জারা সোদর দশ ভাই ॥২৫
 হাল না ধরে তারা ভার না বহে না দোহে
 গাই ॥

(৩৯৩)

(৩৯৪)

আলি জাঙ্গাল দিল উত্তম সরোবর ।
 অতিথশালা পানীশালা দেবতার ঘর ॥
 গায়ত্রী জপে সন্ধ্যা করে করে দেবার্চন ।
 পণ্ডিত মূর্ত্তি তারা ভাই দশ জন ॥
 ব্রাহ্মণীর দশো বেটা বিচারে পণ্ডিত ।
 ধর্ম কৰ্ম্ম করে শাস্ত্র স্নানে অশ্রু নাহি চিত ॥
 চণ্ডালিনীর বারপুত্র বড়ই দুর্জ্ঞান ।
 দেবপিতৃগণ না মানেন না মানেন ব্রাহ্মণ ॥
 মহাবলবান হৈব তারা বিক্রমে বিশাল ।
 অহঙ্কারে না জানেন তারা সূত্র চণ্ডাল ॥১০
 চণ্ডালের আচরণ করে তারা না মানেন
 বাপ ভাই ।

বিবাদে কত্না দিঞা কাটে জামাঞি ॥
 বারগ্রাম বসাইল বার সহোদর ।
 শম্বকের কুলে হৈল বাইস কুণ্ডর ॥
 সভাকে স্থান দিয়া আইল হুমান ১৫
 রথ হৈতে নামিঞা গেলো শ্রীরামের স্থান ॥
 প্রণাম করিলা গিঞা শ্রীরামের চরণে ।
 আইস বইস শ্রীরাম বলেস্ত মধুর বচনে ॥
 ইন্দ্র বলেস্ত শ্রীরাম শুন আমার বচন ১২০
 অগস্ত্য সম্ভাষণে জাব আমার জত দেবগণ
 বার বৎসর হইল না দেখি মুনিবর ।
 অগস্ত্য মুনিকে দেখিতে আমি জাইব সত্ত্বর ॥
 পুষ্পক রথে চাপিয়া তুমি আইলা আমার
 সংহতি ২৫
 অগস্ত্য মুনির পা বন্দিব পরম ভক্তি ॥
 জলবাস হৈতে মুনি আইলা সংসারে ।
 হেন মুনির চরণে হৈব নমস্কারে ॥

আগু দেবগণ জায় সতে বিচিত্র বাহনে ।
 পাছু জান শ্রীরাম পুষ্পক রথ আরোহণে ॥
 শম্বক তেজিল প্রাণ শ্রীরামের হাতে ।
 স্বর্গবাসে গেলেন চড়ি দিব্য রথে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতেকুসরস বদন ৫
 উত্তরকাণ্ডে গাইল ব্রাহ্মণ বটুর জীবন ॥
 পুষ্পকরথে চড়িঞা শ্রীরাম জান অগস্ত্যদর্শনে
 নানা জাতি পাখী বৈসে তথা গহন কাহনে ॥
 কোকিল কলবর স্নানিতে মনোহর ১০
 সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার নানাজন্ত ভয়ঙ্কর ॥
 বাসা ঘর করিঞা আছেন জার যথা ইচ্ছে ।
 গৃধিনী পেঁচা বাসা করিঞা আছে এক
 গোটা গাছে ॥

পেঁচা বলবান তাতে গৃধিনী দুর্বল ১৫
 এক গাছ হই জনে বঞ্চে অনেক বৎসর ॥
 দুর্বল পেঁচা গৃধিনী বলবান ।
 বলে হরিঞা নিলেক তার বাসা স্থান ॥
 গৃধিনী বলে পেঁচা আমার বোল ধর ।
 বাসা ছাড়িঞা দেহ জাহ স্থানান্তর ২০
 হুই জনে মহাবোল হৈল বিস্তর ।
 শ্রীরামের স্থানে হুই জনে করিল গোচর ॥
 আসিঞা মাথা নোয়াইল শ্রীরামের চরণে ।
 আসিঞা আপন বৃত্তান্ত কহে হুই জনে ॥
 গৃধিনী বলে শ্রীরাম তুমি কর অবধান ২৫
 * * * *
 দেবাসুর গন্ধর্বেশ যুদ্ধ স্নান রত্নপতি ॥

(৩৯৫)

(৩৯৬)

বিক্রমে সিংহ তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 চন্দ্র জিনিঞা তোমার মুখের জ্যোতি ॥
 সূর্য্য জিনিঞা তেজ গাভীরো সাগর ।
 কুবের জিনিঞা তুমি ধনের ঈশ্বর ॥
 পবন জিনিঞা তোমার বাণ চলে ॥
 নির্মল বশ তোমার ত্রিভুবনে বলে ॥
 পৃথিবী জিনিঞা তুমি বড় ক্ষমাবান ।
 তোমার গুণ কে করিতে পারে আত্ম অবসান ॥
 বৈরা জিনিতে গোসাঞি তুমি সর্ব্বগুণধারী ।
 আপন বৃত্তান্ত আমি তোমাতে গোচরি ॥১০
 অনেক সকতিতে বাসা সাজাইল আলয় ।
 বলে তাহা নেয় পেঁচা সুন মহাশয় ॥
 পেঁচা বলে বিষ্ণু অংশে তোমার অবতার ।
 তোমার অবতারে হইল ধন্য ধন্য সংসার ॥
 ** কপাল তোমার দেহে উৎপত্তি ১৫
 নারায়ণ অংশে জন্ম তুমি সর্ব্বলোকের গতি ॥
 চন্দ্র জিনিঞা তুমি অতি স্নেহীতল ।
 বিশ্বস্তর মূর্ত্তি তুমি বলে মহাবল ॥
 যমের অংশে কর তুমি দুষ্টের বিনাশ ।
 ধাতা কর্ত্তা বিধাতা তুমি সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥২০
 সূর্য্য জিনিঞা তোমার তেজ বিস্তর ।
 ইন্দ্র জিনিয়া তুমি রাজা দণ্ডধর ॥
 অকুজনের চক্ষু তুমি হর্রলের বল ।
 গৃধিনী আমার বাসা নেয় বুঝিঞা কর কল ।
 রথে হৈতে নামিঞা শ্রীরাম বৃক্ষতলে বসি ।
 পাত্র ভাগে হাকার পড়িল সতে ধাঞা আসি
 ভদ্র যে অশোক পাত্র আইলা বিজয় ।
 ধর্ম্মপাল আইল সিদ্ধান্ত মহাশয় ॥

জয়ন্ত মহাপাত্র আইলা ততক্ষণ ।
 দুই পাখীর কন্দলি দেখিঞা বিস্ময় হৈল মন
 শাস্ত্র পণ্ডিত পাত্র সব সর্ব্বশাস্ত্রে অবধান ।
 পক্ষী বলে আইস বুঝিতে জাই শ্রীরামের স্থান
 গৃধিনী পাখীকে শ্রীরাম পুছেস্ত উত্তর ॥৫
 কতেক দিবস হৈতে গৃধিনী তোমার বাসঘর
 গৃধিনী বলে যখন হৈল পৃথিবীর উদ্ধার ।
 যখন হৈতে মাহুষের নাহিক সঞ্চার ॥
 তখন বাসা সাজাইঞা আছি চিরংগে ।
 কোন্ লাঞ্জে পেঁচা বাদ করে আমার আগে
 পেঁচা বলে রঘুনাথ কর অবধান ॥১০
 সত্য কথা কহি আমি তোমার বিত্তমান ॥
 যখন হৈতে হৈল পৃথিবীর উৎপত্তি ।
 তখন হৈতে এই গাছে আমার বসতি ॥
 কি বলিতে জানি আমি পাপ ছুরাগারী ।
 অনাথের নাথ তুমি তোমাকে গোচরি ॥১৫
 ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত তোমাতে গোচর ।
 সর্ব্বসিদ্ধির তুমি সকল কার্য্যে তৎপর ॥
 শ্রীরাম বলেন শৃঙ্খল সভা সভাতে নাহি গণি ।
 প্রামাণিক নহে সে জে না বলে সত্যবাণী ॥
 সে ধর্ম্ম নাহি জাতে সত্যের নাহি গন্ধ ॥২০
 সে সত্য নহে জাতে ছলের প্রবন্ধ ॥
 সত্য বচন না বলে জে সভাতে বৈসে ।
 সহস্র বৎসর বন্দী থাকে বরুণের নাগপাশে
 মরণ দোসর বন্ধন নাগপাশে ।
 বৎসরের গেলে তার এক বন্ধন খসে ॥২৫
 শ্রীরামের বচন সুনিঞা বলে সভাখণ্ড ।
 গৃধিনীর করিতে বুঝি এ রাজদণ্ড ॥

(৩৯৭)

(৩৯৮)

সর্ব শাস্ত্র ধর্ম কর্ম তোমাতে গোচর ।
তোমার আগে আমরা কি বলিব উত্তর ॥
শ্রীরাম বলেন যখন সৃষ্টির নাহিক সন্ধারে ।
স্বাবর জন্ম নাহি সকল একাকার ॥
অনন্তশয্যাতে নিদ্রা জাস্তি চক্রপাণি ।
পাশপদ্মসেবন করেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥
বিষ্ণুর নাহি কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি ।
পৃথিবী সৃজল জে জন সেই সৃজিল

নানাজাতি ॥

মধুকৈটভ ছই অম্বর উপজিল বিষ্ণুর স্বন্ধে ।
ব্রহ্মাকে হানিতে জায় ছই জনে ॥১০
বিপরীত রা কাটে অতি উচ্চৈঃস্বরে ।
আপনি মারিল তাকে চক্রে প্রহারে ॥
অম্বরের মেদ মজ্জাতে ব্রহ্মা সৃজিল পৃথিবী

খান ।

আগে মানুষ সৃজিল ব্রহ্মা পাছে বৃক্ষ দান ॥
বৃক্ষ না হৈতে কেমনে গৃধিনীর বাসা ঘর ।
রাজদণ্ড কর নিঞা গৃধিনী উপর ॥
গৃধিনীকে শাস্তি করিতে বলিল কমললোচন
না মারিহ না মারিহ বলে ডাকে দেবগণ ॥
গৃধিনী পক্ষী পুড়িছে দারুণ ব্রহ্মশাপে ।
পক্ষীরূপ ধরে পক্ষী না মারিহ কোপে ॥২০
এতক বোল জবে বলিল দেবগণ ।
পক্ষীর বৃত্তান্ত পুছেস্ত রাম কমললোচন ॥
কোন্ জাতি ছিল পক্ষী বৈসে কোন স্থানে ।
কোন কার্যে ব্রহ্মশাপ দিল কোন্ জানে ॥

সরস বৃত্তান্ত কহ পূর্ক কাহিনী ।২৫
স্নানিতে শ্রবণ সুখ অমৃতের বাণী ॥

ইন্দ্র বলেন সুন শ্রীরাম কমললোচন ।
জে কার্য নিমিত্ত হৈল শাপ বচন ॥
পূর্কে গৃধিনী ব্রহ্মদত্ত রাজা ।
বিদর্ভ নগরে বৈসে ধর্ম্যে পালেন প্রজা ॥
রাজাকে সম্ভাসিতে আইলা গৌতম মুনি ।
গৌরব করিঞা দিল আসন পানী ॥
পুটাঞ্জলি করিঞা রাজা মুনির বন্দিল চরণ ।
কোন কার্যে কোথা জাহ গোমাঞি কেনে

আগমন ॥

মুনি বলে তপে হৈল আমার শরীর দাহন ।
অন্নদান দেহ রাজা জুড়াক জীবন ॥১০
সহস্র বৎসর কৈল আমি লঙ্ঘন ।
তপত্ৰাতে ভর দিঞা করি পবন ভক্ষণ ॥
রাজা বলেন অতিথি তুমি আমার ভাগ্য

দিবসে ।

রন্ধন ভোজন কর জে মনে আইসে ॥১৫
পাত্র মিত্র নানা দ্রব্য ভাণ্ডার হৈতে আনি ।
মুনিকে রন্ধন করায় রাজা বসিঞা

আপনি ॥

পঞ্চাশ বাঞ্জন অন্ন রন্ধন করিঞা ।
মহানন্দে বসিলা মুনি ভোজন করিঞা ॥
এই মতে ভোজন করেন মুনি এক বৎসর ।
বিধি বিড়ম্বিত পড়িল আত্মস্তর ॥২০
রন্ধনে বিলম্ব হৈল মুনি ক্ষুধাতে আকুল ।
অবিচারে হাঁড়ির ভিতর রাজা দিলেস্ত

চাউল ॥

বিধির ঘটন হইল বিপরীত ।
শুষ্ক মাংস রন্ধন হইল তণ্ডুলের সহিত ॥

(৩৯৯)

(৪০০)

রন্ধন হইল মুনি বসিলা ভোজনে ।

কথোক অন্ন ব্যঞ্জন মুনি করিল ভক্ষণে ॥

রন্ধন মাংস দেখেন মুনি অন্নের ভিতর ।

রাজাকে শাপে মুনি স্থনিতে ভয়ঙ্কর ॥

মুনিজনে মাংস খাওআলি নষ্ট করিলে ব্রত ॥৫

গৃধিনী হঞা খাঞা বুল মাংস রকত ॥

শ্রীরাম নামে রাজা হব ইক্ষাকু বংশে ।

সর্বশুণ ধরিব জন্মিব বিষ্ণু অংশে ॥

শ্রীরাম নামে রাজা তোকে করিব পরসন ।

সর্বপাপ খণ্ডিবেক তোহার শাপ বিমোচন ॥

তুমি ছুঁইলে ব্রহ্মদত্ত রাজার হস্ত মুকুতি ॥১০

যুগে যুগে ঘৃসিবেক তোমার কিরিতি ॥

এতেক কহিল জবে দেব সুরপতি ।

শ্রীরাম ছুঁইল গৃধিনী হইলা নৃপতি ॥

রাজ অভরণ পরে রাজবসন ॥১৫

হার কুণ্ডল পরে মানিক রতন ॥

পক্ষীরূপ ছাড়িঞা ব্রহ্মদত্ত জোড় কইল হাত

অবধান কর গোসাঁই রঘুবংশের নাথ ॥

ধন্ত ধন্ত শ্রীরাম দশরথের কুমার ।

তোমার পরসে পাপ ঘুচিল আমার ॥২০

রাজা হইঞা পক্ষী হৈলাহেঁ মাংস আহারী

তোমার প্রসাদে গোসাঁই মোর নরকে তরী

মেলানি করিএ গোসাঁই তোমার চরণে ।

আজ্ঞা কর জাই আমি স্বর্গগমনে ॥

ব্রহ্মদত্ত স্বর্গে গেল স্বর্গে কইল স্থিতি ॥২৫

অগস্ত্যের ঘর গেলা রাম দেবের সংহতি ॥

জে জন স্থনে ভনে ব্রহ্মদত্তের কাহিনী ।

সকল দ্বন্দ্ব খণ্ডে তার লক্ষ্মী গোসানী ॥

কুন্তিবাস পণ্ডিত গাইল দেবের কল্যাণ ।

জাঁহার প্রসাদে স্থনে লোক ভারত পুরাণ ॥

সকল মুনিগণ গেলা মুনির তপোবন ।

সভার গোরব করিল মুনি দিল নানা ধন ॥

হরিস মনোরথে স্বর্গ গেলা দেবগণ ॥৫

সকল শেষে বন্দে রাম মুনির চরণ ॥

মুনি বোলেস্ত রাম তুমি আইলা কুশলে ।

তোমার শুণে রাজা নাহি ত্রিভুবনের তলে ॥

সকল মুনি তুষ্ট হব তোমা দরসনে ।

তোমার চরিত্র মোরা সদা জপি মনে ॥১০

নারায়ণ রূপে তুমি জগত রক্ষণ ।

তুষ্ট জনা মারিঞা কর তুমি সৃষ্টির

পালন ॥

শূদ্র মারিঞা তুমি জিয়াইলে ব্রাহ্মণ ।

দেবগণ তুষ্ট হইল করিলে পুণ্যের স্থাপন ॥

আমার ঘরে আতিথ্য তুমি বঞ্চ এক রতি ।

অতিথি ব্যবহারে তোমার করিব ভক্তি ॥

বিশ্বকর্মার নির্মাণ নানা অলঙ্কার

দেখিতে সুন্দর ।

রাজ অভরণ নিল মুনি রামের গোচর ॥২০

গ্রহণ করিঞা দান করি পাত্র বিশেষে ।

তোমাকে দিল অধিক ফল নারায়ণ আসে ॥

কুন্তির হইঞা দান নেয় নরকে নাহিক উদ্ধার

ব্রাহ্মণের দান লয় কুন্তির নহে শাস্ত ব্যবহার

মুনি বোলেস্ত শ্রীরাম না বলিহ হেন বাণী ।

অবধানে কহি স্থন পুরাণ কাহিনী ॥

মতায়ুগে ব্রাহ্মণ বহি অস্ত্র না পাই পূজা ।
 ব্রাহ্মণ রাখিতে আছিল পৃথিবীর রাজা ॥
 ইন্দ্র রাজা করিঞা রাখিলে দেবগণ ।
 নির্ভয়ে বৈসএ সতে জাহার কারণ ॥
 পৃথিবীতে ক্ষেত্রি রাজা বলে সর্বজন ।
 ইন্দ্র নহিলে আশা সবার নহে রক্ষণ ॥
 লোকপাল বলিঞা ব্রহ্মা বসাইল আগে ।
 লোকপালের অংশে হইলা চৌটি ভাগে ॥
 লোকপালের অংশে হইল ক্ষিপ্র নামে রাজা
 ক্ষিপ্র রাজাকে লইঞা গেলা পৃথিবীর প্রজা
 ইন্দ্র অংশে হইল ক্ষত্রির উপাদান ।
 হেন ক্ষত্রিয় পাইলে আমি দিএ দান ॥
 ইন্দ্র অংশ ধর তুমি বিষ্ণু অবতার ।
 তোমাকে দান দিতে আমার তৃপ্তি আপার
 বিশ্বকর্মার নির্মিত রত্ন অলঙ্কার । ১৫
 রাজসভার পবন রাম ক্রিভবনের
 সার ॥
 মাথাতে মুকুট শোভে করে জে কঙ্কণ ।
 রত্ন নির্মিত আভরণ কণ্ঠেতে ভূষণ ॥
 সুন্দর মূর্তি রাখ সুন্দর অলঙ্কার ।
 পৃথিবী আলোক করে রাম বিষ্ণু অবতার ॥
 অগস্ত্য মুনি তুলিল রামকে স্বর্ণ অলঙ্কারে ।
 ত্রৈলোক্যে জন সনে ভনে সে বাড়ুক কীর্ত্তিরামের বরে
 কৃতিবাস পণ্ডিত সর্কশাস্ত্র জানে ।
 পাচালী প্রবন্ধ কইল লোক রামায়ণ শুনে ॥

শ্রীরাম বোলেন্ত তোমাকে পুছি একারণ ।
 কোন্ রাজ্য দিলেক তোমাকে দিব্য আভরণ

দিব্য অলঙ্কার গোসাঞি চন্দ্রভ সংসারে ।
 বড় কৌতুক আমাকে ইহ বৃত্তান্ত
 জ্ঞানিবারে ॥
 মুনি বোলেন্ত শতেক যোজন বন খান
 আছিল নানা উপভোগে ।
 মানুষ্যের সঞ্চার নাই ছাড়িল পক্ষী যুগে ॥
 উপকারী ভোগে নাই। আমি সেই
 তপোবনে । ৫
 শতেক যোজন বেড়াই আমি কাহো
 সনে নাহি দরসনে ॥
 নানা ফল মূল তাহা মধুর সুস্বাদ ।
 বন খান দেখনে মাত্র খণ্ডে অবসাদ ॥
 বনের উপমা শুণ কহিতে না পারি ।
 যোজনেক বাট জুড়িঞা আছে উদ্ভম
 পোথরি ॥ ১০ ॥
 নানাপক্ষী কেলি করে পদ্ম উৎপল ।
 নির্মল স্নহীতল সরোবরের জল ॥
 সরোবরের জীব দেখিল অদ্বীত দরসন ।
 মুনিজনসজ্জিত পুরাণ আয়তন ॥
 পাষাণের নির্মিত ঘোড়া দেখিতে অতি
 মনোহর । ১৫ ॥
 নিশি বঞ্চিল আমি তাহার ভিতর ॥
 প্রভাতে বেড়াই আমি সরোবরের তীরে ।
 সুন্দর পুরুষ এক দেখিল সুন্দর শরীরে ॥
 হেন জনা না দেখিল জাকে পুছিব কারণ ।
 পুরুষের কাছে বসিলাঙ বিস্মিত বদন । ২০ ॥
 মড়া হইয়া পাড়িঞা আছে সুন্দর শরীরে ।
 জ্যোতি অধিষ্ঠান সেই মড়ার শরীরে ॥

মড়া নেহালিআ আমি করিঞা ধেআনে ।

স্বর্গ হইতে রথ আইল লক্ষ্মী অধিষ্ঠানে ॥

স্ববর্ণে নির্মাণ রথ স্বর্য্যতেজ ধরে ।

সহস্রের কন্ডা সেবে সেই পুরুষ বরে ॥

কেহো গীত গাএ কেহো বাজায়

মোহন বীণী ॥৫

নানা আভরণে ভূষিত কন্ডা সব পরম

রূপসী ॥

রথে হইতে নাছিল পুরুষ সেই সরোবরের

পাহাড়ে ।

মড়ার মাংস খাএ পুরুষ কামড়ে কামড়ে ॥

আচমনের তরে নাখে সরোবরের জলে ।

স্নান করিঞা পুরুষ শরীর পাখালে ॥১০

স্নান করিঞা পুরুষবর রথের উপর চড়ে ।

কোতুকে পুছিল আমি জখন রথে স্বর্গ নড়ে ॥

দেবরথে চড় তুমি দেব অবতার ।

দেব হইঞা কেনে কর মড়া আহ্নার ॥

দেবমূর্তি হইঞা কেনে যক্ষ পিশাচের আহ্নার

তোমার চরিত্রে বাড়ে বিশ্বয় আপার ॥

সকল বৃত্তান্ত কহে বা করিআ জোড় হাতে

ভূমিতে থাকিআ স্ননি আমি পুরুষ

কহে রথে ॥

স্বর্গরাজার পুত্র আমি স্বর্গ অধিকারী ॥২০

বাপের বিত্তমানে আমি ধর্ম্মে রাজ্য করি ॥

আয়ু শেষ স্ননিয়া ছাড়ি রাজ্যখণ্ড ।

ছোট ভাই সুরথে দিলাও ছাতা দণ্ড ॥

জীব জন্ত নাহি এথা মনুষ্যের বার ।

এই তপ করি আমি ফলমূলাহার ॥২৫

হৃকর করিল তপ আমি পঞ্চ সহস্র

বৎসর ।

ব্রহ্মলোক গেলাও আমি ছাড়িআ কলেবর

ব্রহ্মলোকে ক্ষুধা তৃষা সহিতে না পারি ।

ব্রহ্মাকে পুছিল আমি কোন্ মতে তরি ॥

ব্রহ্মলোকে ক্ষুধা তৃষা নাহি করে বল ॥

ভোখ পিয়াসে আমি কেনে হইলাও বিকল ॥

ব্রহ্মা বোলেন্ত হুখ পায় রাজা তুমি

আপনার দোষে ।

ব্রহ্মলোকে পীড়া কইলেক তোমাকে

ভোখ জে পিয়াসে ॥

তে কারণে তোমাকে নামেন আহ্নার পানী ।

জেই দিএ তাই পাইএ স্ননহ কাহিনী ॥১০

জেই জেই শস্য পৃথিবীতে নাই বুনি ।

সেই শস্যের ফল তুমি খাওগা আপনি ॥

ভোগ পিয়াস খণ্ডিবেক স্ননহ কারণ ।

আপনার মড়া শরীর খান করগা ভক্ষণ ॥

এতেক স্ননিআ আমি ধরিল ব্রহ্মার চরণ ।

মড়ার, সড়িত মাংস কেমনে করিব ভক্ষণ ॥

কা হইতে হইব আমার নরকে উদ্ধার ।

সেই কথা কহ গোসাঁই কর অঙ্গীকার ॥

আমার বচনে ব্রহ্মার হাশু উপজিল ।

শাপ বিমোচন হেতু সকল কহিল ॥২০

ব্রহ্মা বোলেন্ত না পচিব না টুটিব মধুর

স্বস্বাদ ।

নিত্য নিত্য থাকে শরীর খণ্ডিবেক অবসাদ ॥

তপের প্রসাদে অগস্ত্য মুনির কাকুহে

নাহি ডর ।

তপ করিতে আসিবেক মুনি এই বনের

ভিতর ॥

অগস্ত্য মুনির সনে তোমার হবেক দরসন ।

দুঃখ ভোগ শোক তোমার খণ্ডিবেক তখন ॥

ইন্দ্র আদি ত্রিভুবন তারিতে পারে মুনি ।

ক্ষুধা তৃষা খণ্ডিবেক কোন্ কার্যে গুণি ॥৫

মড়া শরীর খান আমার প্রাণ ধারণা ।

এত দিবস মাংস খাই তবু না টুটে এককণা

এত দিবস শরীর খাই আমি ব্রহ্মার বচনে ।

আজি মুক্ত হব আমি তোমা দরসনে ॥

তোমা বই মুনি আর আন নাহি গতি ।১০

কৃপা কর মুনি মুক্তি পাই অব্যাহতি ॥

গায় হইতে কাড়িয়া দিলেক সকল আভরণ ।

নানা ভোগ পাইলেক করিতে ভক্ষণ ॥

নানা ভোগ দিল উত্তম বসন ।

নানাবিধ রত্ন দিল বহুমূল্য ধন ॥১৫

প্রতিগ্রহ বলি যদি করিবে তিরস্কার ।

ভ্রুগতি সাগরে আমার নাইক নিস্তার ॥

নানা মত স্তব কৈলেক পুরুষবরণ

প্রতিগ্রহ নিল আমি তাহার দেখিঞা

কাতর ॥

সকল দ্রব্য উৎসর্গিঞা দিলেক

আমার হাতে ।২০

স্বর্গ গেল পুরুষবর চাপিঞা কাঞ্চনের রথে ॥

প্রতিগ্রহ নিল আমি তাহার কারণে ।

নর-শরীর নষ্ট তার হইল তত্তক্ষণে ॥

ক্ষুধা তৃষা খণ্ডিলেক দেবশরীর ধরি ।

দেব রথে চাপিঞা পুরুষ গেল স্বর্গপুরী ॥২৫

মুনি জন ধনে মোর নাহি প্রয়োজন ।

উত্তম পাত্রে তরে আমি রাখিল করিঞা

যতন ॥

বিষ্ণু অবতার তুমি ত্রিভুবনে পূজে ।

হেন অলঙ্কার দ্রব্য তোমাকে ভাল সাজে ॥

কুন্তিবাস পণ্ডিতের সরস বাথান ।৫

উত্তরকাণ্ডে গাঞা দিল খেত উপাখ্যান ॥

শ্রীরাম বোলেস্ত খেত রাজা বিদর্ভ দেশে

বসে ।

কঠোর তপ করিঞা রাজা গেল স্বর্গবাসে ॥

বনে বনজন্তু নাইসে কিসের কারণে ।

এ সব বৃত্তান্ত সে তোমার পাএ জানে ॥১০

মুনি বোলেস্ত সত্যযুগে রাজা হইল তার

নাম নৃপবর ।

ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র হইল তাহার পুত্রবর ॥

ব্রহ্মলোকে গেল ইক্ষ্বাকু পুত্র দিঞা রাজ্য

ভার ।

ধর্ম পালন অবশ্য করিবেক রঘু বংশের প্রচার

রাজনীত শিখাইল পুত্রে পালিতে রাজ্য ভার

ধর্ম কথা বুঝাইল শাস্ত্রের বিচার ॥

অপরাধে শাস্তি করিলেক দেবলোকে পূজি ॥

বিনি অপরাধে শাস্তি করিলে ঘোর নরকে

মজি ॥

সত্য করাইঞা পুত্রে রাজা করিল ক্ষিত্-

তলে ।২০

ব্রহ্মলোক গেল রাজা যোগ ধর্মের কলে ॥

(৪০৭)

(৪০৮)

জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যবান্ তাহার হইল বলে
মহাবল ।

ধর্মশাস্ত্র জানিবেক পণ্ডিত কেবল ॥

কনিষ্ঠ পুত্র দণ্ড তার হইল অতি
দুরাচার ।

গুরুপূজা না জানে শাস্ত্রের ব্যবহার ॥

দণ্ডকে দিল উপাস্তের রাজ্যখণ্ড-১৫

আপনার দোষে পালা ব্রহ্মশাপদণ্ড ॥

সুরসেন পর্ত্ত মাঝে দণ্ড রাজ্য করি ।

মধুপুত্রী বলিঞা রাজ্য বসাইল নগরী ॥

শুক্রে পুরোহিত লঞা নানা যজ্ঞ করে ।

ইন্দ্র স্তম্ভ ভুঞ্জি রাজা অনেক বৎসরে ॥১০

শুক্রে ঘর গেলা রাজা আপনি বৃন্দা-

বুলি ॥

নানা রত্নে নির্ম্মিত ঘর পড়এ বিজুলী ॥

অজ্ঞা নামে শুক্রে ঝি পরম সুন্দরী ।

ফল ফুল তুলিতে কত্যা দেখিল একে

স্বরী ॥

কত্কার রূপ দেখিতে রাজার কাম হইল

অধিষ্ঠান ১৫

কত্কার বৃত্তান্ত জানিতে রাজা গেল কত্কার

স্থান ॥

রাজা বলে কাহার কৌশারী কত্যা কাহার

ঝিয়ারী ।

হেন রূপ গুণে কেনে বেড়াই একেশ্বরী ॥

কত্যা বলেন আমার বাপ তোমার

গুরুজন ।

অজ্ঞা নাম ধরি আমি সুনন্দ রাজন ॥২০

রাজা বলে তোমাকে দেখিঞা আপনা

ধরিতে না পারি ।

হাত প্রসারিআ মোকে আলিঙ্গন দেহলো

সুন্দরী ॥

আমার ভার্য্যা হইলে কত্যা তোমার হইব

দাস ।

তুই জনে ভুঞ্জিব রতি ভোগ বিলাস ॥

শুক্রে কত্যা ভগিনী হএ রতি না বাসহ

লজ্জা ১৫

আমা সনে ক্রীড়া নহে তোমার ব্রহ্মশাপে

মরিবে রাজা ॥

আমার বাপকে গোচরিআ নেহ সম্মতি ।

তবে তুমি আমার ঠাই করহ আরতি ॥

বলে ধরিআ শৃঙ্গার করিতে না বলিবে

আমার বাপে

রাজ্যসনে পুড়িঞা রাজা মরিবে ব্রহ্মশাপে ।

রাজা বলে তোমার বাপের বিলম্ব সহিতে

না পারি ।

তোমার লাগি মরণ আমার আজি ভাগ্যে

ধরি ॥

ভজমান হইআ কেনে স্বরূপে করহ পরি-

হার ।

প্রাণ রাখ কত্যা মোর দেহ ত শৃঙ্গার ॥

বিস্তর কাকুতি করে রাজা না করে ডর ১৫

কোপে কত্যা গালি দেয় রাজাকে বিস্তর ॥

হাত পা আছাড়ে কত্যা রাজাকে পাড়ে

গালি ।

বলে শৃঙ্গার করে রাজা বলে মহাবলী ॥

বলে শৃঙ্গার করিঞা রাজা গেলা নিজ ঘর ।

বাপের অপেক্ষা জানিঞা কত্মা কান্দে

বিস্তর ॥

শিষ্যগণে বেষ্টিত মুনি আইলা নিজ ঘর ।

তোথের ডাহে মুনির পোড়এ কলেবর ॥

কান্দে অজ্ঞা কত্মা বদন ঢাকি লাজে ।

সকল জানিল মুনিরাজ ধ্যানের তেজে ॥

ব্যাকুল হইলা মুনি দিনান্তের ভোথে ।

অধিক জানিলা মুনি ঝিএর অস্থখে ॥

ধর্মশীলা কত্মা আমার যেন অগ্নির শিখা ।

গুরুর কত্মা হরে রাজা না করে অপেক্ষা ॥

ব্রহ্মশাপ দিল মুনি কোপ করিঞা মনে ।

দণ্ডরাজা পড়িঞা মরুক অগ্নি বরিসনে ॥

অগ্নিবর্ষে দেবরাজ সাত দিবস রাতি ।

সবংশে পুড়িঞা মরে দণ্ড নরপতি ॥

অজ্ঞা রহিল গিঞা সরোবরের পাহাড়ে ।

অজ্ঞার কাছে জেই রহে অগ্নিতে

নাপাড়ে ॥

সহস্র যোজন এড়িঞা শুক্ল করিল

গিঞা বাস ।

সাত দিবস অগ্নি বর্ষে দেখিঞা

লোকে তরাস ॥

সহস্র যোজন জুড়িয়া ইন্দ্র আঙ্গারবর্ষে ।

স্বাবর জঙ্ঘম পুড়িঞা ভরিল পাণ্ডুসে ॥২০

সহস্র যোজন ছাড়িঞা কাহো নাহি এড়ে ।

পাত্রমিত্র সমেতে রাজা সবংশে পোড়ে ॥

অজ্ঞার পায়ে জে জন পম্বিল শরণ ।

তাহারা সব এড়াইল শাপ অগ্নিতে মরণ ॥

গরু মানুষ কারো নাহিক নিক্তার ।

সহস্র যোজন পুড়িঞা হইল ছার খার ॥

পোড়া হইতে সেই বনে নাহিক বসতি ।

দণ্ডক বন বলিঞা বনের রহিল থেয়াতি ॥

জলস্থলে যথা তথা বৈসে মুনিজন ।

পূর্ব বৃত্তান্ত তোমাকে আমি কহিল এখন ॥

হুইজনে কথা কহিতে বেলা অবসান ।

স্নান করিঞা হুইজন করিল সন্ধ্যা ধ্যান ॥

হুই জনা তপকরে হুই সন্ন্যাসী ।

সন্ধ্যা ছাড়িঞা আন কোথা ভাল না বাসি ॥

সন্ধ্যা জাপ্য করেন রাম বিবিধ বিধানে ।

ফল মূল দিল মুনি অমৃত সমানে ॥

তুষ্ট হইলা শ্রীরাম করিআ ভোজনপান ।

রাত্রি প্রভাতে গেলা রাম মুনির সন্নিধান ॥

দেশ জাইতে শ্রীরাম মুনিকে মাগিল

মেলানি ।

নমস্কার করিল রহিল প্রিয়বাণী ॥

তোমার অম্লগ্রহেতে গোসাঁই আমার

সফল জীবন ।

আর বার দেখিতে আসিব আমি

তোমার চরণ ॥

মুনি বোলেন্ত অমৃত হেন তোমার বচন ।

তোমার বচনে তুষ্ট হইলাঙ্ক সকল মুনিজন ॥

অনাথের নাথ রাম তুমি লোকপালন ।

তুমি তুষ্ট হইলে ভুঞ্জি স্বর্গভুবন ॥

জেজন তোমাকে চাহেন্ত কোপ করিঞা

আঁখি ।

যমদণ্ড মারিআ তাকে নরকে করেন্ত হুখী ॥

(৪১১)

(৪১২)

সর্বলোক প্রিয় তুমি আপনার গুণে ।

আমি বড় তুষ্ট হইলাঙ্ রাম তোমার

সন্তাবণে ॥

কুশলে থাকিহ রাম তুমি ভূঞ্জিহ মেদিনী ।

শ্রীরামকে কল্যাণ করিআ পাঠাআ দিল

মুনি ॥

মুনির প্রিয় রামচন্দ্র জগতের গতি ।

হেন শ্রীরামের বরে সভাখণ্ডের বাড়ুক

পিরিতি ॥

কুন্তিবাস পণ্ডিত কহে শাস্ত্রের অহুমান ।

উত্তরকাণ্ডে গাআ দিল উত্তর উপাখ্যান ॥

পুষ্পক রথে জায়েন্তু শ্রীরাম লোক

পুরস্কারি ।

হুই প্রহরে গেলা রাম অযোধ্যা নগরী ॥১০

দ্বারীকে আজ্ঞা করেন রাম জাহ ভিতর ।

আমার আগমন কহ ভরত লক্ষণ গোচর ॥

শ্রীরামের সম্বাদ কহিল হুইজনে ।

সম্মুখে আসিআ হুই কৈল শ্রীরামের

চরণ বন্দনে ॥

হুই ভাইকে কল্যাণ করিআ রাম বসিলা

সিংহাসনে ॥১৫

আজ্ঞা করিল শ্রীরাম মধুর বচনে ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিলেক পূর্ব মহারাজে ।

রাজসূয় যজ্ঞ করিব থাকহ তাহার কাজে ॥

জোড় হাত করিআ তবুত করে হাহাকার ।

রাজসূয় যজ্ঞ করিলে মজিব সংসার ॥২০

রাজসূয় যজ্ঞ করিল পূর্বে শশধর ।

গ্রহনক্ষত্রে সংগ্রাম হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিল বরুণ জলের ঈশ্বর ।

মংশ্র মকর কচ্ছপ পুড়িয়া মইল বিস্তর ॥

রাজসূয় যজ্ঞ কইল ইন্দ্র দেবরাজে ॥৫

দেবাসুরের রণ বাজিল তাহার কাজে ॥

হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় করিআ পাইল অপচয় ।

মহাঘোর যুদ্ধ হইল সংসারের রাজা ক্ষয় ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিলেক রাজা রুহিদাস ।

রাজসূয় যজ্ঞে তার রাজ্যের বিনাশ ॥১০

রাজসূয় যজ্ঞ করিল রাজা জন্মেজয় ।

মোহপর চক্র হইল সংসার ক্ষয় ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিল রাজা উশানর ।

রাজ্য সমেত মইল রাজা গেল যমের ঘর ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিল রাজা জীমূতবাহন ॥১৫

অগ্নিতে পুড়িআ তারা হারাইল জীবন ॥

রাজসূয় যজ্ঞ করিল বেণু নৃপতি ।

সবংশে পুড়িআ মইল তার নাহিক সন্ততি ॥

রাজ্যখান কোপে তার নিলেক সাগর ।

দ্বীপখান রহিল তার অন্তরে অন্তর ॥২০

পৃথিবীর তলে বৈসে জেবা বৈসে অন্তরীক্ষে ॥

রাজসূয় কইলে মরে তাহা সর্বলোকে

দেখে ।

হেন রাজসূয় করিতে গোসাঁঞী তোমার

গেল মন ।

রাজসূয় যজ্ঞ করিবে হবেক সংসারে মরণ ।

সহোদর ভাই আমরা তোমার কিঙ্কর ॥২৫

আমার বচন শুন তুমি পৃথিবী ঈশ্বর ॥

(৪১৩)

(৪১৪)

অনাথের নাথ তুমি সংসারের রাজা ।
 রাজচক্রবর্তী সকলে করে তোমার পূজা ॥
 সংসার রক্ষা কর গোসাঞি কর পরিত্রাণ ।
 রাজস্বয় যজ্ঞ করিলে সভাই হারাব পরাণ ॥
 বড় বড় রাজা সব রাজ অহঙ্কারে রহে ।
 রাজস্বয় যজ্ঞ করিআ কেহ নাহি রহে ॥
 ত্রিভুবন পালিতে গোসাঞি তোমার
 অবতার ।

তোমাকে না ছুয়ায় লোক করিতে
 সংহার ॥

লোকের হিতের তরে ভরতের বচন ।
 ভরতে শ্রীরামচন্দ্র দিল আলিঙ্গন ॥১০
 লোকের হিতের তরে ভরতের কাহিনী ।
 ত্রিভুবন রাখা গেল তোমার ধর্মবাণী ॥
 রাজস্বয় মহাযজ্ঞ সর্ব যজ্ঞ আগে ।
 তোমার বচনে আমি করিল পরিত্যাগে ॥
 ছাওয়ালের বচন লয় যদি যুক্তি বিচার ।
 তোমার বচনে ভাই হইল জগতের

প্রতিকার ॥

রাজস্বয় যজ্ঞ রাম এড়ি এই দোষে ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

শ্রীরামের দক্ষিণে ভরত বামে লক্ষণ
 আছিল ভাই দুইজন ।

সমুখে ভরত দাণ্ডাইলা দোসর লক্ষণ ॥২০
 জোড় হাতে লক্ষণ বীর বোলেণ্ড বচন ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভুবন পালন ॥

পূর্বে ব্রহ্মবধ কইল ইন্দ্র দেবরাজে ।
 ইন্দের ব্রহ্মবধ ঘুচিল অশ্বমেধের তেজে ॥
 বৃত্র নামে অস্তুর হইল ব্রহ্মার নন্দন ।
 আড়ে প্রসরিল বীর সতেক যোজন ॥
 ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখি অদ্ভুত প্রমাণ ।
 দান ধর্ম তপে বড় জাহার বাখান ॥
 সর্বলোকপ্রিয় অস্তুর ধর্ম রাজ্য পালে ।
 বিনি চাসে জার রাজ্যে নানা শস্ত ফলে ॥
 নানা মধুর ফুলফল নানা বৃক্ষ ধরে ।
 ত্রিভুবন প্রীত করিআ সুখে রাজ্য করে ॥
 রাজভোগ ভুঞ্জিয়া পুত্রেরে রাজ্য করে ।
 তাহার কীর্তি ঘুমিবারে থাকিল সংসারে ॥
 পুত্রেরে রাজ্য করিঞা তপে দিল মন ।
 জাহার তপ দেখিঞা কম্পিত দেবগণ ॥
 দেবগণ লজা গেলা ইন্দ্র বিষ্ণুর ঘর ।
 বৃত্রের চরিত্র বিষ্ণুতে করিল গোচর ॥
 ধর্ম্মেতে ধার্মিক অস্তুর বলে মহাবল ।
 কোন মতে তাহার না পাইল ছল ॥
 তপ করিতে বৃত্র না করে অপেক্ষা ।
 ত্রিভুবন বশ করিলেক দেবের নাহি রক্ষা ॥২০
 জার হইতে দেবগণ হইল সন্নিধান ।
 তুমি নাথে দেবগণ হইল নাথবান ॥
 তোমার মুখ চাহিয়া দেব পশিল শরণ ।
 বৃত্রেরে মারিআ দেবগণে করহ রক্ষণ ॥
 বিষ্ণু বলেস্ত বৃত্তাস্ত্রের বড়ই চতুর ।
 সেবাতে আমা বন্দি করি হইয়াছে ঠাকুর ॥
 আপনি না মারিব আমি স্বজিব উপায় ।
 জেই মতে জোমা সবার খণ্ডে আপায় ॥

তিন অংশ হব আমি বৃত্ত মারিবারে ।
 এক অংশ প্রবেশিব ইন্দ্রের শরীরে ॥
 এক অংশ বজ্র মনে হইব মিশাল ।
 তেয়জ অংশে বন্দি করি খুইব পাতাল ॥
 বৃত্তবধে সমতোষ হৈল পুন্দর ।
 বিষ্ণুর বচনে দেবে হরিস বিস্তর ॥
 জুন্নিবারে জায় দেব বিষ্ণুর আদেশে ।
 বৃত্তের তপের বনে করিলেক প্রবেশে ।
 তপের প্রসাদে বৃত্ত ত্রিভুবন শাসে ॥
 বৃত্ত দেখিঞা দেবগণ পড়িলা তরাসে ॥১০
 কেমনে মারিব আমরা অস্তুর হুর্জয়ে ।
 চিন্তিত দেবতা হুদে সান্তাইল ভয়ে ॥
 বিষ্ণু তেজে বিক্রম বাড়িল পুন্দরে ।
 বজ্র তুলিঞা মারে বৃত্তান্তের উপরে ॥
 ব্রহ্মবধ করিঞা চিন্তিত পুন্দর ।
 পড়িল প্রমাদ কোন্ ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
 ততক্ষণে ব্রহ্মবধ হইল মূর্তিধর ।
 প্রবেশ করিতে চাহে ইন্দ্রের কলবর ॥
 দেবগণ বোলে বিষ্ণু কর পরিব্রাণ ।
 দেবতার রাজা ইন্দ্রের করহ কল্যাণ ॥২০
 হুর্জয়ে অস্তুর মারা গেল তোমার তেজে ।
 ব্রহ্মবধ হইতে রক্ষা কর দেবরাজে ॥
 বিষ্ণু বলেন অশ্বমেধ যজ্ঞে মোর বড় পূজা ।
 অশ্বমেধ বিষ্ণু যজ্ঞ করহ ইন্দ্র রাজা ॥
 ব্রহ্মবধে ইন্দ্র রাজা হৈল অচেতন ॥২৫
 যজ্ঞ করিতে ইন্দ্র আপনি কইল মন ॥
 অচেতন হঞা করে কাল বিলম্বন ।
 স্বর্গ ছাড়ি দেব রাজা হৈল অদর্শন ॥

মহাঘোর পাইল তবে এ তিন ভুবন ।
 নদ নদী স্রোত ছাড়ি না বহে পবন ॥
 নদনদী স্রোত ছাড়িল পৃথিবী নিফল ।
 হুর্ভিক্ষ মড়ক ভয়ে প্রজায় দুর্বলা ॥
 যজ্ঞ করিতে ইন্দ্রের ঠাই গেলা দেবগণ ॥৫
 ইন্দ্রের আঁচলে তখন ধরে ব্রাহ্মণ ॥
 বৎসরেক যজ্ঞ করিল বিবিধ বিধানে ।
 যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলা জতেক দেবগণে ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞ জবে ইন্দ্রে কৈল অবসান ।
 বসিবারে ব্রহ্মবধ মাগে গিঞা স্থান ॥১০
 এক অংশে ব্রহ্মবধ জলের ভিতর ।
 অশুচি ধোবার ঘাটে থাকে নিরন্তর ॥
 জলে নামিআ শৌচকরে ধোবার ঘাটে
 করে স্নান ॥

ব্রহ্মবধের ফল পাএ কভু নহে আন ॥
 আর অংশ ব্রহ্মবধ থাকে গাছের উপর ॥১৫
 জানিঞা স্ননিঞা ব্রহ্মবধে পতিত হএ নর ॥
 বলে ছলেতে বা কাটে জারা করে বিক্রয় ।
 ব্রহ্মবধের ফল সেই পাএ স্ননিশ্চয় ॥
 তৃতীয় অংশ ব্রহ্মবধ যথা স্ত্রী রজস্বলা ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানে তপে নষ্ট করিল দেবলোকে
 আর অংশ কলা ॥২০

রজস্বলা স্ত্রী গমনে পাপী হবে জারা ।
 ব্রহ্মবধের ফলে উদ্ধার না হবে তারা ॥
 চারি অংশে ব্রহ্মবধ খুইল চারি ভাগে ।
 ইন্দ্র রাজা মুক্ত হইলা ব্রহ্মবধ রোগে ॥
 হেন যজ্ঞ থাকিতে আন যজ্ঞ করিতে উচিত
 অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ চারি যজ্ঞের পুঞ্জিত ॥

(৪১৭)

(৪১৮)

লক্ষণের বচনে শ্রীরামের মনে যুক্তি
আইসে ।
ভাল ভাল করিঞা শ্রীরাম কথাকে
প্রশংসে ॥
সুনিজা পুরাণ কথা শ্রীরামের উল্লাস ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥
শ্রীরাম বলেন যুক্তি ভাল কৈলে লক্ষণে ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব ভাল পড়িল আমার
মনে ॥
দশরথ বাপকে আমি দেখিল স্বপনে ।
হাতে ধনুকবাণ করিঞা মৃগী খেদাড়িয়া
বনে বনে ॥
বাপের পাছে দেখিল অন্ধ মূনির ছাওয়া
খাস্তি না পাএ রাজা সদা এ জঞ্জাল ॥১০
বাপে ব্রহ্মবধ কইল দৈব নির্বন্ধন ।
ধর্মশীল বাপ মোর কুলের লোকপালন ॥
বাপ মুক্ত হইলে আমি ঋণে হই'পার ।
তবে আমার যশ ঘুষিব সকল সংসার ॥
কর্মদোষে পড়ে কার্য সকলেরি তথা ॥১৫
লক্ষণ ভরত প্রশংসিঞা শ্রীরাম কহন্তি কথা
কর্দম প্রজাপতির হইল পুত্রবর ।
ইন্দ্রাপ নাম ধরে কনোজ দেশের ঈশ্বর ॥
প্রজাগণ পালে রাজা ধর্ম্যে রাজ্য করে ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কম্পে জাহার ডরে ॥২০
জাহাঁর কোপ উপজিলে ত্রিভুবনে দণ্ড ।
তাহার ঠাই গেলে এড়াঞা পাষণ্ড ॥

মার্কভোমের রাজা হইলা পৃথিবীর তলে ।
সকল রাজা জিনে রাজা দানে বুদ্ধিবলে ॥
বসন্ত সময় হইল উত্তম চৈত্র মাস ।
মৃগ মারিতে গেলা রাজা পর্ব্বত কইল
নাশ ॥
মৃগ মারিঞা বুলে রাজা কাননে কাননে ।
পার্কীতী মহেশেত হইয়াছে মিলনে ॥
স্ত্রীরূপ ধরিঞা যথা * * র ।
স্ত্রীরূপ করাইল পর্ব্বত শিখর ॥
মৃগী পক্ষী যত ছিল সব হইলা স্ত্রী ।
সকল স্ত্রী করিঞা তোষে পর্ব্বতকুমারী ॥
হেন বে * * সকল অমুচরে ।
গেলে মাত্র সতাকে স্ত্রী কইলেক
মহেশ্বরে ॥
স্ত্রীরূপ সতাকে দেখে রাজা জেই জথা
বুলে ।
ব্রাস * * আপনা নেহালে ॥
সৈন্ত সমেতে স্ত্রী হইলা রাজা টুটিয়া
আইলে ॥১৫
মহাদেবের পায়ে পড়িআ রাজা করএ
বিকলে ॥
উঠ উঠ মহারাজা বোলে মহেশ্বর ।
পুরুষ এড়িয়া তুমি অন্ম মাগ বর ॥
মহাদেবের বচন রাজা জবে স্থনিল দারুণ ।
দেবীর চরণে পড়িঞা রাজা করন্তি করুণ
দেবী বোলেন মহাদেবের বচন করিতে
নারিব আন ।
এক মাস স্ত্রী হইষে মহাদেবের বিধান ॥

(৪১৯)

(৪২০)

আর মাস পুরুষ হবে আমার বর দানে ।
 অক্কেমা না কর রাজা চল নিজ স্থানে ॥
 পুরুষ হইঞা স্ত্রী হবেন হিরেন্দ্র বনে ।
 স্ত্রী হইঞা পুরুষ হবে তোমার না পড়িব
 মনে ॥

জেই মাসে জেই হবেক সেই সে হয় এক
 ধেয়ানে ॥৫

রাজা বলেন মাসেক হব পরম সুন্দরী ।
 মাসেক পুরুষ হব জেন রূপের মুরারি ॥
 পরম সুন্দরী হইলা রাজা মহাদেবের বর
 দানে ।

রাজ্য তেজিয়া বনে বুলে রাজা সকল
 অমুচরণে ॥

শ্রীরামের কথা সুনীঞা ভরত লক্ষ্মণে
 উঠে হাসি ॥১০

অদ্ভুত বলিঞা লোক কথাকে প্রশংসি ॥
 ভরত লক্ষ্মণ বলে গোসাঞি কথা সুনিতে
 বড় উপহাস ।

স্ত্রী হইঞা কোন্ হুস্মতি পাইঞা রাজ্য
 বঞ্চে এক মাস ॥

পুরুষ হইঞা এক মাস রাজা কোন্
 বুদ্ধি বঞ্চে ।

এতেক দুর্গতি রাজার কোন্ মতে ঘুচে ॥১৫
 শ্রীরাম বোলেন্ত দেবের বরে হইল

পুরুষ স্ত্রী ।

সকল সৈন্ত হইল তার পরম সুন্দরী ॥
 নানা বন বেড়াতি পায়ের সঞ্চারে ।
 নানা পুষ্প নানা ফল ভুঙ্গিল আপারে ॥

নানা পক্ষী কেলি করে বিচিত্র সরোবরে ।
 বৃধ তপ করে চক্রে কোন ঘরে ॥
 দ্বিতীয় চক্রে যেন কৈলেক উদয় ।
 কঠোর তপ করে মুনি শুদ্ধ হৃদয় ॥
 জলকেলি করিতে আইলা সঙ্গে কন্যাগণ ॥৫

সরোবরে বধুগনে হইল দরসন ॥
 জলকেলি করাইলা হাসন্তি লিলাএ ।

কাম অধিষ্ঠান হইল বৃধের হৃদয়ে ॥
 তপ এড়িয়া মুনিবর জলকেলিতে মন ।
 ইলা সনে দেখা অত্র অত্র নিরীক্ষণ ॥১০
 বৃধ বোলে দেব গন্ধর্ষ নাহিক হেন স্ত্রী ।

অশ্রের স্ত্রী নহে আমি বিভা করি ॥
 জল হইতে উঠিয়া বৃধ গেল নিজ স্থান ।

সকল কন্যা আনিল করিয়া ধেয়ান ॥
 সকল স্ত্রীগণ বৃধকে নমস্কারি ॥১৫

কন্যাগণে পুছিল বৃধ লজ্জা পরিহরি ॥
 মুনি বলে কন্যা সব কহত নিশ্চয় ।
 কাহার ঝি কাহার বহু দেহ পরিচয় ॥

দেবতা মনুষ্য কিবা গন্ধর্ষ কিন্নর ।
 কোন্ কার্যে তোমরা আইলা সরোবরের

ভিতর ॥২০

কন্যা বোলে আমরা মহাদেবের দাসী ।
 পতি নাই একেশ্বর বেড়াই এ সকল
 রূপসী ॥

এতেক সুনীয়া বৃধ কহিলেক ধেয়ান ।

সকল বৃত্তান্ত জানিল মুনি আদি অবসান ॥
 স্ত্রীগণে বোলে বৃধ পুরুষ হইলা স্ত্রী ।
 কিং পুরুষ হইঞা থাকহ সুন্দরী ॥

সকল স্ত্রীগণ লইঞা বুধ গেল পৰ্ব্বত-

শিখর ।

কিংপুরুষ লইআ তথা বঞ্চে নিরস্তর ॥

লজ্জা হরিআ আইলা বুধ ইলার সম্ভাষে ।

কামে পীড়িত মুনি বসিলা ইলার পাশে ॥

বুধ বলে শুন কণ্ঠা বচন আমার ।

তোমাকে ভজিল মন দেহত শৃঙ্গার ॥

চন্দ্রের প্রিয়পুত্র আমি বুধ নাম ধরি ।

তোমার রূপে মোহ গেলাম তুমি হয়

আমার স্ত্রী ॥

বুধের বচনে বলে ইলা ত রূপসী ।

জেই ইচ্ছা তাই কর আমি তোর দাসী ॥১০

উভয় সম্মতি দৌহে কেলি পরিহাস ।

ক্ষণ হেন মাত্র তার গেল মধুমাস ॥

মাস শেষ জানিঞা বুধ হইল সত্বর ।

শৃঙ্গার ছাড়িয়া আইলা তপেতে তৎপর ॥

সুন্দর পুরুষ রাজা হইলা মাস শেষে ।

জিজ্ঞাসিতে বার্তা রাজা গেল বুধ পাশে ॥

সর্ব সৈন্তে আইলাও পৰ্ব্বতশিখর ।

কোথা গেল তাঁহারা কহ'মুনিবর ॥

বুধ বোলে চিন্তা রাজা না করিহ মনে ।

তোমার সৈন্ত মহিল সব ঝড় বরিষণে ॥২০

ঝড় বৃষ্টি আলো তুমি আমার আশ্রমে ।

সব গেলা পাবে তুমি কথোক দিন ক্রমে ॥

একেশ্বর বলি তুমি না হবে বিকল ।

আমার আশ্রমে থাক খায়া মধুর ফল ॥

অনুচর মরণে রাজা হইলা দুঃখিত ।

হেঁথা একা কেমনে থাকিব রাজ্য বর্জিত ॥

রাজ্য গেলে কান্দিবে সবার পরিবার ।

কোন বুদ্ধে করিব তা'সবার প্রতিকার ॥

শশবিন্দু পুত্র মোর ধর্ম অবতার ।

আমা বিনে কেমনে শাসিব রাজ্যভার ॥

পাত্রমিত্র তরে রাজা কান্দিঞা উত্তরোল ॥৫

অশেষবিশেষে বুধ বোলেস্ত প্রিয়বোল ।

পরিতাপ ত্যজ রাজা থাক মোর ঘরে ॥

সব ভাল হবে তোর বৎসর অন্তরে ॥

অনুচর সঙ্গে তোমার হবেক সংযোগ ।

রাজা হইঞা তুমি ভঞ্জিবে রাজ্যভোগ ॥১০

বুধের ঘরে রহিলা প্রবোধ বচনে ।

স্ত্রী হইআ তোষে রাজা চন্দ্রের নন্দনে ॥

একমাস পুরুষ যুবতী আর মাস ।

পুরুষ হইঞা করে রাজা ব্রত উপবাস ॥

স্ত্রী হইলা রাজা আর মাসের প্রবেশে ।

বুধ সহিতে বঞ্চে শৃঙ্গারের রসে ॥

দেবের নির্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নাহে ।

বুধবীৰ্য্যে পুত্র তার রহিল উদরে ॥

পুরুষ হৈলে গর্ভে পবন সঞ্চার ।

নারী হৈলে প্রবেশ করএ আর বার ॥২০

নয় মাসে প্রসব হৈল রাণী ইলা ॥

পুরুষবা পুত্র হইল যেন চন্দ্রকলা ॥

মহাবংশে পুত্র হইল যেন রূপের মুরারি ।

রাজচক্রবর্তী হইবেক নানা গুণধারী ॥

পুত্র দেখিআ বুধ হইলা আনন্দিত মন ।

পুত্রের পালন করে ইলা থাকে সর্বক্ষণ ॥

পুরুষ হইলা রাজা আর মাস প্রবেশে ।

ধর্ম কহি শাস্ত্রকথা থাকেন বুধের পাশে ॥

(৪২৩)

স্ত্রী হইলা রাজা মাস অবশেষে ।
 বুধের পাশে বঞ্চে রাজা শৃঙ্গার রসে ॥
 বার মাস গেল রাজার পুরুষ অবতার ।
 বৎসরেক রহি বুধ চিন্তে প্রতিকার ॥
 ব্রাহ্মণের রাজা বুধ চন্দ্রের নন্দন ।
 কোন জনে লজ্জিবৈ বুধের বচন ॥
 সম্বর্ত্ত মুনি আইলা ঔর্য চ্যবন ।
 জমদগ্নি ভার্গব আইলা দুইজন ॥
 ওঙ্কার পঙ্কর আলা দুর্কাসা জৈমিনি ।
 ক্রতু পুলহ আইলা পরম গেঅনী ॥১০
 মুনিগণ আইলা কদম প্রজাপতি ।
 সতে মিলি চিন্তেন রাজার অব্যাহতি ॥
 পাণ্ড অর্ঘ দিল মুনি শিরে বন্দিল চরণ ।
 বসিবারে মুনি সকলকে দিল আসন ॥
 কদম বোলন্ত বুধ সুন বচন আমার ॥১৫
 অশ্বমেধ মহা যজ্ঞে আরাধ শঙ্কর ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞে আরাধ পশুপতি ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার হবে উত্তম গতি ॥
 মহা মহা মুনি সতে হইঞা আঁওসার ।
 বুধ-মুনির আশ্রমে কৈল যজ্ঞের অবতার ॥
 শাস্ত্র-মত অশ্বমেধ কৈল সমাপতি ।
 যজ্ঞ স্থানে বর দিতে আইলা পশুপতি ॥
 মহাদেবে বর মাগে মুনির সমাজে ।
 পুরুষ হউক সর্বকাল ইলা মহারাজে ॥
 দেব বোলেস্ত বর মাগ মনের বাঞ্ছিত ॥২৫
 বর মাঙ্গ বর দিব বলহ উচিত ॥
 তোমার শাপে স্ত্রী হইল রাজা ইলাপ ।
 তোমার বরে পুরুষ হয়ে স্রুচে মনের তাপ

(৪২৪)

তুষ্ট হইঞা মহাদেব সভাকে দিল বর ।
 স্ত্রী অশ্বে পুরুষ হইল দেখিতে সুন্দর ॥
 বর দিঞা দেবরাজ হইলা অদর্শন ।
 আপনাপন স্থানে গেলা মুনিগণ ॥
 বায়ীকির দেশে শশবিন্দু রাজা
 বিত্তমান ॥৫
 আর দেশ বসাইল রাজা নামে প্রতিষ্ঠান ॥
 প্রতিষ্ঠানে পুরুষ হইঞা রাজ্য করে ইলে ।
 স্ত্রী হইঞা পুরুষ হৈল অশ্বমেধের ফলে ॥
 নানা ধন রত্ন ভোগ আপনে আসি মিলে ।
 সর্বসিদ্ধি হইল রাজার অশ্বমেধের ফলে ॥১০
 তিন ভাই মিলিআ অশ্বমেধ কৈল সার ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব সভার অঙ্গীকার ॥
 দেবগণ মুনিগণ সতে হইলা সুখী ।
 হেন রাজার চরিত্র সুনিলে লোক না
 হএ হুখী ॥
 কুন্তিবাস বাখানিল খান্নীকি পুরাণ ॥১৫
 জে জন সুনএ তার সর্বত্র কল্যাণ ॥
 তিন ভাই অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল সার ।
 পুরোহিত বলি ঘন পড়িল হাঁকার ॥
 বামদেব জমদগ্নি বশিষ্ঠ জাবালি ॥২০
 অশ্বমেধ কর রাম সভাকারে বলি ॥
 ভাল ভাল বলি সতে মুনির বাখান ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে রাজ্যের কল্যাণ ॥
 ব্রাহ্মণের অমুমতি লইঞা লক্ষ্মণ ।
 দেশে দেশে পাঠালা যজ্ঞের আমন্ত্রণ ॥২৫

(৪২৫)

*(৪২৬)

সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান মহাবল ।
 যজ্ঞ আমন্ত্রণে আলা বানর সকল ॥
 সব কপি আলা জে করিল উপকার ।
 আমন্ত্রিল বিভীষণ সাগরের পার ॥
 পৃথিবীর রাজা লোকে দিল আমন্ত্রণ ॥
 হাঁকারিআ আনে উত্তম দ্বিজগণ ॥
 জ্ঞান তপে মহোৎসব সভেই বাখানি ।
 নিজে দেশে হাঁকারিল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
 দেবঋষি ঐক্ষষ্কযি যথা যথা বৈসে ।
 আমন্ত্রণ দেহ যেন যজ্ঞস্থানে আইসে ॥১০
 শিষ্য সহিতে আমন্ত্রণ দেহ সকল মুনি ।
 সপ্ত ঋষিকে আমন্ত্রণ দেহ পরম জ্ঞানী ॥
 সিদ্ধ পুরুষকে হাঁকারিহ জাহে সিদ্ধি বৈসে ।
 সকল মনুষ্য হাঁকার জেবা যথা বইসে ॥
 সেনাপতি ভাগ হাঁকারহ আম্রক সকল
 সৈন্তে ॥১৫

যজ্ঞস্থান নির্মাণ করগা নৈমিষারণ্যে ॥
 নানা শিল্পি হাঁকারহ জে নানা শিল্প জানে ।
 যজ্ঞস্থানে সাজাই রতন কাঞ্চনে ॥ •
 নানা শালি তণ্ডুল আনি ভরাইল ঘর ।
 মাস মন্তুরী যব গোধূম ভরাহ

তেপাস্তুর ॥২০

দধি ছুঙ্ক ঘৃত জাউক অপার ।
 রজত কাঞ্চন জাউক ভারে ভার ॥
 রাশি রাশি করিঞা এল নূতন হাণ্ডি ।
 ক্ষেত্র তেপাস্তুরে বান্ধ লবণের কাণ্ডী ॥
 দিব্য বস্ত্র লেহ সভে দিব্য অলঙ্কার ॥২৫
 চিঁড়া সন্দেশ আদি জ্বতেক আহার ॥

বিচিত্র নির্মাণ মেলাহ বাসা ঘর ।
 কাষ্ঠ পাত্র নানা দ্রব্য তাহার ভিতর ॥
 ভরত রাজা আপনি তুমি করহ আগুসার ।
 সোনা রূপা তাম্বা কাঁসা আন ভারে ভার ॥
 রাজমহিষী জাউক রাজ্যুর বিয়ারী বহয়ারী ।
 কাঞ্চনময়ী সীতা নেহ আপনার স্ত্রী ॥
 কাপড় টাঙ্গাইল মাথার উপর ।
 বশিষ্ঠ মহামুনি জে বলেস্ত উত্তর ॥
 ভরত রাজা লড়িলা লইঞা অন্তঃপুরী ।
 রাজার ভাণ্ডার লড়িলা দোলা সারি সারি ॥
 নটক নর্তক নড়িল গায়ন দেশান্তরি ।
 বাজনা ঢুলি নড়িল বেশ্যা সুন্দরী ॥
 নানাদেশের রাজা আইল লইঞা উপহার ।
 নানা রাজদ্রব্য লঞা শত্রুঘ্নের আগুসার ॥
 লক্ষ্মণ ঘোড়া নড়িল করিতে উৎসর্গন ॥১৫
 কটকে রাখিতে ঘোড়া লড়িলা লক্ষ্মণ ॥
 বেদ বেদী লঞা শ্রী হইলা অধিষ্ঠান ।
 একমাসে যজ্ঞস্থান করিল নির্মাণ ॥
 যজ্ঞস্থান দেখিতে চলিলা সত্তর ।
 সোনা রূপাতে বান্ধিল দেখিতে সুন্দর ॥২০
 যজ্ঞ দণ্ড বান্ধিল বিচিত্র পাথরে ।
 মণিমাণিক্যে তাহার বান্ধিল উপরে ॥
 কাচ ঢাল খোহ ঢাল দেখিতে সুন্দর ।
 রাজ আয়তনে নির্মাইল পাত্রমিত্রের ঘর ॥
 সোনার আওয়াস ঘর সোনার খাট পাট ।
 রত্ন নির্মাণ সকল গুলি বাট ॥
 মুনির বাসা মিলায়িল ঘর সারি সারি ।
 নির্মল জলেতে পূর্ণনীষি শোভাকরী ॥

(৪২৭)

(৪২৮)

বড় সুখী হইলা শ্রীরাম দেখিঞা যজ্ঞস্থান ।
 ধন্য ধন্য বলিঞা শ্রীরাম করিলা বাধান ॥
 শ্রীরামের যজ্ঞবার্তা গেলা দেশে দেশে ।
 যজ্ঞে আমন্ত্রণ হেতু সর্বলোকে আইসে ॥
 নানারত্ন লইঞা বিভীষণের আশুসার ।
 সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান অনিল অপার ॥
 মুনিসব আইলা লইঞা সর্ব তীর্থের জল ।
 ব্রহ্মচারী সম্যাসী আইল সকল ॥
 নটক নাটুয়া আইল বেণুা চমৎকার ।
 ভরত শক্রঘ্ন সবার করিল পুরস্কার ॥১০
 ভরত রাজা জারে জে দ্রব্য দিতে

আজ্ঞা করে ।

সেই দ্রব্য শক্রঘ্নন তারে সমর্পণ করে ॥
 ভক্ষ্য দ্রব্য চিড়া স্নেহ কলা দুগ্ধ দধি ।
 ভক্ষ্য দ্রব্য আনিলেক কলা কান্দি কান্দি ॥
 দেশদেশান্তর হৈতে জত আইল

মুনিগণ ॥১৫

নানা দ্রব্য রাক্ষস বানরে করে সমর্পণ ॥
 জে রাক্ষসের ডরে তপ ছাড়ে মুনিজন ।
 সে রাক্ষস মুনির পদ করয়ে সেবন ॥
 নানা উপভোগে লোক পাইলা পিরিতি ।
 সোনা রূপার বস্ত্রে সবে হইলা পিরিতি ॥২০
 খাও খাও নেও নেও এই মাত্র মুনি ।
 সর্বলোক সুখী হঞা যজ্ঞকে বাখানি ॥
 সোনারূপার বস্ত্র দিতে নাহি অবকাশ ।
 বুড়া বুড়া মুনি দেখি পাইল তরাস ॥
 শ্রীরাম করেন যজ্ঞ বেষ্টিত ব্রাহ্মণে ॥২৫
 জেই চাহেস্ত তাই আনি জোগাস্ত লক্ষণে ॥

সম্পূর্ণ হইবে যজ্ঞ এক সম্বৎসরে ।
 দেবগণ আইলা সব যজ্ঞ দেখিবারে ॥
 কুবের বরুণ যম অগ্নি পুরন্দর ।
 আর জত যজ্ঞ কৈল পৃথিবী ঈশ্বর ॥
 শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞ সর্বলোকে জিনে ॥
 দেবতা গন্ধর্ব নর দেখিয়া বাখানে ॥
 রুত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব রচনা ।
 উত্তরকাণ্ডে গাইল শ্রীরাম যজ্ঞের বর্ণনা ॥

যজ্ঞস্থানে গেলা রাম বেষ্টিত সহোদর ॥১০
 যজ্ঞ করিতে পুরোহিত হাঁকারে রঘুবর ॥
 নানা বাস্ত্র বাজে তিঁহ সংগীত নাচন ।
 যজ্ঞ করিতে তথি আলা দেব মুনিগণ ॥
 জত জত মুনিগণ বৈসে তপোবনে ।
 সর্বজন আইলা শ্রীরামের আমন্ত্রণে ॥১৫
 বশিষ্ঠ বামদেব ঋষ্যশৃঙ্গ বিভাণ্ডক ।
 বিশ্বদেব স্মৃত দেব ত্রিজটা ত্র্যম্বক ॥
 বৈশম্পায়ন শান্তনু শুক সনক সনাতন ।
 পুলহ পুলস্ত্য আলা ব্রহ্মার নন্দন ॥
 হংস বাসুকি ঋষি গৌতম গোবর্দ্ধন ॥২০
 ভার্গব প্রলম্ব ঔরু আইলা চ্যবন ॥
 সম্বর্ত সারথ আলা আর ভরত ভরদ্বাজ ।
 বিশ্বামিত্র জামদগ্ন্য জনক মহারাজ ॥
 কুশধ্বজ বুধধ্বজ আর বৃহস্পতি ।
 রতিকান্ত উমাকান্ত অগস্ত্য মহামতি ॥২৫
 ব্রহ্মশর্মা বিশ্বশর্মা শিবশর্মা মহামুনি ।
 অঙ্গিরস আইলা না মানে অগ্নি পানি ॥

(৪২৯)

(৪৩০)

কোংস.কাকুহু আলা কৌশিক কাণ্ডিক ।
 বরতনু অম্ববর্ত বিজয় বাম্মীক ॥
 জাবালি বালখিলা রৌদ্রেক রৌদ্রেশ্বর ।২৫
 ভাঙ্কর হঙ্কর নিশাকর পরাশর ॥
 কাণ্ডপ নিশ্চতি সে বাসব শুভশুভ ।৫
 শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ সে উগ্র মার্কণ্ড ॥
 জমদগ্নি মধুকুলা কোণ্ডিলা বিশারদ ।
 জরংকার জানসার সপার নারদ ॥
 ইন্দ্র যম কুবের বরুণ অগ্নি হয় ।
 নৈঋত পবন আলা সূর্য্যোর তনয় ॥১০
 শক্তিধর পীতাম্বর শ্রীবংস শ্রীধর ।
 কেলির কানন হুর্কাসা বরাহকর ॥
 উন্মুখ বিমুখ আর ক্রমুখ মুনি ।
 উতক্ণ মাতঙ্গ আলা পরম গেয়ানী ॥
 জার যথা স্থান যান জে রাজা বৈসে ।১৫
 যজ্ঞ ভাগ লইবারে নবগ্রহ আইসে ॥
 বামদেব বশিষ্ঠ কুলের পুরোহিত ।
 ধাতা কর্তা বিধাতা হইলা উপনীত ॥
 সকল মুনি যজ্ঞশালে হইলা শোভিত ।
 অষ্টবসু আইলা আর দ্বাদশ আদিত ॥২০
 নানা রত্নে বান্ধিআছে যজ্ঞকুণ্ড বেদী ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করে রাম গুণনিধি ॥
 বশিষ্ঠ বলেন রাম সুনহ বচন ।
 অর্চনা করিয়া বর সকল ব্রাহ্মণ ॥
 এত স্ননি লইলেন কুসুম চন্দন ।২৫
 একে একে বরে সকল শ্রীরাম ব্রাহ্মণ ॥
 যজ্ঞবেদী বেড়িয়া বসিলা সুব মুনি ।
 রামের অগ্রেতে সবে কল্পে বেদধ্বনি ॥

চতুর্দিকে বেড়িয়া পড়িছে জয়কার ।
 মন্ত্র তেজে অষ্টলোকপাল আশুসার ॥
 দিলে দ্বত হবে সাটি সহস্র কলসী ।
 কুন্তিবাস গাইল বন্ধিআ বাম্মীক ঋষি ।
 শ্রীরাম চন্দ্র যজ্ঞ করে হরিস সর্ব্বজনে ।৫
 সংসারের রাজা আইলা যজ্ঞের আমন্ত্রণে ॥
 পৃথিবীর তলে বৈসে জত রাজাগণে ।
 সকল রাজা আইলা রামের আমন্ত্রণে ॥
 বড় বড় রাজা সব আলা নানা বেশে ।
 অধোধ্যা নগরে সবে করিলা প্রবেশে ॥১০
 গুণসিংহসুত রাজা আলা মিত্র সহ ।
 আইল কৌশল সে রামের পিতামহ ॥
 কেকয় রাজার পো আলা বিক্রমে অতুল ।
 সুধাজিত নাম তার ভরতের মাতুল ॥
 বারাগসের রাজা আলা সিংহ নরপতি ।১৫
 সুমিত্রার পিত্র সে লক্ষ্মণ জার নাতি ॥
 চম্পারণ হৈতে রাজা আইলা শসাদ ।
 লোমপাদসুত রাজা আইলা প্রসাদ ॥
 গোবৎস পাটনে রাজা আলা ব্রহ্মদণ্ড ।
 সুধাকর রাজা আলা বণের প্রচণ্ড ॥২০
 কনকপুরের রাজা কনক ঈশ্বর ।
 ঋগিদের রাজা আলা ভোগে পুরন্দর ॥
 বেদভট্ট নৃপতি বিদর্ভ অধিপতি ।
 জ্ঞানসিংহ রাজা আলা ভোজরাজার নাতি ।
 খিখিন্দার রাজা আলা নাম সনাতন ।২৫
 অশ্ব মহারাজা আলা বুধের নন্দন ॥

সিংহল দেশের রাজা আলা জয়াজিত ।
 খোরাসানের রাজা আলা বিক্রমে পূজিত ॥
 কলিঙ্গ দেশের রাজা আলা কলিকন ।
 মগধের রাজা আলা জীবিতবাহন ॥
 জিতসেনসুত রাজা আলা সত্যবান ।
 শতানন্দসুত রাজা আলা বর্দ্ধমান ॥
 কাশীপুরের রাজার পো আইল কাশীশ্বর ।
 আরট্টক দেশ হৈতে আলা উশীনর ॥
 আদিত্যনন্দন রাজা আলা আদি দেবা ।
 পূর্বশিরাসুত রাজা আলা শূলশিবা ॥
 ধর্মপাল রাজা সুত আলা মহীপাল ।
 শৃঙ্গবের রাজা আলা গুহক চণ্ডাল ॥১০
 শ্রীবৎস রাজার সুত আলা উদয়রাজ ।
 বিন্দু মহারাজ আলা করি নানা সাজ ॥
 ইলার তনয় রাজা আলা শশবিন্দু ।
 মগধের নৃপতি আইল জরাসিঙ্ক ॥
 যদুবংশ রাজা আলা উগ্রসেন নাম ॥১৫
 ভৃগুবংশের নৃপতি আইলা পুরণ্ডরাম ॥
 কতেক রাজার নাম নিব গুটী গুটী ।
 এক ঠাকুর রাজা জত হৈল শত কোটী ॥
 কেহ অশ্বে কেহ দোলা কেহ চড়ে হাতী ।
 কত কত মহারাজা আলা মহারথী ॥২০
 গুরুজন গর্বিত জে মাতুল শ্বশুরে ।
 সর্ব রাজাগণে ভরে অযোধ্যা নগরে ॥
 যজ্ঞ দেখিবারে আলা রামের দুয়ারে ।
 দুয়ারি ভিতরে গিঞা শ্রীরামে গোচরে ॥
 রাম বলে কাট জাহ ভরত শত্রুঘন ॥২৫
 ভক্তি করি আনহ সর্বল রাজাগণ ॥

এত স্ননি বাহির হইলা দুই বীর ।
 সভাই দেখিব রাম ধর্মের শরীর ॥
 স্তুতি করেন জত সব নৃপতিমণ্ডল ।
 বসিতে আসন দিঅ পুছিল কুশল ॥
 রাম বলে আজি সতে লেহ বাসা ঘর ।
 নিয়োজিয়া দিল রাম সব অনুচর ॥
 নানা ভোগ দিয়া কৈলা পিরিত সভার ॥৫
 নানা দ্রব্য পাঞা সতে হরিস অপার ॥
 নানা সুখ পাঞা সতে ভোগ অভিলাষ ।
 শরীরী প্রভাত হৈল রবির প্রকাশ ॥
 স্নান সন্ধ্যা কৈল রাম প্রভুষ বিহানে ।
 পাত্রমিত্র বন্ধু সঙ্গে বসিলা দেআনে ॥১০
 হেমকালে রাম ঠাকুর নানা দেবগণে ।
 কৃতিবাস গাইল উত্তর রামায়ণে ॥

বসিলা মুনি সব শ্রীরামের সন্নিধানে ॥
 যজ্ঞ দেখিতে আকাশে আইলা দেবগণে ॥
 ইন্দ্র ঈশান আইলা শমন পবন ॥১৫
 চন্দ্র সূর্য্য সাথে বরুণ আলা ব্রহ্মা নারায়ণ ॥
 সব দেবগণ মেলি করে অনুমান ।
 অশ্বমেধ করিবেন আপনি শ্রীরাম ॥
 সর্বদেবগণে গেলা যথা পুরন্দর ।
 জোড় হাত করি পবন করিলা গোচর ॥২০
 দেআন করিয়া বৈসে দেবের সমাজে ।
 আপনে বসিলা তথা ইন্দ্র সুররাজে ॥
 বিধাতা বলেন স্নন দেব পুরন্দর ।
 বৈকুণ্ঠ শূন্য এবার পুত্র বৎসর ॥

(৪৩৩)

(৪৩৪)

অশ্বমেধ করিবারে রাজা রাম বাঞ্ছে ।
তবে তার জনকের ব্রহ্মহত্যা ঘুচে ॥
ব্রহ্মা বোলেস্ত ইন্দ্র সুন আমার বচন ।
এক ঘোড়া দেহ তুমি সৰ্ব্ব সুলক্ষণ ॥
ব্রহ্মার বচনে ইন্দ্র হাত করি জোড়া ।
শালে হৈতে বারি কৈল সুলক্ষণ ঘোড়া ॥
সৰ্ব্বতত্ত্ব সৰ্ব্ব-অর্থ জান তুমি আদিদেবা ।
এক গুটী ঘোড়া আছে নামে উট্টৈঃশ্রবা ॥
মোর বাহন দিব গোঁসাই যুক্তি না

আইসে ।

উট্টৈঃশ্রবা দিলে তবে আমি ইন্দ্র

কিসে ॥১০

ব্রহ্মার বচন সুন জানাইল জয়ন্ত ।
ঘোড়া দিতে নারি আমি পারেন রেমন্ত ॥
সব দেবগণে শুধা পঠালা পবন ।
ডাকিয়া রেমন্তে আন স্বর্ঘ্যের নন্দন ॥
দাঁড়াইয়া দেবগণে করিল স্তবন ।১৫
এক ঘোড়া দেহ তুমি রাজার বাহন ॥
দেবতার বাক্য অগ্র করিতে না পারে ।
আমি মোড়া দিলে রাম সুখে রাজ্য করে ॥
ব্রহ্মার বচনে রেমন্ত হস্ত করিল জোড়া ।
দেইক্ষণে আনিঞা দিল সুলক্ষণ ঘোড়া ॥২০
ঘোড়া সাজি আনিলেন রেমন্ত সারথি ।
শ্রীরামের ঠাই পাঠাইতে শীঘ্রগতি ॥
আপনার বোড়া রেমন্ত আনিল আপনি ।
নানা রত্নে ঘোড়ার করিল সাজনি ॥
যেমন বিষ্ণুর ঘোড়া বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।২৫
হেন ঘোড়া দেবতা পঠালা রামস্থান ॥

স্বর্গে হইতে নাথিলা ঘোড়া হইয়া মূর্তিমান ।
ব্রহ্মা পাঠাইল ঘোড়া শ্রীরামের স্থান ॥
মান সন্ধ্যা করিঞা রাম বসিলা দে'আনে ।
হেনকালে ঘোড়া গেল শ্রীরামের স্থানে ॥
জয় জয় শব্দ হৈল ধ্বনির সমাজে ।
ইবে যজ্ঞ সাক্ষ হৈল সিদ্ধ হৈল কাজে ॥
ঘোড়া দেখি মহা সুখী হৈল সভাতল ।
মান করাইল অশ্ব দিয়া গঙ্গাজল ॥
ঘোড়া দেখি শ্রীরামের হরষিত মন ।
শীঘ্র আগি অশ্ববরে করিলা বরণ ॥১০
পাদ্য-অর্ঘ্য দিলা রাম পাটের পাছড়া ।
সুবর্ণ কুড়্যালি দিল রাঙ্গা পাট-ধড়া ॥
চামর অসিত দিঞা করিলা শোভন ।
সুবর্ণ মুকুট দিল সর্কাসে চন্দন ॥
পায়ে সোনার হুপুর দিল গলেতে কিঙ্কিনী ।
ত্রিভুবন জিনি কৈল ঘোড়ার সাজনি ॥
সুবর্ণ কড়ি আনি দিল রাঙ্গা পাঠের দড়া ।
সর্কাসে ঢাকিঞা দিল পাটের পাছোড়া ॥
শ্বেত চামরে ঘোড়াকে করিল সুশোভিত ।
পবন-গমন ঘোড়া লক্ষণে পূজিত ॥২০
যজ্ঞ স্থান নিল ঘোড়া হরিস সকল ধ্বনি ।
ধন্য ধন্য বলিঞা সবে ঘোড়াকে প্রশংসি ॥
মান সন্ধ্যা করি রাম গেলা যজ্ঞস্থানে ।
নানা দ্রব্য আনিঞা জোগায় লক্ষণে ॥
শ্রীরামের স্থানে গেলা অষ্টলোকপাল ।২৫
সকল মুনি বেড়িল রামের যজ্ঞশাল ॥
রাঙ্গস বানর আর মানবগণ ।
পাটোকাড় পাড়ে জুড়ি দ্বাদশ যোজন ॥

(৪৩৫)

(৪৩৬)

ধুতি উত্তরি পারিল রাম অঙ্গে গঙ্গামাটি ।
 গঙ্গাজল তুলসী কুশ আর তাম্রবাটি ॥
 শক্ৰ পাটাস্বর ধুতি বড় পরিপাটি ।
 হাথে কুণ বৈসে রাম নিয়া তাম্রবাটি ॥
 সংকল্প করেন রাম শুভক্ষণ বেলে ।
 বেদধ্বনি মঙ্গল হইল সভাতলে ॥
 সৰ্ব লক্ষণ ঘোড়া কৈল উৎসর্গন ।
 বেদ মস্ত্রে আশংসিত জত মুনিগণ ॥
 মুনি সব মগ্ন পড়ে বেদ হস্তে করি ।
 চতুর্দিকে লোক সব বলে হরি হরি ॥১০
 বিষ্ণু অবতার রাম কমললোচন ।
 শুভক্ষণে ঘোড়া রাম কৈলা উৎসর্গন ॥
 ঘোড়ার বরণ কৈল দেব গদাধর ।
 আনন্দিত সর্বলোক অযোধ্যানগর ॥
 যজ্ঞশালে মুনি সব বৈসে সারি সারি ।
 কেহো বেদ পড়ে কেহো মঙ্গল উচ্চারি ॥
 বশিষ্ঠ বলেন রাম স্থনহ বচন ।
 ঘোড়া রাখিবেন কেবা আনহ এখন ॥
 জে জন রাখিবে ঘোড়া হঞা সাবধান ।
 তাহাকে ডাকিয়া আন মোর বিত্তমান ॥২০
 রাম বলে ঘোড়া রাখে কাহার শক্তি ।
 এই ঘোড়া রাখিব লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি ॥
 বুদ্ধি বল বিক্রমে তাঁহারে কেবা জিনে ।
 লক্ষ্মণ রাখিবে ঘোড়া হেন লয় মনে ॥
 বশিষ্ঠ বলেন তারে আন শৌভ্রগতি ।
 আনিল লক্ষ্মণে ডাকি রাম মহামতি ॥
 রাম বলেন ঘোড়া রাখ পরম যতনে ।
 তোমা বই ঘোড়া রাখি কাহার পরাণে ॥

ঘোড়া রাখিতে নিয়োজিলা অনুজ লক্ষ্মণ ।
 মাথায় মুকুট দিলা হীরা মণিকাঞ্চন ॥
 প্রসাদ পাইয়া বীর প্রণমে চরণ ।
 হেনকালে লক্ষ্মণ করেন নিবেদন ॥
 রাখিব যুদ্ধের ঘোড়া তোমার আদেশে ।
 বৎসরেক বেড়াব ঘোড়ার পাশে পাশে ॥
 নানারূপে বিপক্ষ বেড়ায় নানা বেসে ।
 নির্ভয়ে বেড়াব প্রভু কেমন সাহসে ॥
 নির্ভয় দক্ষিণা মোরে দেহ মহাশয় ।
 বেড়াইব পরম স্নেহে হৈয়া নির্ভয় ॥১০
 লক্ষ্মণের বচন সুনীঞা রঘুনাথে ।
 জয়পত্র লিখিঞা ঘোড়ার দিল মাথে ॥
 লেপেন ঘোড়ার অঙ্গে স্নগন্ধি চন্দন ।
 গলাতে বিচিত্র হার দেখিতে শোভন ॥
 পায়েতে নুপুর শোভে বিচিত্র ঘাঘর ।
 চামরে ছাইল ঘোড়া দেখিতে সুন্দর ॥
 মাথাতে মুকুট দিল দেখিতে শোভন ।
 জয়পত্র দিল মাথে রামের লিখন ॥
 অপূর্ব যুদ্ধের ঘোড়া সর্বলোকে দেখে ।
 কেহ বলে ঘোড়া পাছে জায় অন্তরীক্ষে ॥২০
 শ্রীরাম বলেন ঘোড়া রাখিবে যতনে ।
 ঘোড়া গেলে যজ্ঞ নাশ জনিহ আপনে ॥
 শ্রীরামের চরণ লক্ষ্মণ বন্দিলেন মাথে ।
 ঘোড়া রাখিবারে জান ধনুর্ধার হাথে ॥
 ঘোড়ার নিকটে গেলা বশিষ্ঠ আপনে ।
 মুনিবর কহে ঘোড়া কর্ণপাতি স্নেহে ॥
 নিরন্তর থাকিহ ভূমি লক্ষ্মণের স্থানে ।
 এই কথা কহিলা ঘোড়ার হই কানে ॥

(৪৩৭)

(৪৩৮)

যজ্ঞ পূর্ণ হবে বৎসর পরিমাণ ।
 বৎসরের রহি তুমি আসিহ যজ্ঞস্থান ॥
 এতেক কহিল যদি বশিষ্ঠ মহামুনি ।
 মুনিরাজের কথা অশ্বরত্ন স্থনি ॥
 সেই বোলে রহেন লক্ষ্মণ যথা থাকে ।
 প্রভাত সময়ে বুলে আপনার স্থখে ॥
 মরুত সুরথ রাজা লড়িল কটকে ।
 কালান্তক যম যেন চমৎকার লোকে ॥
 কত শত রাজা লড়েন লক্ষ্মণ সংহতি ।
 মহা মহারথি সব মহা যোধপতি ॥১০
 লড়িলা সুমন্ত রাজা সৈন্ত লাথে লাথে ।
 পুরুষবা লড়ে ঠাট কেবা তারে

লেখে ॥

লড়িল মগধরাজ কটক অপার ।
 অশ্ব বেড়ি সঘনে পড়িছে জয়কার ॥
 হস্তী ঘোড়া রথ রথী সৈন্ত কোলাহল ।
 সারি সারি রাজছত্র কীরে ছলমল ॥
 ধানুকি পাইক চলে ধনুকে দিঞা চড়া ।
 আড় নিঞা পাইক চলে হাতে জাতি
 বঁগড়া ॥২০

ঘোড়ার ঘর চলিল বাজিছে কিঙ্কিনী ।
 হস্তীর ঘর চলিল গজঘণ্টার ঢনঢনী ॥
 হাতে অস্ত্রে পাইক সব করন্ত রড়ারড়ি ।
 আস্তে ব্যস্তে চাপেস্ত সতে ঘোড়া ঘোড়ী ॥
 ঘোড়া রাখিতে চলিলা সৈন্ত সাজনে ।
 নানা বাণ্ড বাজে রাজ-বাজনে ॥
 শঙ্খ-দুন্দুভি বাজে ঘণ্টা ঘাঘর সিন্ধুআন ।
 কংগড়া করড়ি বাজে মৃদঙ্গ তবলে বিমাণ ॥

চাক্টোল দগড়ি বাজে ডিঙিম বিশাল ।
 কাহাল ভেরী বাজে কাংস্থ করতাল ॥
 কছরি গাড়ড়ি বাণ্ড বাজে সাহিনী ।
 বেলাবলী কমরু বাজে মধুর ভাল স্থনি ॥
 নানা রাজবাদ্য বাজে মধুর মধুর স্থনি ।
 বেসে সুরে সেনাতে ইঞ্জের নাচনি ॥
 নানা বাণ্ড বাজিছে ঘোড়ার চারি দিগে ।
 মাদল কাহাল বাজে ঘোড়া জায় আগে ॥
 রাজ অভরণে ঘোড়া রাজগণ মাঝে ।
 ঘাঘর উন্মাল শব্দ স্থনি ভাল সাজে ॥
 জয় জয় শব্দে ঘোড়ায় এড়িঞা দিল ।
 সকল কটকে লক্ষ্মণ বীর আপনি চলিল ॥
 পদব্রজে শ্রীরাম চলিলা অনুব্রজনে ।
 কথোক দুজনে থাকি আইলা যজ্ঞস্থানে ॥
 আপন ইচ্ছায় চলে ঘোড়া যথা লএ মন ।
 সকল সৈন্ত লইঞা ঘোড়া রাখেস্ত লক্ষ্মণ ॥
 খনে গ্রামে খনে মাঠে খনে থাকে বনে ।
 ঘোড়ার পাছু জায় লক্ষ্মণ সঙ্গে লৈঞা সৈন্তে ॥
 কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষণ ।
 উত্তরকাণ্ডে গাইল যজ্ঞের ঘোড়া উৎসর্গন ॥

(৪৩৯)

(৪৪০)

ছুটিল যজ্ঞের ঘোড়া উত্তর দিগ জাএ ।*
সৈন্ত সহ লক্ষ্মণ বীর পাছু পাছু ধাএ ॥
হিমালয় গেল ঘোড়া পবনের বেগে ।
সৈন্ত সহিতে লক্ষ্মণ ধাইলা বীর ভাগে ॥

* অস্ত্র পুথির পাঠ :—

“পশ্চিমে চলিলা ঘোড়া আপনার মনে ।
হেম গিরি শৈল দেখে সকল কাকনে ॥
সোনার পর্বত দেখি লাগে চমৎকার ।
বিন্ধ্য নামে নদী ঘোড়া তাহে হৈল পার ॥
লক্ষ্মণ স্তম্ভের গেলা ঘোড়ার গমনে ।
তথাই রহিলা ঘোড়া বেলি অবসানে ॥
স্তম্ভের নিকটে আছে পশ্চিম সাগর ।
পশ্চিম বুলিঞা ঘোড়া লজ্জিলা উত্তর ॥
উত্তরে বেড়ায় ঘোড়া দেখিতে স্তম্ভর ।
হিমালয় গিরি গেলা হেমস্তের ঘর ॥
পবন গমনে জায় আপনার মনে ।
উত্তর সাগরে ঘোড়া বলে কথোদিনে ॥
নানা দেশ বলে ঘোড়া নগরে নগর ।
পূর্ব দেশে গেল ঘোড়া দেখিতে স্তম্ভর ॥
পূর্বের জতেক লোক পিজল মুষ্টিধরে ।
লক্ষ্মণের সেনা দেখি যুদ্ধ আশুসারে ॥
নানা অস্ত্রধরি সন্তে জুঝিবারে সাজে ।
শ্রীরামের জয়পত্র দেখি সভাই পূজে ॥
পূর্ব দেশ হইতে ঘোড়া চলিলা দক্ষিণে ।
দক্ষিণে বেড়ায় ঘোড়া বন উপবনে ॥
তিন দিগ বুলি ঘোড়া বেড়ায় দশ মাসে ।
দক্ষিণে বেড়ায় ঘোড়া বৎসর প্রবেশে ॥
বন উপবন ঘোড়া মনস্থে বলে ।
বেলি অবসানে রহে সরযুর কূলে ॥
নানা দ্রব্য মিলে তথা মধুর স্বাদ ।
ভক্ষাভোজ্যে কটকের ঘুচে অবসাদ ॥
সেইখানে রহিলা লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি ।
স্থখে নিদ্রা গিয়া লোক বঞ্চে স্থখ রাসি ।
নৃত্য গীতে নানা রঙ্গে রহিলা হরিসে ।
ঘোড়ার দিগ্ভ্রম গাইল কৃত্তিবাসে ॥

হিমালয় দেখি ঘোড়া যায় কৈলাস শিখর ।
নানা তীর্থ ভ্রমে ঘোড়া নানা গ্রাম নগর ॥
উত্তরদিগ্ ভ্রমিঞা দেখে উত্তর সাগর ।
ফিরিয়া যজ্ঞের ঘোড়া পূর্বদিগে ধায় ॥
গোমতী লজ্জিল ঘোড়া ব্রহ্মপুত্র হইল পার ।
ঘোড়া রাখিতে লক্ষ্মণ ধাএ সৈন্ত অপার ॥
উদয়গিরি গেল ঘোড়া যথা সূর্য্যের উদয় ।
দিবাকরে দেখে ঘোড়া পূর্ণ প্রতিভায় ॥
পূর্বসাগর দেখে ঘোড়া পূর্বদিগের পার ।
দক্ষিণ মুখ করিল ঘোড়া হইল আশুসার ॥
সাগরের কূলে ঘোড়া গেল গঙ্গা-সাগর ।
পবনবেগে গেলা ঘোড়া দক্ষিণ দিগর ॥
নানা নদ নদী লজ্জিয়া জাএ গন্ধমাদন ।
বিচিত্র নিশ্চাণ দেখে অগস্ত্যের আশ্রম ॥
পর্বত এড়িঞা ঘোড়া করিল গমন ।
দক্ষিণ সাগর তবে হইল দরশন ॥
আশু লক্ষ্মণ ধাঞা জাএ পাছে সৈন্তগণ ।
দক্ষিণ এড়িঞা পশ্চিমদিগ করিল গমন ॥
গোকুল মথুরা এড়ি দ্বারকায় দিল দরশন ।
নদ নদী তিরিঞা জাএ গহন কানন ॥২০
পবন বেগে জায় ঘোড়া যথা মনে বাসে ।
রাত্রি দিবসে থাকে ঘোড়া লক্ষ্মণের পার্শ্বে ॥
হইল প্রভাতকাল নির্মল গগন ।
সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে স্নলক্ষণ ॥
ঘোড়া রাখে কটকে সঘন জয়কার ॥২৫
পবন বেগে ঘোড়া সরযু হৈল পার ॥
* পশ্চাতে লক্ষ্মণ ধায় চাপে দিগ্ভ্রম চড়া ।
বেগে ধায় লক্ষ্মণ রাখিতে নারে ঘোড়া ॥*

ধনুক ধরিয়া ধায় বীর অবতার ।
 এক লাফে লক্ষণ সরযু হৈল পার ॥
 পার হঞা দেখে বীর আনন্দনগরী ।
 মুনির কুটীর তথা দেখে সায়ি সারি ॥
 নানা দ্রব্য নিল কেহো বিষ্ণুকে পূজিতে ।
 মহাদেব পূজে কেহো শ্রীফলের পাতে ॥
 বিষ্ণুপূজা বিনা কেহো নাহি জানে আন ।
 বিষ্ণু সে আনন্দ হেরি নগরের নাম ॥
 আশ্র জে কাঠাল নিল নারেন্দ্র কেসর ।
 নানা জাতি ফুল নিল গন্ধে মনোহর ॥১০
 নানা বৃক্ষে নানা ফল হিজুল আকার ।
 কলাবনে পাকা কলা আছে ভারে ভার ॥
 নানা ফলে উপবন অতি শোভা দেখি ।
 মুনির প্রমাদে তাহে বলে মৃগ পাখী ॥
 ইন্দ্র তথা জাইতে নারে কিবা কথা ।
 হেন বন দেখিআ লক্ষণ বলে তথা ॥
 বিষ্ণুপদা নামে পুরী তপোবনে বৈসে ।
 রামের যজ্ঞের ঘোড়া তাহাতে প্রবেশে ॥
 বৃক্ষতলে খেলিছে সীতার ছই বালা ।
 মুনির বালক সঙ্গে সর্ব অঙ্গ ধূলী ॥২০
 মণি মুক্তা প্রবাল গলাতে শোভে কাটা ।
 কেশবিবর্জিত মুণ্ড সবে পঞ্চঝুটা ॥
 গায়ে রাক্ষা মাটি দৌহে পরে বীর ধড়া ।
 হেনকালে আইল রামের যজ্ঞ ঘোড়া ॥
 দেখিঞা মুনির শিশু ছাড়ে চিকরাই ।
 কেহো পালাইল ঘরে দিআ উভধাই ॥
 কোন শিশু রহিলেন নব কুশসনে ।
 তাড়াতাড়ি করি ঘোড়া ধরিল তপোবনে

চারিদিগে বেড়িআ রহিল শিশুগণে ।
 ঘোড়া ধরিবারে নাহি পারে কোন জনে ॥
 নানাগুণ জানে ছই সীতার কোণ্ডর ।
 সান্তাইল দৌহে তপোবনের ভিতর ॥
 মাথাতে মুকুট ঘোড়া গলেতে কিস্কিনী ।
 সর্কাসে নিশ্চিত ঘোড়া বিচিত্র সাজনি ॥
 সূবর্ণ কড়ালি শোভে রাক্ষা পাট ধড়া ।
 উপরে ছাওনি তার পাটের পাছড়া ॥
 চন্দনে ভূষিত ঘোড়া মণ্ডল সিন্দূর ।
 চারি পায়ে শোভা করে বাজন নুপুর ॥১০
 দেখিআ আনন্দ বড় ছই সহোদরে ।
 পাকে পাকে বলে দৌহে ঘোড়া ধরিবারে ॥
 ছই মহাবীর যেন পরাতের চুড়া ।
 লাফ দিআ কুশ বীর ধরে গিআ ঘোড়া ॥
 দিগ্বিজয় করি ঘোড়া জম্বুদীপে বলে ।
 ঘোড়া নাহি ধরে কেহ পৃথিবীমণ্ডলে ॥
 কুশের দড়িতে বান্ধি নড়িতে না পারে ।
 অশ্বরত্ন বন্দি কৈল ছই সহোদরে ॥
 ঘোড়া বন্দি কৈল দেখি লোকে লাগে ডর
 ধাইঞা দেখিতে আন্য সকল নগর ॥২০
 বিষ্ণু অবতার ছহে বড় বলবান ।
 ঘোড়া বারি করিআ দেখাল্য ময়দান ॥
 মহাবেগে ধায় ঘোড়া জিনিআ পবন ।
 ভূমি নাহি ছোএ ঘোড়া উঠিল গগন ॥
 দেখাইল ছই মুড়ি সীতার কুমার ।
 গগনে লাগয়ে ধূলী দেখি অন্ধকার ॥
 উত্তরিল কুশবীর লব ঘোড়া চড়ে ।
 মারিল তাজন ঘোড়া পক্ষী হেন উড়ে ॥

নাকড়ির ঘায়ে ঘোড়া উঠিল গগন ।
 উলি পালি করি তাহে চাপে ছইজন ॥
 ছই ভাই শ্রমযুক্ত নামিল তখন ।
 ঘোড়াকে দিলেন ঘাস করিয়া যতন ॥
 ঘোড়া বন্দি করি ছই ভাই আনন্দিত ।
 লক্ষ্মণের কটক আইল আচম্বিত ॥
 লক্ষ লক্ষ লোক ধায় নানা অস্ত্র হাতে ।
 রথিতে লক্ষ্মণ বীর সেনা চারিভিতে ॥
 কটক দেখিল তবে ছই সহোদর ।
 অশ্বিনীকুমার যেন রূপে বিদ্যাধর ॥১০
 লবকুশে দেখিয়া কটক বাঁধা পুছে ।
 এ পথে রাজার ঘোড়া আলা কোথা আছে
 কুশ বলে ঘোড়া মোর ভাঙ্গিল কদলী ।
 নষ্ট কৈল ঘোড়াতে সকল বনহুলী ॥
 সেই ঘোড়া বন্দি আমি করিলাঙ বলে ॥১৫
 কেবা নিতে পারে ঘোড়া পৃথিবীর তলে ॥
 এত স্ননি কৈল কেহো লক্ষ্মণে গোচর ।
 ঘোড়া বন্দি কৈল ছই মুনির কোঙর ॥
 স্ননিঞা লক্ষ্মণ বীর চমৎকার মনে ।
 এ সব দ্রবস্ত কৰ্ম্ম করে কোন জনে ॥২০
 মুনির কুমারে মাইলে মরিব ব্রহ্মশাপে ।
 ঘোড়া বন্দি হৈল হেথা মুনির প্রতাপে ॥
 বন্দি কর সেই শিশু না মারিহ প্রাণে ।
 মুক্ত করি ঘোড়া আন মোর বিদ্যামানে ॥
 রাজার আদেশ পাইল ধাইল সত্বর ॥২৫
 বায়ু বেগে গেলা বধা সীতার কোঙর ॥
 কটক বলেন আশু রাজার সন্নিধান ।
 ঘোড়া ছাড়ি দেহ নহে,পাবে অপমান ॥

কোপে কুশবীর বলে তর্জ্জন উত্তর ।
 তোর বোলে জাব আমি কাহার কুর্পর ॥
 ডাকিয়া কটক বলে কাড়ি নিব ঘোড়া ।
 ইহা স্ননি কোপে দৌহে চাপে দিল চড়া ॥
 ধনুকে টঙ্কার দিল অজয় প্রতাপ ॥
 ঘাটাণ্য মারিতে যেন রোধে কাল সাপ ॥
 হাতে ধনু ছই ভাই গর্জে উচ্চস্বরে ।
 গরুড় বিক্রমে জেন ধরে বিষধরে ॥
 কোপ করি ছই ভাই জুড়িলেন বাণ ।
 বাণ দেখি কটকের উড়িল পরাণ ॥১০
 অনেক কটক মরে থাঞা তার বাণ ।
 লবকুশের বাণে কার নাহি পরিভ্রাণ ॥
 দেখিয়া শিশুর বল সেনাপতি ভাগে ।
 বড় বড় বীর আসি বেড়ে চতুর্দিকে ॥
 সূর্য্য জুঝিয়া পড়ে লক্ষ্মণ সমুখে ॥১৩
 পড়িল সূর্য্য রাজা সৈন্ত লাথে লাথে ॥
 সূর্য্যের বাহে বাণ ণাজে নিরপেক্ষে ।
 মুখে রক্ত উঠে রাজার ঝলকে ঝলকে ॥
 পড়িল সূর্য্য রাজা সৈন্ত নহে মেলা ।
 হাতে হৈতে খসিয়া পড়িল খাঁড়া কলা ॥২০
 জুঝএ মরুত রাজা দেখএ লক্ষ্মণে ।
 লব বীর মারে তারে চারি গোটা বাণে ॥
 বাণেতে মরুত রাজা হৈল অচেতন ।
 সকল কটক পড়ে চিস্তিত লক্ষ্মণ ॥
 ছই শিশু সৈন্ত মারে লক্ষ্মণের হাস ॥২৫
 লবকুশের সংগ্রাম গাইল কৃতিবাস ॥

(৪৪৫)

(৪৪৬)

বহিস্পায়ন মধু পক্ষ অচেতন ।
 পদ্ম চিরজাতি শ্রেয় যম দরসন ॥
 বিপক্ষ দলন রণ কর্কশ মুকুন্দ ।
 সুবাহু সুকর্মা শ্রেয় পহার প্রবন্ধ ॥
 এই সব রাজাগণ যম দরসন ।
 গাছ পাথরে ছাইলেক সীতার নন্দন ॥
 নররূপে রাজা সব দেব অবতার ।
 নানা অস্ত্র জানে সতে ভুবনের সার ॥
 হেন সব রাজা জুঝে অস্ত্রের বন্বনি ।
 পর্বত উপরে যেন মেঘে বর্ষে পানি ॥১০
 দিগাদিগ নাহি জানি অবনী আকাশ ।
 বাণে ঢাকা গেল নাহি সূর্য্যের প্রকাশ ॥
 চন্দ্র সূর্য্য আগে জেন রাহু গ্রহরাজে ।
 শত সংখ্য রাজা জুঝে লক্ষ্মণ সমাজে ॥
 কুশ বীর বাণ এড়ে নামে পঞ্চ শত ।১৫
 দেখিআ সভার গাএ উড়িল রকত ॥
 এড়িলেক বাণ কুশ ধূমে অন্ধকার ।
 শত রাজা পড়ে কার নাহিক নিস্তার ॥
 ছটা ভাই কটক মারিল লাখে লাখে ।
 হাথে ধনুর্বাণে জুঝে লক্ষ্মণ সমুখে ॥২০
 লক্ষ্মণ বলেন দৌহে মুনির নন্দন ।
 তোমাদিগে মারিআ নাহিক প্রয়োজন ॥
 আপনার পরিচয় দেহ হইজন ।
 মুনির বালক হঞা কেন কর রণ ॥
 মুনির কুমার হঞা এতেক বড়াঞি ।২৫
 মোর হাথে পড়িলে তোমার প্রাণ নাঞি ॥
 বাকুই রাজার ঘোড়া এত অহঙ্কার ।
 সৈন্ত মার যুদ্ধ কর অতি ছরাচার ॥

মুনির কোণ্ডার হঞা ধর গণ্ডিবাণ ।
 মিছা কাজে দৌহে কেন হারাও পরাণ ॥
 আমার বাণের আগে বজ্র অগ্নি বৈসে ।
 তুমি ছই ভাই মর আপনার দোষে ॥
 হাসিআ লক্ষ্মণে বলে লব যুদ্ধমতি ।
 ঘোড়া চুরি করি বুল হঞা ক্ষেত্র জাতি ॥
 চোর হঞা বেড়াসি ধর্ম্মের কহ কথা ।
 পড়িলে আমার ঠাই হইবে বিতথা ॥
 কুশ বীর বলে দাদা না ছাড়িহ ঘোড়া ।
 আদি ঘোড়া চোরা বেটা বটে এই বুড়া ॥১০
 এহা স্নি মুনিগণ করে হাহাকার ।
 হেন সব বাক্য কেহো না বলিহ আর ॥
 লক্ষ্মণেরে না করিহ বুড়ার গেজ্ঞানে ।
 অতিকায় ইন্দ্রজিত পড়ে জার বাণে ॥
 বুড়া জ্ঞানে না বুঝিহ ঠাকুর লক্ষ্মণে ।১৫
 জার বাণে সবংশে মজিল দশাননে ॥
 গুরু গর্ষিত ছাড়িলেক ছই সহোদর ।
 অস্ত্র বরিসন করে লক্ষ্মণ উপর ॥
 রুসিল লক্ষ্মণ কোপে পথ নাহি দেখে ।
 ছয় বাণ জুড়িলেক আনিআ ধনুকে ॥২০
 সেই বাণ কুশ বীর কাটে এক বাণে ।
 লক্ষ্মণেরে বাণে বিদ্ধে ভাই ছইজনে ॥
 ছই ভাই বাণ বর্ষে লক্ষ্মণ বীর একা ।
 সভাকার বাণ যেন জলন্ত উলুকা ॥
 জাতেক অস্ত্রের শিক্ষা তিন বীরে জানে ।২৫
 সতে সভাকারে সব সেই অস্ত্র হানে ॥
 লক্ষ্মণেরে বাণ সিখাইল পুরন্দর ।
 লবকুশে সিখাইল শাব্যীক মুনিবর ॥

কুশ বলে দাদা শুন আমার উত্তর।
 ঘোড়া চোরা মহাতেজী বড় ধমুন্ধর ॥
 লক্ষ্মণ সহিতে কুশের হএ রণ।
 কেহো কাহা নাহি জিনে সোমর দুইজন ॥

সিংহের বিক্রম কুশ নাড়িয়া আন্য বলে ॥৫
 সারথির মাথা কাটি পেলে ভূমিতলে ॥
 রথের উপরে কৈল বাণ অবতার।
 পড়িল রথের ঘোড়া হৈল চুরমার ॥
 ডাক দিয়া বলে তারে সীতার কোঙর।
 ঘোড়া নিয়া জাও তুমি ভাণ্ডি পুরন্দর ॥১০
 পাপ কৈলে মিছা নহে সৰ্বলোকে জানে।
 চোর পাইলে কোন জন রাখএ পরাণে ॥
 নানা রণ করে চোরা জিনিতে না পারি।
 মায়াময়ী চণ্ডী অস্ত্রে চোরা বন্দি করি ॥
 মায়াময়া বাণ সেই নিদ্রার সংহতি ॥১৫
 ক্রুদ্ধতেজে বাণকে সজিল পশুপতি ॥
 হেন বাণ কুশ বীর করে অবতার।
 স্বর্গে থাকি দেবগণ করে হাহাকার ॥
 মহেশ্বর মন্ত্র সেই বাণ অধিষ্ঠানে।
 বাণ ছাড়ি দিল গিআ বাজিল লক্ষ্মণে ॥২০
 কি কব বাণের কথা মায়াময় নামে।
 অচেতন হৈলা বীর জ্ঞান নাহি ঘূমে ॥
 চণ্ডি-অস্ত্রে লক্ষ্মণের বান্ধে হাথে গলে।
 মোহ গেল লক্ষ্মণ লোটার ভূমিতলে ॥
 হাথে হৈতে কাড়িয়া লহিল শরাসনে ॥২৫
 বন্দি করি লক্ষ্মণে রাখিল তপোবনে ॥
 ঘাস পানি ঘোড়ারে দিলেন দুইজনে।
 দড়া দিয়া বান্ধিআ রাখিল তপোবনে ॥

লবকুশ ঘরে গিআ কৈল ভোজন পান
 স্নহলা মায়ের কোলে রূপে পঞ্চবাণ ॥
 দুইজনে নিদ্রা গেল জননীর পাশে।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥
 নিদ্রা হৈতে উঠি দৌহে গেলা তপোবন ॥৫
 উলি পালি করি ঘোড়া চড়ে দুইজন ॥
 দুই ভাই ঘোড়া চড়ে আপনার স্নথে।
 তপোবনের মুনি সব কোতুক দেখে ॥
 ভঙ্গ দিয়া পালাল্য সকল অনুচর।
 লক্ষ্মণের বন্দি কহে রামের গোঁচর ॥১০
 অনুচর সব গিয়া নোঙাঞ্চল মাথা।
 লক্ষ্মণ বীর বন্দি হৈল রামে কহে কথা ॥
 এত স্ননি রামচন্দ্র হইলা চিস্তিত।
 কেমনে হইলা বন্দি রণের পণ্ডিত ॥
 অনুচর বলে ঘোড়া ঋষি রাত্রিদিনে ॥১৫
 যথা ঘোড়া জায় তথা জাই তার সনে ॥
 আগলিতে নারি ঘোড়া বায়ু অবতার।
 দেখিতে দেখিতে হৈল সরযুতে পার ॥
 নদী পার হৈলু মোরা ঘোড়ার উদ্দেশে।
 ঘোড়া গিআ বিষ্ণুপদা নগর প্রবেশে ॥২০
 দুইটা মুনির শিশু পরিধান ধড়া।
 তার একজন আসি ধরিলেক ঘোড়া ॥
 ঘোড়া ছাড় ঘোড়া ছাড় বলেন লক্ষ্মণ।
 মারা অস্ত্রে বন্দি করি শিশু দুইজন ॥
 বন্দি করি রাখিল লক্ষ্মণে তপোবনে ॥২৫
 ইহা স্ননি শ্রীরাম বিস্মিত হৈলা মনে ॥
 ভাগ্যে পালাইলু মোরা রহিল জীবন।
 আমা সভা রাখিল সকল মুনিগণ ॥

বীর সব পড়িল অনেক সেনাপতি ।
 ছইটী বালক প্রভু রণে মাতা হাথী ॥
 বার্তা সুনি রামচন্দ্র হইলা বিস্মিত ।
 বুঝি মায়া রণ করে আসি ইন্দ্রজিত ॥
 রাম বলেন জাম্বুবান মন্ত্রকের সার ।
 কোন মতে ঘোড়া পাই লক্ষ্মণের উদ্ধার ॥
 এত সুনি জাম্বুবান করে জোড় হাথ ।
 আমার বচন সুন পৃথিবীর নাথ ॥
 আপনা আপনি নাহি করি অপচর ।
 পাইবে সকল সৈন্য নাহিক সংশয় ॥১০
 জত জত মুনিগণ বৈসে আমার দেশে ।
 মুনিজন হঞা তারা রাজা নাহি হিংসে ॥
 ঘরে বসি থায় মুনি রাজার শাসন ।
 বৈয়গ্রে রাজার দেশে জত মুনিজন ॥
 রাম বলেন এই মৌর চমৎকার মনে ।
 হেন বীর নাহি জে লক্ষ্মণ বীরে জিনে ॥
 দেবতা দানব আর যক্ষ রক্ষ সাপ ।
 কেহো না সহিতে পারে লক্ষ্মণের প্রতাপ ॥
 হেন বীর বন্দি হৈলা বালুকের রণে ।
 এই চিন্তা করি রাম গুণে মনে মনে ॥২০
 কুমুদ নল নীল অঙ্গদ হনুমান ।
 মাথা নোঙাইয়া কহে রাম সন্নিধান ॥
 সভাকার অঙ্গ হঞা কহে হনুমান ।
 কোন কার্য লাগি প্রভু চিন্তা অপমান ॥
 ব্রহ্ম অস্ত্রে মারিলে রাবণস লঙ্কেশ্বর ।
 ত্রিভুবনে দেবতার খণ্ডাইলে ডর ॥
 নাথিলে কতক যুগ সংগরে কীরিত ।
 হেন জম চিন্তা করে নহেত উচিত ॥

পরম হরিষে থাক না ভাবিহ ব্যথা ।
 মুনির বালকে ধরি আনি দেহ এথা ॥
 পূর্বের বর দিল মোরে দেবী উগ্রচণ্ডা ।
 এক মুঠকির বাএ শিশু হবে গুণ্ডা ।
 ব্রহ্মমন্ত্র পাইল আশি বিধাতার বরে ।
 ইন্দ্রের বজ্রেতে মোর কি করিতে পারে ॥
 কুবের বরুণ যম রাখএ শিশুরে ।
 ত্রিভুবন আশ্রয়ে যদি তমু আনিমু তারে ॥
 কোন কার্য হেতু তুমি চিন্তা অপমান ।
 ছই শিশু আনিব তোমার বিত্তমান ॥১০
 ভাস্কিব নগর সব পাড়িব প্রমাদ ।
 সর্ব কার্য সিদ্ধ হবে না কর বিবাদ ॥
 সাগর তরিল আমি বান্ধিয়া জাঙ্গাল ।
 ধরিয়া আনিব ছই মুনির ছাওআল ॥
 রাম বলেন হনু তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ।
 ব্রাহ্মণের সনে রণ না আশ্রয়ে জুকতি ॥
 মুনির বালক ধরি আন সন্নিধান ।
 মন্দ না বন্ধিহ না করিহ অপমান ॥
 হনু বলে ইন্দ্রজিত ত্রিভুবন জিনে ।
 হেন জন পড়ে বীর লক্ষ্মণের বাণে ॥২০
 হেন জন বন্দি কৈল মুনির কোণ্ডর ।
 ত্রিভুবনে বীর নাহি শিশুর সৌসর ॥
 বলিতে বলিতে বাড়ে পবন নন্দন ।
 উভেতে প্রমাণ হৈলা শতেক বোজন ॥
 শ্রীরামের আগে সতে কৈল অঙ্গীকার ।
 বিষ্ণুপদা নগর করিল ছার থার ॥
 রামের চরণে সতে কৈল প্রদক্ষিণ ।
 যাত্রা করি লাড়ে সতে সংগ্রামে প্রবীণ ॥

(৪৫১)

(৪৫২)

তার পাছে লড়িলা সম্প্রতি শতবলী ।
 কেশরী প্রমাথি লড়ে বলে মহাবলী ॥
 বড় বড় বীর লড়ে পর্ততপ্রমাণ ।
 কুমুদ নল নীল অঙ্গদ হনুমান ॥
 চারি বীরে লড়িলা কটক নিঅ সাথে । ৫
 কোপ মনে চড়ি সতে নিজ নিজ রথে ॥
 নড়িলেন বীরভাগ নাহি রহে আর ।
 জাঙ্গাল বান্ধিআ সরযুতে হৈল পার ॥
 জম্বুবান স্নেনে রহিলা রাম পাসে ।
 মোর সঙ্গে জাবে সতে রণ অবশেষে ॥ ১০
 নান। রাজবাদ্য বাজে বিবিধ বাজন ।
 বিষ্ণুপদা নগর বেড়িল তপোবন ॥
 উপাড়িয়া নিল সতে পর্তত শিখর ।
 বীর ভাগ বেড়ে যথা সীতার কোণ্ডর ॥
 বেড়িল নগর উরাইল মুনিগণ । ১৫
 হাথে অস্ত্রে বারি হৈলা সীতার নন্দন ॥
 পর্তত গুহার মাঝে খোড়া লুকাইআ ।
 সম্ভাইলা ছুই ভাই রণে গণ্ডি নিঞা
 ছুই ভাই রণে দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 তস্ত্রে মস্ত্রে দড় বড় সীতার কুমার ॥ ২০
 দূরে হৈতে হনুমান শিশুকে নেহালে ।
 স্বর্গ হৈতে জেমন নাথিল আখণ্ডে ॥
 হনুমান বলে দোহে মুনির কোণ্ডর ।
 মুনি হঞা অস্ত্রধর কূলে অবস্কর ॥
 বেদ বিদ্যা তপ জপ হোম বেবহার । ২৫
 মুনি হঞা রণ কর এই ছুরাচার ॥
 বসিআ রাজার রাজ্যে তার সনে বাদ ।
 আজি তোমা দোহা নিঞা পাড়ব প্রমাদ ॥

কুশ বলে স্নন ভাই বানরের কথা ।
 ধর্মশাস্ত্র বানরা বুঝায় মোর এথা ॥
 ধার্মিক বানর তোর গিরি কেনে হাথে ।
 ফলমূল খাইতে আইলি মোর ভিতে ॥
 আমি সব ঘরে নাই শূন্য নগর । ৫
 পাকা ফল খ্যাতে আইল্য সকল বানর ॥
 গগন জুড়িআ তোর শরীর প্রমাণ ।
 পর্তত ধরিঞা কেন আলি মোর স্থান ॥
 কুপিলেন হনুমান শিশুর বচনে ।
 পর্তত বরিষে ছুই সীতার নন্দনে ॥ ১০
 হাথে গাছ শৈলে ধায় জত কপিগণ ।
 গাছ পাথর বুঠে ছায় ভাই ছুইজন ॥
 কোপে কুশবীর তবে জুড়িলেক বাণ ।
 বড় বড় বীর পড়ে তেজিআ পরাণ ॥
 ছুই ভাই বাণ বর্ষে পরম সত্ত্বর । ১৫
 বাণে বিদ্ধি বানরে কুরিল জর জর ॥
 বাণের মুখেতে অগ্নি উঠে গুলি গুলি ।
 পর্ততের গুহাতে লুকায় শতবলী ॥
 প্রাণ নিঞা পালাইল বানর সম্প্রতি ।
 সরযুর জলে লুকাইলেন প্রমাথি ॥ ২০
 পালায় বানর সব ছুই ভাইর বাণে ।
 কুপিল অঙ্গদ বীর সম্ভাইলা রণে ॥
 বালকের যুদ্ধ দেখি বানরে বড় রঙ্গ ।
 রহিলা অঙ্গদ মাত্রে রণে নাহি ভঙ্গ ॥
 রণে সম্ভাইল বীর অকাতর প্রাণ । ২৫
 নল নীল মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সঙ্গে ধান ॥
 পাঁচ জনে লব কুশে ধরিবারে চায় ।
 হাসি ছুই ভাই সংগ্রামে সম্ভায় ॥

(৪৫৩)

(৪৫৪)

দেখাদেখি অঙ্গদ প্রবেশে তপোবনে ।
 দেখিআ জলিল কোপে ভাই দুইজনে ॥
 মায়াময় অস্ত্র দৌহে করিল অঙ্করণ ।
 অন্ধকারে পথ নাহি দেখে কপিগণ ॥
 রণ দেখি দৌহার হরিষ মুনিগণ ।
 আশীর্বাদ কৈল সতে জিন মহারণ ॥
 মায়াময় অস্ত্র মায়ায় অতিসন্ধি ।
 সেই অস্ত্রে অঙ্গদ বীর হইলেন বন্দি ॥
 মায়া করি যুদ্ধ করে দুই সহোদর ।
 অঙ্গদের সহিতে বান্ধি কুমুদ বানর ॥
 দুইজন রণ করে হাথে ধলুক বাণ ।
 বড় বড় বীর বিক্রি করে খান খান ॥
 অঙ্গদেরে বান্ধিআ রাখিল তপোবনে ।
 তা দেখি পালাইল সকল কপিগণে ॥
 ভঙ্গ দেখি বানরের হনুমান কোপে জ্বলে
 নেউটাআ বানর প্রবেশে রণস্থলে ॥
 উপাড়িআ গাছ মারে পর্বত প্রমাণ ।
 দুই বাণে কাটি সব করে খান খান ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র নল নীল সেনাপতি ।
 হাথে গাছ পাথরে ধাইল লঘুগতি ॥
 দৌহার উপরে পেলে করি অন্ধকার ।
 বাণে কাটা লব কুশ করে ছার খার ॥
 মায়াময় বাণ দৌহে কৈল অবতার ।
 পালায় বানরগণ নাহি ফিরে আর ॥
 গয় গবয় গবাক্ষ গন্ধমাদন ।
 সরভ পনস কেশরী রম্য দুর্জন ॥
 ইন্দ্রজাল দধিপাল বলে মহাবলী ।
 একবারে উঠিল গগনে নামে ধূলি ॥

হাথে গাছ গিরি ধরি উঠিল গগন ।
 বন ছাড়ি পালায় সকল মুনিগণ ॥
 দেখিআ মুনির ভঙ্গ লব কুশ হাসে ।
 সভারে বান্ধিব আজি মায়াময় পাশে ॥
 এত বলি মায়া অস্ত্র কৈল অবতারে ।
 একে একে বন্দী করে সকল বানরে ॥
 সভা বন্দি করিআ রাখিল তপোবনে ।
 বিস্মিত বানর সব মনে মনে গুণে ॥
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বাণে হইল জর্জর ।
 স্নধা পানে দুই ভাই অজয় অমর ॥১০
 দুই জনে বন্দি পড়ে দেবতার গতি ।
 নল নীল বন্দি পড়ে মহাযুদ্ধপতি ॥
 বান্ধিল কুমুদ বীরে রম্য সে দুর্জনে ।
 হাথে গলে বান্ধি সতে রাখে তপোবনে ॥
 মায়া অস্ত্রে বন্দি সতে ঘুমে অচেতন ॥১৫
 কৃত্তিবাস গাইল উত্তর রামায়ণ ॥
 বড় বড় বীর বিক্রি কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 দেখি হনুমান কোপে রণেত প্রচণ্ড ॥
 হাথ টানে সাল গাছ উপাড়িআ আনে ।
 এড়িলেক গাছ বীর তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥২০
 সালগাছ দেখি কুশ সীতার নন্দন ।
 ধলুকে জুড়িল বাণ কোপযুত মন ॥
 সেই বাণে সাল গাছ কৈল দুই খান ।
 দেখি কোপানলে জ্বলে বীর হনুমান ॥
 দোহাতিয়া মারে বীর লোহার সাবল ॥২৫
 বুকেতে বাজিল কুশ হইল বিকল ॥

(৪৫৫)

(৪৫৬)

শ্বাস মাত্র আছে কুশ পড়ে ভূমিতলে ।
 দেবগণ হুঃখ ভাবে গগন মণ্ডলে ॥
 হেনকালে ইস্র কৈল্য সূধা বরিষণ ।
 শ্রম পাসরিল কুশ পাইল চেতন ॥
 চেতন পাইয়া কুশ প্রবেশিলা রণে ।
 কুড়ি বাণে বিক্ষিলেন বীর হনুমানে ॥
 বানর দেখিআ কুশ হাসে বড় রঙ্গী ।
 বাম হাথে ধনু ধরে ডানি হাথে সাস্তি ॥
 দুই হাথে অস্ত্র ধরে দেখি লাগে ডর ।
 বাণেতে বিক্ষিআ বীরে করিল জর্জর ॥১০
 বড় বড় বীরকে রাখিল বন্দিআনে ।
 তাহা দেখি চিস্তিত হইল হনুমানে ॥
 মহাবল লব কুশ সীতার কুমার ।
 হনুমানে বান্ধিতে করেন প্রতিকার ॥
 বান্ধীকি সিংহাইল বাণ ভাই দুইজনে ।
 হেন বাণ জোড়ে লব ধনুকের গুণে ॥
 মাহেশ্বর বাণ জোড়ে সীতার কোণ্ডর ।
 বুকেতে বাজিল বাণ পড়িল বানর ॥
 গগন হইতে বীর পড়ে ভূমিতলে ।
 প্রাণ মাত্র রহিল পূর্বের পুণ্যফলে ॥২০
 হাথে গলে ধরি তারে লব কুশ বান্ধে ।
 হনুমানে দেখিআ বানর সব কান্দে ॥
 লব হনুমানে বান্ধে কুশ দেখি হাসে ।
 শতবলি বানর পালায় উর্দ্ধ্বাসে ॥
 মাথা নোঙাইআ কহে রামের গোচর ।
 পড়িল শিশুর বাণে হনু বলধর ॥
 হনুমানে অঙ্গদে বান্ধিল হাথে গলে ।
 ধরে গেলা মান করি নন্দদার জলে ॥

সীতা ঠাঞি দুই ভাই কৈল ভোজন পান
 জননীর কোলে সূঞা সূত্রে নিদ্রা জান ॥
 এথা শতবলি বান্ধা কহেন রামেরে ।
 সুনিত্য হুঃখিত রাম সভার ভিতরে ॥
 হনুমান বন্দি সভা খণ্ডের তরাদ ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥

চিস্তি রণে রামচন্দ্র হৃদয়ে বিষাদ ।
 কোনজনে পাড়িলেক এতেক প্রমাদ ॥
 হনুর চাপড়ে কাঁপে রাজা লঙ্কেশ্বর ।
 অন্তরীক্ষ হৈতে আনে পর্বত শিখর ॥১০
 জার মল্লযুদ্ধে কেহো নাহি ধরে টানে ।
 হেন বীরে বন্দি করি রাখে কোনজনে ॥
 অঙ্গদ কুমার বড় দুর্জয় শরীর ।
 কভু রণে ভঙ্গ নাহি দিল মহাবীর ॥
 বালক হইআ হেন সর্ব বীরে বান্ধে ।
 বলিতে বলিতে মোহ পায় রামচন্দ্রে ॥
 বান্ধা সুনী সূগ্রীব হইলা হুঃখমতি ।
 রামের গোচরে বলে বানরের পতি ॥
 সূগ্রীব বলেন মিতা না ভাবিহ হুঃখ ।
 দুই শিশু আত্মা দিব তোমার সমুখ ॥২০
 কত বল ধরে তারা কোন রণ জানে ।
 কেমনে সমুখ হবে আমা সনে রণে ॥
 চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু শমন পবন ।
 মোর আগে আসিআ জুঝিব কোন জন ॥
 রাম বলেন মিতা তুমি হবে সাবধান ।
 অঙ্গদে লঙ্কণে বান্ধে বীর হনুমান ॥

(৪৫৭)

(৪৫৮)

স্ত্রী বলেন মিতা বস্তা থাক ঘরে ।
 মূনির বালকে মোর কি করিতে পারে ॥
 রামের চরণ বন্দি রাজার গমন ।
 সিংহনাদ করি সঙ্গে ধায় কপিগণ ॥
 সূর্য্যের নন্দন রাজা সূর্য্যের সমান ।
 জার দরসনে হএ বিপক্ষ ভঙ্গ্যান ॥
 বানর কটক ধায় মারে মালসাট ।
 উত্তরড়ে ধায় সতে বলে মার কাট ॥
 আগে রাজা পশ্চাতে কটক লাথে লাথে ।
 ধনুর্ধ্বাং হাথে লব কুশ সতে দেখে ॥১০
 দেখিআ স্ত্রী ব রাজা শিশু ছই গুটা ।
 দূরে ছিল সৈন্ত হৈল নিকটানিকট ॥
 শঙ্কা নাহি ছই ভাই সৈন্ত দেখি হাসে ।
 অগ্নি হেন বাণ দৌহে কটকে বরিষে ॥
 স্ত্রী ব বলেন সুন মূনির নন্দন ।
 পরিচয় দেহ মোরে ভাই ছইজন ॥
 মূনি হঞা অস্ত্র ধর এ নহে ব্যাভার ।
 রণ কর সৈন্ত মার বড় ছুরাচার ॥
 স্ত্রী ব আমার নাম জন্ম রাজকুলে ।
 তোমাঞ্চে মারিলে অপঘণ মহীতলে ॥২০
 বসিআ রাজার রাজ্যে রাজা সনে বাদ ।
 কতদিন ভালে জীব পড়িল প্রমাদ ॥
 এক ঘায়ে মরিবে কি করে ধনুর্ধ্বাং ।
 এক মুঠাকির ঘায়ে তেজিবে পরাণ ॥
 স্ত্রী বের কথা সুন ছই ভাই হাসে ।
 হারাবি বানরা প্রাণ আপনার দোষে ॥
 স্ত্রী ব বলেন যদি আস্ত্রে দেবগণ ।
 তথাপি মারিব তোরে রাখে কোন জন ॥

স্ত্রী বের বোলে লব কুশ কোপে জ্বলে ।
 বানর কটক বিকি পাড়ে ভূমিতলে ॥
 কালান্তক যম যেন লব কুশের বাণ ।
 কত কত মহাবীর তেজিল পরাণ ॥
 ভূমিতে লোটায় কত কত মহারথী ।
 দৌহাকে দেখিআ কাঁপে বানরের পতি ॥
 ছুঁকর দিআ ছই ভাই এড়ে বাণ ।
 বিকিআ স্ত্রী ব রাজা করে খান খান ॥
 বাণে মোহ গেলেন বানর অধিপতি ।
 পুণ্য ফলে স্ত্রী ব পাইল অব্যাহতি ॥১০
 সম্বিত পাইআ রাজা হৈলা সাবধান ।
 পারিজাত গিরি আনে দিআ এক টান ॥
 উপাড়ে পর্ব্বত খান এ চারি যোজন ।
 কোপেতে পর্ব্বত ফেলে সূর্য্যের নন্দন ॥
 বাণেতে পর্ব্বত কাটে সীতার কোণ্ডর ।
 দেখিআ স্ত্রী ব রাজা হইল ফাঁকর ॥
 ছুঁজনার বাণে রাজা ফুটিলা অপার ।
 মাথা রাঞা রক্ত তার পড়ে পঞ্চধার ॥
 ফুটিআ স্ত্রী ব রাজা তিতল রকতে ।
 রাঙ্গাজল পড়ে যেন সোনার পর্ব্বতে ॥২০
 খণ্ড খণ্ড স্ত্রী ব হইল অচেতন ।
 কালান্তক বাণ জোড়ে সীতার নন্দন ॥
 বাগ্মীকি শিখালা অস্ত্র ছল্লভ সংসারে ।
 হেন বাণ জুড়িল স্ত্রী ব মারিবারে ॥
 সাপ মৃষ্টি বাণ গোটা অগ্নি হেন জ্বলে ॥২৫
 সেই বাণে স্ত্রী বের বান্দে হাতে গলে ॥
 ভূমিতে লোটায় রাজা আউদর চুলি ।
 বার্তা দিতে চলিল বানর শতবলী ॥

(৪৫২)

(৪৬০)

লব কুশ স্ত্রীবে বান্ধিয়া হাতে গলে ।
মান কৈল হুই ভাই নন্দাদার জলে ॥
রণ জিনি দুটি ভাই নিজস্থানে চলে ।
সীতা ঠাগ্রি থাইলেন মধুর ফলমূলে ॥
পড়িল স্ত্রীবে রাজা স্নানিতে তরাস ।
উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাস ॥

শতবলী পালাইয়া জায় শত্রুগতি ।
পাছু পানে নাহি চাহে ভয়ানক মতি ॥
ধূলাতে ধূসর তনু আউদড় চুলি ।
রামের আগে বার্তা কহে করি পুটাজলি ॥
পড়িল স্ত্রীবে রাজা স্নানহ বারতা ।
তার হুই পুত্র পড়ে নামে সেতা জেতা ॥
স্নান প্রভু শিশু মনে না করিহ রণ ।
আত্মা রাখ রাজ্য রাখ রাখ সর্বজন ॥
বার্তা স্নানি রামচন্দ্র মনে মনে গুণে ॥১০
এতেক দুরন্ত কন্ম করে কোন জনে ॥
দেখিয়া রামের চিন্তা বলে বিভীষণ ।
স্নানহ আমার বোল কমললোচন ॥
মায়া রণ করে শিশু কেহো নাহি বুঝে ।
কোন দৈত্য আসিয়া মানুষ রূপে জুঝে ॥
দেবতা দানব কিবা হয় নিশাচর ।
জগতের মায়া প্রভু আমার গোচর ॥
জগতের মায়া প্রভু আমি জাই রণে ।
বন্দি করি আনিব বালক হুইজনে ॥
শ্রীরাম বলেন মিতা হবে সাবধান ॥২৫
স্ত্রীবে অঙ্গদ বান্ধে বীর হনুমান ॥

বালক বলিয়া তারে হেলা না করিহ ।
সাবধানে যুদ্ধ করি শিশুরে ধরিহ ॥
বিভীষণ বলে আমি নানা মায়া জানি ।
মোর আগে মায়া করে কাহার পরাণি ॥
শ্রীরামে বান্ধিয়া বিভীষণের পয়াণ ॥
লড়িল রাক্ষস সব হাথে ধনুর্ধ্বাণ ॥
রাক্ষসে বেষ্টিত চলে রাক্ষস ঈশ্বর ।
তপোবনে বসি দেখে সীতার কোণ্ডর ॥
বিভীষণে দেখে দৌহে রাক্ষসে বেষ্টিত ।
তাহা দেখি দুটি ভাই হইলা বিস্মিত ॥১০
পূর্বে স্নানোছিহু মোরা রাক্ষসের ডর ।
রাক্ষসে ধরিয়া থায় জত পায় নর ॥
রাক্ষসে দেখিয়া দৌহে কাঁপিল অন্তরে ।
মুখে ধূলা উড়ে কার বাক্য নাহি সরে ॥
কুশ বলে স্নান দাদা আমার বচন ॥২৫
আপদে বিবাদ নাহি করে বৃধজন ॥
বিবাদ ছাড়িয়া উঠ ধরি গণ্ডিবাণ ।
সারিআ কটক আশ্র পুরিআ সন্ধান ॥
কুপিলেন, হুই ভাই অগ্নি অবতার ।
বজ্রাঘাত হেন দিল ধনুকে টঙ্কার ॥২০
অগ্নিবাণ হুই ভাই করে অবতার ।
পোড়াইয়া রাক্ষসে করেন ছারখার ॥
হুই ভাই দেখি বিভীষণ জলে কোপে ।
হুজনারে বেড়ে গিয়া শার্দূল যেন কাঁপে ॥
চারিদিকে আগুনিআ বিক্ষিপিল বিস্তর ॥২৫
মালাবাণ বুড়া জুঝে বিক্রমে সাগর ॥
লব মালাবানে বিক্রে চোথ চোথ বাণে ॥
কুশে বিভীষণে যুদ্ধ বাজে মধ্যখানে ॥

(৪৬১)

(৪৬২)

সুমালী রাক্ষস জুঝে ছইবীর সনে ।
 চন্দ্র বাণে ছইবীর দৌহাকারে হানে ॥
 ছইটা রাক্ষস পড়ে শরীর আকার ।
 তাহা দেখি মাল্যবান রুমিল আপার ॥
 মহাতেজা রাক্ষসা সে বড় ধমুর্দ্ধর ।
 জার তেজে মুচ্ছিত পড়িল পুরন্দর ॥
 বালকে দেখিআ মাল্যবান ধাত্ত রঙ্গে ।
 লাকদিআ বুলে বুড়া তরঙ্গে তরঙ্গে ॥
 পঞ্চবাণ জুড়ে বুড়া কুশের উপরে ।
 সেই বাণে বিন্ধিআ পড়িল ধমুর্দ্ধরে ॥১০
 ছই ভাই বিন্ধি বুড়া কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 রক্তে রাঙ্গা হৈল ছই কুমারের মুণ্ড ॥
 চেতন পাইল লব রণেত প্রচণ্ড ।
 মহেশ্বর বাণে কাটে মাল্যবানের মুণ্ড ।
 মাল্যবান পড়ে বল বাড়িল বিস্তর । ১৫
 জুড়িল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র ছই সহোদর ॥
 পড়িল সকল সেনা দেখি বিভীষণ ।
 দৌহার উপরে করে বাণ বরিসন ॥
 নানা মায়া জানে বীর মায়ায় সাগর ।
 সকল মায়া চুর কৈল সীতার কোণ্ডর ॥২০
 বিভীষণ দেখি ছই সহোদর জলে ।
 নানা অস্ত্র বরিসন করে কোপানলে ॥
 অগ্নিবাণ এড়ে বীর অগ্নি অবতার ।
 বরুণ বাণে কুশবীর করিল সংহার ॥
 জত জত অস্ত্র এড়ে লঙ্কার ঈশ্বর । ২৫
 সকল কাটিআ পাড়ে সীতার কোণ্ডর ॥
 কুশ বলে সুন দাদা আমীর উত্তর ।
 বড়তেজ রাক্ষসের মহাধমুর্দ্ধর ॥

জত রণ করিল কিছুতে নাই জিনি ।
 মায়ায় অস্ত্রে ধরি বন্দি করি আনি ॥
 হেন অস্ত্র সিংখাল্য বাল্মিকি মহামুনি ।
 সেই অস্ত্র জোড়ে কুশ পরম সন্ধানী ॥
 তাহা দেখি আকাশে উঠিলা বিভীষণ । ৫
 উদ্ধমুখে নেহালেন তাই ছই জন ॥
 হইল বৈষ্ণব অস্ত্র পরম সঞ্চার ।
 আকাশ হৈতে বিভীষণ পড়ে চুরমার ॥
 বিধাতার বরে তার হৈল পরিভ্রাণ ।
 তে কারণে বিভীষণের রহিল পরাণ ॥১০
 বৈষ্ণব অস্ত্রে বিভীষণে বান্ধি হাতে গলে ।
 ভূমিতে লোটায় বীর আউদড় চূলে ॥
 বিভীষণ মৈল বলি সর্ব্বসৈন্ত বলে ।
 দড়ি দিআ কুশবীর বান্ধে হাতে গলে ॥
 আছিল বানর সব রাক্ষস মিসালে । ১৫
 কাপড় বন্ধনে তারে বান্ধে হাতে গলে ॥
 উদ্ধামুখা পালাইল লইআ জীবন ।
 রামে বার্তা দিতে জায় পড়িলা বিভীষণ ॥
 রাজা রাজপাত্র বন্দি হৈলা তপোবনে ।
 হনুমান বিভীষণ স্তম্ভীব লক্ষ্মণে ॥২০
 অগ্নদ কুমুদ আদি জত কপিগণ ।
 বান্ধিল সভারে ধরি সীতার নন্দন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন সভে সুন বিভীষণ ।
 মোরা সভে বন্দি হৈল দৈবের কারণ ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব গণি । ২৫
 শ্রীরামের তেজ ধরে শিশু ছই থানি ॥
 শ্রীরামের হেন দেখি হুজনার ঠাম ।
 ত্রিভুবন জিনিআ হাতের গণ্ডিবাণ ॥

(৪৬৩)

(৪৬৪)

বাচিব সভাই মোরা নহিব সংশয় ।
 অহুমানে বুঝি দুই সীতার তনয় ॥
 কানে কানে কহেন লক্ষ্মণ না করে প্রচার ।
 সভাকার সঙ্গে এই যুক্তি কৈল সার ॥
 বিভীষণ বলেন লক্ষ্মণ তুমি সর্বজ্ঞান ।
 স্ননিঞা তোমার কথা বুকে পড়ে টান ॥
 হারিলাও রণ করি কি করিব বুধি ।
 সভার উদ্ধার হেতু রাম গুণনিধি ॥
 দেখিতে ছাওআল দৌহে রাজার কোণ্ডর ।
 মহাবল ধরে দুর্জয় ধনুর্ধর ॥ ১০
 সর্বভাবে দেখিল রামের হেন ঠাম ।
 হইবে রামের পুত্র ইহো নাহি আন ॥
 লক্ষ্মণ বলেন সভে স্ননহ জুঁকতি ।
 জখন বর্জিলা সীতা ছিলা গর্ভবতী ॥
 গর্ভবতী সীতা রাখি গেহু তপোবনে ।
 শ্রীরামের পুত্র এই হেন বুঝি মনে ॥
 প্রচার না কর কেহ সাঁপে পাছে সতী ।
 সীতা শাপ দিলে সভে জাবে অধোগতি ॥
 এতেক চিন্তিআ সভে মন্থণা কৈল সার ।
 ভয় না করিহ হব সভার উদ্ধার ॥ ২০
 বহু দুঃখ পাল্য রাম সীতার হরণে ।
 সীতা ছাড়ি শ্রীরামের অন্ত নাহি মনে ॥
 রাম রাম বলি লক্ষ্মণ ছাড়এ নিশ্বাস ।
 উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাস ॥

স্নান করি দুই ভাই গেলা মায়ের স্থান ।
 পরম সুখেতে দৌহে কৈল ভোজন পান ॥

সুতে দিআ সীতা করিল ভোজন ।
 জননীর কোলে দৌহে করিল শয়ন ॥
 দুই ভাই নিদ্রা গেল জননীর কোলে ।
 নিদ্রা তেজি উঠিলা অতি উষা কালে ॥
 জটাবাকল পরিধান হাথে গণ্ডিবাণ ।
 ত্রিভুবনে বীর নাহি দৌহার সমান ॥
 পালাইআ উদ্ধামুখ রামে নোঙায় মাথা ।
 সাবধানে স্নন প্রভু সংগ্রামের কথা ॥
 পড়িল কটক সনে রাজা বিভীষণ ।
 নররূপে নাহি জানি জুঝে কোন জন ॥ ১০
 বন্দি হৈলা সভে রামে করিল গোচর ।
 বার্তা স্ননি রামচন্দ্র কান্দিলা বিস্তর ॥
 মুনির কোণ্ডর দৌহে জানে অস্ত্রশিশা ।
 জারে জারে বাণ মারে কার নাহি রক্ষা ॥
 বিভীষণ স্নগ্রীব অঙ্গদ হহুমান ।
 নল নীল দধিপাল বানর প্রধান ॥
 বড় বড় বীর বন্দি বিক্রমে বিশাল ।
 জার তেজে জিনিলাও অষ্টলোক পাল ॥
 গয় জে গর্বাঙ্গ সরভ গন্ধমাদন ।
 পনস কেশরী বন্দি রন্ত সে দুর্জন ॥ ২০
 বিনোদ প্রমাথি পদ্ম আর শতবলী ।
 দধিমুখ লোটাইছে আউদড় চুলি ॥
 সভাকারে বন্দি করি থুলা তপোবনে ।
 আর কেবা আছে স্থির হব তার রণে ॥
 বার্তা স্ননি রামচন্দ্র চিন্তারুত মনে ।
 কি হবে উপায় আর কেবা জাবে রণে ॥
 সাগর বান্ধিআ লঙ্কা জিনে জে বানরে ।
 হেন বীর বন্দি করে মুনির কোণ্ডরে ॥

(৪৬৫)

(৪৬৬)

হা করিল অষ্টপাত্রে কমললোচনে ।
 আগুসারি মাথা নোঙায় ভরত শক্রঘনে ॥
 সর্কসেনা বন্দি পড়ে ভাল নহে কাজ ।
 সংসার জুড়ি আ হৈল অপবশ লাজ ॥
 ভরত শক্রঘন লড়ে সব পাত্ৰগণ ।
 আগুলিআ মুনিরে করিহ সম্ভাষণ ॥
 মুনি সব সম্ভাশ্রা মুনির ধরি বেশ ।
 বিষ্ণুপদা নগরে করিহ প্রবেশ ॥
 সর্ক কাণ্ড জানিবে মুনির সম্ভাষণে ।
 মুনিগণ তাহার সন্ধান ভাল জানে ॥১০
 রামের মেলানি করি লড়িল ভরতে ।
 হাথে গণ্ডিবাণ নিঞা চড়ে নিজ রথে ॥
 শক্রঘন লড়িআ লইআ পাত্ৰগণ ।
 নানা রাজবাদ্য বাজে সম্পূর্ণ সাজন ॥
 মুনিসব বলে বুঝি সাজিলা শ্রীরাম ।
 কোন জন সহিবেক তাঁহার সংগ্রাম ॥
 বিস্মিত সকল মুনি গণিল প্রমাদ ।
 ছাড়িলাও বিষ্ণুপদার বসতের সাধ ॥
 শক্রঘন রহিল গিআ তপোবনের পাসে ।
 ভরত করিল বিষ্ণুপদাতে প্রবেশে ॥২০
 ভরতে দেখিআ উঠে সব মুনিগণ ।
 নামিঞা ভরত বন্দে সভার চরণ ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি গৃহ ব্যবহার ।
 একে একে মুনিগণে কৈল নমস্কার ॥
 আশীর্বাদ কৈল সতে ধরম হরিসে ।
 জোড় হাথে নিল মুনিগণের আশীষে ॥
 ভরত মুনিকে বলে আশ্রনেতে বসি ।
 ভরতেরে বেড়িআ বসিলা সব ঋষি ॥

মুনি বলে ভরতেরে কেন আগমন ।
 ভরত বলেন মোর আছে প্রয়োজন ॥
 সর্ককাল লই তোমাদের আশীর্বাদ ।
 মুনি হঞা কেনে কর এতেক প্রমাদ ॥
 সর্ককাল সতে মেজি বৈস মোর দেশে ॥
 হেন সব কর্ম কর যুক্তি নাহি আইসে ॥
 আমার শাসনে বসি মন্দ কর কাজ ।
 মুনি হঞা কেন লঙ্ঘ রাম মহারাজ ॥
 অমুজ লঙ্ঘণ মোর রামের সমান ।
 বন্দি করি তাহারে করহ অপমান ॥১০
 কেমন মুনির স্তত কিবা অস্থধারী ।
 ব্রাহ্মণ মারিতে নারি তেজি সধরি ॥
 ছাড়িহ লঙ্ঘণ ঘোড়া জত সৈন্যবল ।
 তপোবনে হিত চিন্তি আপন কুশল ॥
 এতেক বলিল দশরথের নন্দন ।
 ভরত সম্বোধি মুনি বলেন সাজন ॥
 প্রতাপে শাসিলে তুমি সব রাজ্য খণ্ড ।
 তপোবলে দুই শিশু ধরে ছত্র দণ্ড ॥
 ধরয়ে রাজার শ্রী কুমার দুইজন ।
 তাহার প্রসাদে তপ করে তপোধন ॥২০
 স্রব্যবংশে জন্ম সেই দুইটা কোঙর ।
 রাজ্য হারাইআ আলা অরণ্য ভিতর ॥
 ধান্মিক বট তুমি মুনির ধর বেশ ।
 গাছের বাকল পর জটাভার কেশ ॥
 সর্কলোকে জিন তুমি আপনার গুণে ।
 তোমা হেন পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে ॥
 ধন্য ধন্য ভরতে প্রশংসে জত মুনি ।
 সর্কমুনি গণে দিল আশীর্বাদ বাণী ॥

(৪৬৭)

(৪৬৮)

ভরত বলেন মোর সার্থক জীবন ।
তোমা সভার চাই মোর প্রশংসার বচন ॥
মুনির প্রশংসে বীর স্মৃতিসিদ্ধ ভাসে ।
উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

বিনয়ে তুঘিল ভরন্তরে মুনিবর ।৫
হেনকালে আন্য তথা সীতার কোণ্ডর ॥
বীর ধড়া পরিধান গায়ে রাক্ষা ধূলা ।
সূর্য হেন তেজ রূপে চন্দ্রমার কলা ॥
হেন বেশে ছজনে বসিলা মুনি মাঝে ।
দেবতার মধ্যে যেমন ইন্দ্রদেব সাজে ॥১০
বসিলা মুনির মাঝে মাথাতে ত্রিজট ।
দেআন ভাস্কিআ গেলা ভরত নিকট ॥
এই হুই কুমার হুর্জয় ধনুর্ধর ।
লক্ষণ বন্দি কৈল আর সকল বানর ॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আর রাজা বিভীষণ ।১৫
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর পবননন্দন ॥
ইহাদের ঠাই কার নাহি অহঙ্কার ।
আপনা সম্ভাল কিছু না বলিহ আর ॥
এত স্ননি ভরত জলিল কোপানলে ।
করিঞা পাকল আখি বালকে নেহালে ॥২০
তপ্তাবনে বৈসহ মুনির ধর বেশ ।
কোন কুলে জন্ম বটে বৈস কোন দেশ ॥
রাজশ্রী ধর দৌহে বিষ্ণু অবতার ।
পড়িলে আমার হাতে রক্ষা নাহি আর ॥
হুই শিশু বলে মোর মাতা পিতা নাহি ।২৫
অহঙ্কার বোল বল বৃদ্ধ দেখি সহি ॥

বৃদ্ধ হঞা তোমার এতেক অহঙ্কার ।
পড়িলে আমার হাতে না দেখি নিস্তার ॥
অস্ত্র সে বাটুল হাতে ধর গুণ তাই ।
মোর হাতে পড়িলে তোমার রক্ষা নাই ॥
এত যদি বলে দৌহে তর্জজন বচন ।৫
কন্দলি স্ননিঞা আন্য বীর শত্রঘন ॥
মুনি সব বলে স্নন রঘুবংশ রাজ ।
এখানে কন্দলি কর ভাল নহে কাজ ॥
নিজ সৈন্তে চলিলা ভরত শত্রঘন ।
লব কুশ দৌহে গেলা সেই তপোবন ॥১০
তার পাছু সংগ্রাম দেখিতে লড়ে মুনি ।
কটকের মহারোল অস্ত্র বন বানি ॥
এক চাপে উঠিল সকল রাজাগণ ।
দৌহার উপরে করে বাণ বরিসন ॥
মায়ানই বাণ দৌহে কৈল অবতার ।১৫
রাজাগণ ভঙ্গ দিল সত্ত্বম আপার ॥
মহারাজা জত আন্য যুদ্ধ করিবারে ।
ভঙ্গ দিল সতে কেহো রহিতে না পারে ॥
খুড়া ভাইপোয় হুএ ঘোরতর রণ ।
বজ্র বাঁটুল পেলে ভরত রাজন ॥২০
কোপ করি বাঁটুল ভরত রাজা পেলে ।
সম্মুখে বান্ধিল গিআ দৌহার কপালে ॥
তাহাতে পাইল মোহ হুই সহোদর ।
ভূমিতে লোটায় দৌহে ধূলাতে ধুসর ।
হাহাকার করিঞা বেড়িল মুনিগণ ।২৫
অনেকক্ষণে হুই ভাই পাইল চেতন ॥
ঘাও সধরিঞা দৌহে এড়ে নানা বাণ ।
ফুটিয়া ভরত রাজা হৈল খান খান ॥

(৪৬৯)

(৪৭০)

নানা মতে জানেন গন্ধর্ব্ব অস্ত্র সন্ধি ।
 সেই অস্ত্রে ভরত নৃপতি হৈলা বন্দি ॥
 তাহা দেখি শক্রঘন এড়ে নানা বাণ ।
 সেই বাণে ছই ভাই হৈল আগমান ॥
 শক্রঘন বাণ বরিসয়ে হাত টানে ।
 বাণে ফুটি ছুটি ভাই মোহ গেল রণে ॥
 সকল মুনি মেলিআ করেন হাহাকার ।
 যুগক্ষয় হৈল কিবা প্রলয় সংসার ॥
 মুনিগণ মেলি দিল আশীষ বচন ।
 সন্ধিত পাইআ দৌহে উঠে ততখন ॥১৮
 সন্ধিআ সেই যাও এড়ে নানা বাণ ।
 শক্রঘন ফুটা হইলা জে খান খান ॥
 নানা মায়া জানে ছই সীতার কোণর ।
 শক্রঘনে বন্দি কৈল সংগ্রাম ভিতর ॥
 ভরতশক্রঘন ছই ভ্রাই হৈলা বন্দি ॥১৫
 মহাবল শক্রঘন আপনাকে নিন্দি ॥
 মহাবলবান্ ছই সীতার নন্দন ।
 কাড়িয়া হাথের গণ্ডি নিলা ততক্ষণ ॥
 নারায়ণ মূর্ত্তি ধোঁহে বড় বলবান্ ।
 গণ্ডিবাণ কাড়ি নিল করি অপমান ॥২
 ভরতের কাড়িয়া লইল গুণ তাই ।
 তপোবনে বন্দি করি থুইল ছই ভাই ॥
 মুনিকে মেলানি করি ধোঁহার পআন ।
 স্নান সন্ধ্যা করিয়া করিলা অন্নপান ॥
 ছই ভাই নিদ্রা গেল জননীর কোলে ॥২৫
 হেন কালে সকল মুনি এক ঠাঞি মেলে ।
 নিদ্রাভাঙ্গি ছুটা ভাই মুখে দিলা পানী ।
 দেখিতে সীতার পুত্রে আলা বৃদ্ধমুনি ।

সকল মুনি করে ছই ভাইর বাখান ॥
 চিরকাল জিয় বলি করেন কল্যাণ ।
 নানা ফল মূল দিল উত্তম স্নানাদ ।
 মুনির প্রসাদে সব খণ্ডে অবসাদ ॥
 আশীর্বাদ করি মুনি সব গেলেন ঘর ॥৫
 কৃত্তিবাস গান ইহা দেবতার বর ॥
 ভরত শক্রঘন বন্দি হৈলা দৈবগতি ।
 রথ নিয়া পলাইল স্তম্ভ সারথি ॥
 তপোবনে বন্দি হৈলা ভরত শক্রঘন ।
 আর কেবা সহিবেক লবকুশের রণ ॥১০
 স্তম্ভ কহেন বার্তা রামের গোচর ।
 সুনি রঘুনাথ বড় হইল ফাঁপর ॥
 তপোবনে ধোঁহে বন্দি সৈন্তগণ সনে ।
 বার্তা সুনি রামচন্দ্র চিন্তাযুক্ত মনে ॥
 রাম বলেন সুনহ সুষেণ জাম্ববান ॥১৫
 অষ্টপাত্রে হাঁকারিয়া আন মোর স্থান ॥
 বড় বড় রাজা যত বৈসে পৃথিবীতে ।
 শ্রীরামের হাঁকারে সকল রাজা আইসে ॥
 সারি দিয়া শ্রীরামেরে নোঙাইয়া মাথা ।
 কেমনে পালাঞা আলা রাম কহে কথা ॥২০
 হুর্জয় প্রতাপ ছই মুনির কুমার ।
 তার হাতে কোনজন্মে না পাবে নিস্তার ।
 রণস্থলে আসি দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 দশদিগ চাপি কৈল বাণ অবতার ॥
 আগে ভরত বন্দি হৈলা পাছে শক্রঘন ॥২৫
 ছইজনে বন্দি করি রাখে তপোবন ॥

(৪৭১)

(৪৭২)

ভাগ্যে পালাইয়া মোরা বাঁচিল পরাণে ।
 আমা সবা রাখিল সকল মুনিগণে ॥
 রাম বলে জাম্বুবান মস্ত্র কর সার ।
 কোন বুদ্ধে ঘোড়া আনি কটক উদ্ধার ॥
 রামের বচনে মন্ত্রী হাত্ কৈল জোড়া ।
 পাইবে সবারে রাম আর যজ্ঞঘোড়া ॥
 দাণ্ডাঞা স্মরণে বেজ জোড় কৈল হাত ।
 বড়ই সংশয় কথা শুন রঘুনাত ॥
 আপনা আপনি নাহি করি অপচয় ।
 পাইব সকল সৈন্য নহিবে সংশয় ॥১০
 সারথি বলিআ পড়ে রামের হাঁকার ।
 সত্বরে আনিআ রথ দিল রথকার ॥
 রাম বলে বশিষ্ঠ না ছাড় যজ্ঞস্থান ।
 প্রতিদিন যজ্ঞকর যে আছে বিধান ॥
 যাত্রা কৈল রামচন্দ্র বন্দি যজ্ঞশাল ॥১৫
 যজ্ঞশালে রহিলেন অষ্ট লোকপাল ॥
 অষ্টপাত্র রথে চড়ে রামে আগুমান ।
 তারপর চড়িল স্মরণে জাম্বুবান ॥
 মহাপাত্র রথে লড়ে বিক্রমে বিশাল ।
 নানা রাজবাদ্য বাজে ফুকের কাহাল ॥২০
 নানা অস্ত্র ধরি সাজে রণের সাজাড় ।
 পৃথিবী পর্কত সিঁকু করে তোল পাড় ॥
 সৈন্যসনে শ্রীরাম সরযু হৈলা পার ।
 হাতে দুর্কা ধানে সব ধ্বষি আগুসার ॥
 ভক্তিভাবে শ্রীরাম মুনির পদবন্দে ॥২৫
 আশীর্বাদ কৈল মুনি পরম আনন্দে ॥
 রাম বলে মুনির সেবা কৈলে রাজ্যলাভ ।
 মুনি কৃপা কেন আমা সমে বৈরিভাব ॥

ঘর জাহ মুনি সব পরম হরিসে ।
 সৈন্য ঘোড়া ছাড়ি দেহ যদি মনে আইসে
 জন্মাবধি করিলাও মুনির পালন ।
 কেনে বা বিরূপ কৈলে না জানি কারণ ॥
 মুনির কিঙ্কর লক্ষ্মণ শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
 হেন জনে বন্দি কর নহেত উচিত ॥
 চৌদ্দবৎসর লক্ষ্মণ রহিল উপবাসে ।
 পবিত্রতা সত্যবাদী করে নাহি হিংসে ॥
 তোমাদের নারী পুত্র খাইল লবণ ।
 তে কারণে বধে তারে বীর শত্রুঘন ॥১০
 সূগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ হনুমান ।
 নল নীল আর যত বানর প্রধান ॥
 জে সব বানরের তেজে কৈলুঁ সেতুবন্ধ ।
 ত্রিভুবনে ছুর্জয় রাবণ দশবন্ধ ॥
 তোমাদের যজ্ঞনাশে রাবণসের গণ ॥১৫
 মায়া মারীচ মারিলাম খর দুষণ ॥
 মোর বংশে অশ্বমেধ করি সর্ককাল ।
 যজ্ঞদানে তুষ্ট করি অষ্ট লোকপাল ॥
 কৃষ্ণসার ঘোড়া আনি কৈল উচ্ছর্গন ।
 অশ্ব রক্ষে নিজোজিলা অতুজ লক্ষ্মণ ॥২০
 ঘোড়াসনে ভাই মোর তপোবনে বন্দি ।
 অশ্বেমা করিয়া রাম আপনাকে নিন্দি ॥
 এত যদি শ্রীরাম মুনিকে কহে কথা ।
 লজ্জা পাঞা মুনিগণ হেট করে মাথা ॥
 অবোধ বালক এই নাহি বুঝে কাজ ॥২৫
 চিন্তাতে বিকল হৈলা মুনির সমাজ ॥
 সকল মুনি ঘরে জান ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কুণ্ডিবাস ॥

(৪৭৩)

(৪৭৪)

নিদ্রা তেজি ছুই ভাই মুখে দিল পানি ।
 হৈন কালে গেল তথা সব বৃদ্ধ মুনি ॥
 চারি দিগে বসিলা সকল মুনিগণ ।
 তাহাদের মধ্যে বৈসে ভাই ছুই জন ॥
 যুক্তি হেতু বৈসে ছুই কুমারের পাশে ।
 ছুইনারে বুঝান মুনি অশেষ বিশেষে ॥
 শ্রীরামের রাজ্যে বসি রাম মোর রাজা ।
 নানা মতে রাম করে সভাকার পূজা ॥
 সূর্য্য সম তেজে রাম মহা ধনুর্ধর ।
 জার তেজে বন্দি হৈল অলঙ্ঘ্য সাগর ॥১০
 বালিরাজা মালা রাম না করিল রণ ।
 রাক্ষস চউদ্দ সহস্র খর দূষণ ॥
 মায়ায় মারীচ মালা দেবতার বরে ।
 ত্রিভুবন দুর্জয় মারিল লঙ্কেশ্বরে ॥
 কুম্ভকর্ণ মকরাঙ্ক শ্রীলাম সংহারি ।
 লঙ্কণ মারিল ইন্দ্রজিত দেব-অরি ॥
 মৈল দশরথ দিল রামে দরসন ।
 রামের প্রসাদে জিল মরা কপিগণ ॥
 পালিতে বাপের সত্য রাজ্যভোগ ত্যজে ।
 চৌদবৎসর বনবাস মুনি সব পূজে ॥২০
 দেশে আসি শ্রীরাম মুনির করে পূজা ।
 পদতলে খাটে রামের উনকুটা রাজা ॥
 বিষ্ণু অবতার রাম লোকে হিতকারী ।
 তেজিল লোকের বোলে সীতা হেন নারী ॥
 সীতা হেন স্ত্রীকে দিলেন বনবাস ।
 হেন রাম লজ্জিলে মুনির সর্কনাশ ॥
 বিনয় বলেন মুনি হাত কুরি জোড়া ।
 সর্কনৈশ ছাড় রামের আর যজ্ঞ বোড়া ॥

রামের তেজে বিভীষণ পালা মন্দোদরী ।
 রাজপাট পাইল কনক লঙ্কাপুরী ॥
 মুনির গোরব রাখ তেজহ সংগ্রাম ।
 বজ্র বোড়া সৈন্য দিয়া তোবহ শ্রীরাম ॥
 আমাদের না করিহ বচন লঙ্ঘন ।
 নহে বা মেলানি দেহ ছাড়ি তপোবন ॥
 সত্যবাদী রামচন্দ্র মুনির ছল্লভ ।
 গুণবান্ ধর্ম্মশীল সংসারে বল্লভ ॥
 বসিয়া রামের রাজ্যে রাম সনে বাদ ।
 ছাড়িলাঙ বিষ্ণুপদার বসন্তের সাধ ॥১০
 আপন মহত্ত্ব লোক রাখএ আপনি ।
 স্নেহে থাক দৌহে মোরা মাগিব মেলানি ॥
 এত সব মুনিগণ কহিলেন কথা ।
 স্ননি লব কুশ দৌহে হেট কৈল মাথা ॥
 তপোবনে বসি হইলুঁ তোমার কুর্পূর ।
 তোমাদের হেথা হইতে জাব অত্মতর ॥
 মায়েস সনে আগে গিয়া করি অনুমান ।
 তোমাদের পুরী থাকি জাব অত্মস্থান ॥
 এতবলি গেলা ছুই সীতার কোণ্ডর ।
 তপোবন ছাড়িয়া মায়েস গেলা ঘর ॥২০
 মুনির বচনে ছুই ভাই কোপে জলে ।
 কোপ মুখ হইয়া উঠিলা সভাতলে ॥
 এতেক রহস্য কথা সীতা নাহি শুনে ।
 ছুই ভাই প্রণামিল মায়েস চরণে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত কবিশ্বে বিচক্ষণ ।
 শ্লোক ভাঙ্গি রচিল উত্তর রামায়ণ ॥

(৪৭৫)

(৪৭৬)

পাহিড়া রাগ ।

মুনিকে প্রশাম করি হাতে গণ্ডি বাণ ধরি
ঘরে চলিলা হুই ভাই ।

নয়ান উৎপল দল 'তাহে অশ্রু ঢল ঢল
দাণ্ডাইলা জননী ঠাই ॥

সীতা দেখি পুত্রমুখ অন্তরে বাড়িল দুখ
শোকে হিয়া না জায় ধরণে ।

নয়ানে গলয়ে লোহ দেখিআ পাইল মোহ
মুখ মোছে অঞ্চল বসনে ॥

বাছা, কেবা কৈল ছরফর কেন গদ গদ স্বর
কেন দেখি বিরস বদনে ॥৫

অযোধ্যার গৃহবাস সে হেন পতির পাস
ছাড়িয়া বসিএ তপোবনে ॥

সুনিআ মাএর কথা দৌহে করি হেট মাথা
নিখাস ছাড়িয়া কহে বাণী ।

আসি মুনিগণ জ্ঞাত পরাভব বলি কত
আমাদিগে দিলেন মেলানি ॥

কহিতে বাসিএ লাজ এ তিন ভুবন মাঝ
কোথাহ রহিতে নাহি স্থান ।

স্বর্ঘ্যবংশে জন্ম নিঞা পরের কর্পর হঞা
কত না সহিব অপমান ॥১০

বসিয়া মাঝের কোলে দৌহে গদ গদ বলে
ছলছল করে ছুটী আঁখি ।

মুনি বা দেখায় ভয় কহিলে কখন নয়
বিজ় মধুকণ্ঠ তার সাথি ॥

ডরাইল ছুই ভাই মুনির কথা স্ত্রনি ।

মুনির বচনে মাত্র মাগেন মেলানি ॥

মুনি সব বলে তোরা ছাড় তপোবন ।

বাদ বিসম্বাদ কিছু নাহি প্রয়োজন ॥

তপোবনে আমরা পাইল এক ঘোড়া ॥৫

সেই ঘোড়া লইতে আইল এক বুড়া ॥

সেই ঘোড়া নিবারে বুড়ার বড় সাধ ।

ঘোড়া পাইলে জায় বুড়া না করে বিবাদ ॥

বুড়া বন্দি করিয়া রাখিল তপোবনে ।

তার লাগি মুনি সব বলে কুবচনে ॥১০

মুনি সব জত বৈল মাত্র কহে কথা ।

হুই পুত্র সম্বোধিয়া কিছু বলে সীতা ॥

রাজার মহিষী ছিলুঁ ইবে বনবাস ।

নির্দ্বন্দ্ব দেখিয়া মুনি করে উপহাস ॥

রাজমন্দির ছাড়িয়া পাইলুঁ পত্রকুড়্যা ॥৫

ঘরে থাক বাপু না জাইহ মুনি পাড়া ॥

পিতা মোর জনকধাষি প্রভু রাজ্যেশ্বর ।

আমা না জানিআ মুনি বলে কুউত্তর ॥

সুনিয়া ঘোড়ার কথা সীতা হৈলা স্ত্রী ।

পাইলে কেমন ঘোড়া আন আমি, দেখি ॥২০

মাএর বচনে গেলা ছুই সহোদর ।

ডোরে ধরি কৈলা ঘোড়া-মাতার গোচর ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তার চরণ পাখালে ।

একদৃষ্টে সীতাদেবী ঘোড়াকে নেহালে ॥

কোথা পাইলে বাপু হেন অশ্ব রতন ॥২৫

অনুমানে বুঝি ঘোড়া রাজার বাহন ॥

আমি জানিলাম ঘোঁহে বিধি হৈল স্ত্রী

রাজপদ পায় জারে মিলে হেন লক্ষ্মী ॥

(৪৭৭)

(৪৭৮)

বান্ধীক্ষি তোর গুরু জনক মোর পিতা ।
 বাপে কণা রাজ্য দিয়া ধরাইব ছাটা ॥
 সকল লক্ষণ ঘোড়া পাণ্ডো দেববরে ।
 রাজপদ পাবে ঘোঁহে কে লজ্বিতে পারে
 বৈদেহীর মুখে স্ননি এতেক বচন ॥৫
 ভোজন করিয়া দোহে করিলা শয়ন ॥
 মায়ী নিদ্রা জান তথা সীতা ঠাকুরাণী ।
 নিদ্রাভাঙ্গি হুই ভাই মুখে দিলা পানী ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত রসাল ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল মধুর আপার ॥১০

নিদ্রা হইতে হুই ভাই উঠিরা বসিল ।
 কটকের কলরব স্ননিতে পাইল ॥
 কুশ বলে লব দাদা হৈর দেখ নাট ।
 কলরব করিয়া আইসে কার ঠাট ॥
 ঝাট চল হুই ভাই করিয়া সাজনি ॥১৫
 এতবলি ঘরে বসি করে কানাকানি ॥
 জাহিতে জুকতি কৈল ভাই হুই জনে ।
 নিদ্রাতে থাকিয়া সীতা অঙ্গ অঙ্গ স্ননে ॥
 উঠিয়া বসিলা সীতা মুখে দিল জল ।
 হুই পুত্রে জিজ্ঞাসেন কারণ সকল ॥২০
 বুঝি কার সঙ্গে বাছা করিলে বিবাদ ।
 অকস্মাৎ স্ননি কেন কটকের নাদ ॥
 মিছা না বলিহ পুত্র মোর দিবা লাগে ।
 বিবরিয়া সব কথা কহ মোর আগে ॥
 স্ননি হুই ভাই কহে নিবেদন ॥২৫
 অবধান স্ননি মাগো সব বিবরণ ॥

অযোধ্যার রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে ।
 সেই ঘোড়া আসাছিল আমার নগরে ॥
 তার সঙ্গে এক বুড়া অশ্ব রক্ষা করে ।
 মহাতেজবন্ত সেই বড় ধনুর্দ্ধরে ॥
 বলে ধরি আমরা বহিল তার ঘোড়া ॥৫
 যুদ্ধ করি সৈন্ত মারি বান্ধিলাঙ বুড়া ॥
 তার পর আইল অনেক বীর গণ ।
 রাগস বানর জত কে করে গণন ॥
 তার মধ্যে এক বীর হনুমান নাম ।
 সেই জে বানর বড় করিল সংগ্রাম ॥১০
 সব মুনিগণে তারে বলে হনুমান ।
 দুর্জয় প্রতাপ বীর বড় বলবান ॥
 মায়ায় অস্ত্রে তারে জবে কৈল বন্দি ।
 লইয়া তোমার নাম লোটাইয়া কান্দি ॥
 ইহা স্ননি কৈল তার বন্ধন উদাস ॥১৫
 প্রাণ দান পাল্য বীর বাক্য অবকাশ ॥
 ইহা স্ননি সীতা দেবী কান্দেন করুণে ।
 কি কাজ করিলে পুত্র বান্ধি হনুমানে ॥
 সেই জে বানর মোর দিল প্রাণ দান ।
 তোমরা হুই ভাই নহ তাহার সমান ॥২০
 জবে বন্দি ছিহু আমি রাগসের ঘরে ।
 আমার উদ্দেশ কৈল তরিয়া সাগরে ॥
 রামের অঙ্গুরী দিয়া প্রবোধিল মোরে ।
 সবংশে করিল নষ্ট রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
 সেই হনুমান মোর বড় কৈল হিত ॥২৫
 হেন জনে বন্দি কর নহেত উচিত ॥
 তাহার বন্ধন স্ননি প্রাণ মোর ফাটে ।
 ত্বরিত আনহ তারে আমার নিকটে ॥

নয়নে ভরিয়া আমি দেখি হুমান ।
 ঘুচুক মনের দুঃখ জুড়াকু পরাণ ॥
 বিধম সঙ্কটে মোর রাখিল জীবন ।
 তার সঙ্গে বাপু করহ মিলন ॥
 স্ননিয়া মাগের কথা ভাই ছই জন ।
 কহিলা পশ্চাতে তার পাবে দরশন ॥
 আর যত আইল রাক্ষস কপিগণে ।
 সভাকারে বান্ধিয়া খুঁঞাছি তপোবনে ॥
 তার পাছে আইল অনেক রাজগণ ।
 আমাদের সৈন্ত সতে কৈল মহারণ ॥১০
 বান্ধিয়া রাখ্যাছি বনে রাজা শতকোটি ।
 কত কত রাজা মৈল করি ছটকটি ॥
 তার পাছু আলা আর বুড়া ছই ভাই ।
 ধনুক বাণ কেহো ধরে কেহো গুণতাই ॥
 ছই বুড়া বিস্তর করিল অহঙ্কার ।
 শতমন লোহা এক বাটুল জাহার ॥
 তাহাদিগে বান্ধিয়া রাখিল মায়াজালে ।
 অচেতন ছই বুড়া লোটায় ভূতলে ॥
 ছভাইর কথা স্ননি সীতাদেবী শুণে ।
 ভরত লক্ষ্মণ শক্রঘ্ন হেন মনে ॥২০
 তপোবনে বসিআ পাইল জেই ঘোড়া ।
 সেই ঘোড়া লইতে আইল এক বুড়া ॥
 শ্রামল সুন্দর বুড়া মনোহর বেশ ।
 সেই বুড়া মারিআ লইব তার দেশ ॥
 সীতা বলে হেন বাক্য না বলিহ আর ।
 সে বুড়ার পদে গিয়া কর নমস্কার ॥
 জগতের নাথ রাম তোমাদের পিতা ।
 ভরত লক্ষ্মণ শক্রঘ্ন সে খুঁড়িতা ॥

এতেক বলিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ।
 ক্রন্দন দেখিয়া বলে ছই সহোদরে ॥
 রাম শ্রুতিয়া তুমি কান্দ রাত্রি দিনে ।
 স্ননি মনে করি যুদ্ধ করি রাম সনে ॥
 মনে চিন্তি দৌহে জবে রামের দেখা পাই ॥
 কাটিয়া তাহার মাথা আনি তোমার ঠাই ॥
 সীতা বলে যুদ্ধে যদি জাবে প্রভুস্থান ।
 দুর্বাদলশ্রাম অঙ্গে না মারিহ বাণ ॥
 স্ননিয়া সীতার কথা ছই ভাই হাসে ।
 তোমাকে বর্জিয়া রাম দিল বনবাসে ॥১০
 তোমার বচনে রাম না মারিব প্রাণে ।
 বলদর্প চুর করি পাঠাইব বনে ॥
 এত স্ননি ধরে সীতা তনয়ের হাথে ।
 ছইপুত্রে বৃদ্ধান করুণা করি চিতে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত্ব রসাল ॥১৫
 স্ননিলে উত্তরকাণ্ড পাপ না রহে আর ॥

পহিড়া রাগ ।

বাছা আর না জাইহ তপোবনে ।
 জানিআ স্ননিয়া মুনিগণে দিলেন মেলানি
 ঘরে বসি থাক ছই জনে ॥
 পূর্বেরে বিষ্ণু আরাধিআ পৃথিবীতে জনমিআ
 বাড়িলাঙ জনকের ঘরে ।
 পিতা বড় নিদারুণ করিল বিষম পুণ
 হরধনু ভাঙ্গিবার তরে ॥২০

(৪৮১)

(৪৮২)

জানি, বিখ্যাত মুনি আনিলেন রঘুমণি
অনুজ লক্ষণ করি সঙ্গে ।

দুর্কাদল শ্রামতনু ঈষতে হরের ধনু
ভাঙ্গিলেন ঈষৎ তরঙ্গে ॥

প্রভু পূর্ণ নারায়ণ চারি অংশে চারি জন
ভুবনে ছল্‌ল জার নাম ।

অগোচর চারিবেদ সম নহে অশ্বমেধ
নামে হয় ধর্ম মোক্ষ কাম ॥

হেন প্রভু মোর পতি মাতা মোর বসুমতী
বিধি মোরে করিল নৈরাস ।৫

নাহি মোর অপরাধ থল লোকে অপবাদ
প্রভু মোরে দিল বনবাস ॥

দাস দাসী যুখে যুখে গমন বিচিত্র রথে
প্রভু মোর রাজরাজেশ্বর ।

তোমরা তাঁর তনয় নাহি দিহ পরিচয়
সাঁপিবে বান্দীকি মুনিবর ॥

জবে চান পরিচয় কহিয়া রাজতনয়
সতমায়ে পাঠাইল বন ।

ছত্রদণ্ড অধিবাস হেন বেল্লয় নৈরাস
পালিলা বান্দীকি তপোধন ॥১০

অনিঞা মায়ের ঠাই দৌহে দৌহা মুখচাই
লব কুশ ছাড়য়ে নিশ্বাস ।

জানকীর পতিগতি অগ্র নাহি লএ মতি
নাচাড়ি রচিল কুন্তিবাস ।

রাম বলে অষ্টপাত্র হও আশ্রয়ান ।

মোর কাছে থাকুন অসেন জাম্বুবান ॥

ঘরে গিয়া মুনি সব কার্যে হইল ভোলা ।

পাইআ আপন কার্যে মোর কাজে হেলা ॥

অনিঞা সকল মন্ত্রী রামের আদেশ ।

সৈন্তসনে বিষ্ণুপদা করিল প্রবেশ ॥

চারি দিকে কটক মুনির বন বেড়ে ।৫

ত্রাস পাইঞা মুনিসব চিকরাই ছাড়ে ॥

স্নান সন্ধ্যা করি ছই জানকীর বালা ।

বীর ধড়া পরে গাত্রে মাথে রাঙা ধূলা ॥

ধাঞা গিয়া মুনি সব করিল গোচর ।

চারি দিগে সেনা আসি বেড়িল নগর ॥১০

হাতে গণ্ডি বালক বিধায় ছই বীর ।

তপোবন ছাড়ি হৈলা গড়ের বাহির ॥

দেখিল অনেক ঠাট রথ ঘোড়া হাথি ।

রাজবাঘ বাজিছে কাহোল দণ্ড ছাতি ॥

পুষ্প রথে চড়ি রাম অমন্ত সারথি ।১৫

ধরিল মাথাতে তার চন্দ্রমণ্ডল ছাতি ॥

গায়ে সালা শিরে টোপর হাথে গণ্ডিবান ।

অসেন চড়িল রথে আর জাম্বুবান ॥

অনেক হারুআ রাজা অনেক বানর ।

চারিদিগে বেড়ে বিষ্ণুপদা সে নগর ॥১০

মুনিপত্নী শিশু আর বৃদ্ধ মুনিবর ।

কটক দেখিঞা সবে হইলা ফাঁফর ॥

কেহো বলে ঘোড়ার কাটিআ দেহ দড়া ।

ফিরিআ জাউক রাম গুচুক ঝগড়া ॥

তপোবন ছাড়িঞা পালায় মুনিবর ।২৫

কেহো ধাঞা কহে লব কুশের গোচর ॥

ছই ভাই বনে গেলা হাথে গণ্ডিবানে ।

দেখিআ রামের সৈন্ত পড়িল ভঙ্গ্যানে ॥

(৪৮৩)

(৪৮৪)

আকর্ণ পুরিআ দিল ধনুকে টঙ্কার ।

রাজগণ ভঙ্গ দিল সন্ত্রম অপার ॥

রামে দেখি লব কুশ সরসবদন ।

রাম বলে শুন হুই মূনির নন্দন ॥

মূনির কুমার দৌহে বৈস মোর দেশে ।

তোমা সভা মারিতে জুগতি নাই আসে ॥

মুনিপুত্র হইআ না জান নিজ ধর্ম ।

বালক হইআ কর নিদারুণ কর্ম ॥

মুনি সব তপ করে বসি তপোবনে ।

তপ নষ্ট হয় তার ক্রোধ কৈলে মনে ॥১০

ভাল কৈলে মন্দ কৈলে সহিল সকল ।

পাঠাইআ দেহ ঘোড়া আর সৈন্তবল ॥

আমা সনে বাদ কর ভাল নহে কার্য্য ।

আপন গৌরব রাখ ছাড় মোর রাজ্য ॥

মূনির বালক বলি অহঙ্কার সহি ।

আর কেহ হেন কৈলে তার প্রাণ লহি ॥১৫

মুনি সব তপ করে ব্রত উপবাসে ।

তপ নষ্ট হয়ে তার প্রাণী যদি হিংসে ॥

রাজনীতি নাহি জান ধর্মের বিচার ।

আমা সনে বাদ কর নহে ব্যবহার ॥২০

তোমাতে মারিতে মোর নাহি অধিকার ।

ব্রাহ্মণ বলিআ এত সহি অহঙ্কার ॥

রাজশ্রী ধরহ দৌহে বিক্রমে দুর্জয় ।

কোন কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয় ॥

কোন মূনির পুত্র দৌহে কার বট নাতি ॥২৫

বালক বয়সে কেন বুল বনস্পতি ॥

শ্রীযুক্ত হইআ কেন বৈস তপোবনে ।

কার বোলে বাদ দৌহে কর মোর সনে ॥

রামের বচন শ্রুনি হুই ভাই ছাসে ।

উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥

লব কুশ বলে তুমি শুন মহাশয় ।

কিসের লাগিআ মোর চাহ পরিচয় ॥

মোর পরিচয়ে হে তোমার কিবা কাজ ॥

কহিতে আপন কথা বড় বাসি লাজ ॥

চতুর্দশ ভুবনের মোর বাপ রাজা ।

পুত্র হেন পালন করেন সব প্রজা ॥

আপনার তেজেতে পালন রাজ্যখণ্ড ।

মোরে রাজা করিতে আনিল ছত্র দণ্ড ॥১০

বিধি বিড়ম্বিত হৈল রাজ্য নাহি পাই ।

দণ্ড ধরিবার কালে পাষণ্ড সতাই ॥

অস্ত্র শাস্ত্র হুই ভাই সিখিল বিস্তার ।

সেবাতে করিল তুষ্ট সব মুনিবর ॥

নানা মতে হুভাই মূনির কৈল পূজা ॥১৫

সর্ব মুনি কৈল মোরে তপোবনে রাজা ॥

রাজধর্ম কর্ম করি থাকি তপোবনে ॥

রাজপদ দিল মোরে সব মুনি জনে ॥

রাজবাহন অশ্ব পাল্য মূনির প্রসাদে ।

হেন ঘোড়া নিবা তরে তোমার বড় সাধে ॥

তপোবনে বসিআ আমরা পাল্য ঘোড়া ।

সেই ঘোড়া নিবাবে আস্তাছিল এক বুড়া ॥

হাথে ধনুর্কাণ বুড়া বলে থরসান ।

তারে বন্দি করিআ লইল গণ্ডিবাণ ॥

আর জত বীর আলায় জুঝিবার মনে ॥২৫

সভা বন্দি করিআ খুইল তপোবনে ॥

(৪৮৫)

(৪৮৬)

এক গোটা কপি তাহে বড় বলবান্ ।

মুনিগণ বলে তার নাম হনুমান্ ॥

করিল অনেক রণ নিঞা কপিগণে ।

তাহা সভা বান্ধিয়া রাখিল তপোবনে ॥

বড় বড় বানর রাক্ষস বিভীষণ ॥৫

মোর ঠাঞি বন্দি তারা অবশ্য মরণ ॥

অল্প শিক্ষা মন্ত্র আমি পাল্য শিশুকালে ।

ত্রিভুবন জিনিবারে পারি বাহুবলে ॥

স্বর্গ হইতে ঘোড়া পাঠাইল দেবগণ ।

হেন ঘোড়া নিতে মোর পায়ে কোনজন

লইতে আমার ঘোড়া বড় কর সাধ ।

তোমাকে লইয়া আজি পড়িব প্রমাদ ॥

মোর ঠাঞি হৈতে নিতে না পারিবে ঘোড়া

লইতে পরের ঘোড়া এত সাধ বুড়া ॥

মুনিজনে সেবা করি অশ্ব পালা বরে ॥৫

রাজপদ পাব আমি কে লজ্জিতে পারে ॥

হেন বীর নাহি জে লজ্জিবে মোর ছায়া ।

তোমা বুড়া দেখিয়া আমার লাগে দয়া ।

নেউটাআ জাহ তুমি বলিএ পিরিতি ।

মোর বণ বাজিলে না পাবে অব্যাহতি ॥২০

বাজিলে আমার বাণ জীব কোন জন ।

বৃদ্ধ হৈয়া কেন চাহ করিবারে রণ ॥

সূর্যবংশে জন্ম তোমার কহে মুনিবর ।

প্রণাম করিয়া বলি ফিরিয়া জাহ ঘর ॥

বাজিলে আমার রণে সংশয় জীবন ॥২৫

বৃদ্ধলোক হও তুমি বাসি গুরুজন ॥

দৌহার বচন স্ননি রামচন্দ্র হাসে ।

উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥

পাঠমঞ্জুরী রাগ ।

সুন বৃদ্ধ মহাশয়, বলিতে বাসিএ ভর,

এক বাক্য করি নিবেদন ।

পূর্বে, পিতামহ অজরাজে,

জীৱ শোকেপ্রাণ ত্যজে,

জানে স্নর নর মুনিগণ ॥

তার পুত্র দশরথে, রাজ্য করে অযোধ্যাতে

জার ঘরে জন্মে নারায়ণ ।

পরজা গণের বোলে, নিজমন কুতূহলে,

পুত্রে রাজ্য করে সমর্পণ ॥

জীৱ বোলে তোর বাপ,

তোমা পুত্র দিল তাপ,

অন্ত নহ দেব নারায়ণ ॥৫

বিবম নারীর কথা, খণ্ডাইল দণ্ড ছাতা,

তপস্বীর বেশে আগমন ॥

পুত্রে দিল ছত্র দণ্ড, উলসিত রাজ্য খণ্ড,

করিল তোমার অধিবাস ।

পাপাশয় জীৱ বোলে, নৃপতির মন টলে,

প্রভাতে পাঠাইল বনবাস ॥

তোমার বাপের বশ, আছিল নারীর বশ,

বিষ্ণুরূপে পুত্রে দিল বন ।

হেন মোর মনে হয়, তার বীৰ্য্যে জন্ম নম্র,

সতী জীকে কলিলে বর্জ্জন ॥১০

ছতাইর স্ননি কথা, রাম কৈল হেঠমাতা,

ঈষত হাসিয়া কিছু কহি ।

শিশু তোরা দুইভাই, ভালমন্দ জ্ঞান নাই,

বালক বলিয়া তেঞি সহি ॥

(৪৮৭)

(৪৮৮)

তোমাদের রূপ দেখি জুড়াইল মোর আখি
 যন্তু জে উদরে দিল ঠাঞি ।
 রূপ দেখি মনোহর, তেঞি না মরিল শর,
 লেউটীআ জাহ দুই ভাই ॥
 স্ননি লব কুশ হাসে, বাক্ষিতাঙ নাগ পাশে
 বৃদ্ধ বলি করি মাআ মোএ ।
 কবি কৃতিবাস ভণে, শ্রীরামের চরণে,
 রণে বোলা বোলি বাপে পোএ ॥

বরাড়ী রাগ ।

এই তপোবনে মোরা দুই ভাই রাজা ।
 জত তপোবনবাসী সব মোর প্রজা ॥
 না কর বড়াই রাম ফিরি ঘরে জাও ।
 মুনির সমাজে পাছে পরাভব পাও ॥
 লোক মুখে স্নন রাম দেখ পরতেথ ।
 আপনি বান্দীকি মুনি কৈল অভিষেক ॥১০
 আপনার দেশে বসি পালা অশ্বনিধি ।
 হেন ঘোড়া নিতে চাহ নাগিআছে বিধি ॥
 দিব্য রথে চাপ রাম ধর বীর বাণ ।
 মাথাতে টোপর পর গাএ পর সাণা ॥
 শিশু ধড়া পরি মোরা রাজা ধূলি গায় ।
 সন্ধান পূরহ বাণ তার নাহি দায় ॥
 লক্ষা জিনি রাম তোমার বড় অহঙ্কার ।
 মর্য্য সেনা আপনে জিআল্যো বারে বার ॥
 আজিকার রণে জদি হার নারায়ণ ।
 কেবা আনিঞা দিব অধঃ গন্ধমাদন ॥২০

যে সব বানর নিঞা বাক্ষিলে সাগর ।
 তা সভা ছাড়িআ কেন আল্যো একেশ্বর ॥
 অগ্নি সাক্ষী করিআ স্ত্রগ্রীব কৈলে মিত ।
 হেনকালে সঙ্গে নাহি এ কোন বিহিত ॥
 রাবণে মারিআ লক্ষা দিলে বিভীষণে ।
 হেনকালে সঙ্গে নাহি কিসের কারণে ॥
 দৌহার বচন স্ননি দেব রঘুনাথে ।
 হুজনারে কন কিছু হাসিতে হাসিতে ॥
 অন্ত হেন রাজা নাহি দয়ার কাতর ।
 চিত্তে দয়া লাগে তেঞি না মারিএ শর ॥১০
 সূর্য্যবংশে জত রাজা অযোধ্যা উপরে ।
 নির্দয় হইআ কেবা জিনে দেবাসুরে ॥
 সেই বংশে জন্ম মোর হই দয়াবান ।
 দয়াতে করিল মুক্ত অহল্যা পাষণ ॥
 দয়া করি বানরে দিলাঙ ঠাকুরাল ।
 দয়া করি মৈত্র কৈল গুহক চণ্ডাল ॥
 দয়া কৈল সাগর আঁমারে দিল দেখা ।
 দয়া হেতু সম্প্রতি পাইল দান পাখা ॥
 দয়া করি লক্ষা দিল রাজা বিভীষণে ।
 দয়া করি বেড়াই ভল্লুক কপি সনে ॥২০
 জিভুবনে খ্যাত আমি হই দয়াবান ।
 লেউটীআ জাহ নহে পাবে অপমান ॥
 দুইভাই বলে তুমি জত দয়াবান ।
 স্ননিল মুনির স্থানে সে সব বিধান ॥
 স্ননিল তোমার দয়া মুনিদের স্থানে ॥২০
 বন পশু বালিকে মারিলে লুকা বাণে ॥
 স্ননিল লক্ষার যুদ্ধে বিক্রম বাথানে ।
 বীর গোণা জানিতাঙ নহিলে হনুমান ॥

(৪৮৯)

(৪৯০)

তহু কতবার রণে পাইলে যাতনা ।
 প্রাণদান দিল সেই পবননন্দনা ॥
 এত স্ননি চান স্নসেনের পানে ।
 কৃন্তিবাস রচিল উত্তর রামায়ণে ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ।

জানিল জানিল রাম, তুমি জত দয়াবান,
 আর কত করিছ বড়াই । ৫
 বোলাহ রাজাধিরাজ, কহিলে পাইবে লাজ
 যে সব স্ননিল মূনি ঠাই ॥
 যে জন দআল হয়, সমভাবে সভা লয়,
 আশ্রয় না করি বিচার ।

মিত্র কৈলে জার সনে, তার ভাই মল্যো বাণে
 তোমা বই দআল নাহি আর ॥

আর যে তোমার দয়া স্ননিআ বিদরে হিয়া
 আশ্রয় স্ননিল মূনির তুণ্ডে ।

জার তরে কৈলে শ্রম, কত দিগ্ধ পরাক্রম,
 প্রবেশ করাল্যো অগ্নিকুণ্ডে ॥ ১০

অগ্নিশুদ্ধা জেবা হয়, তার দেহে পাপলয়,
 আপন্নি বিচার মনে মন ।

তোমার দআল পণ, স্ননি পরের বচন,
 হেন স্ত্রীকে করিলে বর্জন ॥

যতি ব্রতী ব্রহ্মচারী, উগ্রতপা নিরাহারী,
 স্ত্রী পুত্রে সভার আছে মন ।

তোমার নাহিক দয়া, বড়াই নিষ্ঠুর হিয়া,
 নাম ধর দআল পাবন ॥

শিশু মোরা দুই ভাই, দয়া করি কাজ নাই
 বাণ মার করিআ সন্ধান ।

তুমি জে বীরের পুত্র সে কথা জানিল মাত্র
 রণ কৈলে পাবে অপমান ॥

গণ্ডি ফেলি পরাজয় মাগ বুদ্ধ মহাশয়
 এখনি আনিআ দিব ঘোড়া ।

আর জত সৈন্তগণ আনি করি সমর্পণ
 ছাড়ি দিল আর তিন বুড়া ॥

দৌহার বচন স্ননি রামচন্দ্র মনে গুণি
 কুপিআ ধমুক নিল হাথে । ৫

কৃন্তিবাস কবি ভণে রাম প্রবেশিলা রণে
 চাপিআ আপন পুষ্পরথে ॥

বরাড়ী রাগ ।

লোক মুখে স্ননি তোমার বাপ দশরথ ।

অধাৰ্ম্মিক রাজা সে না জানে ধৰ্ম্মপথ ॥

লেউটিআ জাহ রাম না করিহ রণ ।

বালি বানর নাহি মোরা লঙ্কার রাবণ ॥ ১০

তোমার বাপের কথা স্ননি উঠে হাস ।

স্ত্রীর বোলে তোমা পুত্রে দিল বনবাস ॥

পালিতে বাপের সত্য তুমি গেলা বন ।

সেই শোকে হৈল দশরথের মরণ ॥

কত ভাল হবে সেই বীর্য্যে পরকাশ । ১৫

নীচের বচনে লক্ষ্মী দিলা বনবাস ॥

জত দিন দশরথ রাজা রাজপাটে ।

কোন খানে রণ জয় কৈল পর রাটে ॥

(৪২১)

(৪২২)

কুশ বলে সুন তুমি রাম গুণধাম ।
 অবধানে আপন বাপের কহ নাম ॥
 এত সুনি বলেন ঠাকুর রঘুনাথে ।
 আমার বাপের নাম রাজা দশরথে ॥
 কুশ বলে রাম বড় মনে দিলে তাপ ।
 কোন দশরথে বল আপনার বাপ ॥
 এক দশরথের সুনিল আদি মূল ।
 ভৃগুর ধনুক বঞ্ঝা মাথার গেল চুল ॥
 গণ্ডি ধরি বল কবে কৈল তোর বাপ ।
 না হও বীরের বেটা কর বীর দাপ ॥১০
 বীর পুত্র বীর মোরা জগতে বিদিত ।
 আমরা সনে রণ নহে তোমার উচিত ॥
 শনিকে জিনিতে গেল দশরথ রাজে ।
 তাহাতে বাচিআ আলা জটাউর কাজে ॥
 হু ভাইর কথা সুনি বলেন শ্রীরাম ।
 কোন বংশে জন্ম কহ জনকের নাম ॥
 লব কুশ বলে কথা সুন শ্রীরাম ।
 পঞ্চ মুখ শিব জপে মোর বাপের নাম ॥
 তোমার বাপের নাম লয় কোন জনে ।
 মোর বাপের নামে ব্রহ্ম হত্যা আদি পরিভ্রাণে
 রাম বলে কর আশ্রয় বাপের বাখান ।
 রূপে গুণে বাপ তোর কত বলবান ॥
 দুই ভাই বলে রাম সুন মহাশয় ।
 সংক্ষেপে বাপের কিছু দিব পরিচয় ॥
 ত্রিভুবন জিনি মোর বাপ অমুপম ।
 মূনি সব সদাই জপিছে তাঁর নাম ॥
 আমার বাপের নামে বান্দীকির শিক্কা ।
 আমার বাপের মস্ত্রে মহেশ হৈল শিক্ষা ॥

কত শ্রম কর এক-অশ্বমেধ তরে ।
 কোটি যজ্ঞ ফল পায়ে জেই নাম করে ॥
 দেহান করিআ বাপা বৈসে সভা মাঝে ।
 উদয় না করে চন্দ্র তাঁরে দেখি লাজে ॥
 ব্রহ্মহত্যা কৈলে দশরথ এক কাণ্ডে ।
 মোর বাপের নামে কত ব্রহ্মহত্যা থণ্ডে ॥
 বিক্রমে আগল তুমি জানে সভাতল ।
 আমা হৈতে জানিবে আমার বাপের বল ॥
 একই ধনুক ধরি একই ধরি বাণ ।
 একই বয়েস বেশ একই বন্ধন ॥১০
 তোমরা চারি ভাই দশরথের নন্দন ।
 তবে কেন বর্ণ ভিন্ন ভাই চারি জন ॥
 গৌর বর্ণ দুই ভাই অতি অমুপম ।
 আর দুই ভাই কেন দুর্বাদল শ্রাম ॥
 তোমরা চারি ভাই দুই বাপের জাত ।
 তে কারণে বর্ণ ভিন্ন সুন রঘুনাথ ॥
 ডাকি কুশ বলে রাম ফিরি ঘরে জাও ।
 পরিচয় দিতে পাছে বড় লাজ পাও ॥
 রাম বলেন জাম্বুবান সহিতে না পারি ।
 ধনুর্বাণ আন ঝাট দুই শিশু মারি ॥২০
 এতেক সুনি সুনেন জাম্বুবান হাসে ।
 উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

পঠমঞ্জুরা রাগ ।

দুই ভাই রণ স্থলে, হাসিআ হাসিআ বলে
 দেখি বড় হেলাও চিন্তিত ।
 অগ্নি করি প্রদক্ষিণে বন্ধু কৈলে জার সনে
 সঙ্গে নাহি দেখি হেন মিত ॥

(৪৯৩)

(৪৯৪)

বধি রাজা দশানন রাজা কৈলে বিভীষণ

সভে বলে ধর্ম অবতারণ ।

এমন সঙ্কট রণে না দেখি তোমার সনে

ভাল দেখিএ ব্যবহার ॥

কটকে রাজপ্রধান সেনাপতি হনুমান

মহাবল অতুল বিক্রম ।

জা হৈতে স্ত্রীবি মীত করিল এতেক হিত

ভুবনে বিদিত জার শ্রম ॥

তপ ধর্ম করি ভর রণে আলো একেশ্বর

কি করিব শিশু ছই জনা ॥৫

কোথা গেল সৈন্তগণ আর ভাই তিন জন

কেবা দেই এতেক যত্নগা ॥

চাপিআ পুষ্পক রথে গণ্ডিবাণ ধরি হাথে

সংহতি নাহিক একজন ।

প্রাণ নিঞা স্রুশংসর • স্রুশ বৃদ্ধ মহাশয়

কে আনিব গন্ধ মাদন ॥

রাজ্য হত ছই ভাই তাহাতে মা বাপ নাই

মরণে তিলেক নাহি ডর ।

বড় হুখ উঠে মনে স্বর্ঘ্যবংশ রাজা বিনে

কু পালিব অযোধ্যানগর ॥১০

রাম বলে জাধুবান ধনুকে জুড়িএ বাণ

আর কথাসহনে না জায় ।

শিশু হঞা কথা কয় সহিলে সহন নয়

বিষ যেন বাণ বাজে গায় ॥

মঞ্জী বলে নারায়ণ কোপ কর সম্বরণ

তিলেকে হইব সর্বনাশ ।

বান্দীকি জে মহাশয় ভাসিবেন স্রুশংসর

নাচাড়ি রচিল কুতিবাস ॥

রামচন্দ্র রণ স্থলে ছই পুত্র নেহালে

ডাক দিআ বলেন তুরিত ।

মুনির শিষ্য ছইজনে বৈস মোর তপোবনে

কেন হেন কর বিপরীত ॥

আমি স্বর্ঘ্যবংশের রাজা

নিত্য করি যজ্ঞ পূজা

ঘোড়া দিল দেব পুরন্দর ।

সকল সহৈল গণ সনে হঞা আনন্দিত মনে

রক্ষক লক্ষণ ধনুর্ধর ॥

ঘোড়া সরজুতে পার সৈন্ত ধায় পিছু তার

বিষ্ণুপদা নগর প্রবেশে ॥৫

ধূলি খেলা ছই জনে যজ্ঞ ঘোড়া ধর কেনে

ধর্ম পথ কেনে কর দোষে ॥

আমি ক্ষেত্রি ধনুর্ধর ভ্রাক্ষণে না মারি শর

তেত্রি সহি এত অবৈভার ।

দ্বিজ আসি জদি হানে তহু সহে ক্ষেত্রিগণে

ধর্ম সাক্ষী করি সাতবার ।

মহু হৈতে জত রাজা সে করে মুনির পূজা

সর্ব মুনি তুষ্ট স্বর্ঘ্যবংশে ॥

সে কুলে তোমার জন্ম কোন নষ্ট কর ধর্ম

ক্ষেত্রি হিংসা কর কোন দোষে ॥১০

দৌহে মুনির নন্দন স্রুশ আমার বচন

তোমা সনে রণ নাহি সাজে ।

জদিবা করিএ রণ দোষ দিব মুনিগণ

সব সহি বান্দীকির লাজে ॥

(৪২৫)

(৪২৬)

কুশ বলে লব বীর বুড়া কহে ধীরে ধীর
মরমে মরমে ভাল হানে ।

জত বৃদ্ধ বল ধর গুণ টানি শর মার
পরাণে কাতর নহি রণে ॥

সুনিঞা কুশের কথা লব বীর হাসে তথা
বৃদ্ধ আশ্রয় প্রতি আশে ।

বড় অস্ত্র মায়া মোহে কহিলে কখন নহে
বন্দি বন্দি হব সেই পাশে ॥

আর তিন ঘোড়া চেরো

তারে দেখি তোর পারা

মিছা কাজে কর বীর দাপে ।

মুনির শিষ্য দুই ভাই বন মাঝে যুদ্ধ ঠাই
ঘোড়া নিতে পারে কার বাপে ॥

রামচন্দ্র কোপ চড়ে ধনুকে টঙ্কারে ছাড়ে
ডানি হাথে বাণ যম দণ্ড ।

লব কুশ পরচণ্ড উথলে কোদণ্ড দণ্ড
বাণে বাণে সব খণ্ড খণ্ড ॥

বাণ মুখে কাটে বাণ পিতা পুত্রে সোমান
কেহো পারে জিনিতে না পারে ।

বন্দিয়া সে কুন্তিবাসে রচিল প্রসাদ দাসে
না জানি বাস্মীকি মহাশয়ে ॥১০

।

পিতা পুত্রে মহারণ সংশয় সে মুনিগণ
দেখিয়া লাগিল চমৎকার ।

সমান বএস বেশ দৌহে রণে পরবেশ
স্বপনে ডাকিছে মার মার ॥

রামচন্দ্র কোপে চড়ে মারামই অস্ত্র জোড়ে
দিব্য মূর্তি হৈলা ততক্ষণ ।

এড়িলেন বাণ দুখে ছুভাইর সমুখে
স্বপনেতে করএ চূষন ॥

ফিরিয়া আইল বাণ শ্রীরামের সন্নিধান
প্রবেশ করিল গিয়া তুণে ।

দেখি হেন বেবহার রামে লাগে চমৎকার
পুছেন সুসেন জম্বুবানে ॥

লব বলে কুশ ভাই বাণ গেল বুড়া ঠাই
প্রবেশ না কৈল কার অঙ্গে ।

জখন গমন কৈল মাতা দৌহে নিষেধিল
রণ না করিহ তার সঙ্গে ॥

কুশ বলে নাহি দায় বাণ মার বুড়া গায়
বুড়া ধন্য করিল লজ্বনে ।

তুণ হৈতে নিঞা বাণ মন্ত্র কৈল অধিষ্ঠান
সাক্ষী কৈল সব দেবগণে ॥

ধনুকে জুড়িয়া বাণ দৌহে কৈল সন্ধান
হুচিমুখ বাণ অনুপাম ।

বাণ ছাড়ি পরিবন্ধে মারিবারে রামচন্দ্রে
রামে বাণ করিল প্রণাম ॥১০

প্রণমি রামের পায় পুনরায় ফিরি জায়
রহে গিয়া ছুভাইর বামে ।

রামের চরণ সেবি ভণে কুন্তিবাস কবি
বিস্ময় পাইল রঘুনাত্বে ॥

(৪৯৭)

(৪৯৮)

লব বলে কুশ ভাই দেখ বিদ্যামানে ।
 ভল্লুক কহিছে কথা শ্রীরামের কাণে ॥
 আগে বিক্র দুই গোটা ভল্লুক বানর ।
 একেখর থাক রাম রথের উপর ॥
 এত বলি করে দৌহে বাণ বরিসন ।
 ধনুকে টঙ্কার জেন মেঘের গর্জন ॥
 বাণ জুড়ি মারে সূসেন উপর ।
 রথের উপরে পড়ে হইয়া জর্জর ॥
 দশবাণে ফুটি পড়ে মন্ত্রী জাম্বুবান ।
 রথের উপরে রহে হরিয়া গেআন ॥১০
 অষ্ট বাণে কাটি পড়ে স্তমস্ত সারথি ।
 ভাগ্যে পুণ্যে প্রাণ রহে পাল্য অব্যাহতি ॥
 সাত বাণে ফুটি রাম রঘুবংশের নাথ ।
 আপনাকে নিন্দিতা উরাথে মারে হাত ।
 খরুশ অর্দ্ধচন্দ্রবাণ বাণ কর্ণিকার ।
 দুই ভাই বাণ এড়ে চোক চোক ধার ॥
 দুই ভাই বাণ ফেকে হাতে শীঘ্রগতি ।
 গগন মণ্ডলে বলে আগুন মুরতি ॥
 দুই ভাই বাণ এড়ে রামের উপর ।
 রথতে পড়িল রাম হইয়া জর্জর ॥২০
 পড়িলেন রামচন্দ্র হঞা অচেতন ।
 কুশ বলেন লব না করিহ রণ ॥
 জখন আইলু মোরা জুঝিবার মনে ।
 তখন বুঝাল্য মাতা বিবিধ বিধান ॥
 বাণে বাণে বুড়া যদি তেজএ জীবন ।
 কি বলিয়া মায়ের করিব সম্ভাষণ ॥
 এতেক চিন্তিয়া মনে ভাই দুইজন ।
 রণ ছাড়ি দৌহে গিয়া বসে তপোবনে ॥

এথা রামচন্দ্র রথে পাইল চেতন ।
 জাম্বুবান সূসেন সারথি তিন জন ॥
 রাম বলে জাম্বুবান সুনহ উত্তর ।
 রণ ছাড়ি কোথা গেল দুই সহোদর ॥
 এত বার্তা পুছে রাম দেব ভগবান ॥
 জোড় হাথে বলে মন্ত্রী রাম বিদ্যমান ॥
 রথতে পড়িলে জবে হঞা অচেতন ।
 রণ ছাড়ি গেল তারা ভাই দুইজন ॥
 এতেক সুনঞা রাম বলে জাম্বুবানে ।
 দৌহা সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে ॥১০
 জে সব বানরে নিঞা বান্ধিল সাগর ।
 বড় বড় মারিল প্রধান নিশাচর ॥
 হুর্জয় রাবণ রাজা ত্রিভুবনে জিনে ।
 হেন যুদ্ধপতি রাজা পড়ে মোর বাণে ॥
 ত্রিভুবনে বীর নাহি বালির সমান ॥১৫
 ইন্দ্র সনে জুঝে যদি নাহি ধরে টান ॥
 অরুণ কিরণ জবে করে দিবাকর ।
 চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি বানর ॥
 সন্ধ্যা করে বালি জে রাবণ বাঁধ তলি ।
 মোর এক বাণে পড়ে হেন রাজা বালি ॥২০
 অর্জুন সহস্র বাহু জিনিল রাবণে ।
 হেন রাজা প্রাণ দিল ভৃগুরামের বাণে ॥
 ভৃগুরাম সম ক্ষেত্রী নাহি দেখি আর ।
 নিক্ষেত্রী করিল ক্ষিত্তি তিন সাতবার ॥
 মহাবলবান ভৃগু বিক্রম হুর্জয় ॥২৫
 হেন ভৃগু মোর ঠাই পাইল পরাজয় ॥
 মোর বাণে ত্রিভুবনে কেহ নহে স্থির ।
 মোরে পরাজয় করে শিশু দুই বীর ॥

(৪৯৯)

(৫০০)

যজ্ঞশালে যজ্ঞ করে সব মুনিবর ।
 ঘোড়া সৈন্য বন্দি তপোবনের ভিতর ॥
 আচমিতে তপোবনে ছুইটি ছাওআল ।
 কোথা হৈতে আসি পাড়ে এতেক জঞ্জাল ।
 আর এক চিন্তা বড় মনে লাগে ডর ।
 পাছে গিআ লয়ে মোর অযোধ্যানগর ॥
 জাম্ববান মন্ত্রী স্ননি করে নিবেদন ।
 দৈবের নির্বন্ধ প্রভু না জায়ে থওন ॥
 রামের চরণে বলে করিআ সম্পুটে ।
 অবশ্য হইবে রাজা অযোধ্যার পাটে ॥১০
 স্ননিঞা মন্ত্রীর কথা রাম ভগবান ।
 দৈবের নির্বন্ধ কে করিতে পারে আন ॥
 ছুই শিশু দেখিআ চিন্তিত আমি মনে ।
 দৌহাকার রূপ লাগে আমার নয়নে ॥
 রাম বলে জাম্ববান কহি তোমা ঠাই ।
 কেমনে দেখিয়ে আমি সেই ছুইভাই ॥
 জম্ববান বলে প্রভু কর সিংহনাদ ।
 এখনি আসিব দৌহে করিতে বিবাদ ॥
 মন্ত্রীর বচনে রাম সিংহনাদ ছাড়ি ।
 স্বর্গ মর্ত পাতাল সমুদ্র শৈল লড়ে ॥২০
 কুশ বলে লব দাদা স্ননহ বচন ।
 সিংহনাদ ছাড়ি বুড়া পাইয়া চেতন ॥
 আমার বচন ভাই স্নন সাবধানে ।
 জুঝিতে হাঁকারে বুঝা হেন লয়ে মনে ॥
 হাথে গণ্ডিবাণে ধায় ভাই ছুইজন ।
 রামের সাক্ষাতে আসি দিলা দরশন ॥
 দৌহার হাতের গণ্ডি বিচিত্র লিখন ।
 রামের উপরে করে বাণবরিষণ ॥

ছুই ভাই অনর্থ বাণ কৈল অবতার ।
 অনর্থ বাণেতে রাম করিল সংহার ॥
 ইন্দ্রজাল বাণ রাম এড়ে বাহুবলে ।
 ইন্দ্রজাল বাণে কাটি পাড়িল ভূতলে ॥
 কাল বাণ এড়িলেন ভাই ছুই জন ।
 অগ্নি বাণে কাটে রাম রঘুর নন্দন ॥
 সূচিমুখ শিলীমুখ বাণ কণিকার ।
 নানা বাণ তিন জনে করে অবতার ॥
 রামে অস্ত্র সিংহাইল দেব পুরন্দর ।
 লব কুশে সিংহাল্য বাণ্যাকি মুনিবর ॥১০
 জার জত অস্ত্র শিখা তিনজনে জানি ।
 সেই সব অস্ত্রে তিন করে হানাহানি ॥
 নাগ লোক থরহর কম্পিত পাতাল ।
 স্বর্গেতে কম্পিত হৈল অষ্টলোকপাল ॥
 চন্দ্রসূর্য্য কম্পবান গগনমণ্ডলে ।
 পৃথিবী পর্ব্বত কাঁপে সমুদ্র উথলে ॥
 রণ দেখি তিনলোকে লাগিল তরাস ।
 রামের চরণ মাগে স্নধাকষ্ঠদাস * ॥
 কোপে রামচন্দ্র দিল ধনুকে টঙ্কার ।
 স্বর্গমর্ত পাতালে লাগিল চমৎকার ॥২০
 শ্রীরামের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে ।
 ছুই ভাইর সিংহনাদে দশদিগ কাটে ॥
 ব্রহ্মা আদি করিআ জতেক দেবগণ ।
 বড়ই সংশয় দেখি পিতা পুত্রে রণ ॥
 ব্রহ্মা সঙ্ঘোষিআ বলে ইন্দ্র দেবরাজ ।
 পিতা পুত্রে রণ হয়ে ভাল নহে কাজ ॥

* এ স্থলে কুন্তিবাসের ভণিতা দৃষ্ট হইল না।
 স্নধাকষ্ঠদাস কে ?

(৫০১)

(৫০২)

পিতার বাণেতে যদি পুত্রের সংহার ।
 যুগক্ষয় হবে তবে সকল সংসার ॥
 পুত্রের বাণেতে যদি পিতার নিধন ।
 অপবন হব তবে এ তিন ভুবন ॥
 সর্বদেবগণ আশ্রয় কেহ নাহি থাকে ।
 রথে চড়ি দেবগণ রহে অন্তরীক্ষে ॥
 অনন্ত নাগের রাজ্য অধো পুরে বৈসে ।
 গেলেন বাহ্মিকি মুনি তাঁহার সম্বাষে ॥
 পাতাল পুরে গেলা বাহ্মিকি মহামুনি ।
 রাজ্যের প্রমাদ কথা কিছু নাহি জানি ॥১০
 সব দেবগণ মেলি পাঠাল্য পবন ।
 মুনিকে কহিল গিয়া রণের কখন ॥
 আস্তে বেস্তে আশ্রয় মুনি বারতা পাইয়া
 তপোবনে মহামুনি সান্তাইল গিয়া ॥
 আগে মুনি গেলেন সীতার বাসায় ঘর ।
 সীতা নিদ্রা জান নাহি ছই সহোদর ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি মুনি করে দেবার্চন ।
 ওখা রাম সঙ্গে জুঝে সীতার নন্দন ॥
 ধনুকে টঙ্কার স্নানি বাণের ঠঠনি ।
 আকাশে উঠিয়া লাগে অলস্ত আগুনি ॥২০
 ছই ভাইর বাণ বলে গগন মণ্ডলে ।
 বাণ বরিষণ করে নিজ বাহুবলে ॥
 সন্ধান পূরেন রাম রঘুর নন্দন ।
 ছই কুমারের মুখে করেন চুষন ॥
 মন্ত্র পড়ি ছই ভাই নানা বাণ এড়ে ।
 সেই বাণ জাইয়া রামের পায়ে পড়ে ॥
 কোপে বাণ এড়ে রাম দিয়া ছহকার ।
 দেবগণ গন্ধর্বে লাগিল চমৎকার ॥

পিতা পুত্র বাণ বর্ষে বাণমাত্র ক্ষয় ।
 কেহো নাহে কাহারে করিতে পরাজয় ॥
 তিন লোকে খ্যাত রাম বড় ধনুর্ধর ।
 নানাতন্ত্র শিক্ষা জানে ছই সহোদর ॥
 বাণের ঠঠনি স্নানি উঠে চট চটি ।
 অন্তরীক্ষে বাণে বাণে হএ কাটা কাটি ॥
 বুদ্ধের সাগর রাম বুদ্ধে নাহি ঘাটী ।
 লব কুশ ছই বীর বলে নাহি টুটী ॥
 ছই বীর বাণ ফেলে দিয়া ছহকার ।
 রামের চরণে গিয়া করে নমস্কার ॥১০
 মায়ায় বাণ দৌহে এড়িলেন রোষে ।
 রামের চরণে পড়ে দেখি লোক হাসে ॥
 তবে ছই বাণ এড়ে মারিতে শ্রীরাম ।
 কেহো বা ডাহিনে জায় কেহো জাএ বাম
 বাণ ব্যর্থ গেল ছই ভাই কোপে জলে ॥১৫
 লেউটিয়া আশ্রয় বাণ ছই ভাইর কোলে ॥
 কোপে বাণ এড়ে রাম টানিয়া ধনুকে ।
 বাণে বাণে লব কুশের সর্ব অঙ্গ ঢাকে ॥
 শ্রীরাম এড়িল বাণ অগ্নির উত্থাল ।
 নারেন করিতে জয় ছইটি ছাওআল ॥২০
 অগ্নিবাণ এড়ে রাম অগ্নি হেন জলে ।
 রাশি রাশি অগ্নি হৈল গগন মণ্ডলে ॥
 কোপে ছই ভাই জে বরুণ বাণ পেলে ।
 শ্রীরামের অগ্নিবাণ নিভাইল জলে ॥
 কোপেতে শ্রীরাম রাজ্য সর্পবাণ পেলে ॥২৫
 বিষ অগ্নি বিষম বাণের মুখে জলে ॥
 সর্পগুলা হএ বাণ চারিদিকে ধায় ।
 গরুড় বাণ এড়ে লব সর্প ধরি ধায় ॥

(৫০৩)

(৫০৪)

সর্পবাণ ব্যর্থ গেল রাম কোণে জলে ।
 বাণ বরিষণ করে অগ্নির উত্থালে ॥
 বাণ বরিষণে রাম ধনুকে প্রচণ্ড ।
 তপোবনের গাছ কাটি করে খণ্ড খণ্ড ॥
 ছাইল রামের বাণে সকল গগন ।
 তপোবন ছাড়িয়া পালাএ মুনিজন ॥
 বজ্র সম বাণ সব অগ্নির উত্থাল ।
 বাণে বাণে মোহ গেল দুইটা ছাওআল ॥
 জয় জয় বোল করে সব মুনিগণ ।
 ধনু ধনু রাম তুমি শ্লাঘ্য জীবন ॥১০
 তুমি নারায়ণ তুমি দেব ভগবান ।
 সূর্য্যবংশে রাজা নাহি তোমার সমান ॥
 শিশু সনে কর রণ না আসে জুগতি ।
 সর্ব লোকের নাথ তুমি জগতের পতি ॥
 রামে স্তুতি করি মুনি বৃকাল কুমারে ॥১৫
 ত্রৈলোক্য পূজিত রামে কে লজ্বিতে পারে
 বাণ খাঞা দুই ভাই হৈলা অচেতন ।
 মুনিগণ বলে তারে প্রবোধ বচন ॥
 তুমি দুই ভাই হও অজয় প্রতাপ ।
 তোমার প্রতাপে কার নাহিক সন্তাপ ॥২০
 পুন উঠ দুই ভাই পাইআ চেতন ।
 হাথে গণ্ডিবাণ ধরি কর মহারণ ॥
 রাম জত বাণ এড়ে মায়ায় প্রবন্ধে ।
 দুই ভাই বাণেতে রামের সৈন্য বিক্রে ॥
 অম্বর বাণ এড়ে রাম ধনুকের টানে ॥২৫
 পবন বাণে সেই বাণ কাটি দুই জনে ॥
 কেহো কারো নাহি জিনে বাণ বরিষণে ।
 বিম্বিত হইলা চিন্তে সর্ব দেবগণে ॥

পৃথিবীর তলে জত রাজগণ বৈসে ।
 তোমা সম নাহি কেহো অসম সাহসে ॥
 ধনু ধনু রাম তুমি জগতে পূজিত ।
 তোমার বিক্রমে দেবগণ পুলকিত ॥
 ধনু ধনু লব কুশ সীতার নন্দন ।
 জার তেজে সূথে তপ করে মুনিগণ ॥
 বৃদ্ধকালে রামের বাণ বজ্র সমান ।
 ত্রিভুবননাথ রাম লোকের প্রধান ॥
 জোড় হাথে বলেন সূসেন জাম্ববান ।
 কহিতে তোমার গুণ নাহি অবসান ॥১০
 ক্ষেত্রি কুলে জন্ম দুই রাজার কুমার ।
 সূর্য্যের সমান তেজ বীর অবতার ॥
 জত বাণ আপনে করিলে অবতার ॥
 সব বাণ দুই ভাই করিল সংহার ॥
 তোমার সমান দৌহে মহা ধনুর্ধর ॥১৫
 রণের পণ্ডিত দৌহে গুণের সাগর ॥
 তুমি নারায়ণ প্রভু বড় দয়াবান ।
 দুই শিশু দেখি প্রভু তোমার সমান ॥
 দুই বীর মূহাবল জানে অস্ত্র শিক্ষা ।
 জারে বাণ এড়ে তার কারো নাহি রক্ষা ॥
 মা মরে তোমার বাণে কেন কর রণ ।
 আমার বচনে কোপ কর সত্ত্বরণ ॥
 বাকিল তোমার সৈন্য না মরে পরাণে ।
 সর্ব সেনা রক্ষা পাইল তোমার সে গুণে ॥
 না মরে তোমার বাণে বাণ মিথ্যা হয় ॥২৫
 সূর্য্যবংশে জন্ম জার নহে পরাজয় ॥
 জেই বীর লক্ষ্মণ মারুল ইন্দ্রজিত ।
 হেন বীর বন্দি পড়ে হারাঞা সম্বিত ॥

(৫০৫)

(৫০৬)

বজ্রের বাটুল ধরে আর গুণ তাই ।
 হেন ভরত বন্দি করি রাখে দুই ভাই ॥
 জেই শত্রু মারে দুর্জয় লবণে ।
 হেন বীরে বন্দি করি রাখে তপোবনে ॥
 সুগ্রীব অঙ্গদ আর বীর হনুমান ।
 মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বানর প্রধান ॥
 নল নীল আদি করি বান্ধিল বানর ।
 ত্রিভুবন জিনি বীর বড় ধনুর্ধর ॥
 আছুক অশ্বের কাজ বন্দি বিভীষণ ।
 অস্ত্রে শস্ত্রে পরিপূর্ণ সব বন্ধুজন ॥১০
 না মরে তোমার বাণে কেন কর রণ ।
 আমার বচনে কোপ কর সম্বরণ ॥
 বলিল এতেক জদি মন্ত্রী জাম্বুবান ।
 জ্ঞান গুরু মন্ত্র রাম করিল খেদান ॥
 মন্ত্র পড়ে রামচন্দ্র বিষ্ণু অবতার ।
 ব্রহ্মঅস্ত্র জোড়ে রাম ত্রিভুবনে সার ॥
 মায়াতে মোহিত রাম আপনা না জানে ।
 দশদিগ ছাইলেক বাণ বরিষণে ॥
 দুই ভাই বলে বুড়া করে মায়া রণ ।
 পুরুষবাণ অবতার করে দুই জন ॥২০
 বাণের জ্যোতিতে আলা করে দশ দিগে ।
 শক সুনি সর্বলোককে চমৎকার লাগে ॥
 মায়া বাণ শত শত হৈল অবতার ।
 যুগক্ষয় হৈল কিবা প্রলয় সংসার ॥
 ইন্দ্র সে নৈশ্বত যম বরুণ পবন ।
 সতে গিঁআ বিধাতার পশিল শরণ ॥
 রামের বাণের তেজে লোকে চমৎকার ।
 ফুটিল রাক্ষস পাল্য সত্তম অপার ॥

সব মুনিগণে বলে পড়িল প্রমাদ ।
 কোন জন সহিবে রামের বিষমাদ ॥
 দুইভাই বলে চিন্তা না করিহ মনে ।
 বুড়া বন্দি করিআ লইব গণ্ডিবাণে ॥
 রাম বলে জানএ গন্ধর্ব্ব সন্ধি ।
 এই বাণে আমার কটক কৈল বন্দি ॥
 কোপে রামচন্দ্র করে বাণ বরিষণ ।
 বাণে কাটী সেই বাণ পড়ে ততক্ষণ ॥
 মায়া বাণ দুইভাই কৈল অবতার ।
 শুনিতে বাণের শব্দ লাগে চমৎকার ॥১০
 ডাক দিআ বলে সব দেবতা সমাজ ।
 পিতাপুত্রে রণ হএ ভাল নহে কাজ ॥
 বিষ্ণু অংশে জন্ম দৌহে জানে অস্ত্র শিক্ষা ।
 জারে বাণ বাজে তার কার নাহি রক্ষা ॥
 কুন্তিবাস কবি গান রামায়ণ গীত ।
 শুনিলে থণ্ডএ পাপ রামের চরিত ॥
 জত জত রাজা বৈসে পৃথিবীর তলে ।
 দেবগণ দুখ ভাবে গগন মণ্ডলে ॥
 ব্রহ্মা আদি করিআ জতেক দেবগণ ।
 রণ দেখি সভাকার বিস্মিত বদন ॥২০
 ধাইআ কহিল মুনি সব বায়ীকি গোচর ।
 পড়িল প্রমাদ বড় সুন মুনিবর ॥
 রামের বাণের তেজ কোন জন সহি ।
 তপোবন ছাড়ি মোরা অন্য ঠাই জাই ॥
 বাণে পথ নাহি দেখি ঘোর অন্ধকার ॥২৫
 বজ্রঘাত সম রামের ধনুকে টঙ্কার ॥

(৫০৭)

(৫০৮)

সীতার তনয় দৌহে বিষ্ণু অবতার ।
 ত্রৈলোক্য জিনিঞা রাম রণের জুঝার ॥
 জদি রামের ঠাঞি মরে হুই সহোদরে ।
 তবে অপঘণ সব ভরিব সংসারে ॥
 জদি রামচন্দ্র মরে কুমারের বাণে ।
 পালাইব তপের সাধ নাহি মুনিগণে ॥
 এত স্তুনি লড়িলা বান্দীকি মুনিবর ।
 যথা যুদ্ধ করে হুই সীতার কোঙর ॥
 মুনিতে বেষ্টিত হঞা গেল তপোধন ।
 গণ্ডি হাথে ডাঙাইলা রাম নারায়ণ ॥১০
 মধ্য রণে নাচেন বান্দীকি তপোধন ।
 আজি পূর্ণ হৈল সাতকাণ্ড রামায়ণ ॥
 রাম জন্মিতে ছিল সাঠে সহস্র বৎসর ।
 তখন রচিল পিতা পুত্রের সময় ॥
 এতেক বলিঞা রণে নাচেন তপোধন ॥১৫
 লব কুশ আসি বন্দে মুনির চরণ ॥
 মনের হরিষে মুনি দিল আশীর্বাদ ।
 রণ দেখি মুনি সব হরিষে বিষাদ ॥
 রণ তেজি হুই ভাই চল বাসা ঘর ।
 মুনির প্রবোধে লড়ে হুই সহোদর ॥২০
 দেখিআ হরিষ বড় সর্ব মুনিগণ ।
 কুতিবাস রচিল উত্তর রামায়ণ ॥

পঠমঞ্জরী ।

আজ্ঞা দিল মুনিবর, হুইভাই জাহঁ ঘর,
 আর না থাকিহ মোর সাথে ।
 যদি করে উপরোধ, করিতে নারিব রোধ
 পরিচয় মাগিলে রঘুনাথে ॥
 মুনিরে প্রণাম করি, হাতে গণ্ডিবাণ ধরি,
 ঘরেরে চলিল হুই ভাই ।
 দেখিআ পুত্রের মুখ, বাড়িল সীতার দুখ
 কোলে কৈল পসরিআ বাই ॥
 রণ ধূলা সর্বগায়, শোণিতের ধারা তায়
 আঁচালে মুছিআ বলে সীতা ॥৫
 রামে কেন কর রোধ
 আমার কণ্ঠের দোষ
 কি কার্য্য করিতে নারে খাতা ॥
 লবকুশ বলে মা, হের দেখ সর্বগা
 জরজর শ্রীরামের বাণে ।
 শ্রীরাম করুণাময় সকল সংসারে কয়
 এমন বলিআ কেবা জানে ॥
 নারীকে পাঠায় বন শিশুসনে কুরে রণ
 বিনা দোষে প্রাণবধ করে ।
 জাহার দেহে এত ক্রোধ
 না মানে পরের বোধ
 সে কেনে দয়াল নাম ধরে ॥১০
 বাণ জেন খুরের ধার দেখ পৃষ্ঠে হস্ত কার
 ভাগ্যে রাখিল মুনিগণে ।
 তোমার ছিল আশীর্বাদ এড়াইলাঙ প্রমাদ
 দেখিছ তোমার শ্রীচরণে ॥

(৫০৯)

(৫১০)

জতেক করিল রণ, দেখিলেন মুনিগণ
 জিনিলাও তোমার প্রতাপে ।
 সবে এক ছুখ মানি যদি লইত বাণ্মীকি মুনি
 ঘোড়া নিতে পারে কার বাপে ॥
 আশ্চর্য লাগোচ্ছে মনে,
 দেখ্যা ভাই চারিজন,
 সভাকার জন্ম এক বংশে ।
 কথাতে পাইল চিহ্ন তবে কেন বর্ণ ভিন্ন
 একথা কহিল রামের পাশে ॥
 রাম লাজে হেট মাথা
 তোমাকে জিজ্ঞাসি কথা
 তোমাতে লাগ আমার শপথ ।
 লক্ষণ শক্রয় একরূপ ছইজনে আররূপ,
 দেখিআ লাগায়ে বড় ভয় ॥
 লবকুশ মুখের বাণী সুন্যা সীতা ঠাকুরাণী
 ক্রন্দন সঙ্কলি মৃহাসে ।
 কৃতিবাসের বাণী স্মিত্রা রাজরাণী
 এই তত্ত্ব পাবে তার পাশে ॥

লড়িলা বাণ্মীকি মুনি রাম সম্ভাষণে ।
 সারদিয়া আকাশে রহিছে দেবগণে ॥১০
 হাসিলা বাণ্মীকি মুনি দেখিআ সংগ্রাম ।
 রথে হৈতে নামিঞা মুনিকে বন্দে শ্রীরাম ॥
 জত রাজা সব মুনির চরণ বন্দে ।
 আশীর্বাদ দিল মুনি পরম আনন্দে ॥
 বসিতে আসন দিল পাদ্য অর্থ জল ।
 জোড় হাথে মুনিরে রাম পুছিল কুশল ॥

মুনি বলে রামচন্দ্র সুন সাবধানে ।
 পাতাল পুরে গিয়াছিহু রাজ সম্ভাষণে ॥
 তথা হইতে সুন তোমার সংগ্রামের কথা
 সুনিঞা রণের কথা বড় পাইল বেথা ॥
 রঘুবংশে চূড়ামণি তুমি রাম রাজা ।
 পুত্রহেন পাল তুমি সকল পরজা ॥
 তোমার তেজে রাম সাগর গেল বন্ধ ।
 ত্রিভুবনে ছর্জয় বধিলে দশস্কন্ধ ॥
 রাক্ষস মারি তুমি বসালে তপোবন ।
 তোমা তেজে তপ করে সব মুনিগণ ॥১০
 প্রজা পালি তুমি এগার সহস্র বংশর ।
 রাজ্যখণ্ড পালি তুমি তুঘি মুনিবর ॥
 সংগ্রাম জিনিঞা তুমি সংসারে পণ্ডিত ।
 ছাওআলের সনে রণ নহেত উচিত ॥
 সূর্য্যবংশে জন্ম দৌহা রাজার নন্দন ।
 রাজ্য হারাইআ আলা মোর তপোবন ॥
 রাজকুমার ছুটা ভাই রাজশ্রী ধরে ।
 অস্ত্র শাস্ত্র জত বিদ্যা সিথি মোর ঘরে ॥
 ছুটা ভাই মোর ঘরে করে অস্ত্র শিক্ষা ।
 জারে বাণ এড়ে তাহার নাহি রক্ষা ॥২০
 হাসিআ শ্রীরাম বলে মধুর বচন ।
 পরিচয় দেহ মোকে কাহার নন্দন ॥
 চতুর্দশ ভুবনে অচ্ছে বীরগণ ।
 হেন ভরত বন্দি করিআ রাখিল তপোবন ॥
 জে শক্রয় মারিল লবণ অসুরে ।
 বিক্রমে আগল অঙ্গদ বুদ্ধে প্রচুরে ॥
 বিভীষণে ভাল জান ব্রহ্মা পড়ি নাতি ।
 হেন বিভীষণ বন্দী লজ্জি প্রজাপতি ॥

(৫১১)

(৫১২)

জে বিশ্বকর্মা নির্মাল তোমা তপোবন ।
 নল বীর করি দেহ সাগর বন্ধন ॥
 জে অগ্নি পূজিয়া তোমার উৎপত্তি ।
 হেন নীল বীর বন্দি বড় অক্ষেপাতি ॥
 কোন কুলে জন্ম তার কাহার তনয় ।
 কোন বংশে জন্ম তার দেহ পরিচয় ॥

পঠমঞ্জরী রাগ ।

বান্দীকি বলেন রাম তুমি সে লোকের ধাম
 লীলাএ হৈল মনুষ্যরীর ।
 ধনু জে তপনবংশ জার তুমি অবতংস
 পরম দয়াল বলা ধর ॥
 বালক কন্ত বংশ জন্ম তার বিষ্ণুঅংশ
 রাজ্য হারাইয়া আইল বন ।
 তোমার দারুণ শরে মরিত হই সহোদরে
 কত বশ পাতে নারায়ণ ॥১০
 বান্দীকির বোল শ্রুনি রামচন্দ্র মনে গুণি
 নিখাস ছাড়ি কিছু বলে ।
 অভিনব কুশেশ্বর স্বকোমল হৃদয়
 নয়নে ভরিল অশ্রুজলে ॥
 জিজ্ঞাসি তোমার ঠাই কোথা গেল হইভাই
 কেনে দেখা নাই মোর সনে ।
 হেন লয়মোর চিত্তে
 গেছে তারা প্রাণ হৈতে
 রূপ লাগ্যা রআছে নয়ানে ॥
 পূর্বে নিভৃত স্থানে আছিলাও সীতার সনে
 মনেতে পড়িল এককথা ॥১৫

অবধানে রঘুপতি চারি মাস গর্ভবতী
 এইকথা কয়্যা ছিল সীতা ॥
 মোরে বিধি প্রতিকূলে
 দারুণ লোকের বোলে
 হেন সীতা করিল বর্জনে ।
 চাপায়া পুষ্পক রথে স্রুমন্ত সারথি সাত্তে
 কোন বনে রাখিল লক্ষ্মণে ॥
 না জানি সীতা কোথা গেল
 কিবা তার উদরে হৈল
 এইকথা মনে মনে গুণি ।
 বান্দীকি কৈল হেঠ মাথা
 তুমি বর্জ্যাহ সীতা
 এইকথা এতক্ষণে শ্রুনি ॥৫
 অযোনিসম্ভবা সীতা জনক তাহার পিতা
 বসুমতী জাহার জননী ॥
 হেন সীতা বনবাস গর্ভ তার চারি মাস
 এই কথা আমি নাহি জানি ॥
 বন আর উপবনে জত বৈসে মুনিগণে
 জিজ্ঞাসা করিল ঘরে ঘরে ।
 জদি সীতা দেখা পাই কহিব তোমার ঠাই
 লয়্যা জাব অযোধ্যানগরে ॥
 বান্দীকির শ্রুনি বোল রাম হৈল উত্তরোল
 ঘন ঘন ছাড়েন নিখাস ॥১০
 জানকীর পতি গতি আন না লয় মতি
 না চাড়ি রচিল কৃতিবাস ॥

(৫১৩)

(৫১৪)

মুনি বলে তোমা ডরে পালাল ছাওআলে ।
 তাস ভার পরিচয় পাবে কার্যাকালে ॥
 অস্ত্র সম্বরণ তুমি করহ বিজয় ।
 দেশে লৈঞা তা সভার করাব পরিচর
 স্বর্ধ্যবংশে জন্ম তার রাজার নন্দন ।
 আপন তেজে রাজা পালেন তপোবন ॥
 মুনির কথা স্ননি রাম হস্ত বদন ।
 তোনার আজ্ঞা লজ্জিতে পারে কোন জন ॥
 সকল কটক বন্দি রহিলা তপোবনে ।
 কটক এড়িআ জাব ভাল বলিব কোনজনে
 মুনি বলেন রাম তুমি করহ গমনে ।
 তোমার পাছ পাঠাই সকল সৈন্তগণে ॥
 মুনির বচন রাম মানিল যুক্তি ।
 রাম বলেন রথ সাজ স্তম্ভ সারথি ॥
 মুনির চরণে রাম মাণিল মেলানি ।
 ১৫ রামে মেলানি করি চলিলা সব মুনি ॥
 সৈন্তগণ লৈআ রাম সরযু হৈল পার ।
 কটক বলে আমা সভা নহিল উদ্ধার ॥
 অশ্রমে করে কটক আপনাকে নিন্দে ॥
 রামকে সোঙরিঞা কটক কান্দে ॥২০
 তপোবনে বীর ভাগ কান্দে উচ্চ স্বরে ॥
 পার হৈঞা রহিল রাম সরযুর তীরে ॥
 সরযুর তীরে রহিলা সকল রাজাগণ ।
 এথা বাজীকি মুনি গেল সীতার তপোবন ॥
 মুনির চরণে সীতা হৈলা নমস্কার ।
 ২৫ মুনির চরণ বন্দে সীতার দুই কুমার ॥
 আশীর্বাদ দিল মুনি পরম সাদরে ।
 আশীষ রুরিআ বার্তা পুছে মুনিবরে ॥

কি কারণে আইলা মুনি কেনে নেউটলা
 আমার অসম্ভাষে তুমি সে কেনে গেলা ॥
 রাজার শাসনের ভিতর তোমার তপোবন।
 মুনি হৈআ কেনে কর রাজা সনে রণ ॥
 মুনি সব তপ করে ব্রত উপবাসে ।
 তপ নষ্ট হয় তার প্রাণী যদি হিংসে ॥
 ছাওআল দুইটা মোর কিছু নাহি জানে ।
 খেলাইতে জায় মুনি ছাওআলের সনে ॥
 তপোবনের ভিতর কলরব স্ননি ।
 কে হারিল কে জিনিল কিছুই না জানি ॥১০
 দশ মাস আছিলিও লক্ষার ভিতর ।
 মরিত রাক্ষস সব জিনিত বানর ॥
 আমা পর বানর অলঙ্ঘ্য সাগর বান্ধি ।
 হেন বানর আমার তপোবনে বন্দি ॥
 সীতার বচন স্ননিঞা মুনিরাজ হাসে ।
 ১৫ উত্তরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃষ্ণিবাসে ॥

স্ননিঞা সীতার কথা হাসে মুনিবর ।
 ভাল মন্দ না বুঝে দুইটা কোঙর ॥
 অস্ত্র শাস্ত্রে সিখিলেন হইআ ধনুর্ধর ।
 তিন ভাই বন্দি করি খুড়তা মহোদর ॥২০
 স্ত্রীগ্রীব অঙ্গদ আর বীর হনুমান ।
 নল নীল মহেন্দ্র দ্বিবিদ প্রধান ॥
 পনস কেশরী বন্দী রাক্ষস বিভীষণ ।
 তোমার পুত্র বন্দি করিল সকল সৈন্তগণ ॥
 মুনির স্ননিঞা কথা সীতা চমকিত ।
 ২৫ কোথা সৈন্ত বন্দি গোসাঞি দেখাঅ তুরিত

(৫১৫)

(৫১৬)

মুনি বলে সীতা তুমি আইস মোর সনে ।
 জতেক কটক বন্দী আছে তপোবনে ॥
 আগে মুনি মাঝে সীতা হই সহোদর ।
 চারিজনে গেলা তপোবনের ভিতর ॥
 নানা মায়া ধরে তবে সীতা গোসাক্ষিণী ।
 মায়া রূপে হৈলা সীতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ॥
 হাথ তুলি দেখায় বান্দীকি তপোধন ।
 হেরে দেখে ভরত লক্ষ্মণ শক্রব ॥
 অঙ্গদ নীল দেখে বীর হনুমান ।
 দেখে গবাক্ষ পনস কেশরী ইন্দ্রজাল ॥১০
 বীর ভাগ দেখি সীতা হেট করি মাথা ।
 সভা বন্দি দেখিয়া মুনিকে কহিল কথা ॥
 আমার বচনে সভা পাঠাই রাজস্থানে ।
 সকল সৈন্য পাঠাই রাখহ হনুমানে ॥
 ব্রহ্ম মন্ত্র মুনি মনে মনে পড়ে ॥১৫
 মন্ত্রের তেজেতে সভার বন্ধন ছিড়ে ॥
 বন্ধন মুক্ত করি সকল সৈন্যগণে ।
 স্বান করাই সভা বান্দীকি তপোবনে ॥
 বীর ভাগ লড়িলা পর্বতের চূড়া ।
 তিন ভাই পাঠাইল দিআ যজ্ঞের ঘোড়া ॥২০
 সকল কটক লড়িলা দিআ জয় জয়কার ।
 উঠিআ সকল সৈন্য বলে মার মার ॥
 ইন্দ্র আসিআ করিল অমৃত বরিষণ ।
 শ্রম পাসরিল বল হইল দুগুণ ॥
 জতেক কটক পড়িল লবকুশের বাণে ॥২৫
 সকল সৈন্য জিল ইন্দ্রের বরিষণে ॥
 মুনির তেজে তপোবনে ফলে নানা ফল ।
 ফল খাঞা সৈন্য সব হৈল সুশীতল ॥

বীর ভাগ আসি মুনির চরণ বন্দে ।
 আশীর্বাদ দিল মুনি পরম সানন্দে ॥
 পার হৈআ সরযুতে গেলা রামের স্থান ।
 রাম বলে কেনে নাহি আইল হনুমান ॥
 আইল সকল সৈন্য মোর বিদ্যমান ॥
 কিসের কারণে রহিল বীর হনুমান ॥
 বান্দীকি মুনি রহাইল বীর হনুমানে ।
 আমা সভা পাঠাইল করিআ সম্মানে ॥
 সীতা সঙ্গে হনুমানের হৈল দরশন ।
 হনুমান করিল সীতার চরণ বন্দন ॥১০
 হনুমানে সীতাদেবী করি আশীর্বাদ ।
 সীতা দেখি হনুমান হরিষ বিষাদ ॥
 হনুকে দেখিআ সীতা ছাড়ন্তি নিশ্বাস ।
 দুষ্টজনের বাক্যে প্রভু দিলা বনবাস ॥
 উদরে রহিল তখন গর্ভের প্রকাশ ॥১৫
 জখন বর্জিলেন তখন গর্ভ চারিমাস ॥
 এড়িয়া গেলেন লক্ষ্মণ এই তপোবনে ।
 তপোবনে বিস্তর দুঃখ পাইল রাত্রিদিনে ॥
 নিষ্ঠুর লক্ষ্মণের থানিক নাহি দয়া ।
 আমা হেন স্ত্রীকে প্রভু ছাড়িলেন মায়া ॥২০
 দৈব নির্ভর দেখে মোর কণ্ঠের ফলে ।
 লবকুশ হই পুত্র প্রসবিল জন্মলে ॥
 অনেক পালন করি বান্দীকি মুনিবরে ।
 হই পুত্র হৈল মোর বান্দীকির ঘরে ॥
 অস্ত্র শস্ত্রে যত বিদ্যা বান্দীকি জত জানে ।
 যত করি সকল শিক্ষাই হইজনে ॥
 আপন পুত্র বলি বিদ্যা শিক্ষাই সকল ।
 দুর্জয় ধনুর্ধর দৌহে হৈলা মহাবল ॥

(৫১৭)

(৫১৮)

সদাই খেলাইতে জায় মুনি পাড়া ।
 আটস্থিতে পাইল তথা সর্বলক্ষণ ঘোড়া ॥
 ঘোড়া নিতে জে আইসে জুঝিবার মনে ।
 তাহা সভা বন্দি করিআ রাখে তপোবনে ॥
 ভাল হৈল তাস ভার হইল এড়ান ।
 মুনির প্রসাদে সভার হৈল পরিত্রাণ ।
 আর এক কথা বাপু কহি তোমার স্থানে ।
 আমার বচনে বাপু কর অবধানে ॥
 সরোবরে তিন ভাই কর গিআ স্নান ।
 স্নান করি তিন ভাই কর ভোজন পান ॥১০
 আঞ্জা পায়্য তিন ভাই করিলা গমনে ।
 সরোবরে গিআ স্নান করিলা তিনজনে ॥
 স্নান করিয়া ভোজনে বসিলা তিন ভাই ।
 তিন ভাই অন্ন খায় সীতাদেবী দেই ॥
 তিন ভাই স্নুখে করিল ভোজন পান ।১৫
 সীতা অন্ন দেই ভুঞ্জে বীর হনুমান ॥
 ঘন ঘন দেই সীতা অন্ন ব্যঞ্জন ।
 জত দেই তত খায় পবননন্দন ॥
 এক থাল অন্ন দিতে কুড়ি থাল হয় ।
 মহাস্নুখে হনুমান সকল অন্ন খায় ॥২০
 জত দেই তত খায় ভোজন না সঙ্কলি ।
 হনুমানে অন্ন দিতে ধরিল কাঁকালি ॥
 চিনি নবাত ঘৃত দধি দুগ্ধ মুণ্ডা খণ্ডে ।
 ছলে ভাত দিল সীতা হনুমানের মুণ্ডে ॥
 সীতা বলে হনুমান মাথা ফুটি ভাত ।২৫
 ভোজন সঙ্কলি মাথায় বুলায় হাত ॥
 ভোজন সঙ্কলি করিল স্নাচমন ।
 অবশেষে সীতা কিছু করিল ভোজন ॥

ভোজন করিলা তিন ভাই হৈলা সুশীতল ।
 হনুমানে দিল সীতা রত্ন কুণ্ডল ॥
 হনুমানে আশীর্বাদ দিল দেবী সীতা ।
 রামে না কহিবে বাপু আমি আছি এথা ॥
 হনুমান বলে মাগো, শুন মোর বাণী ।
 তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥
 হনুমান বলে তোমা পুত্রে রাজ্য থণ্ড ।
 রাজপাটে বসাইয়া দিব ছত্রদণ্ড ॥
 রাজনন্দন দুই ভাই হইবেন রাজা ।
 সকল রাজা আসিয়া করিবেন পূজা ॥১০
 হনুমানে সীতাদেবী করএ কল্যাণ ।
 আঁখির লোহ ছল ছল পবননন্দন ॥
 সীতার চরণে হনু করি নমস্কার ।
 আশীর্বাদ দিল সীতা কৈল পুরস্কার ॥
 মেলানি মাগিয়ে মাতা তোমার চরণে ।১৫
 আঞ্জা কর যাই আমি আপনার স্থানে ॥
 হনুমানে বিদায় দিল করি কোলাকুলি ।
 আনন্দে চলিলা হনু দুঃখ সঙ্কলি ॥
 মুনির চরণ হনু শিরেতে বন্দিআ ।
 আনন্দে চলিলা হনু হরষিত হৈআ ॥২০
 হনুমানে সীতাদেবী করস্তি কথন ।
 ছল ছল করে আঁখি পবননন্দন ॥
 পথে জাইতে হনুমানে চক্ষে লোহ পড়ে ।
 কান্দিতে কান্দিতে গৈলা রামের গোচরে ॥
 আপন কটকে মেলি বীর হনুমান ।২৫
 মাথা নোঙাঞিল গিআ রাম সম্মিধান ॥
 সকল বীরগণে বলে ধনু হনুমান ।
 কাহার ঠাঞি রত্ন কুণ্ডল পাইল দান ॥

(৫১৯)

(৫২০)

আমার বচন শ্রুনি মূনি হৈলা কোতুকী ।
 আমাকে প্রসাদ দিল মূনি বাণ্মীকি ॥
 হাসিল লক্ষ্মণ শ্রুনি হৃদমানের বাণী ।
 জার কুণ্ডল পাইলে আমি ভালে জানি ॥
 লক্ষ্মণের মুখ চাহি জানুবান হাসে ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

চারিদিগে কটক মাঝে যজ্ঞের ঘোড়া ।
 সূবর্ণ টোপের মাথায় রাজ্যপাটের ধড়া ॥
 সকল বীর ভাগ বেড়ি মধ্যে শ্রীরাম ।
 সর্বলোক বলে আলা জিনিয়া সংগ্রাম ॥১০
 জয় করিয়া লড়িলা রাম নারায়ণে ।
 সকল সৈন্য লৈআ রাম গেলা যজ্ঞস্থানে ॥
 রথ হৈতে নাশিআ বন্দি বশিষ্ঠ চরণ ।
 রাম দেখিতে আইল সকল মূনিগণ ॥
 যজ্ঞের বার্তা রাম বশিষ্ঠকে পুছেন ।
 কত যজ্ঞ সাজ হৈল কত যজ্ঞ আছেন ।
 মূনি বলে যজ্ঞ করি তোমা বংশ হেতু ।
 যজ্ঞ সাজ নাহি হয় আছে শতক্রতু ॥
 উনশত যজ্ঞ করি নৃপতি সগর ।
 দেবের বোলে বিঘটন করি পুরন্দর ॥২০
 তবে অশ্বমেধ করি দিলীপ নৃপতি ।
 ঘোড়া ধরি লৈআ জায় ইন্দ্র সুরপতি ॥
 রঘুনামে মহাবল দিলীপ নন্দন ।
 রহাইল ঘোড়া ইন্দ্রসনে করি রণ ॥
 ইন্দ্র বজ্র মারি রঘু না করি কার্য জ্ঞান ॥২৫
 ইন্দ্রজয় করি ঘোড়া আনি যজ্ঞস্থান ॥

যজ্ঞে পূর্ণা দিল রঘু করিআ আহতি ।
 স্বর্ণ ফল পাইল রাজা দিলীপ নৃপতি ॥
 ঘোড়া রাখি বীরভাগ চলিল লক্ষ্মণ ।
 পালাইয়া গেল ঘোড়া মূনির তপোবন ॥
 ঘোড়া হৈতে পড়িল জতেক বিঘটন ।
 তপোবলে বন্দি হইল সকল সৈন্যগণ ॥
 ঘোড়া আনিবারে তুমি গেলে সে আপনি ।
 তোমারে পাঠাইআ দিল বাণ্মীকি মূনি ॥
 তুমি নারায়ণ রাম তুমি ভগবান ।
 সূর্য্যবংশে রাজা নাহি তোমার সমান ॥১০
 জত রাজাগণ পৃথিবীর তলে বৈসে ।
 তোমার বাপের যজ্ঞ সর্বলোকে ঘোষে ॥
 অশ্বমেধ হৈতে হৈল রাজার অব্যাহতি ।
 সূর্য্যবংশের নাথ রাম তুমি শুদ্ধমতি ॥
 যজ্ঞ করে মূনি সব তোমা সিদ্ধি কাজে ॥১৫
 তোমার পূর্বে রাজা কাকুৎস্থ মহারাজে ॥
 তিহঁ রাজ্য করিল ঋষি সহস্র বৎসর ।
 যজ্ঞের ফলে সাধে রাজা আপন কলেবর ॥
 অন্ধক দৈত্যের পো গোরক্ষত্র গেল ।
 সকল দেবগণ জিনি নিল ঠাকুরাল ॥২০
 পালাইয়া গেলেন দেব দৈত্যের ডরে ।
 সিংহাসন ছাড়ি পালাই দেৱ পুরন্দরে ॥
 ইন্দ্র না থাকিলে না শোভে দেবতাগণে ।
 তিনলোক গিআ ব্রহ্মা পসিলা শরণে ॥
 গোরআক্ষেত্রের গুত্র নাম তারক্ষ ॥২৫
 শত শত হস্তী তার একদিন ভক্ষ ॥
 ধরিআ মনুষ্য সব করএ সংহার ।
 একে একে খাইলেক সকল সংসার ॥

(৫২১)

(৫২২)

দশ সহস্র মত্ত হস্তী জত তেজ ধরে ।
 এতেক' তেজ বৈসে তারক্ষের শরীরে ॥
 ব্রহ্মার' বরে অশ্বর জিনিল দেবগণে ।
 দেবগণের ঠাই তার নাহিক মরণে ॥
 মরণ জিনিল অশ্বর ব্রহ্মার বরে ।৫
 মুনি তপ নষ্ট করে ইন্দ্রের দারি হরে ॥
 সকল দেবগণ আসি ব্রহ্মার স্থান ।
 ইন্দ্র লৈআ তথা সভে করি অহুমান ॥
 দেবের ঠাঞি নাঞি মরে দেবের পায়্যাডর
 কাকুৎস্থ রাজা কান্ধে করি দেব পুরন্দর ॥১০
 চিন্তিত হইল ইন্দ্র স্ননি ব্রহ্মার কথা ।
 ইন্দ্র হৈআ মাহুয বহি মনে বড় বেথা ॥
 ব্রহ্মা বলে সাবধানে সুন দেবরাজ ।
 তোমা হৈতে রক্ষা পায় দেবের সমাজ ॥
 ইন্দ্র অশ্বীকার করি হুরিষ দেবপুরী ।১৫
 সকল দেবগণ গেলা অযোধ্যা নগরী ॥
 বারি হৈআ কাকুৎস্থ রাজা দেখি দেবগণ ।
 পরম ভক্তিএ বন্দি সভার চরণ ॥
 পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা গৃহ ব্যবহার ।
 কি কার্য্যে গোসাঞি সব করি আশুসার ॥
 তারক্ষ নামে দৈত্যরাজ অন্ধকের নাতি ।
 সেবাতে মানাল সে দেব প্রজাপতি ॥
 পূর্বে দ্বিতীয় ইন্দ্র বলি পড়াইল নাম ।
 ত্রিভুবনে সহিতে নারে তাহার সংগ্রাম ॥
 ব্রহ্মাএ সেবিয়া অশ্বর জিনিল মরণ ।২৫
 দেবে না পারি তাহা করিতে সংহারণ ॥
 ইন্দ্রের কান্ধে চড়িআ কুরহ আশুসার ।
 দৈত্য মারিআ দেবের কর উপকার ॥

রথ সারথিকে রাজা পড়িল হাঁকার ।
 দেবগণ মনে রাজা কৈল আশুসার ॥
 আশু কাকুৎস্থ রাজা পাছে দেবগণ ।
 সকল কটকে বেড়ি দৈত্যের তপোবন ॥
 দেবগণ দেখিয়া কুপিল দৈত্যরাজ ।৫
 রণে ভঙ্গ দিল সব দেবের সমাজ ॥
 কুপিল তারক্ষ হাতে লৈআ গদাবাড়ি ।
 চতুর্দিকে দেবগণ পালাএ-রড়ারড়ি ॥
 ইন্দ্র কান্ধে চড়ি রাজা এড়ি নানা বাণ ।
 রণে গদা কাটিআ রাজা করি খান খান ॥১০
 সূর্য্যবংশে মহারাজা নানা বাণ জানে ।
 বাণে ফুটি দৈত্যরাজা মোহ গেল রণে ॥
 সকল দেবগণে করে জয় জয় কার ।
 কোপ বাড়ে দৈত্যরাজ বিক্রমে বিশাল
 কোপেতে বাড়িআ রাজা হইলা সাত তাল ।
 কেহো কাহো জিনিতে নারে সংগ্রাম
 অপার ॥
 ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর জতেক দেবগণ ।
 অগ্নি কুবের বরুণ যম পবন ॥
 দেবাসুরের রণ বাজিল রণস্থানে ।
 দৈত্যগণ মেলিআ দেবগণে মারে ॥২০
 ভঙ্গ দিআ পালায় সকল দেবগণ ।
 ইন্দ্রের উপরে কহর বাণ বরিষণ ।
 ঘন ঘন বাণ বরিষে দৈত্যের ঈশ্বর ।
 বাণে ফুটি ইন্দ্ররাজা হৈলা জর জর ॥
 ইন্দ্র রণে মোহ গেলা কাকুৎস্থ মনে ব্যাথে ।
 দৈত্যরাজ বিকি পাড়ে অতি শীঘ্র
 হাথে ॥

(৫২৩)

(৫২৪)

দৈত্যরাজ বিক্রি পাড়ে বাহের বাছ বাণে ।
 চতুর্দিকে ভক্ত দিআ পালায় দৈত্যগণে ॥
 দশবাণ কাকুৎস্থ রাজ জুড়িল ধনুকে ।
 বজ্রাঘাত হেন বাণ বাজি তার বুকে ॥
 চক্রবাণ এড়ে রাজা রুি কহিব কথা । ৫
 চক্রবাণে কাটি পাড়ে তারক্ষের মাথা ॥
 দৈত্যরাজ পড়িল পালাএ দৈত্যগণ ।
 রাজার মাথায় করি দেব পুষ্প বরিষণ ॥
 তোমার উপর পুরুষ কাকুৎস্থ মহাশয় ।
 ইন্দ্রের কান্ধে চড়ি রাজা অস্ত্র করি ক্ষয় ॥
 ব্রহ্মার বরে দৈত্যরাজ কাকুৎস্থ মারি ।
 ব্রহ্মবধ এড়াই রাজা অশ্বমেধ করি ।
 ইন্দ্র ঘোড়া পাঠাইল পূর্ণার বেলে ।
 স্বর্গ গেলা কাকুৎস্থরাজ অশ্বমেধের ফলে ॥
 তুমি লক্ষা জিনি রাম সাগর করি বন্ধ । ১৫
 ত্রিভুবনে হুর্জর বধিলে দশদ্বন্দ্ব ॥
 তোমার পিতা শনি জিনি রাখিল সংসার ।
 তোমার পুণ্যের বলে গেল স্বর্গ হুআর ॥
 বশিষ্ঠ মুনির কথা শ্রুনি শ্রীরাম হাসে ।
 ধন্য বলিদা রাম কথাকে প্রশংসে ॥ ২০
 রামে মেলানি করি বর গেলা মুনিবর ।
 অশ্বমেধ যজ্ঞ করি রাম বার বৎসর ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত নানা গুণ জানে ।
 অমৃত চরিত্র রচিলা উত্তর রামায়ণে ॥

শ্রান সন্ধ্যা করি রাম করি ভোজন পান । ২৫
 সত্যকে মেলানি দিআ গেলা নিজ স্থান ॥

সকল সৈন্তে লক্ষণ ঘোড়া রাখে বনে ।
 লক্ষণের হুঃখ রাম মনে মনে শুণে ॥
 জ্ঞত হুঃখ পাইল লক্ষণ দণ্ড অরণ্যে ।
 তত হুঃখ পাইল লক্ষণ হুর্জর বনে ॥
 লক্ষণের হুঃখ রাম মনেতে চিন্তে । ৫
 লক্ষণের হুঃখ আমি শ্রবিব কেমনে ॥
 সীতা লৈআ থুইল লক্ষণ তপোবনে ।
 তপোবনে মরিল সীতা আমার বিহনে ॥
 বাপ জনকঞ্চবি তার মা বহুমতী ।
 সীতার হুঃখ দেখি রাম পোহাইল রাতি ॥ ১০
 প্রাতঃকৃত্য করি রাম প্রত্যুষ বিহানে ।
 পাত্র মিত্র লৈআ রাম বসিল দেআনে ॥
 শতক্রতু যজ্ঞ করিল বেহান বেলায় ।
 হেন বেলায় বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামের ঠাঞি যায়
 দেআন সকলি রাম গেলা যজ্ঞ স্থান । ১৫
 আচম্বিতে ঘোড়া আসি হৈল অধিষ্ঠান ॥
 সকল মুনিগণে করি জয় জয় কার ।
 যজ্ঞ সাঙ্গে অষ্টলোকপাল আগুসার ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জতেক দেবগণ ।
 ইন্দ্র কুবের বরুণ যম নৈঋত পবন ॥ ২০
 সকল দেবগণ লড়িল অন্তরীক্ষে ।
 সারি দিআ দাণ্ডাইলা অবহুত লক্ষে ॥
 সারি দিআ দাণ্ডাইলা সকল দেবগণ ।
 অগ্নির আহতি করে সকল মুনিগণ ॥
 বিভীষণ শ্রুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান । ২৫
 মহেন্দ্র বিবিদ নল সুষেন জাম্ববান ॥
 গম্য গবাক সরভ গৃক্সমাদন ।
 দধিগাল ইন্দ্রজাল রক্ত হুর্জর ॥

(৫২৫)

(৫২৬)

শতবলি দধিযুথ পনস কেশরী ।
 ঋষভ গন্ধমাদন বানর অধিকারী ॥
 ক্রখন' প্রমাণি বিনোদ হেমকূটে ।
 চারি মন্ত্রী বসিলা বিভীষণের নিকটে ॥
 দান সক্ষ্যা করি রাম গেলা যজ্ঞস্থলে ।
 যজ্ঞশালে স্তুতী হৈল দশদিগপালে ॥
 যজ্ঞে অধিষ্ঠান হৈলা সকল দেবতা ।
 রামের বামে দাণ্ডাইল কাঞ্চনময়ী সীতা ॥
 যজ্ঞে পূর্ণা দিলা রাম ভাই চারি মেলি ।
 দেবদ্বন্দ্বি উঠিল সকল সভাতলি ॥১০
 যজ্ঞশালে ঘোড়া আসি হৈলা অধিষ্ঠান ।
 পাদ্য অৰ্ঘ্য দিল ঘোড়াকে আপনি রাম ॥
 পবন বেগে উঠে ঘোড়া গমনমণ্ডলে ।
 মূর্তিমান হৈয়া ঘোড়া সান্ত্বাই আনলে ॥
 চারিদিকে বেদ পড়ে সকলমুনিঋষি ॥১৫
 অগ্নি উপরে স্থত ঢালি কলসী কলসী ॥
 ঘোড়ার মাংস কাটি করিল থানি থানি ।
 ঘূতে মাংস জ্বড়াঞা অগ্নিতে ছনে মুনি ॥
 জতেক রাক্ষস ছিলা জত মুনিগণ ॥
 রাক্ষস কুপিতে ঘোড়া মাংস করিল ভক্ষণ
 ঋষিগণ না থাইল জত মুনিগণ ।
 ঘোড়ার মাংস না থাইল ভাই চারিজন ॥
 ঘোড়ার অস্থি সকল করি এক রাশি ।
 মন্ত্র পড়ি আবাহন করি সব ঋষি ॥
 সব দেবগণ দিল ঘোড়াকে অৰ্ঘ্যদান ॥২৫
 কুণ্ডে হৈতে উঠে ঘোড়া হইয়া অধিষ্ঠান ॥
 দশরথ রাজা আইলা সব দেবগণে ।
 ঘোড়া পৃষ্ঠে চড়ি রাজা গেলা স্বৰ্গগমনে ॥

অরুণ মূনির পো ছাড়ি রাজসমিধান ।
 ঘোড়া পৃষ্ঠে চড়ি রাজা গেলা স্বৰ্গস্থান ॥
 রাম লক্ষণের বাণে রাবণের বংশনাশ ।
 ব্রহ্মবধ ঘূচে রাজা সিদ্ধি অভিলাষ ॥
 বাপ মুক্ত হৈল রাম, হরিষ হৈল চিত্তে ॥৫
 সৰ্বলোক প্রশংসে থাকিলেন নিশ্চিন্তে ।
 ইন্দ্রভুবন গেল রাজা অজের নন্দন ।
 ইন্দ্রসনে রাজার হইল একাসন ॥
 যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল রাম পাই অবসর ।
 উত্তরকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত মহাশয় ॥১০
 যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল মুনি বাকিল পুরাণ ।
 চারি ভাই করিল রাম ভোজন পান ॥
 ভোজন করি রাম বসিলা সিংহাসনে ।
 সৰ্বাঙ্গে ভূষিত রাম রাজ আভরণে ॥
 যজ্ঞ সাঙ্গ করি সবে রামেরে বাধানি ॥১৫
 রামের ঠাঞি গেলা সবে করিতে মেলানি
 রাম বলে আজি বিশ্রাম কর মুনিগণ ।
 প্রভাতে কালি সবে করিবেন গমন ॥
 সূর্যের খাট পড়ে কনকদণ্ডের ছাতা ।
 রামের বামে বসিলা কাঞ্চনময়ী সীতা ॥২০
 রাজাগণ বাসাতে করিল মেলানি ।
 যজ্ঞের নিকটে রহি সব মুনি ॥
 পাত্রমিত্র বিভীষণ জতেক বানর ।
 রামের মেলানি রহিলা তিন সহোদর ॥
 পণ্ডিত আচার্য্য যত মিশ্র পাঠক ॥২৫
 গায়েন নাটুআ যত কৌতুক কথক ॥
 রামকে বন্দীআ গেল শয়নের ঘর ।
 রামের পাশে দাণ্ডাইল সকল অমুচর ॥

(৫২৭)

(৫২৮)

মেলানি করিয়া গেলা যার যথা বাস ।
 শরীরী পোহাইল অরুণ প্রকাশ ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি রাম বসি সিংহাসনে ।
 ভরত লক্ষ্মণ শত্রু বসি রামের স্থানে ॥
 সব মুনিগণ গেলা শ্রীরামের স্থানে ।
 চারি ভাইকে আশীষ করি হাতে দুর্কীধানে
 রাম বলেন স্নান ভরত লক্ষ্মণ শত্রুঘন ।
 মুনিগণে সন্তোষ কর জত ব্রাহ্মণ ॥
 বাহির হইলা ভরত ভাই তিন জন ।
 ধনে ধানে স্তুতী করি সকল ব্রাহ্মণ ॥১০
 মুনিগণ স্তুতী হইলা আপ্যায়ন দান ।
 তিনজনে বসিলা করিতে অশ্বমেধ ॥
 অশ্বমেধ যজ্ঞে বাপা পাইল স্বর্গ ফল ।
 জত দান কর সব আপনার কুশল ॥
 সব মুনিগণে গেলা করিতে মেলানি ।
 বশিষ্ঠ বামদেব রাম ডাকদিয়া আনি ॥
 ছই মুনি আইল রামের পায়া সংবাদ ।
 হাথে দুর্কীধান রামে করি আশীর্বাদ ॥
 শ্রীরাম বলেন তুমি স্নান মুনিরাজ ।
 আপ্যায়িত যজ্ঞ করি সেই আমার কাজ ॥
 জেই মুনি আছেন জেবা নাই আইসে ।
 তাহা সভা আন তুনি পাঠাই মাঝে ॥
 নৃত্যক গায়ক বাদ্যক যজ্ঞকার ।
 রাজাগণ আন জত রাজ কুমার ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি রামের চারি ভাই ।
 সঙ্গ করি সতে হৈলা একু ঠাই ॥
 পৌলস্ত্য শতাবর্ত আইলা স্নান বাণী ।
 পুলহ পৌত্রিক আইলা মানি অগ্নিপাণি

বৈশম্পায়ন আর সনক সনাতন ।
 শতানন্দ নিত্যানন্দ কেবল কেতন ॥
 বিশ্বামিত্র কশ্যপ ওরু ভার্গব ।
 অগ্নিকুল শিবানন্দ ক্রোড় গালব ॥
 ভরদ্বাজ জনক সুরত বৃহস্পতি ।
 অগস্ত্য পিপ্লবী আইলা মুনি উৎপত্তি ।
 যজ্ঞশালে সুরমুনি হৈলা উপনীত ।
 উত্তরকাণ্ড রচিলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
 স্নান সন্ধ্যা করি রাম করিল ভোজন ।
 চারি ভাই বসিলা করিয়া জতন ॥১০
 সব মুনিগণ আলা বায়িকী নাহি দেখি ।
 বায়িকী না দেখি রাম হৈল্যা অস্তুতী ॥
 স্নমন্ত সারথি লড় কোণ্ডর শত্রুঘন ।
 ছাওআলে স্নুনিতে গীত বহুত জতন ॥
 ভাইর চরণে শত্রুঘ্ন হৈলা নমস্কার ।
 রথে চড়ি ছই জনে করি আগুসার ॥
 লড়িলা স্নমন্ত সারথি কোণ্ডর শত্রুঘন ।
 রথে চড়িআ গেলা মুনির তপোবন ॥
 মুনির চরণে শত্রুঘ্ন হৈলা নমস্কার ।
 ছইটী বালক লইআ কর আগুসার ॥২০
 শত্রুঘ্নের বচন স্ননি বলে মুনি ।
 তোমার বচনেতে স্তুতী হইল আমি ।
 জন্মিতে আছে যাটি সহস্র বৎসর ।
 ব্রহ্মা নারদ দৌহে আইলা মোর ঘর ॥
 তখন করিল কবিত্ত ব্রহ্মার পায়া বর ॥২৫
 সেই কবিত্ত শিখিল ছইটী কুমার ॥

(৫২৯)

(৫৩০)

আমা কথা সুন তুমি কর কল আহার ।
 আমি বুঝাইঞা লই ছইটা কুমার ॥
 আপনি লড়িলা মুনি যথা আছে সাতা ।
 সীতা আগে কহে মুনি শ্রীরামের কথা ॥
 আমারে লহিতে আইলা কোঙর শক্রঘন ।
 ছই গায়েন নিবা তরে বহুত জতন ॥
 তোমা ছই পুত্রে আমি শিখাইল গীত ।
 আর বিত্তা শিখিলেন সঙ্গীত কবিত্ব ॥
 স্বর্যবংশে রাজা হইলা পুরুষ ক্রমে ।
 সাতকাণ্ড রামায়ণ শিখাল শ্রমে ॥১০
 তোমা ছই পুত্রে গীত পঠাইল পুরাণ ।
 সংগীত পড়িআ ঘোঁহে হৈল সর্বজ্ঞান ॥
 রাজ হব রাজ হয়্যা শিখিলেন গীত ।
 প্রচার করিলে হব লোকের বিদিত ॥
 মহাবোদ্ধা পুত্র তোমার বড় বলবান ।
 লব কুশ রাজা হব বাপের সমান ॥
 আমার সঙ্গে জাবেক তৈমার কুমার ।
 আজি হৈতে কবিত্ব করিব প্রচার ॥
 এতেক বলিল মুনি জগতের পিতা ।
 মুনির কথা সুন কিছু বলৈন সীতা ॥২০
 আমারে বর্জি প্রভু দিলা বনবাস ।
 মোরপুত্র নিঞা কেমনে জাবে তার পাশ ॥
 এ তিন ভুবনে গোসাঞি তুমি জে পূজিত
 কোতুকে আমার পুত্রে শিখাইলে গীত ॥
 তোমার কবিত্ব প্রচারিব ত্রিভুবনে ॥২৫
 আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ॥
 সীতার বচন সুন হাসে মুনিবর ।
 বর্তন করি শিখি তোমার ছই কোঙর ॥

ছই পুত্রে বলেন সীতা মধুর বচনে ।
 পরসুখে জাহ ঘোঁহে মুনিরাজ সনে ॥
 মুনি বলে সুন তুমি সীতার নন্দন ।
 তোমারে নিবারে রাম করিছে যতন ॥
 গীত সুনিলারে রাম কোতুক বড় মন ॥৩৫
 তোমরা ঘোঁহে আমা সনে করিবে গমন ॥
 মুনির বচন ঘোঁহে সুন সাবধানে ।
 প্রণাম করিআ বলি মুনির চরণে ॥
 জেথানকে জায় গোসাঞি তোমার চরণ ।
 সেইখানে জাব আমরা ভাই ছই জন ॥১০
 সীতা বলে বাপু ঘোঁহে জাহ মুনি সনে ।
 বাসা করি রহিবে আমার অশোক বনে ॥
 পাথরের তিনটা তিরড়ি আছে তথি ।
 তিন পাখাতে চড়াইআ দিহ তাহে হাণ্ডি ॥
 আমা গোঙরিআ করিবে রক্তনে ॥১৫
 নানা পায়েস পিষ্টক পাইবে ব্যঞ্জনে ॥
 সূবর্ণের থালু গাড়ু আছে স্থানে স্থানে ।
 পরম সুখে ছই ভাই করিবে ভোজনে ॥
 নেতের চান্দ্রআতে লিখ পাখি পাখ্যাইলি ।
 সূবর্ণের খাট পাড়া আছে নেতের তুলি ॥
 তক্ষক নাগ সব রাখে অশোক বন ।
 অগ্জজন জাইতে নারে তার কি সে জীবন ॥
 যত্ন করি ধরিকে বাপু মুনির চরণ ॥
 মুনি জাহা বলে তাহা করিবে ছই জন ॥
 জগতের নাথ রাম তোমার হয় পিতা ॥২৫
 ভরত লক্ষ্মণ শত্রুগ্ন তোমার খুড়তা ॥
 যুদ্ধ করিবার বেলা ক্রোধ ছিলা মনে ।
 গালি মন্দ না দিক বাপু না বল্য কুবচনে ॥

(৫৩১)

(৫৩২)

ছই পুত্রে শিখাইল সীতা ঠাকুরাণী ।
 মায়ের চরণে ঘোঁহে মাগিল মেলানি ॥
 ছই বালক লড়িলা কান্দে করি বীণা ।
 প্রভু প্রভু করি সীতা জুড়িলা কান্দনা ॥
 ছই পুত্রে পাঠাই সীতা কান্দি উচ্চসরে ।
 সীতাকে প্রবোধ দিতে মুনি গেলা তার ঘরে
 মুনি পাছু করি আইলা বীর শক্রঘন ।
 সীতাসনে শক্রঘনে হইলা দরশন ॥
 দূর হৈতে শক্রঘ্ন সীতা চরণ বন্দে ।
 কক্ৰণাভাষে কান্দে সীতা আপনাকে নিন্দে ॥
 সীতা বলে চারি ভাই আছহ কুশলে ।
 শাশুড়ী সতিসা মোর আছে ভাল ভালে ॥
 ভরত লক্ষ্মণ তোমাতে কেমন পীরিতি ।
 বিনি স্ত্রীতে গোসাঞি কেমনে বঞ্চে রাতি
 শক্রঘ্ন বলে কি কহিব রামের কুশল । ১৫
 তোমার হাব্যাসে রাম অধেক হুর্সল ॥
 রাজ্যভার চিন্তা রাম কিছু নাহি চাহে ।
 তোমা স্বগুরিআ রাম নিরন্তর রহে ॥
 তোমার বিহনে রাম সকল শূন্য বাসে ।
 হেন জন নাহি কহে তোমার উদ্দেশে ॥ ২০
 সীতা বলেন স্নন কোঙর শক্রঘন ।
 জেবা আছিল আমার ললাটে লিখন ॥
 প্রভুকে না কহিবেন আনি আছি এথা ।
 লড়িলা শক্রঘ্ন সীতাকে নোঙাঞি মাথা ॥
 পঞ্চশত শিষ্য মুনি সঙ্গেতে লইআ । ২৫
 ছই ভাই লব কুশ রথে চড়ে গিআ ॥
 রথে চড়ে গিআ মুনি সবশিষ্যগণে ।
 স্তম্ভ সারথি লড়ি কোঙ্কর শক্রঘনে ॥

রথ খান চালাইল স্তম্ভ সারথি ।
 নদ নদী এড়াইল সরযু শীঘ্রগতি ॥
 হাথে পাচনি করি রথ চালয়ে মারু ।
 পবন বেগে গেলা রথ অষোধ্যা কত দূর ॥
 রথে হৈতে নামিলা সভে সরযুর কূলে ।
 জোড় হাথে লব কুশ মুনিরাজে বলে ॥
 শিষ্য সমেতে চল তুমি রাজ দরশনে ।
 আমরা ছইটী ভাই করি নগর ভ্রমণে ॥
 রাজসভাকে চলিলা বান্দীকি মুনিবর ।
 অষোধ্যাতে প্রবেশ করিলা ছই সহোদর ॥
 শক্রঘন কহিল গিআ রাজার গোচর ।
 বশিষ্ঠের ঘরে রহিলা বান্দীকি মুনিবর ॥
 শ্রীরাম লক্ষ্মণে জানাবে আমার কল্যাণে ।
 কালি সম্ভাষিব মুনি প্রভূষ বেহানে ॥
 চলিলা শক্রঘ্ন শ্রীরাম দর্শনে । ১৫
 মাথা লোঙাঞিল গিআ রামের চরণে ॥
 রাত্রি রহিলা বশিষ্ঠের ঘরে মুনিবর ।
 কালি প্রভাতে আসিবেন তোমার গোচর ॥
 শক্রঘনের বচন স্ননি রাম হরষিত !
 ইহা স্ননি বশিষ্ঠ লড়িলা তুরিত ॥ ২০
 আতিভিতে ঘরে আইলা ভাই ছইজন ।
 পাণ্ড অর্ঘ দিআ মুনির বন্দিল চরণ ॥
 আতিথ্য ব্যবহারে করিল পুরস্কার ।
 নানাকল দিল মুনিরে গৃহ ব্যবহার ॥
 শিষ্যগণে দিল মুনি নানা ফল ফলে । ২৫
 মুনিরে পুছেন মুনি কহনা কুশলে ॥
 বশিষ্ঠ বলেন কুশল তোমার প্রসাদে ।
 তোমার গুণ কহিতে পারে কাহার বাপে ॥

(৫৩৩)

(৫৩৪)

বশিষ্ঠ বামদেব বলে তুমি সর্বজনে ।
সর্ব কার্য সিদ্ধ হয় তোমার গুণে ॥
শিষ্য সহিতে মূনির কৈল পুরস্কার ।
কুন্তিবাস উত্তরকাণ্ড গাইল সার ॥

বিশ্রাম করি বাম্মীকি বশিষ্ঠের ঘরে ।
অযোধ্যা প্রবেশ করি হুই সহোদরে ॥
কান্ধে বীণা হুই ভাই নগরে প্রবেশে ।
দেখিবারে ধায় লোকে আউদড় কেশে ॥
রূপে কামদেব জেন অশ্বিনীকুমার ।
দেখিআ দ্বৌহার রূপ করি হাহাকার ॥১০
রাজমঙ্গল গীত গায়ে জয় জয়কারে ।
বীণা কান্ধে গীত গায় অতি মনোহরে ॥
কোথাহে না থাকে দ্বৌহে জান রাজ বাটে
প্রথমে চলিআ গেলা জ্রগোলা হাটে ॥
একভিতে বসিআছে মালিনী পুষ্প লৈআ ।
পুষ্প দেহ মোকে বলে হাসিআ হাসিআ ॥
মোরে পুষ্প দেহ মালিনি না কর অন্ত মতে
শতেক কাহনের পুষ্প পরিলেন মাথে ॥
কোপে মালিনী বলে দেখিয়ে না বড়ি ।
গৌরবে গুনিঞা দেহ শতেক কাহন কড়ি ।
লব কুশ বলে সুন বচন আমার ।
জাবার বেলা দিব কড়ি না কর অহঙ্কার ॥
হুহার বচন সুন মালিনী বলিল ।
বন্ধক দিআ জাহ দ্বৌহে তোমারে কহিল ॥
একটি কুণ্ডল জাহ বন্ধক রাখিআ ৥২৫
জাবার বেলাতে ঘরেতে নিছ উদ্ধারিআ ॥

সুন মালিনীর কথা হাসে হুই ভাই ।
দিআ জাব কড়ি মালিনি ইথে কিছু নাই ॥
সঙ্গে পাঠাইয়া দেহ আপনার বেটি ।
বাণিঞার ঘরে দিব ভান্ধাইআ আঙ্গুটি ॥
জদি পাঠাইআ দিব আপনার কি ৥
স্বরূপ করিআ বল তোমার নাম কি ॥
জাই জুই মালতি বান্ধ্যল আর চাঁপা ।
ইহার নাম বাপু বটে মোর নাম বাপা ॥
জাহ বেটী তিলাবতী বাপু গোড়াইআ ।
রোজ কড়ি বাণ্যা ঘরে আনিবে সান্ধিআ ॥
লব কুশ চলি গেলা বাজারে বাজারে ।
তিলাবতীকে নিঞা গেলা বাণ্যার ছায়ে ॥
তিলাবতীকে বলিল সব মধুর বচনে ।
চিড়া কলা লৈআ আমরা আসি হুইজনে ॥
তিলাবতী মালিনীরে এড়িআ ছায়ে ৥২৫
প্রবেশ করিল দ্বৌহে বাণিঞার ঘরে ॥
আমার কি তোমার ঘরে জাই বান্ধা দিআ ।
শতেক কাহন কড়ি দেহত গণিআ ॥
তোমার ঘরে একটি কুণ্ডল বান্ধা দিআ ।
ফিরিবার বেলে কিয়ে নিব উদ্ধারিয়া ॥২০
হুই ভাই লড়িলা মাথায়ে ফুল মালা ।
ঝাট আইস বাপু বাপা লৈআ চিড়া কলা ॥
কুশবীর বীণা ঝিল লব কড়ি নিঞা ।
বাহির হইল দ্বৌহে ঝিড়িকি দিঞা ॥
বাণিঞা মালিনে বান্ধে পায়ে দিআ দড়ি ।
ফুলের কড়িকে আইলাঙ বাণ্যা না দেই কড়ি
মা মা বলিআ মালিনী তিলাবতী কান্ধে ।
কিসের লাগিআ মোরে বাণ্যা কেন বান্ধে ॥

(৫৩৫)

(৫৩৬)

মালিনে গিআ লোক করিল গোচরে ।
 তোমার বেটী বান্ধা কেন বাণিঞার ঘরে
 এহা সুনি মালিনী হৈল উত্তরোল ।
 মোর বেটীকে বান্ধে কেন করি গোঙগো
 মণ্ডল পুরকাস্তকে ডাক দিআ আনি ।৫
 সভা লৈআ বাণিঞা ঘরে চলিলা মালিনী
 ধনের গর্বে বাণিঞা তোর অহঙ্কার বড়ি ।
 মোর বেটীকে বান্ধ কেনে পায়ে দিআ দড়ি
 শ্রীরাম রাজা আছেন ধর্ম অবতার ।
 আপনি করিবেন তিহো এহার বিচার ॥১০
 লোক সাক্ষী করি মালিনী দিলেক দোহাই
 গোহারি করিতে গেলা শ্রীরামের ঠাই ॥
 লোক সব বলে আশু করিয়ে বিচার ।
 তবে সে জাইও ঘোঁহে রাজার হুআর ॥
 লোকের প্রবোধ দেখ নাহি কেহো ধরে ।
 গোহারি করিতে গেলা রাজার হুআরে ॥
 দ্বারখান রাখেন লক্ষণ সুমিত্রা নন্দন ।
 লক্ষণকে মাথা নোঙাইলা দুইজন ॥
 লক্ষণ বলেন ধানিক থাকহ হুআরে ।
 এহা বলিআ লক্ষণ গেলেন অন্তঃপুরে ।২০
 কহিল সকল কথা শ্রীরামের আগে ।
 সুনিআ লক্ষণের বোল হৈলা বাহিরভাগে
 সিংহাসনে বসিলা রাম ধর্মশরীর ।
 পাত্র মিত্র বসিলা আর কুল পুরোহিত ॥
 ভরত লক্ষণ বসিলা আর কোণ্ডর শক্রয় ।২৫
 মুনিজ্ঞান বসিলা আর সকল পাত্রগণ ॥
 বিজীবণ সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান ।
 রামের নিকটে বসিলা সুষেণ জাম্ববান ॥

আশুসরিআ মালিনী নোঙাইল মাথা ।
 এই বাণিঞা করে মোর পক্ষনি আবস্তা ॥
 বারমাস ফুল গোসাঞি জোগাই নগরে ।
 মাস গেলে রোজের কড়ি সাধি ঘরে ঘরে ।
 সাধিতে পাঠাইআ দিল রোজের কড়ি ।৫
 মোর ঝিকে বান্ধে বাণ্যা পায়ে দিআ দড়ি ॥
 তোমার প্রসাদে গোসাঞি কারে নাঞি শঙ্কা
 তায় হারিলে গোসাঞি দিব শততঙ্কা ॥
 মালিনী বলিল বাণ্যা হয় লক্ষেশ্বর ।
 হারিলে এক লক্ষ দিব সুন উত্তর ॥১০
 মালিনীর কথা জবে হৈল অবসান ।
 বাণ্যা বলেন গোসাঞি কর অবধান ॥
 সেই বেটীর বাপ তাহাকে বান্ধা দিআ ।
 শতেক কাহণ কড়ি নিলেক গণিঞা ॥
 সূর্য সমান তেজ ধরে বিষ্ণু অবতার ।১৫
 রূপে কামদেব জেন অধিনীকুমার ॥
 নানা অভরণ পরিআছে মধু বাজে বীণা ।
 সপ্তস্বর গীত গায়ে অমৃতের কোণা ॥
 রাজশ্রী ধরে ঘোঁহে ভাই দুইজন ।
 হের হের বলি গেলা সীতার অশোক বন ॥
 না জানিঞা পসরা তুমি দেহ গোলা হাতে
 না জানি সে দুই ভাই গেল কোন বাটে ॥
 মালিনী বলে মোর স্বামী অতিবড় বড় ।
 ঘরে আছে কেমনে আইল তোর পাড়া ॥
 দুই ভাই বটে জেন গন্ধর্ব্ব কোণ্ডর ।২৫
 শতেক কাহণের ফুল মস্তক উপর ॥
 বাণিঞা মালিনী লুয়া ভরিল দেআনে ।
 শ্রীরাম জিজাসিল সুষেণ জাম্ববানে ॥

(৫৩৭)

(৫৩৮)

হেন অদ্ভুত কথা কোথাহ না স্মনি ।
 কে হারিল কে জিনিল একুই না জানি ॥
 জাম্ববান মহাপাত্র জোড় করি হাথ ।
 বিচার করিল ত্রায় স্মন রঘুনাথ ॥
 রাম পানে চাহে মন্ত্রী হাথে করি খড়ি ।
 ভাণ্ডার হৈতে আনি দেহ দুইশতকাহণ কড়ি
 বাপের ধনে আছে পোঁএর অধিকার ।
 সভাখণ্ড চিস্তিত লাগিল চমৎকার ॥
 ত্রীরাম বলেন কথা বুঝিতে না পারি ।
 ডাক দিআ আনিল রাম মাধব ভাণ্ডারি ॥
 মাধবেরে বলিল রাম সভার ভিতর ।
 গোলাহাটের মণ্ডল আনহ সত্তর ॥
 রামের আদেশে মণ্ডল আলা বড়া বড়ি ।
 ঘোঁহাকে গণি দেহ দুই শত কাহণ কড়ি ॥
 রামের মেলানি ঘরোজায় বাণ্য মালিনী ।
 উত্তরকাণ্ড গাইল বাম্বীকি মহামুনি ॥

-

বাণিজ্য মালিনী গেলা আপনার শ্বরে ।
 অশোক বনে প্রবেশিলা ধুই সহোদরে ॥
 স্নান করিআ আইলা ভাই দুইজন ।
 মাগে সোণরিআ ঘোঁহে চড়াইল রন্ধন ॥২০
 পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত সুবর্ণের খালে ।
 ভোজন করিআ ঘোঁহে হৈলা স্মৃতিতলে ॥
 ভূজারের জলে ঘোঁহে আচমন করি ।
 কর্পূর তাহুল খাই খট্টার উপরি ॥
 পরম সুখে দুই ভাই করিল শয়ন ॥২৫
 পোঁহাইল শরীরী হৈল অরুণ কিরণ ॥

প্রাতঃকৃত্য করি গেলা বাম্বীকির পাশ ॥
 লব কুশ দেখি মূনির উপজিল হাস ॥
 একভাবে দুইভাই মূনির চরণ বন্দে ।
 আশীর্বাদ দিল মূনি পরম সানন্দে ॥
 যজ্ঞ নাঞি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর ।
 শিষ্য সমেতে আইল বাম্বীকি মূনিবর ॥
 মূনিগণে করি রাম গৌরব সম্মানে ।
 আস্তা করি লব কুশে ডাকি ততক্ষণে ॥
 তোমরা ঘোঁহে রামায়ণ শিখি মোর ঘরে ॥
 তুমি বিস্তারিলে কবি হয় প্রচারে ॥১০
 ব্রাহ্মণ মূনিগণে গীত স্মনিব দেবগণে ।
 গাইবে উত্তম বেশে সুযত্ন গায়নে ॥
 সভাগণ রাজগণ শুনিব সাবধানে ।
 সাবধানে গাইয় গীত ভাই দুইজনে ॥
 গীত অবসানে করিবে ফল আহার ॥১৫
 রাজা প্রজার ধনে করিবে পরিহার ॥
 আজি হৈতে মোর কীর্তি ঘুষিব সংসারে ।
 যাবদ থাকিব ভারত জগতে প্রচারে ॥
 আমা কবিত্ব স্মনি কবিত্ব হব আর ।
 তাহার কবিত্ব প্রচারিব জবে হয় স্মার ॥
 তাহারে তুষ্ট হবেন সরস্বতী দেবী ।
 আমা আদি করিয়া সেই হইবে কবি ॥
 পণ্ডিত সভা করিয়া জখন রাম বৈসে ।
 তখন গাইবে গীত পরম হরিষে ॥
 কুড়ি সিকলি করি গীত গাইবে দিনে ॥২৫
 কড় লোভ না করিবে রাজাপ্রজাধনে ॥
 তোমাকে কহিব জবে জগত জীশ্বর ।
 বাম্বীকির শিষ্য বলি করিহ উত্তর ॥

জখন গাইবে গীত সীতার বর্জন ।
 পিতাকে না দিবে গালি না বলিবে কুবচন ॥
 ত্রিভুবনের নাথ রাম মূনির পূজিত ।
 হেন রামে দিবে গালি নহেত উচিত ॥
 আজিকার রাত্রি ঘোঁহে নিদ্রা জাহ স্মৃথে ॥
 কালি প্রভাতে গাইবে গীত রামের সম্মুখে ॥
 মূনিরাজে হুই ভাই করি অঙ্গীকার ।
 ঘোঁহেতে রহিলা জেন অশ্বিনীকুমার ॥
 রাম রাত্রি পোহাইল প্রত্যুষ বিহান ।
 একত্রে বসিআ ঘোঁহে করি অনুমান ॥১০
 হুই ভাই মান করিলেন রাত্রি প্রভাতে ।
 আশুসরিআ নিতে আন্য হুই গীত গাইতে ॥
 আশুসারি গাইল গীত চাতরে চাতরে ।
 ক্রমে ক্রমে গাইল গীত রাজার গোচরে ॥
 দিন কৃত্য করি রাম পাই অবকাশ ॥১৫
 গীত সুনিতে বসিলা রাম উপজিল হাস ॥
 ত্রিভুবনের রাজা আইল গীত সুনিবারে ।
 সভা পণ্ডিত আইলা জেবা বেদ উচ্চারে ॥
 আগম বেদ পড়ে জেবা পুরাণ পণ্ডিত ।
 বুড়া সব পণ্ডিত আন্য জে জানে পূজিত ॥
 নৃত্যক গায়েন আন্য জেবা গীত বুঝে ।
 সভা করি বসি রাম হুই গায়েনের মাঝে ॥
 সপ্তস্বরাজে গীত গায় সভাথণ্ডে বসি ।
 সুনিক্রা গায়েনের গীত সবে হরষি ॥
 চারি ভাই শ্রীরাম গীতে দিল মন ॥২৫
 সকল রাক্ষসে স্নেহে আর বানরগণ ॥
 সর্বজন মেলি সন্তে করেন যুক্তি ।
 রামের সমান দেখি হুইটী মুরতি ॥

জটা বাকল পরেন এই মাত্র আম ।
 আকৃতি প্রকৃতি ঘোঁহে রামের সমান ॥
 গন্ধর্ব্ব স্বরে গীত গায় মধুর শ্রবণে ।
 গীতেতে মোহিত হৈলা সকল লোকজনে ॥
 শ্লোক চন্দ্রে গায় গীত বীণার শব্দে ॥
 মোহিত হইলা লোক গীতের অনুবন্ধে ॥
 নারদ হৈতে গীত গাই কুড়ি শিকলি ।
 কুড়ি শিকলি গীত গায় গীত সঙ্কলি ॥
 একদিনের গীত জবে হৈল অবসান ।
 গীতে মোহিত রাম কিবা দিব দান ॥১০
 ভরতেরে আজ্ঞা রাম করেন হেন বেলা ।
 গায়েনে দেহ দান সুবর্ণ সহস্র তোলা ॥
 গঠন অমুরী দেহ দশ সহস্র তোলা ।
 গায়েনেরে দান দিতে না করিবে হেলা ॥
 ভরতেরে তিন বার করিল আদেশে ॥১৫
 সুবর্ণ এড়িল লৈআ গায়েনের পাশে ॥
 গায়েন বলে ফলে আমার উদর ভরে ।
 কি করিব এত দানে স্নান মহাশয়ে ॥
 ধনে কিবা কাজ আমার ধনে পরিহার ।
 ঘর হৈতে আন্যাছ ধন জাউক ভাণ্ডার ॥
 ভাণ্ডারের ধন তোমার যাউক ভাণ্ডারে ।
 ধনে কার্য্য নাহি আমার ধনে পরিহারে ॥
 এমত সুনিক্রা হুই ছাওআলের বোলে ।
 চমৎকার লাগিল সকল সভাতলে ॥
 রাম বলেন তোমরা ঘোঁহে কে আপনি ।
 কোন জনার কবিত্ব কোন কথা শুনি ॥
 কোন কবি কহিলেন আদি অবসান ।
 কাহার চরিত্র কহ কাহার বাধান ॥

(৫৪১)

(৫৪২)

কাব্য বাখান কহিলেন সভার গোচরে ।
 তোমার চরিত্র গাইল বান্দ্যাকি মুনিবরে ॥
 তোমা জন্ম রহস্ত গাইল বৃদ্ধা রাজা মরণ ।
 তোমা বনবাস গাইল সীতার হরণ ॥
 বালি রাজার বধ গাইল সাগর বন্ধন ।
 বিভীষণে রাজ্য দান বধ দশানন ॥
 সীতার পরীক্ষা গাইল দশরথের দর্শন ।
 পুস্পরথে চড়ি তোমার দেশে গমন ॥
 আদি উপাস্ত গাই তোমার দর্শন ।
 সকল কথা সুন তুমি কমললোচন ॥১০
 ছই ভাই বাসা ঘরে গেলা বান্দ্যাকি সনে ।
 যজ্ঞ করিতে গেল রাম লৈআ মুনিগণে ॥
 কুন্তিবাস পণ্ডিত গাইল মধুর প্রবন্ধ ।
 প্রথম দিবসে গাইল গীতের অনুবন্ধ ॥

নর বানর আর সকল ঝাঁকসগণে ॥১৫
 মা সপ্তমা লৈআ রাম রামায়ণ সনে ॥
 ছই বালক গীত গায়ে জেন অমৃতের কণা ।
 সপ্তস্বরে গীত গায়ে বাজে মধু বীণা ॥
 দশরথের মরণ গায় রামের বনবাস ।
 গীত সুন লোক সব ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥২০
 ঘরে হৈতে দশরথ জখন বারি করি ।
 গীত সুনি কান্দে সকল অন্তঃপুরি ॥
 পুড়িবারে লৈআ জায় বালি বানরে ।
 মাথায় হাথ দিআ কান্দে সকল কপিবরে ॥
 বীরভাগ কোঙর ভাগ পুড়িল রাবণ ॥২৫
 হাথ দিআ মাথে কান্দেন রাক্ষসগণ ॥

জখন গাইলা গীত মায়ের বনবাস ।
 মায়ের বর্জন গাইতে গদগদ ভাষ ॥
 ছই পুত্র প্রসবিল যমল সহোদর ।
 লব কুশ গীত শিকিল বান্দ্যাকির ঘর ॥
 এতেক বৃত্তান্ত রাম গীত মুখে সুনি ॥৫
 লব কুশ আপন পুত্র ততক্ষণ জানি ॥
 গীত রহাইআ রাম মনে মনে গুণে ।
 সীতা হেন স্ত্রী আমি এড়ি অকারণে ॥
 জার গর্ভে ছই পুত্র সর্বগুণ জানে ।
 ত্রিভুবনে স্ত্রী নাহি সীতার সমানে ॥১০
 আর বিভা না করিব নাহিক সন্ততি ।
 বিনি দোষে এড়ি আমি হেন রূপবতী ॥
 এতেক গণিঞা রাম না দিল মেলানি ।
 পাত্র মিত্র লৈআ রাম কহেন কাহিনা ॥
 আমার বচন বান্দ্যাকে করাবে গোচর ॥১৫
 পরীক্ষা দিআ সীতা আশ্রুক মোর ঘর ॥
 মুনিকে কহিল শক্রয় রামের উত্তর ।
 সীতাকে আনিতে পাঠাই মুনিবর ॥
 শিষ্য হইতে না আসিব সীতা জে সন্দরী ।
 সীতাকে আনিতে জাই আপনার পুরী ॥২০
 দেশ জাইতে রাম কারে না দিল মেলানি ।
 কালি পরীক্ষা দিব সীতা রাজরাণী ॥
 রাজায়ে মেলানিমাগে যজ্ঞ অবশেষে ।
 পরীক্ষা দেখিতে রাম রাখি সর্বদেশে ॥
 রাত্রি প্রভাত হৈল করি স্নান তর্পণ ॥২৫
 নানা দেশের রাজা আইল রাম দর্শন ।
 জনকনন্দিনী সীতা লইব পরীক্ষে ।
 দেখিবারে সব লোক ধায় অন্তরীক্ষে ॥

(৫৪৩)

(৫৪৪)

সীতা পরীক্ষা লইব সর্বজ্ঞে ডাকরি ।
 দেখিবারে ধার লোক অধোধানগরী ॥
 নগরের বেজয়া ধার লড়ি করি ভর ।
 কুজা খোড়া অন্ধক ধাইল অহুসর ॥
 লাজ ভর এড়ি ধার নগরের যুবতী ।
 উজ্জ্বরে ধাআ জায় নারী গর্ভবতী ॥
 নানা জাতি লোক ধায়ে দেখিবার তরে ।
 বার্তা কহিল গিয়া রাজার অন্তঃপুরে ॥
 দশরথের বহ সব লাজে কাতর ।
 সীতার পরীক্ষা স্থনি কান্দে উত্তরোল ॥১০
 কেহ কাড়িআ পেলায়ে গায়ের আভরণ ।
 হাথ পা আছাড়ে কঙ্কণ করে ঝন ঝন ॥
 কেহো কাটিআ পেলায়ে পায়ের নুপুর ।
 কেহো পুছিআ পেলায়ে মাথার সিন্দূর ॥
 ভূমিতে লোটায়্যা কেহো করয়ে ক্রন্দন ।
 কাহার ক্রন্দনে ভাসে চক্ষের অঞ্জন ॥
 হস্তের কঙ্কণ কেহো করিল চুরমার ॥
 শান্তড়ি সতিআ কেহো করে তিরস্কার ॥
 কোন কাজে জীয়ে সীতা কোন প্রিয়কাজ ।
 কুলের বহুআরি হৈআ এত বড় লাজ ॥২০
 ভাল হউক মন্দ হউক দিল বনবাস ।
 পরের বোলে সীতা এড় লোক উপহাস ॥
 প্রাণ মাত্র ধরেন সীতা তোমার লাজে ।
 কেমনে দাণ্ডাইবৈঁম তরিল সমাজে ॥
 শান্তড়ি সতিআ সতে করি কৃতাজলি ॥২৫
 বারেক সভার ঘুচায় মুখের কালি ॥
 তিন বুড়ি পেলেন শ্রীরামের স্থানে ।
 রামকে বুঝাইল সতে বিবিধ বিধানে ॥

আপনি সে পরীক্ষা দিআ আনিলে ঘরে ।
 কার বোলে সীতাকে বাপু পাড় অর্থাভরে
 জনকের গৌরব রাখিত তোমার বাপ ।
 তোমাকে না জুআর তারে দিতে মনস্তাপ
 তপেতে আগল বড় রাজা বুঢ়া বয়েসে ।
 তার কিয়ের অপমান কর তার পাশে ॥
 মনে অস্থখ করি রাজা না বলেন লাজে ।
 একবার পরীক্ষা দিলে আর কোন কাজে
 ছুই পুত্র লৈআ ঘরে করুণ প্রবেশ ॥
 প্রসন্নবদনে রাজা জাহ্নু আপন দেশ ॥১০
 অধোনিমন্তবা সীতা উপজিল চাষে ।
 কুলের পাবনী সীতা পরীক্ষা দিব কিসে ॥
 এক বহ লাজ হৈলে সবাকার লাজ ।
 বনবাসে থাকুক সীতা নাহি কোন কাজ ॥
 রাম বলে ভাল হৈল দিল বনবাসে ।
 বিনি পরীক্ষাতে আনি লোক উপহাসে ॥
 সীতা আনিতে রাম করিল উপরোধ ।
 কেহো নারিল রামে করিতে প্রবোধ ।
 সত্বরে চলিলা মুনি সীতার সন্নিধানে ॥
 সীতাদেবী করিল মুনির চরণে জগামে ॥২০
 রাম সন্তোষে জত কহিল একে একে ।
 লব কুশ গাইল গীত রামের সম্মুখে ॥
 তোমা নিবার তরে রাম করিল যতন ।
 পরীক্ষা দেখিতে রহিল সর্বজন ॥
 আমার বচন স্থন তুমি প্রাণ কর স্থির ॥২৫
 তোমার পরীক্ষা হৈল জেন নীর বীর ॥
 নীর বীর পরীক্ষা হব না কর অমৃতাপু ।
 তিল অর্দ্ধেক তোমার দেহে নাহিক পাশ ॥

(৫৪৫)

(৫৪৬)

একবার পরীক্ষা দেবতা বিদিত ।
 আর বার পরীক্ষা তোমার ললাটে লিখিত
 চুল ছিড়ি দন্তে কুটা করিয়ে কাকুতি ।
 পাতালেতে থাকিব মাগো তোমার সংহতি ॥
 কুলবহু হৈষা কত আসিব সমাজে । ৫
 কোন স্ত্রী নাহি পায় এত বড় লাজে ॥
 অশেষ বিশেষ সীতা করেন করণে ।
 সপ্ত পাতাল থাকি পৃথিবী তাহা স্থনে ॥
 সীতাকে আনিতে পৃথিবী করি আশুসার ।
 সপ্তপাতাল হইতে হইল উয়ার ॥ ১০
 আচক্ষিতে উঠিল সোণার সিংহাসন ।
 চতুর্দিক আলো করিল মণ্ডা ভুবন ॥
 নাপগণের মাথার সোণার চতুর্লি ।

* * *

নাপগণের মাথার অঙ্গে মণির কিরণ । ১৫
 আলো করি উঠিল দেবী বেশ আভরণ ॥
 হার কেয়ুর নেপথ্য বস্ত্র পরিধান ।
 মূর্তি ধরি উঠিল দেবী সভা বিদ্যমান ॥
 আস আস বলি সীতা ধরিলেক হাথে ।
 বড় ছুংখ পাইলো কি রঘুনাথের আগে ॥ ২০
 পরাক্ষ লউক তোর দরলোকের বোলে ।
 রাম-রাজ্য করুক দৌহে জাইব পাতালে ॥
 পৃথিবীর বোলে লোকে হরি বোলচাল ।
 মাথের সহিতে সীতা গেলেন পাতাল ॥
 দেখি আ অছুত ত্রাস পাইল সংসার । ২৫
 সীতা পাতালে গেলেন আগিল তরাস ॥
 পাতালে গেলেন সীতা করণামই ।
 দেখি দক্ষা শোক ছাড়ে হাহাকরি ॥

আঁখি কোণে না চাহিল দুই ছুঁও অঙ্গে ।
 রামের চরণ নেহালি গেলেন পাতালে ॥
 সীতাকে লম্বা পৃথিবী গেলা পাতালপুরী ।
 পুষ্প বৃষ্টি দেবগণ আকাশ থাকি করি ॥
 বিদ্যাবরা নৃত্য করে মৃদঙ্গ বাজায় । ৫
 মাধু মাধু করি ডাকে দেবের সমাজার ॥
 রামের সভার উঠে কন্দন অপার ।
 অগ্নের কাছ আছুক দেবগণে হাহাকার ॥
 দেব গন্ধর্ব্ব আকাশে করেন অল্পবোল ।
 সপ্ত পাতালে নাগলোকে হইল মহাগোল ॥
 বিদ্রুবনে কাহার নাহিক বোলচাল ।
 অবনী ছাড়ি জা সীতা গেলেন পাতাল ॥
 সীতার চরিত্র স্থমিলে পাপ নাহি থাকে ।
 সপ্ত পাতাল ভেদি পৃথিবী উঠি জা ডাকে ॥
 স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রহিলা জানকী ॥ ১০
 সপ্ত পাতালে গেলেন সীতা কহি বাজীকি ।
 রামের মুখ নেহালে সীতার তরে চিন্তে ॥
 রামের সভা থণ্ড আঁখির লোহে তিত্তে ॥
 কুত্বিবাস পণ্ডিতের কবিহ রসাল ।
 উত্তরকাণ্ড পাইল সীতা গেল পাতাল ॥ ২০
 কুত্বিবাস পণ্ডিত জ্বপন কবিল রচনা ।
 আঁখির লোহে মগরিতে নারে কোনজন্য ॥
 লোকের শুভ চিন্তি সীতা থাকি আ পাতালে
 সীতার বরে সভাকারে বাচুক ঠাকুরালো ॥

(৫৪৭)

(৫৪৮)

সীতা সে পাতালে গেল গেলি হাথের বীণা
 মা মা বলিআ হুই ভাই ছুড়িল করণা ॥
 জুড়াবার তরে মাগো গেলি সে পাতাল।
 অনাথ করিআ গেলে ছুইটা ছাওআল ॥
 তোর দয়া নাহি নাগো রুড় পাটা বুঝি।
 পুথিআ পালিআ মাগো হইলে সে লুফি ॥
 তোমা বিনে মাগো নাহি চিনি অন্তরনে।
 তোমার বিহনে মাগো জাব কার স্থানে ॥
 যে অবধি গেলে মাগো না দিলে দরশন।
 অনাথ হইলাএ মাগো জাব তপোবন ॥ ১০ ॥
 মা বলিআ তোমা মনে না কহিল কাহিনী
 তোমা বিহনে আমাকে কে দিব অন্ন পানি
 আমা দুই ছাড়া তুমি গেলে সে পাতাল।
 কাহাব সঙ্গে থাকি আমরা দুই ছাআল ॥
 এত বলি দুই জনে করেন যোদন। ১৫
 ভূমিতে পড়িআ দৌহে হরিণ চেষ্টন ॥
 ত্রিদশের নাথ গোবাক্রি হইলা কাতর।
 তাহার সম্মুখে কান্দে দুই কোঙর ॥
 আপনে কাতর হৈআ রাগ করি অহুমান।
 মুনি ঋষি বুঝায় পাত্র প্রদান ॥ ২০ ॥
 বুড়া আদি করি ধার সকল অন্তঃপুরী।
 আছা মরি আছা মরি প্রবেশিতে নারি ॥
 বাছা বাছা করি দৌহাকে কৈলে করি।
 বুধিতে চুষন দিআ বঁলে ধীর ধারি ॥
 তোমা সভা লৈআ আমার ভাগমন্দ কথা ২৫
 সীতা সঙ্গে দেশ নাহি পাইল বড় বেথা ॥
 সীতা সঙ্গে দেবা নাহি গেল দূরদেশ।
 তোমরা রহিলা দৌহে সীতার বনেশ ॥

অদেখা হৈলা সীতা না দিল দরশন।
 সীতার তরে তোমরা না কর ক্রন্দন ॥
 কোন দ্বী পাত্যাইতে নারে সীতার দুইবাল
 খুড়ি সব বলিল পাত্যাবার বেলা ॥
 পরাণা বুচরে বলি অনেক বতনে।
 শ্রীলোকের বোল রাম না স্থমিল কাণে ॥
 দৈব নির্বন্ধ দেখ বাপু কন্দের কল।
 এত লোক ছাড়িআ সীতা গেলা রসাতলা
 সীতা তোমার ছল সে এক জননী।
 আমরা সতে হৈল তোমার শতেক জননী ১
 সীতার সঙ্গে তোমার না হৈল দরশন।
 সতে তোমার হইলাও মঙ্গল ক্রন্দন ॥
 দুই ছাওআল কেহো জোগার অন্ন পানি।
 কোন জন পাত্যাইতে নারে কোন জননী
 তিন ভাই আইলা ভাইপো পাত্যাবারে ১৫
 শ্রীগণ এড়িয়া সান্তাইলা ভিতরে ॥
 তিন ভাই বসিলা বিচিত্র সিংহাসনে।
 সীতার পুত্র পাত্যাইলা মধুর বচনে ॥
 আমা সভার মাতৃ ভাগ পোরিপিয়লি।
 রূপে রূপসি সব সোহাগে আগলি ২০
 মাতৃ ভাগের মোহ আমরা নাহি ধরি মনে
 অন্ন বয়েসে মাতৃহীন হৈলাও চারি জনে ॥
 তুমি সব তপস্বী হৈলা অন্ন বয়েসে।
 তপস্বী হৈআ কাতর হৈলে লোক উপহাস
 মহারাজার বীজ বাপু তোমার উৎপত্তি ২৫
 ছাওআল হইয়া তুমি প্রামাণি কেমতি ॥
 কালি পরন্তু বাপু তুমি বংশ হবে রাজ্য
 রাজা অরমতি হৈলে রাখিতে নারি সীতা

(৪৪৯)

(৪৫০)

ভগীৰথ ৰাজা আনি গঙ্গা ভাগীৰথী ।
 ভোমার ৰূপ বিভা কৰি সীতা হেন সতী ॥
 এহু হুই থাকি আমাৰ কুলেৰ ভূষণ ।
 হৰিসেৱ বেলা বাপু কিসেৱ ক্ৰন্দন ॥
 সীতা মা ধন্ত তোমাৰ তুমি থাক সুখে ৷
 মৰিআ সে জিয়ে সীতা অঙৰিবে লোকে ॥
 চাৰি যুগ ঘু যবাবে থাকিল কাঁৱতি ।
 এতেক বলিল তিনে কৰিআ যুগতি ॥
 কাব্য কোণল স্ননি ৰাজা বড় কোতুকী ।
 ৰাজা তুমিলে ৰাজ্য পাবে কি করে জানকী ॥
 হুই জন লৈআ গেল ৰাজ্যৰ মৰিখানে ।
 সীতাৰ তৰে কান্দে ৰাম কৰিআ যতনে ॥
 সীতা লক্ষ্মী হাৱাইল আপন বিদ্যামানে ।
 কি কৰিব ৰাজ্য ভাৱ কি কৰিব ধনে ॥
 সীতা লক্ষ্মী নিল ৰাবণ আমা অগোচৰে ১৫
 আমাৰ বাণে ৰাবণ সবংশেতে মৰে ॥
 পৃথিবী হৈতে আনি সীতা কোন কাৰ্য্যগণি
 এতেক লোকের আগে চুৰি আমাৰ ঘৰণী ॥
 যন্ত কৰি জনকৰাজ আপন হাংলে চৰি ।
 পৃথিবীতে উপজিল সীতা সে ৰূপদী ॥ ২০
 পৃথিবী হৈতে সীতাৰ জন্মেৰ অন্তৰঙ্গ ।
 ছে কাৰণে পৃথিবী সনে শান্তভী মঞ্চ ॥
 জোড়হাতে বলে স্নন শান্তভী গৰ্ভিতা ।
 জাম্বাবীৰে জুখ দেহ পাঠোআ দেহ সীতা ॥
 ৰাজকুলে কত আছেন কন্তা স্নন্দরী । ২৫
 সীতাৰ ৰূপ যৌবন সভাতে গোচৰি ॥
 সীতা বই আমি অতুল্যকে নাই জানি ।
 সীতা যেন বিভা না কৰি না দিগ সতীনী ॥

সোমাগে আগলি তোমাৰ কেন কৰি মিছেদ
 শান্তভী হৈআ কেন দেহ এত ক্ৰেণ ॥
 মনস্তাপ কেনে দেহ মনস্তাপে গুড়ি ।
 কহিব পৃথিবী তুঞি কহিব শান্তভী ॥
 পাত্ৰ মিত্ৰকে ডাকি আন বাণমভা । ৫
 পৃথিবী কৰিব থান থান উদ্ধাৰিব সীতা ।
 এতালি ৰঘুনাথ আনি ধনুক থান ।
 ধনুক জোড়িয়া বাণ পূৰিল সন্ধান ॥
 তা দেখিআ দেবগণ কৰি হাহাকার ।
 বড়ই প্ৰমাদ হৈল উপায় নাই আৰ ॥ ১০
 সব দেবগণ মেলি কৰিআ যুগতি ।
 ৰামে জ্ঞতি কৰেন ৰাধিবাবে দ্বিতি ॥
 তুমি ব্ৰহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বৰ ।
 সংসাৰ পালন হেতু জগত ঈশ্বৰ ॥
 কে জানি তোমাৰ মায়া কে বলিতে পায়ে
 দয়া কৰি ৰাখ এহু পৃথিবীৰ তৰে ॥
 আপনি মকল জান স্নন গুণমণি ।
 তোমাৰ সাধ্যতে আমাৰা কি বলিতে জানি
 এতেক বলিল জবে ব্ৰহ্মা অগোচৰে ।
 ইহা স্ননি ব্ৰহ্মা কিছু বলে দীৰে দীৰে ॥ ২০
 আপনি প্ৰবোধে ব্ৰহ্মা সভাখণ্ড স্ননে ।
 সদয় হইলা গোমাক্ৰি ৰামেৰ কাৰণে ॥
 নাহুয নহ তুমি পাসৰ আগনা ।
 আপনা বুঝিআ তুমি ছাড়হ কৰুণা ॥
 আপনি বুঝ তুমি কেমন অবতাব ॥ ২৫
 তোমাৰ নহিমা আমাৰা কি বলিব আৰ ॥
 বাণীকি কৰিল কাব্য সুমিবেক সংসাৰ ।
 জন্ম হৈতে জন্ম হৈল হইল তোমাৰ ॥

(৫৫১)

(৫৫২)

কথা রসে বাগ্মীকি মুনি করিল প্রচার ।
 তোমার জন্মের কথা কি বলিব আর ॥
 তথা হৈতে আর জ্ঞাত তোমার চরিত্র ।
 অনাগত কাব্য করিল বাগ্মীকি পণ্ডিত ॥
 ভূত ভবিষ্যৎ মুনি তপেয় বলে জানে । ৫
 সর্বপাপ খণ্ডে তোমার চরিত্র শ্রবণে ॥
 সম্পূর্ণ করি করিল বাগ্মীকি মুনিরাজে ।
 বাগ্মীকির কবিত্ত তোমার মনে নাহি বাজে
 বিষ্ণু অবতার তুমি জিহুবনে দ্বৈশ্বর ।
 পৃথিবীর রাজা তুমি গুণের সাগর ॥ ১০
 অগ্নিশুদ্ধ সীতা এড়িলে লোকের ডরে ।
 তোমার গুণ সুনিলে পাপ কি করিতে পারে
 জ্ঞাত ব্রহ্মন্ত বলিল উত্তর রামায়ণে ।
 উত্তর রামায়ণ সুনি জ্ঞাত ঋষিগণে ॥
 উত্তরোল হৈলে তুমি জানকীর শোকে ৥ ১৫
 উত্তর রামায়ণ সুনিলে পাপ নাহি থাকে ॥
 সুনিক্স তোমার চরিত্র পাপ বিনোচন ।
 উত্তরকাণ্ড সুনিতে আইল মুনিগণ ॥
 ব্রহ্মা অঙ্ক এজিবারে আইলা সব ঋষি ।
 ব্রহ্মা বলে উত্তরকাণ্ড সুনিবারে বসি ॥ ২০
 * দেবলোক মুনিলোক বসিলা ঝাঁকে ২ ।
 শ্রীহামের ক্রন্দন সুনিক্স আহুক
 “সর্বলোকে ॥
 শ্রীরামের ক্রন্দন সুনি ধাতুকী উঠি
 পাতাল হৈতে ।
 মৃত্তিনান হইয়া আইলা আচশিতে ॥

সর্পগণে বেষ্টিত বসিলা বাহুকী ।
 জাগ্রোমাইব ক্রন্দন সমুখ হইঞা ডাকি ।
 অতি ব্যগ্রতা দেখি রামে করি নিবেদন ।
 না কান্দ না কান্দ গোসাঞি সঙ্কল ক্রন্দন ।
 কার দোষ নাঞি প্রভু দৈব নির্দোষ ৫
 সীতা হৈতে তোমা মনে * *
 কোন দোষে সীতা তুমি দিলে বনবাস ।
 কোন লাভে সীতাকে আনিলে আপন
 পাশ ॥
 মায়ের ঘরে আসি সীতা তিলেক নাঞি
 থাকে ।
 মৃতি ধরি সীতা সঞ্চারিল তিনলোকে ॥ ১০
 সীতার তরে কান্দি রাম কেনে হৈলে ভ্রমী
 জিহুবনে সঞ্চারিল সীতা চন্দ্রমুখী ॥
 নারায়ণ স্থানে আছেন জক্ষ্মী কমলা ।
 তথির ভিতরে সীতা সান্তাইল এককলা ॥
 মর্ত্যলোকে মানুষে পূজন্তি দেবতা ৥ ১৫
 পৃথিবীতে সঞ্চারিল সীতা পতিব্রতা ॥
 নাগলোকে মর্ত্যলোকে পূজন্তি পাতালে ।
 তথির ভিতরে সান্তাইল মানুষ মিশালে ॥
 স্বর্গলোকে সান্তাইল দেবের পিরিতী ।
 সভাএ সান্তাই দেবি তুমি সীতাপতি ॥ ২০
 স্থানে স্থানে সঞ্চারিল সীতাদেবীর গতি ।
 সীতার উদ্দেশে প্রভু কেনে দেহ মতি ॥
 সীতার উদ্দেশে কহিল চুট ছাওআলে ।
 বাগ্মীকির ভবিষ্য কথা সুন সভাতলে ॥
 পাতাল পূর্বের কথা সুনি চমকি ৥ ২৫
 জোড় হাথে রামে সন্ধ্যাপে মুনি বাগ্মীকী

(৫৫৩)

(৫৫৪)

উত্তরোণ হৈলা রাম অপুর স্নান গীত ।
 গীত স্নানিমা' সভে হইলা মুচ্ছিত ॥
 এত স্নান শ্রীরাম বাণ মথুরিলা ।
 হান্নাকার করি রাম নিশ্বাস ছাড়িলা ॥
 দ্রুত ছাওয়ালে রাম ধরি ছই হাথে । ৫
 কোলে করি ছাওয়াল রাম সীতার তরে
 বাথে ॥

কোন কালে হৈলা সীতা কোন কালে
 রামে ।

জন্মে জন্মে খণ্ডে পাপ করি জার নামে ॥
 স্ত্রী হৈআ সীতাদেবী বড়ই ভক্তি ।
 দেব প্রতি তুল্য দেখে আপনার পতি ॥ ১০
 নিজ পতির প্রসাদে নানা সুখ ভুঞ্জে ।
 নিজ পতির প্রসাদে সর্বলোক রঞ্জে ॥
 নিজ পতি ছাড়ি স্ত্রীশ্র আন নাহি গতি ।
 নিজপতি আরাধনে ছই লোকে সন্ততি ॥
 মিষ্ট অন্ন পান করি মধুর বচনে । ১৫
 সর্বত্র কুশল তার স্বামি আরাধনে ॥
 বিম হৈআ স্বামী যদি দেই গালীগালি ।
 স্বামীর সৌভাগ্য সে সোহাগে আগলি ॥
 রাম সীতা নিম্নিত কৈল বসন্তে মাঁচে ।
 সোণার সীতা মিস্রাইআ সুখ রাত্রি বঞ্চে ২০
 হেন সীতা রাম দুহে আসি দেউক বর ।
 রাম সীতার বরে হউক অজর অমর ॥
 হেন রাম সীতার অন্তর চরিত্র ।
 সকল জানেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

বন বাস দিআ রাম সীতা খুইল বনে ।
 রাম ছাড়িআ সীতার আন নাহি মনে ॥
 এক ভাবে ছুই জনে গড়িল বিধাতা ।
 বুগে বুগে গুপ্ত ভাবে বঞ্চে রাম সীতা ॥
 মন্দভ জানি রামায়ণ করিল বিদিত । ৫
 সকল পাঠানি জিনিলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
 অনেক পুণ্য করি উপজিল কৃত্তিবাস ।
 এসব কবিত্ব লোকে করিল প্রকাশ ॥
 সীতা পাতালে গেল হরিবে বিধাত ।
 স্নানিতে স্নানিতে কবিত্ব অধিক রসাল ॥ ১০
 ফোর ভিতর সান্তাই নানা অর্থ আনে ।
 পাঁচালি রচিআ খুইল পোণার প্রমাণে ॥
 প্রাকৃতে শক্তি আর পণ্ডিত নাহি দেখে ।
 দেবগণের আশীষে পড়ুক সর্ব সুখে ॥
 রাম বলে গীত গাহ না করিহ ডর । ১৫
 আমার পুত্র দৌহে তুমি জগত ঈশ্বর ॥
 গীত গায় ছই ভাই উত্তম রসাল ।
 জেন মতে সীতা দেবী গেলেন পাতাল ॥
 চারি ভাই মায়ের গাইলেন নরপ ।
 কেকর বধাজিতের আইল ব্রাহ্মণ ॥ ২০
 বাণে ভরত গন্ধর্ব দেশ জিনি ।
 সবংশে দেশ রাম ছাড়িআ দিল আপনি ॥
 কাল পুরুষ সঙ্গে রামের হৈল দরশন ।
 সংসার এড়িআ চারি ভাই করিল গমন ॥
 কহিল সব বৃত্তান্ত রাম স্নানি সচকিত । ২৫
 লজ্বিতে নারেন রাম দৈব নিক্কিত ॥
 দৈব নিক্কর স্নানি সীতার পামরিল শোভা
 যন্ত শেষে সমর্পিল জত সব লোক ॥

ব্রাহ্মণ সব তুষ্ট হৈল পাশ্চাৎ মানা ধন ।
 ধনেতে সুখী হৈলা সকল মনিগণ ॥
 সাক্ষাতে সভা দেখি হরিষ দশরথে ।
 নানাদেশ সভায় বুলি চাণিআ দেব রথে ॥
 পুত্রব্রতা জাগণ স্বামী সঙ্গে মরে ।
 স্বামিসঙ্গে কেনি করে থাকে স্বর্গপুরে ॥
 কুজিবাস পণ্ডিত ভণে উত্তর রামায়ণে ।
 দান করি দশরথ গেলা স্বর্গ ভুবনে ॥

ব্রাহ্মণ লৈআ রাম বসি রাজকাজে ।
 কেকয় দেশের ব্রাহ্মণ আইল দিব্য মাজে ॥
 ভূপতী ব্রাহ্মণ দেবি ব্রহ্মার সোমর ।
 রাজপরিচ্ছদে আইল রামের গোচর ॥
 ঘোড়া হাথী রাজবাঘ পাইক বিস্তর ।
 রাজ সন্তানে আইলা অযোধ্যা নগর ॥
 কটকে আইসে ব্রাহ্মণ করে তোল পাড় ১৫
 ব্রাহ্মণ আওসারের রাম হৈলা মজাড় ॥
 কটক লৈয়া চলিলা দেখিতে আপার ।
 পাণ্ডের সহিত রাম করিলা আওসার ॥

* * * *

আগমন ঘরে নিল রাম করিল নমসারে ॥২০
 লব কুশ বার্ডী জিজ্ঞাসি ভরি সভাতলে ।
 কোন গুণ ঘরে মোরির যুধাজিত মণ্ডলে ॥
 কুলে কুনীন মোর মানা ধনে মহাধনী ।
 মোর বাণ বিভা করিল তাহার ভগিনী ॥
 বাণ মোর খুজা গেল পরম বাদব । ২৫
 মানা হৈআ ভাগিনার কথানে গৌরব ॥

হেন মানা করিলেন মোর সন্নিধান ।
 মাছের মানা মোর শাসন না করি আন
 এতেক বচন বলি রাম হইলা সন্নিহিত ।
 কেকয় রাজার বচন বলেন পুরোহিত ॥
 মানা তোমার পাঠাইল রাজ আভরণ ।
 দশ সহস্র পাইক দেব পুর মাজন ॥
 রত্ন পাটা রত্ন সব দেখিতে আপারে ।
 নানারত্ন মধুর রাজ উপভারে ভারে ॥
 বতক বলিল তিহ আমার গোচরে ।
 মনে পরিহাসে জুদি করহ মাদরে ॥ ১০
 বিশেষে গন্ধর্ব সব লোকে সব জানে ।
 তিন কোটি পুত্রে জার বিক্রমে বাথানে ।
 সিদ্ধনদের দুই কুলে রাজ্যের পাতন ।
 হাথে অস্ত্রে রাজ্য করেন অপেক্ষণ ॥
 গন্ধর্ব সব জিনিলে ছে রাজ্য বইসে । ১৫
 আগনে লড়হ আনে পাঠাই পরিতোষে ॥
 নামার আজ্ঞাতে রামে কহেন হরিবে ।
 পাঠাইল দুই ভাই বসিয়াছিল পাশে ॥
 মারিব গন্ধর্বগণে করি খণ্ড খণ্ড ।
 ভরতের দুই পুত্রে ধরাইব দণ্ড ॥ ২০
 রামের আদেশ হৈল ভরতের তরে ।
 সৈন্ত লইয়া ভরত চলিলা লভরে ॥
 আপনে ভরত লড় সৈন্ত লইয়া বিস্তর ।
 দুই পুত্রে রাজ্য করি আসিব নগর ॥
 ভাই ভাইপো পাঠাইল সৈন্ত বিস্তরে । ২৫
 অমরর্ষি থুল লৈয়া সঙ্কোভ নগরে ॥
 চলিলা অনেক সৈন্য রাজার নগরে ।
 পুরোহিত আও করি গেলা মানা ধরে ॥

(৫৫৭)

(৫৫৮)

ভাগিনা নাতি দেবি রাজা হৈলা হরষিত ।
 স্রামী ভাঙ্গন শরানে কটক আপ্যায়িত ॥
 প্রভাতে গন্ধর্ব উপরে কটকের ধাড়ি ।
 হাতে অস্ত্র গন্ধর্ব সব যুক্তিতে বড়াবড়ি ॥
 বাণ বৃষ্টি গন্ধর্ব এড়ে জাতি বগড়া । ৫
 হাথি দম্বে না রহে পালাইল ঘোড়া ॥
 বাণ বরিষয়ে গন্ধর্ব ধনুকে টঙ্কার ।
 পড়িল অনেক মৈত্র্য করি হাহাকার ॥
 ভরতের দুই পুত্র তারক পুন্দর ।
 সংগ্রাম জিনিয়া বলে ভরতের কোণ্ডর ॥ ১০
 আপনি কেকর জুঝে পাছু জুঝে নাতি ।
 রামের প্রিয় জুঝে ভরত মহামতি ॥
 সভার সঙ্গে জুঝে ভরত মুরতি ।
 রাণে সম্ভাইয়া মারে মদমত্ত হাতি ॥
 কাটিয়া পেলো ভরত সাজন হাথি বোড়া ১৫
 ভরতের বাণে গায়ে পড়য়ে সিঞ্চড়া ॥
 সাত রাত্রি রণ হৈল কৌর নাহি জয় ।
 দেব দানব দেখিয়া হহলা বিষয় ॥
 ভরত তাহার সনে জুঝে সাত রাত্রি ।
 আজি বুঝে গন্ধর্বের না পুঁই সম্ভতি ॥ ২০
 সংগ্রহ নামেতে অস্ত্র অতি ভয়ঙ্কর ।
 হেনই দুর্জয় অস্ত্র জুড়িল সম্বর ॥
 সমস্ত অস্ত্রে বিক্ষে গন্ধর্ব তিন কোটি ।
 তিন কোটি গন্ধর্ব মৈল করি ছটকটি ॥
 এক অস্ত্রে তিন কোটি গন্ধর্বের বিনাশ । ২৫
 দেখিয়া ত দেবগণে লাগিল তরাস ॥
 দেখে বসাইতে রহিলা বীর পঞ্চ বৎসর ।
 নানাপ্রকার মান্যরূপ উপজিল বিস্তর ॥

তাকশিলা দেশে তাক হৈল অধিপতি ।
 পুন্দরের রাজ্য দিলেন পুন্দরাবতী ॥
 রাজ সহ তাল দিল অশ্বগজে আগ্রাস ।
 পঞ্চ বৎসরে আইল শ্রীরামের পাশ ॥
 তাই দরশন করিল মাফাতে ধর্ম অবতার ৫
 হুঁহে আসি যথা নোড়াইল তিনবার ॥
 নানারত্ন লৈয়া করি রাম দরশন ।
 গন্ধর্ব বব স্ত্রনি রামের হাশ্র বদন ॥
 কৃতিবান পণ্ডিতের সরস পাচালি ।
 গন্ধর্ব জিনিয়া আইল ভরত মহাবলী ॥ ১০
 রাম বলে অবোধ্যাতে লক্ষ্মণের কোণ্ডর ।
 ভাল দেশ দেখিয়া করায় দণ্ডধর ॥
 জে দেশে কোন রাজার নাহিক শাসন ।
 জে দেশ বর্জিত নহে ঋষি মুনিজন ॥
 হেন দেশে বস্ত্রাহ লৈয়া আনহ লক্ষণে ১৫
 সেই দেশে রাজ্য কর লইয়া ছই জনে ॥
 রামের বচন স্ত্রনি বুকের মাগর ।
 উত্তরা পথে ছই দেশ অতি সুন্দর ॥
 চিত্রাঙ্গদেরে নিঞা গেলা বীর লক্ষণ ।
 চন্দ্রকেতু লৈয়া গেলা ভরত বিচক্ষণ ॥ ২০
 ছই দেশে ছই রাজ্য হৈলা আগ্রাস ।
 নিফটক করি দিলা হুঁহে রাজ্যভার ॥
 ছই কোণ্ডর ছই দেশ সফলি ছই বীরে ।
 রাম দরশন করি আসিয়া তৎপরে ॥
 চারি ভাইকে চারি রাজ্য দিল করি শাসনে
 মথুরায় রাজ্য কৈল শক্রব্র নন্দনে ॥
 অবোধ্যাতে রাজ্য করি দিল লব কুশে ।
 অষ্টকুমারে রাজ্য দিলা মহাপুরুষে ॥

(৫৫২)

(৫৫৩)

আপনপোরে ভাইপোরে না করি ভেদ ।
 পাত্র মিত্র কাহাকে না কহিছ খেদ ॥
 এগার সহস্র বৎসর করিল রাজ্য ভোগে ।
 ত্রিভুবন তুৰি স্বাম রাজ্য ত্রৈতা যুগে ॥
 গুপ্তের সাগর রাম গুপ্তসাগরী সীতা ।
 জীবন্ত গুণে বনে পশুবন্দী তার কিসে চিত্তা
 নশবতের বহু দশবতের নাতি ।
 জাহার নাম করিলে হৃদ স্বর্গে বসতি ॥
 কৃত্তিবাসের কবিশ্রু সৎসারে আনন্দ ।
 পোষার কাহিনী করিল বিচিত্র প্রবন্ধ ॥ ১০
 কৃত্তিবাস অন্তত করিলেন রামায়ণে ।
 আনন্দিত হৈয়া স্নান সকল ত্রিভুবনে ॥

—

কালপুরুষ অরোধ্যাতে করিল গমন ।
 জলন্ত আনল জেন দেখি সব জন ॥
 রাজ্যবাসে দেখি লক্ষণ বীরের দেহান । ১৫
 ব্রহ্মার দূত আমি আইলাও রামের স্থান ॥
 হাথে সোণার লাঠি লক্ষণ গেলো সন্তপে ।
 রাজ্য ব্যবহারে মাথা লোড়াইল রামে ॥
 তিনলোক জিনি গোসাঞি ধাঙ্গিকমতি ।
 ব্রহ্মার দূত গোসাঞি করিলে আরতি ॥ ২০
 রাম বলে ঠাট আন করি পুরস্কার ।
 আসা ঠাট ব্রহ্মদূত কৈল আগুসার ॥
 রামের আদেশে লক্ষণ আনি সত্তর ।
 ব্রহ্মদূত দেখিল জেন জলন্ত ভাস্কর ॥
 পদা পদা দিল কলি বসিতে আসন । ২৫
 কৈল কলি বসে রাম বসে লক্ষণ ॥

তোনা দরশনে কৃতার্থ হইলাও এখন ।
 আমার স্থানে ব্রহ্মার আছে কোন পণ্ডাজ
 কাল পুরুষ বলে আছে স্নানহ বচন ।
 তোমা সনে সম্ভাষা না স্থনে কোনজন ॥
 সতাই শুনিলে তাকে মারিব পরাণে ।
 ব্রহ্মার বচন কেন না ধরশে মনে ॥
 রাম বলেন ভাই স্থনিলে লক্ষণ ।
 যত করিমা না স্থনিল এসব বচন ॥
 স্থনিবার কাজ আছে যে আমা পানেচায়
 তবে আমা চাঞ্চি তার প্রাণ নাহি রয় ॥ ৩০
 পাত্র মিত্র লৈয়া লক্ষণ দ্বারবান রাখে
 রাজ কৰ্ম্ম জত পড়ে সকল আপেক ॥
 দ্বারে হাথ দিয়া রাম বসিল তখন ।
 কাল পুরুষকে রাম বলিল বচন ॥
 কালপুরুষ বলি তোমা পরিচয় করি ৩৫
 তোমার পূর্বদেহ সকল সংহার ॥
 জখন করিলে গোসাঞি সৃষ্টি স্থজন ।
 মায়াতে উপজিল তোমার নন্দন ॥
 আমাকে সহায় হৈয়া দিলে অধিকার
 সকল সৃষ্টি বুলি আমি করি সংহার ॥ ৪০
 মায়াতে মধু কৈটভ হইল উপজি
 নাভিপদ্মে ঠাঞ্চি দিয়া খুইল প্রজাপতি ॥
 সকল সৃষ্টি রক্ষা করি দিলে অমৃতমতি
 কল্মশ মুনির বাপ মায়া ভূপতি ॥ ৪৫
 সৃষ্টি রক্ষা করি তুমি ব্রহ্মাকে দিলে অমৃত
 ব্রহ্মার বোলে তোমা বুঝাইতে আগুসার ॥
 যাবন হৈতে দেবকল পাতক করি শোভা
 আর ৪০ কৃষ্ণ আইল সনাতন ॥

(৫৪৫)

(৫৪৬)

মর্ত্য পাইয়া ছিলে এগার সহস্র বৎসর ।
 সহস্র বৎসর গেল তবু না হৈলে সহর ॥
 বিহু অবতার হৈয়া হৈলে মর্ত্যকূলে ।
 কাহারে দেখা না দিবে সভ হৈলে ॥
 স্বর্গবাস এড়ি অবৈ থাক মর্ত্য বাসে ।
 আপন ইহাতে থাকিলে লোকে পরিহাসে ।
 দাস বলে তোমারে আমি হরিষ আগার ।
 আমি গেলে হইবেক সকলি সংহার ॥
 ব্রথা হৈতে আইলাম তথা করি গমন ।
 অপূর্ব তুমি মহাশয় অপূর্ব দরশন ॥১০
 কালপুরুষ মনে রাম করে সম্ভাষণ ।
 হেন বেলা হর্কাসা আইল ততক্ষণ ।
 হর্কাসা মুনি জে তেঁহ তপের সাগর ।
 সর্বশরীরে তার দেখিতে পাণ্ডুর ॥
 পবন গমনে হর্কাসা দেখি চরিত্র ॥১৫
 উন্নত পাগল মুনি সংসারে বিদিত ॥
 উজ্জল পিঙ্গল জটা দেখি সারি ।
 রাজদ্বারে দেখি বসিয়া লক্ষ্মণ হুঁয়ারি ॥
 লক্ষ্মণ দেখিলা মুনি বলিল উত্তর ।
 নামে গোচর করি আমি লেহ ভিতর ॥২০
 হর্কাসার ভয়েতে ডরাইল লক্ষ্মণ ।
 জোড়হাথ করি কিছু বলেন বচন ॥
 চারি বেদে বিধান তুমি সে অবতার ।
 কোন কিঙ্ক হইতে তোমার আশুসার ॥
 কথা শুধা মোসাত্তি তোমার আগমন ॥২৫
 তোমার মহিমা প্রকৃ বসিল কোন জন ॥
 কাহারে করহ কৃপা নন্দনের কোণে ।
 সৈবকন মহাভাগা কৃপা কেন মানে ॥

হৃদয়ের তেজ আর তুমি সে মুনিজন ।
 পবনের গতি আর জলন্ত হুতাশন ॥
 সংসার তারিতে পার তোমার শক্তি ।
 তুমি পবিত্র করিতে পার বসুমতী ॥
 ঋণিএক গোসাত্তি কৃপা কর মনে ॥
 আমি কি বলিতে পারি তোমার চরণে ॥
 খানিক বিলম্ব করহ শুনহ বচন ।
 কোন কাণ্ড লাগিয়া বিরম করছ মন ॥
 জোড়হাথ করি লক্ষ্মণ জত বোল বলে ।
 পাকল আঁখি করি মুনি লক্ষ্মণ নেহালে ॥২০
 অযোধ্যার রাজা তোমরা সংসার ঠাকুর ।
 তেজরূপে দর্প তোমার বাড়্যাছে প্রচুর ॥
 লক্ষ্মণ * * * * *
 লজ্জা নিবারণ মোরে হেন সব গণে ॥
 শাপ-অগ্নি দিমু আজি কোন জনে তরি ॥
 শাপ অগ্নিতে পোড়াইব অযোধ্যানগরী ॥
 লক্ষ্মণ পানে চাহে মুনি * * *
 নিকংশ করিমু আজি দশরথ নৃপতি ॥
 মুনির গুনিয়া বোল লক্ষ্মণ ছাড়ে নিখাসে ।
 আমি লাগি হবে কেন বাগের বংশ নাশ ॥
 * * * * * লোভায় মাণে ॥২০
 কালপুরুষ সঙ্গে রাম ছাড়ে শুশ্রূকথা ॥
 কালপুরুষে রাম মিলেন মেলানি ।
 হর্কাসাকে নমস্কার দিল আসন শানি ॥
 জোড়হাথে বলেন রাম কেন আগমন ॥২৫
 হর্কাসা বলে অধিক নাহি প্রয়োজন ॥
 আহাৰ নাহি করে। এক সহস্র বৎসর
 পারণা করাহ কোন শুভহ সময় ॥

(৫৪৭)

(৫৪৮)

এ বোল শুনি রাম হইলা চিন্তিত ।
 পারণ করিতে মুনিকে হইলা তুরিত ॥
 অন্ন বাঞ্ছন তখন আইলা সত্তরে ।
 পারণ করিয়া মুনি থেলা নিজালয়ে ॥
 কাণের কথা শুনি রাম ভুলি মনে মনে ।
 শুণ্ডকথা কহিতে রাম দেখিল লক্ষ্মণে ॥
 কোন কর্ম করিব নির্ণয় করিতে নারি ।
 ধ্যান করি রহিলা ত্রিদশ-অধিকারী ॥
 হুমে তোলপাড় করেন চক্ষুতে লোহ পড়ে
 পাতি মিত্র তরে রাম নিখাস এড়ে ॥১০
 পাত্র মিত্রের মুখে না আইসে উত্তর ।
 ছোড়ছাথ করি বলে নহিয়ে কাতর ॥
 মায়া মোহ ছাড়ি মোর করহ বর্জন ।
 সত্য বলি গোপাক্রি তুমি করিবে পালন ॥
 তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ ।
 তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন ॥
 চারি বেমে তুলনা দিতে না পারে সংসারে
 বসিষ্ট মহামুনি আইলেন তৎপরে ॥
 সত্য কহি তপসীর করি সম্ভাষণ ।
 হুকাঙ্গার বচনে জেন আইল লক্ষ্মণ ॥২০
 পণ্ডিত সব বলে কোপ না করহ মনে ।
 সত্য ভুল হইল কি করিব লক্ষ্মণে ॥
 বিষ্ণু-অবতার তুমি ধর্মশরীর ।
 তুমি সত্য লজ্জিলে ক্রিভুবন নহে স্থির ॥
 রাজা করিবারে বাপে * * * ২৫
 * পণ্ডিত তথা কেহই সত্যই ॥
 সত্য করিল রাজা জাদুল কারণে ।
 করিতে করিব রাজা রাম পাঠার বনে ॥

সত্য করিল রাজা সত্যবিজ্ঞমানে ।
 হেন কালে * * * পাঠাইল বনে ।
 তোমা পাঠাইয়া রাজা প্রাণ তেজিল ।
 পুত্রশোকে রাজা সকল মজাইল ॥
 সত্য লাগি তোমার এতেক দুর্গতি ।
 সত্য লাগি * * * পাইল খেতি ॥
 পো বর্জিতে তোমার বাপ কাহি নাহি আরে
 তাই বর্জিতে তুমি আনিগে সন্ন্যাস ॥
 বাপ ইহাতে রাম তোমার আখা বাখান ।
 তাই বর্জিতে তোমার হুনি অল্পমান ॥৩০
 কুমি বর্জিলে লক্ষ্মণ মরিব ততক্ষণ ।
 লক্ষ্মণ-মরণ হইলে তোমার মরণ ॥
 তোমার পশ্চাতে জাব সকল সংসার ।
 সকল শূন্য করিয়া তোমার আশ্রমার ॥
 ভাই ভাইপোয়ে তুমি পরীতের চুড়া ॥৩৫
 তুমি না থাকিলে সকল ইহবেক শুড়া ॥
 দারুণ শরীর পড়িলে নাহি প্রতিকার ।
 পাত্র সঙ্গে চিন্তা করি সকল সংসার ॥
 ছাতা দণ্ড ধরিতে তুমি করিতে অধিবাস
 বাপের সত্য পালিতে গেলে বনবাস ॥৪০
 অগ্নিশুদ্ধা সীতা এড়িলে পরমহুন্দরী ।
 জী ছাড়িয়া রাজ্য করিলে ঠৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
 জত কর্মচারী তুমি না করি মন্ত্রণা ॥
 লক্ষ্মণের লাগি কেনে কর * * * ৪৫
 তোমার সত্য লজ্জি যদি জীবেল লক্ষ্মণ ॥
 লক্ষ্মণ জীবর তরে কৈল প্রয়োজন ॥
 আপনি আনিয়া কেনে কর অল্পমান ।
 কাতর ছাড়িয়া গোপাক্রি কর মহিমান ॥

(৫৪৯)

(৫৫০)

রাম বলেন তোমারে করিলাও বর্জনে ।
 তোমার সহিতে ভাই নাহি দরশনে ॥
 কালযুদ্ধ সঙ্গে তুমি হও আগুয়ান ।
 প্রতিজ্ঞা করিল তোমার লহিতে পরাণ ॥
 মরণ তেলিতে লক্ষ্মণ হন আগুয়ার ।
 মৃত্যু লাগি তোমার সহি এত ভার ॥
 মৌণ্য লাগি এড়িলেন রাজ-আভরণ ।
 রামের চরণে বিদার মাগিল লক্ষ্মণ ॥
 রাজ্যখণ্ড পাছু পাছু চলিল সব দেশ ।
 সরযুর জলে লক্ষ্মণ করিল প্রবেশ ॥১০
 সরযু নদী বহে অতি খরসান ।
 ঝাঁপ দিয়া লক্ষ্মণ তাহে তেজিল পরাণ ॥
 ময়ূষাদেহ ছাড়ি হইল দেব-মুরতি ।
 বিষ্ণুর চতুর্থ অংশ হৈলেন দেবের গিরিতি
 দেবগণে লৈআ গেলো বৈকুণ্ঠপুরী ॥১৫
 বিষ্ণুর শরীরে মিশাইল দেবে নমস্করি ॥
 রামের সেবা করি লক্ষ্মণ বৈকুণ্ঠে গেল ।
 লক্ষ্মণের গুণ দেখি পুলকিত হৈলা ॥
 কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি ।
 রামায়ণ গাইল অদ্বুত শিকলি ॥২০

লক্ষ্মণের মরণ শুনি শ্রীরাম কাতর ।
 ছাত্তা দণ্ড ধরিতে চাহে ভরত উপর ॥
 রাজ্যখণ্ড কভু নহে অযোধ্যানগরী ।
 ভরত কার রাজ্য হৈবেক দণ্ডধারী ॥
 চৌদ বৎসর রাজ্য রাখি ২৫
 বৈদ্য ভাই রাজ্য হও লক্ষ্মণের পথ ॥

এতেক বলিল রাম শুনি পারভাগে ।
 জোড় হাথ করি বলে শ্রীরামের আগে ॥
 নানা ভোগ ভুঞ্জিল করি নানা অধিকার ।
 তোমার প্রসাদে রাজ্য করিল সংসার ॥
 ধর্মপথ পাছু হবেক তোমাতে মোর মতি ॥
 তোমাভিন্ন রাজ্য করিব জবে আছে মতি ॥
 তোমার পাছ জাব আমি আমার ব্যবহার ।
 তোমার বিহনে মোর কিদের অধিকার ॥
 অযোধ্যাতে কুশ করি ধর ছত্র দণ্ড ।
 উত্তরদিকে রাজ্য হউক লব প্রচণ্ড ॥১০
 ছই ভাইয়ে রাজ্য করি রাম মহাশয় ।
 ছত্র দণ্ড দিয়া রাম আর কিছু কয় ॥
 এতেক প্রসাদ পড়িছে শক্রঘন নাঞি জানে
 শক্রঘন না দেখি রাম মনে মনে গুণে ॥
 ভরত বলে রাজ্যখণ্ড ছাড়ি জীবনে আশ ॥১২
 হেট মাথা করিআ কান্দে ছাড়িআ আশ ॥
 দণ্ডবৎ করি বলে পড়িআ ভূমিতলে ।
 রাজ্যের তরে রামে বুঝাইআ বলে ॥
 রাজ্যখণ্ড লোটাইআ কান্দে তোমার আগে
 রাজ্যখণ্ডের বার্তা তোমাকে জানিতে আগে
 রাম বলেন কোন দান দিতে ছয় সমান ।
 জেই চাহ তাই দিব শুনহ প্রমাণ ॥
 রাজ্যখণ্ড বলে কিছু না মাগিয়ে দান ।
 তোমা বিনে আমি সুবার গতি নাহি আশ
 তোমার প্রসাদে ভোগ ভুঞ্জিল বিস্তর ২৪
 আমা সব সঙ্গে করি লেহ গদাধর ॥
 কি করিব ঘর বাস কি করিব ধন ।
 এই প্রস্তাব শুনিলে হয় নাগবিমোচন ॥

কোন ভাবে তোরা বিলে থাকিব সংসারে
তোমার সহিতে আমরা জাব স্বর্গপুরে ॥
অনেক প্রকারে কৈলে সভার পালন ।
জাবাব বেলে লজা জাবে সকল পরিজন ॥
ভূমি একা ভূমি বিফু ভূমি নারায়ণ ।
তোমার মহিমা প্রভু জানে কোন জন ॥
জানরা কি বলিতে পারি তোমার চরণে ।
যদি রূপা কর গোমাক্রি আপনার গুণে ॥
ভূমি স্বর্গ ভূমি মর্ত্য ভূমি সে পাতাল ।
সর্বদেবের দেব ভূমি ভূমি নিরাকার ॥১০
অনন্ত সৃষ্টি ধর গোমাক্রি বৈকুণ্ঠে স্থিতি ।
সংসারপালন হেতু আপনার গতি ॥
এক স্মৃতি করি জদি বলেন পরজা ।
অপাস করিরা তারে বলে রাম রাজা ॥
ভাল ভাল বলি রাম করি অঙ্গীকার ॥১৫
আমি সঙ্গে যাবে যদি ছাড় ঘর দার ।
রামের সচনে প্রজা হরষিত মন ।
আপন ভবনে গেলা হইয়া একমন ॥
হই পুত্রের রাজা রাম করি শুভক্ষণে ।
অষ্ট সহস্র রথ ব্রজা পাঠাই ততক্ষণে ॥২০
অষ্ট সহস্র রথ পাইল জনে জনে ।
বিস্তার হুতী দিল বিস্তার দিল ধনে ॥
বিস্তার দিলেন তারে জাবী মগড়া ।
সার পাত দিল তারে চড়িবারে ঘোড়া ॥
সকলকে পাঠাই দূত আনিতে বিভীষণ ॥২৫
পাঠাইয়া আসে সকল বানরগণ ॥
সকলকে পাঠাই দূত করিয়া যতনে ।
কিন্তু কোন পেশ দূত সধরাকবনে ॥

সকল বৃত্তান্ত কহি শক্রবনের কাণে ॥
অযোধ্যা তেজিয়া রাম করিব গমনে ॥
কুশ রাজা করি রাম দিয়া কুশাবতী ।
অযোধ্যাতে কৈল রাজা লব মহামতি ॥
ভরতের হই পুত্র দিল অবতী পুরী ॥
রামের সঙ্গে ভরত যাব মনে করি ॥
বংশকন্য স্তনি বীর হেট করি মাথা ।
পুরোহিতে শক্রবন সকল কহে কথা ॥
অবাহ নামে পুত্র করি মধুরার নৃপতি ।
শক্রবাতী সকল রাজা দর্ড-অধিপতি ॥৩০
ঘোড়া হাতী রাজসৈন্য দিলেক অপার ।
নানা রত্ন দিল আর অনেক ভাণ্ডার ॥
হই পুত্রের সব দিয়া গড়িল সত্তরে ।
রাম দেখিবারে আইলা অযোধ্যানগরে ॥
অলস্ত অনল যেন দেখিতে স্কন্ধ ॥৩৫
বাকলখানি পরিধান দেখি শুক্লতর ॥
মুনির বেশ ধরিয়া মুনিতে বেষ্টিত ।
দূর হইতে নমস্কার হইলা মহাবীর ॥
হই পুত্রের দিল রাম আপন অধিকার ।
তোমার গমনে জাব করি অঙ্গীকার ॥৪০
লুবণ মারিতে তুমি দিলে অধিকার ॥
অযোধ্যা বচন তোমার কে লজিষ্য আর ॥
তোমার চরণ দেখি অযোধ্যাভবনে ॥
বত দিন না দেখে তোমার বাক্য ক্রীড়নে ॥
হেন রোল না বলি এই রূপা করি মন্ত্রে ॥
নিশ্চয় জাহ্নব গোমাক্রি তোমার মনে হই ॥
দেবপুত্র কপি হুতীর অঙ্গন ঘোড়ার ॥
পুত্রীক অঙ্গন আইলা সকল আশ্রয় ॥

(৫৫৪)

বসন্ত পুনঃ কেশরী আর সুবেণ ।
 মল নীল মনোহর বিবিদ এই পঞ্চজন ॥
 গয় গবাক্ষ শরত গন্ধমাদম ।
 জাম্ববান্ তল্লুক আইলা ব্রজার নন্দন ॥
 বিভীষণ আইলা সকল রাক্ষসগণ ।
 শ্রীরামে আশ্রয় করি চরণবন্দন ॥
 শ্রীরাম করিল যাত্রা সকল অক্ষকার ।
 এড়িয়া যাবে প্রভু দিখা দারুণ প্রহার ॥
 মৈবক হুয়া আছি প্রভু করিয়া আরতি ।
 তুমি আইবে আমি আইব সংহতি ॥১০
 রাম বলেন বিভীষণ না করিও আন ।
 আমার গমনে তোমার মাহিক গমন ॥
 লক্ষ্যে অধিকার দিলু ভুঞ্জ যুগে যুগে ।
 আমার শপথ যদি বল আমার আগে ॥
 হনুমান্ বলি তোমায়ে গবননন্দন ।
 আমার সঙ্গে যাইতে না কর রোদন ॥
 যাবৎ আমার নাম থাকে দেববাণী ।
 পৃথিবী থাকিব যাবৎ সাগরের পানি ॥
 তত কাল হইবে তুমি অজর অমর ।
 মনে কিছু না করিবে আমি দিল বর ॥২০
 মহেশ্বর বিবিদে মরু নাহি অমৃতপানি ।
 আমার সঙ্গে আছে তুমি কোন্ প্রয়োজনে
 ব্রহ্মার নন্দন জাম্ববান্ আনে ব্রজাগণ ।
 ত্রিলোকী হই তুমি দিল বরদান ॥
 আর সব দেবাগণ জাব মোর সাথে ॥২৪
 আগুন ইচ্ছাতে আশুক মোর লঙ্কাতে ।
 স্বর্গময় সব লড়িলা জে শ্রীরামে ভকতি ।
 অক্ষয় প্রভাব রামের আরি হৈ সরতি ॥

কাহো দেশে খুল রাম কেহ সঙ্গে লড়ে ।
 রামের গুণ গাথা ভাষা আননে পড়ে ॥
 কুন্তিবাস পশুতের সকল গোচর ।
 আগনি সরস্বতী জার তুণ্ডের উপর ॥

শয়ান তাজি রাম লড়ি রাত্রি প্রভাতে ॥৫
 মহাপথে যাত্রা করি জিজ্ঞাসি পুরোহিতে ॥
 অগ্নিহোত্র লইয়া লড়িলা পুরোহিত ব্রাহ্মণ
 অযোধ্যা ছাড়িয়া রামের স্বর্গগমন ॥
 রাজবত্ত ছাড়িয়া বাকল পরিধান ।
 হাতে কুশেতে রাম করিলেন প্রস্থান ॥১০
 মহাপথে যাত্রা রাম হইলা মৌনব্রতী ।
 রামের সাফাতে জায় লক্ষ্মী মূর্তিমতী ॥
 মূর্তি ধরি লজ্জাবতী রামের দক্ষিণে ।
 মূর্তি ধরি রামের আগে যায় আশ্রয়নে ॥
 নানা বস্ত্র সঙ্গে যায় পুরুষ আকার ॥১৫
 দেবমাতা বস্ত্রী হুহুকার সটকার ॥
 ব্রহ্মচারী মন্যাসী লড়িলা বিস্তর ।
 রামে অমুত্রি গেল সাকল নগর ॥
 অন্তঃপুরী লইয়া ভরত করি আশ্রয় ।
 তাহার পাছ লড়িলেন সকল সংসার ॥২০
 নপুংসক লোকী চলে জেবা জীলোক রাঙ্ক
 নরসিংহকে ব্রী চলে ছাওয়াল হাতে কাটখ
 শক্রবন বীর লড়ে সভার পরাণ ।
 বৈরাগী বোগী ভোগী চলে দক্ষিণ কাক
 হাবির অঙ্গম আইলা রাম দরশনে ॥২৫
 বর দায় এড়িয়া চলিল রামের রামিচ

(৫৫৫)

(৫৫৬)

কত কত চলিল কতক নিব নাম ।
 ত্রীরামের চরণে গিয়া করিল প্রণাম ॥
 শূণ্যের নাগর রাম দেখিলে মোহ লাগে ।
 স্বর্গদ্বার মুক্ত হইল জেবা গেল সাথে ॥
 জে জন শুনে আত্মর অক্ষয় স্বর্গবাস ।
 উত্তরকান্ত গাইল পণ্ডিত কুন্তিবাস ॥

দিন দিন পথ ব্রজি প্রম নাহি মানে ।
 হিমাদয় পর্বত পাইল তিন দিনে ॥
 গঙ্গা ভাঙ্গি করি চলি গেলা স্রুথে ।
 শুনিয়া রামের শব্দ ধায় উর্জমুখে ॥১০
 রত্ননির্মিত রথ বস পথে প্রকাশ ।
 জার আলাতে হইল স্থোর প্রতাপ ॥
 সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে নিরন্তর ।
 গন্ধর্বেরা গায় গীত নাচে বিদ্যাদর ॥
 গঙ্গা সরসু যথা বহে ধরতর ॥১৫

* * * ছাড়িয়া প্রভু দিলেন উত্তর ॥

পূর্বপুরুষ মুক্ত মোর সরসুর জলে ।
 গঙ্গা ছাড়িয়া গোমাত্রি সমুদ্রে বলে ॥
 পিতা দেখা দিলা মোর সরসুর তীরে ।

* * * * * সে অন্তরে ॥২০

বিলম্ব দেখিয়া দীতা (?) পিণ্ড দিল দান ।
 দিগু পাশা পিতা মোর গেলা স্বর্গস্থান ॥
 সরসু বাধানি প্রভু আপনার গুণে ।
 হেম কালে ব্রহ্মা আইলা ত্রীরামের হানে ॥
 ব্রহ্মাকে দেখিয়া রাম বলেন বচন ॥২৫
 ত্রীরামে দেখিয়া ব্রহ্মা কছিল তবন ॥

আইন আইস গোমাত্রি আইস স্বর্গপুরে ।
 তোমার মহিমা প্রভু কে বলিতে পারে ॥
 আমি হেন কত ব্রহ্মা তোমার নাভিভূলে ।
 আমি কি বলিব প্রভু চরণকমলে ॥
 বড় ভাগ্য মানি প্রভু আইলেন অন্ন দেশ ।
 আপন মুক্তি আপন দেহে করহ প্রবেশ ॥
 দেবের দেব তুমি ত্রিভুবন-ঈশ্বর ।

সকল সংসার নহে তোমার অগোচর ॥
 তিন ভাই প্রবেশ করি রামের শরীরে ।
 বিষ্ণুমূর্তি ধরিয়া গেলেন স্বর্গপুরে ॥১০
 তা দেখিয়া দেবগণ করে হাহাকার ।
 চারি ভাইর মিলন দেখি লাগে চমৎকার ॥
 সরসুর জলে দেহ ছাড়ি ব্রহ্মার বচনে ।
 এক শরীর হইলা দেব নারায়ণে ॥
 চারি ভাই বিষ্ণুশরীরে মিশাইল আরে ॥১৫
 দেব দানব দৈত্য সব করি নমস্কারে ।
 বিষ্ণু বলেন ওরে ব্রহ্মা তুমি সাবধানে ।

জে সব আইল লোক আমার গমনে ॥
 স্বর্গবাস তাঁ সবার করহ যুগে যুগে ॥
 এ সব কহিল বিষ্ণু দেব ব্রহ্মা আগে ॥২০
 ব্রহ্মা বলেন তুমি দেব গদাধর ।
 সন্তানক নামে স্বর্গ স্বজিল পুরুষর ॥
 রাম নামে প্রাণ ছাড়িব জে বেকতি ।
 সন্তানক নামে স্বর্গ তাহার বসতি ॥
 সন্তানক স্বর্গ ব্রহ্মলোকের পর ॥২৫
 সন্তানক আগে বলিবেক তোমার অঙ্গুর ॥
 তোমার নাম শুনি ভক্তি না করে কে গোকে
 কুণ্ড নরকে পড়ে আর বড় শোকে ॥

(৫৫৭)

(৫৫৬)

রামের অমৃতর ত্যক্তার কথা শুনে ।
 সহস্র জলে দেহ ছাড়ি রাম নামে ॥
 গরু পালে পাল দেন জলের উপর ভাসে ।
 রাম উদ্দেশে প্রাণ ছাড়ি গেলা স্বর্গবাণে ॥
 রামের অমৃতর সব রহিলা স্বর্গবাণে ॥
 রামের সঙ্গে ভোগস্থ করি অভিজামে ॥
 লক্ষা স্বজন করিলা রাম-অনুভার ।
 একা চিস্তিত যেন যতে হৈষ প্রচার ॥
 চিস্তি হুনি রাখিলে পাঠল সরস্বতী ।
 সরস্বতী প্রসাদে * মহামতি ॥১*
 পাঠকে পোখা পড়ে পড়িতে বাখানে ।
 পোখা শুনিবারে হয় খুম অধিষ্ঠানে ॥
 কৃতিবাসের গীত শুনি বড়ই মধুর ।
 শুনি কৃত্তিকা পুণ্য হয় পাপ ধুব ॥
 ভাল শব্দে বাজে নৃপুত্র কণ্ঠজন ॥৫
 গীত শব্দে গাইয় শুনি রামায়ণ ॥
 ত্রাঙ্গণে শুনিলে পার গুরুর পূজা ।
 ফেলী শুনিলে হয় পৃথিবীর রাজা ॥
 বৈষ্ণব শুনিলে নানা বনে বাচয় ধুর ।
 শুন শুনিতে হয় ভক্তহি বিস্তর ॥২*
 সংসারে ভূমিরে বলে কৃতিবাস পাঁচালী ।
 বাহার প্রসাদে শুনি নানা অর্থকেনি ॥
 বাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ ।
 হেন পণ্ডিতে আশীশ করে দেব নারায়ণ ॥
 রামের গমনে রামায়ণ করি সঙ্কলি ॥২৫
 সাত কাত পোখা গনি করিও পাঁচালী ॥
 দীপ্তি কোলে করি বহি কমললোচন ।
 সাধবান হৈলা স্নান আশার বচন ॥

পুণ্ড্রাশ্রয়ি করি বলি জন পুরুষ ॥
 সাধবানে স্নান গোমাক্রি দেব শবাবধি ॥
 দেবগণে রাখি গোমাক্রি ধারণ করি ক্ষয় ॥
 তোমার প্রসাদে গোমাক্রি সর্করে জর ॥
 তুমি একা তুমি কিঞ্চি তুমি সে শকর ॥
 তুমি সে গোমাক্রি চারি বেদেব ঈশ্বর ॥
 নেত্রের অগোচর তুমি বলশূর ॥
 বিচার অবিচার তুমি পাণ আর পুণ্য ॥
 তুমি স্থষ্টি প্ৰতি তুমি তুমি দে সংসার ॥
 তুমি সে সকল গোমাক্রি কেহো নাহি আর ॥
 তুমি যজ তুমি দান তুমি বজন যাজন ॥১*
 দিকুবনের মাঝে তুমি দে ভজন ॥
 বিদ্যানে বিদ্যান তুমি দে মহাযোগী ॥
 তুমি চারি যুগ গোমাক্রি ভোগে মহাতোয়ী ॥
 ইজের বচনে হাক হৈলা গদাধর ॥৫
 জব তলে থাকিস মাঝিলে না করিলে ডর ॥
 আশা বিজ্ঞমানে তোমার নাহি অপচর ॥
 রাখল মারিতে তুমি হৈলা সহায় ॥
 হাথবোড় করি বলেন পাকশাদন ॥
 গুরু অজিবা মোরে করিলেন স্থাপন ॥২*
 সন্তেক সন্তেক গুরুক হৈলে আমার স্থানে
 * * * কিস্ত বোর বিজ্ঞমানে ॥
 অপুন্দরা নাটক গীত গায়কি হরিষে ।
 দেবগণে নাট দেবে তোমার প্রসাদে ॥
 * * * ২৫
 * দেখে সব দেবেতে মিলিআ ॥
 চিত্রকপ নামে ধরে গুরুকি অপিত্তি ।
 বাপে পোয়ে শৌল রাজ্য করেন আড়তি

(৫৫১)

(৫৫২)

হাট হু নাম ধরে গ্রাক্ষের রাজ ।

* * * * *
উজানাদি গুরু ন্যাস্তি হরিষে ।
নানা ধরে গীত গায় নাচে নানা বেশে ॥

* * * * *
গীতে তুষ্ট হৈলা সব দেবগণ ।
অস্বরূপে থাকি বলে বুঝত বাহন ॥
কৃত্য গীত আর শেষে বলে শূলপাণি ।

* * * * * ১০

* * * * *
গোবিন্দ সঙ্গে হর মহিলা কুতূহলে ॥
সকল দেবগণে প্রভু মিলা সেলানি ।
স্মারোসে লড়িলা প্রভু দেব চক্রপাণি ॥
* * * * *
বৈকুণ্ঠে মিলিলা প্রভু লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত তবে নামের চরণে ।
উত্তরা হইল সাক্ষ গীত নামাঙ্গণে ॥

উত্তরকাণ্ড সমাপ্ত ।

উত্তর কাণ্ড।

(অপ্রচলিত শব্দের তালিকা)

ত।

অইল...৪৫।২২৬; হইল।

অউনিঞা...৫৮।২০; অগ্রানীক, অগ্র-
গামী সৈন্য।

অক্ষেমা...২১।২২; ২৩৬।২২২; ২৫৭।১।
১৮; দুঃখ, শোক।

অক্ষেরাতি...২৫৬।১৪; অখ্যাতি।

অগেষ্মনি...৯।২২; অজ্ঞান।

অদ্বন্দ...১৫৬।২১৯; হস্তের অলঙ্কারভেদ।

অতিসন্ধি...২২৭।২৭; ছলনা। প্রবঞ্চনা।

অধাস্তরে...২৭২।২২; ছুরবস্থা, বিপদ।

‘অবস্থান্তরে’ হইতে বোধ হয়
এই শব্দটির উৎপত্তি।

অধেক...২৬৬।১১৬; অর্ধেক।

অনাগত...১।২৪; ভবিষ্যৎ।

অন্ত...৩১।১৮; পশ্চাৎ।

অপেক্ষণ...১৮।১২৪; বিলম্ব।

অপেক্ষে...১১৮।১৪; অপেক্ষায়।

অবসর...২২৬।২২৪; অবশসর; নিশ্চিন্দ।

অরাতি...৯৮।২২৮; ‘তোমার অরাতি
করিবেন’—অর্থাৎ তোমার হইয়া
অন্তের সহিত শত্রুর দ্বারা ব্যবহার
করিবেন।

অরাই...৩১।১০; অরায়ঃ, আগ্রহমুক্ত।

অশকা...১৫৩।২২; অক্ষম।

ত।

আইহ গুহ...৮।২৭, ১০।১৬; এয়ো;
সধবা।

আউট...৮৫।২৬; অট, আট।

আউসড়...৪৬।১৮; ৫৭।২১; ২২৯।২।
২৭; ২৩০।১৮; ২৩১।২২; ২৩২।২২; ২৬৭।১৮; অনুলিখিত,
অনুলিখিত, একো।

আউনিঞা...৬৪।১৯; অগ্রানীক অগ্রগামী
সৈন্য।

আউলী...৩৮।২২; ‘আতুরতা’ হইবে বোধ
হয়। (যেমন ‘বাতুল’ হইতে ‘বাউল’)

আওআরি...১১৪।২৭; ১৬৭।২৬; আর।
‘আবারি’ শব্দজ বোধ হয়।
আবারি শব্দের অর্থ হটবোধ।

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা

দোকান, হাটচালি । কবিকঙ্কণ- চণ্ডীতে—“গাথে কিংয়ে আও- * যারি আওয়ারি” (বৎ সং ১৬পৃষ্ঠা)	আড়নিঞা...২১৯।১২০; আটনিঞ, অগ্রগামী । আড়ে ...২৩২।১৮; বিস্তারে, প্রস্বে । আতিভিতে...২৬৬।২২১; ব্যস্ত সমস্ত হইয়া । আত্মদাই...৯৮।১১৬; আত্মবাত । আত্মস্তরে...৬৯।২২২; ১৬৯।২২৬; ১৯৯।২২০ ছরবস্থা । আদাড়...১৭৪।১২৩; বেড়া, কোঁপ অবস্থা- স্তরে জঙ্গল (?) আঁধর...৬০।২২২; অন্ধকার । আনি...১২৯।১১৭; ১৯৯।২৬; ২৩২।১১২ ; অন্ত । আনল ২৬৩।১২৪; অনল; অগ্নি । আন্তর...১৯১।২১২; আন্তর আকুতে...১১৪।১২৪; পুং-জননেক্রিয়ে । আপার...৪২।১৮; ১০৭।২২৮; অপার । অপে...২৬।১১১; আপনিই, নিজেই । আয়াস . ৩৫।১১৭; আরাম, চেষ্টা । আরোপণে...১২৪।১১৭; ‘বামপদ আরো- পণে’ বাদপদে ভর দিয়া । আবস্থা...২৬৮।২২২; অবস্থা । আশোয়াস...৫২।১২৫, আশ্বাস । আঁহিড়ি...১৫১।১১৫-১৭, ‘ভ্রাতার’ শব্দের অপভ্রংশ । গোপ, গোরক্ষক । প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় শব্দটি ‘ব্যাধ’ অর্থেও প্রযুক্ত হয় ।
আওয়াস...১১১।২৩; ২৩২।১২; ৪৮২।১৮; ৭৭।১২৪; ৮৫।১১৫-২।১৬; ১৩৬। ২।১৪; ১৩৮।১১২; ১৪৭।১১২; ১৫৪।২ ৬-২২ ; ১৭৪।১২৩ ; ১৮৯।২২৫; ১০৩।১২৮; আবাস । আওসার...২১২।১১২; আওসার, অগ্রসর । আক্ষমা ...২।২২৯; বিলাপ । ‘অক্ষমা’ হইবে বোধ হয় । আখাড়—১৭৪।১২৪; অখণ্ড । আখড়াবাড়ী হইবে কি ? আগল...২৪৬।২৭; ২৫৫।২২৬; ২৭২।২৫; অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ । আগলিতে...২২৪।১১৭; আট্কাইতে ? আগল...৯৭।১১১, রক্ষা কর । আট্কাই । আগু...৩২।১৩৩; ৬১।১২০ ; ১০০।২১৫; অগ্নে । আগুলিয়া...২৩০।২২০ ; পুরোবর্তী হইয়া পথরোধ করিয়া । আজার... ০৫।১১২; অজার, কয়লা । আজিনা...৫।১২২ অঙ্গন; উঠান । আজগব...৬৭।২২২; অভূতপূর্ব । আঝর...(নয়ানে) ৯৯।১৮ ; দরবিগলিত অজস্রধার শব্দতা ।	

উ

ঈষতে...২৪১।১২; ঈষৎ বা অল্পকালের মধ্যে । চকিতের ছায় ।

উ

উগি...৫৪।১২; 'দিল উগি' অর্থাৎ 'উঁকি' মারিয়া দেখিল ।

উগ্রবেলে...২৭।১১; উগ্রসময়ে, খরবেলায় অর্থাৎ গর্ভাবস্থার অন্তিমযুক্তকাল ।

উচ্ছাল...৬৪।১১; ফোয়ারা ।

উচ্ছুর...১২৩।১২২; ১৭৭।২২১ ১৭৯।১১৩; 'উৎসুর' শব্দজাত । সুরং সূর্য্যং ।

অতিক্রান্ত:—উৎসুরঃ । দিনাবসান, সন্ধ্যা ।

উজ্জ্বলা...২।১১৬; উজ্জ্বল হইল ।

উঠানি...২৭।১১; উঠান ।

উত্তৰ্ভূ...১৫৪।১২৪; 'পাইক রাউত ঘড়' হইল । ছাপার ভুল । অর্থ পাইক এবং রাউতসমূহ ।

উৎপতি...২১।১১৫; উৎপত্তি ।

উথালে...২৫২।১২; 'উচ্ছাল' ও 'উথাল' একার্থক বোধ হয় ।

উৎসর্গন... (উচ্ছর্গন) ১৫৩।১৫; ২১৩।১৫ ২।৮।১১৭-১১; ১৩৬।১১৯; উৎসর্গ ।

উৎসর্জন...১৪৬।২১০; উৎসর্গ ।

উদাস...২৩২।১৫; উৎফেপণ । মোচন ।

উদম...১৬।১২৬; (?) 'উদম' হইলে অর্থ করা যাইতে পারে । আত্মার একটী নাম 'উৎ' । তাঁহাতে বাঁহারা রমণ করেন—আত্মারাম ।

উদ্বর্জন...১৬৩।২১৩; শরীরনির্মূলীকরণ-গন্ধ-দ্রব্যাদি । এখানে উক্ত দ্রব্যাদি-জ্ঞাপন ।

উনকুটী...২৩৭।১২২; যেখানকার যত ।

উপগারে...৫৪।১২; উপকারে ।

উপজান...৭২।১১৭; উপজাত করেন—জন্মাইয়া দেন ।

উপহত...১৬২।১১৩; উৎপাত ।

উপুর...১৭৯।১২৬; উপর । 'ব্রাহ্মণ উপর' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপরে ।

উফরিঞা... ৩৮।১১৮; উপাড়িয়া, উৎপাটন করিয়া ।

উকড়িল...৩৯।১১৫, ঐ ঐ, সং—উৎপাটা উভধাই...২২।১১২৬; উর্দ্ধস্থানে ধাবন বা দৌড় ।

উভে...৩২।১৫, উভয়ে ।

উরাথে...২৪৯।১১৪, বোধ হয় এটি 'উর-জ্ঞান' শব্দের অপভ্রংশ । বক্ষঃস্থলের সঁজোয়াতে ।

উকমাল...৪২।২২০, 'আরোহী সৈন্য' হও-য়াই সম্ভব ।

উরে...১৫৮।১২৫, 'উরঃস্থলে বক্ষঃস্থলে' 'উরে' উরদেশে, জাহ্নতে ।

উলসিত...২৪৩।১৭, উলসিত, আনন্দিত ।

উলমুসি...৭০।১২৪, অস্থিরতাদ্যোক্তব ভাবপ্রকাশ ।

উ

উলতিতে...৮১১২, বরণ করিতে। অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থে 'উরথিতে' পাঠ দেখা যায়।

এ

একোই...১০৫১১৩, একই।

এথা...২২৫১২২, ২২৬১২২, এখানে। সং

এড়ান...৩০১২২১, ২৫১১৫, অব্যাহতি।

—অত্র।

ছাড়ান।

এহ...১২২১২২৮, ইহাও।

এড়ি...২৭১২১২; ত্যাগ করি।

এহার...২৬৮১১০, ইহার।

ওথা...১৭১২২০; মন্তব্য, পণ্ডিত 'উপধায়'
শব্দের অপভ্রংশ।

ওথা... ৬১২২; ওখানে।

ওদন...১৬৩১২২, ১০৪১২২৮, অন্ন।

ক

কচাল...১৮১১২১; জঞ্জাল।

কটকাগ্র...৫৪১২১৭; কটকাগ্রি সৈন্যাদি।

কণ্ডানি...১৪৭১২৪; অশ্বের বেশবিশেষ(?)

ঘোঁড়ার গা চুলকাইবার 'খররা'
হইবে না ত?

কথোক...৯১২১৩; কতক।

কলকলি...১০৮১১০; 'কলকল' শব্দ
করিয়া।

কলা...৭৩১২; ২২২১২২০; (অর্থ মূলগ্রন্থ
মধ্যে দেখিবেন)

কাকতলি...৬২১১১৮; ক

কাকতলি...৬২১২৫; ১৩৫১২৬; } কাকৈ,
কাকতলি...৬২১২১৯; ২৪২১২১২; } কাকালে,
কাকতলি...৬২১২১৯; ২৪২১২১২; } কোমরে,

কাকৈহো...৫০১২৬; কাহাকৈও।

কাটার...১৭৪১২৩; কাটাক, কণ্টকের।

কাণ্ডিআড়ি—...৪২১২৪; ১৫১২১৬;
কাঁড়ে, তীর।

কাণ্ডী...২১৩১২৪; কাঁড়ি, সুপাকার।

কাটে...৪৪১২১০; 'রা কাটে' রব করে,
শব্দ করে।

কালিয়া...১০০১২২৪; কক্ষবর্ণ।

কাহাল...২৩৬১২০; বাদ্যবিশেষ।

কিংপূর্ব...২১১১১২; দেবযোনিবিশেষ।

কীর্ত...১২৫১২৪; ২৫১২২৭; } কীর্ত্তি।

কীর্ত্তি...২০০১১১; }

কুণ্ডর...২২১২৫; ১২৬১২০; }

কোড়র...১০০১১৩; ২২৪১২১; }

২২৬১২১৪; ২৫৭২;

১৮; ২৬৪১২১৩; }

কুমার।

কুডা...৮৩২১১৫; ২৩৮২১১৫; } কুড়িখা,

কুড়িখা...৫৪১১৭; } পূর্ণশালা।

কুড্যালি...২১৭।১২; } কুড়ুল, কুঠার	মৃত, মধ্য, ১ম পং। “কুর্পরং যম-
কুড্যালি...২২১।২৭; } বা কোদাল।	দূতানাং” পান্নোত্তর খণ্ড ৪০।৬৪॥
কুলাইল...১৭৮।২২; ‘ফুলাইল’ হইবে	কেয়সার...৪৭।২৫; ‘কা ইয়ং’—‘এ কে’
না ত?	ইত্যাকার শব্দ। অর্থাৎ ‘এ
কুলি...১১৪।১৪; পল্লী, পাড়া।	আবার কি বিপদ কোথা হইতে
কুশেশয়...২৫৬।১২; পদ্ম।	তাসিল’ ইত্যাকার ধ্বনি।
কুর্পর...৫৫।২২; ৯৮।১২২; ২২১।২; ২৩৭।	কোয়ারী...২০৪।১৭; কুমারী। ‘বোয়ারী’
২।২৫; ২৩৮।১০, সর্বথা আশ্রিত।	হইবে না ত?
হকুমের চাকর। “নীচসেবা নাহি	ক্ষেম...১৮৪।২২; ক্ষমা কর। (সং—
করে নহে নীচের কুর্পর” চৈঃ চরিতা-	ক্ষম)।

খ

খনতী...১৭৭।২১১; ‘খনিত্র’। এদেশে	‘খন্ত’ যদি সিদ্ধ হয়। ‘খন্ত’ হইতে
চলতি কথায় ‘খোস্তা’ বলে।	‘খাস্ত’ বা ‘খাস্তা’ হয়।
খনে...১৪৩।২২৫; ২১৯।১৯; ক্ষণে।	খাল ডোভ...৩৭।১৯; জলাশয়বিশেষ।
খনতি...১৭৮।১৬; এটি ‘খনতি’। ভ্রান্তি-	খুড়তা...২৪০।১২৮; ২৬৫।২২৬; খুড়া,
ক্রমে ‘খনতি’ হইয়া গিয়াছে।	খুঁতাত।
পূর্বাণের পাঠ করিলেই বেশ বুঝা	খেচনী...৫১।২৩; } খচিত; বসান।
যাইবে।	খেচানি...১৬০।২২৫; }
খাঁখার...১২৩।২৭; লক্ষীছাড়া। আল-	খেদড়ে...১০৬।১১৭; দাঁত খিচাইয়া
টর অভিধানে দেখা যায়,—	তাড়াইয়া দেয়। (‘খর্দ’ দশনে
“খক্খরঃ—Beggars staff”	দশনং—দন্তকরণক ক্রিয়া)
খাস্তের...৭৩।১৮; স্তস্তের—পামের। অর্থাৎ	খেনে...১০৩।২৬; ক্ষণে।
এক একটি রোম যেন এক	ক্ষেমাসি...২৮।১২৪; ‘ক্ষমসি’। ক্ষমা কর।
একটা থাম। ‘স্তস্তে থা’ প্রাকৃত-	খেয়াতি...২২।২০; খ্যাতি।
প্রকাশের এই হ্রস্ব অনুসারে	

পগ...১৭৮।২২৭; পার্শ্ব, পরিকর।
(শ্রীরামের, পার্শ্বদৃশ্য—শ্রীরামের

মনোগত ভাব ভালই জানেন,
তাই—)

গণ্ডি...১২১৩৬; ধমুক। গাণ্ডীবা।

গাছোপাণ্ডি...১৬২১২৭; (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

গাবী...৫৫২১০২; গাভী।

গায়েন...৩৬৩২২৬; ২৭০১১৩; গায়ক;

যে গান করে।

গিরি...২৫১১৩; পর্বত।

গুণি...১৮২২১২; গুণী—গুণবান। ‘মস্ত-
বিজ্ঞ’ অর্থও হইতে পারে। চলতি
কথায় বলে—এ লোকটা বড়ই
গুণী—অনেক ‘গুণগান’ জানে।

গুণ্ডা...১২৪১১৪; ২২৫১২৪; .গুঁড়া;

চূর্ণীকৃত।

গুণ...১১২১২২; চিন্তা কর।

গেয়ান...১০১১২৭; জ্ঞান।

গোচরে...১১১১৮; গোচর করে; জানায়।

গোফা...২০১১২১৫; সাধন-গৃহ।

গোহারি...১৩৪। ২। ২৪; ১৭৮। ১। ১০;
২৬৮। ১২; আবেদন; প্রার্থনা
বা নালিশ।

ঘ

ঘড়...৪১২১২; ‘ঘট’; শব্দজ। বারিকুস্ত।

‘ঘটা’ শব্দজাতও হইতে পারে। ‘ঘটা’
করিণাং ঘটনা। হস্তিনাং যুদ্ধাদাবেকত্র-
সংঘাতীকরণম্।” ইত্যমরঃ।

ঘনাবর্ত...২২১৬; খুব ঘন, গাঢ়।

ঘর-খাস্তা...৮১২১২; ঘরের থাম।

ঘাটোলা...২২২১২৬; (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ঘাটী ঘাটী...৭১২১১৪; ১৫৫১১৫; ২৫১১১৭;
(বিশেষ্য বা বিশেষণ) ন্যূনতা;
খর্বতা। চলতি ও হিন্দী—
ঘাটতী।

চ

চউরী. চৌরি...১১১১২০; ২৩২১২২; ১৬৩১

‘১২৬; ১৮২১২২৫; চাল?’ ‘চত্বর’
শব্দজাত হইবে বোধ হয়।

চড়া...৪২১১৩, ‘চড়া দিয়া’—জ্যা আরো-
পণ করিয়া, জ্যা চড়াইয়া।

চাড়ালানি...৯২১২৪; চাল্ ধোয়া জল’ তো
নয়? চলতি কথায় যাহাকে
‘চেলোনি’ বলে।

চাতর...৭৭১১২৪; ৮৫১১১৫; ১১৪১১৬;
২৭০১১৩; চত্বর। উঠান, চাতাল,
প্রথাসদম।

চাতুরী...১৮২১২৬; ‘চাতুর্য-দ্যোতক’।

চারিপানে...৮১১১৭; চারিদিকে।

চালুনি...২৭১১২; সচ্ছিন্ন—জর্জরীভূত।

চাকরাই...৩৮১১১৫; চীৎকার।

চীৎকার।

চিকরাই...৭৬২১২; ১১৪১১২২;

২২১১২৫; ২৪১১১৬;
‘চিকরাই
ছাড়ে’ বা
চিকরাই
পড়ে, চীৎ-
কার করে।

চিহ্নি... ৩১১১৭, চিনি।

চিমাড়ি...৪২২১৪; } খননোপযোগী চৌখণ্ডী...১০১১৪; ১১১২১২; ৭৩২১১৪,
 চেখাড়ি...১৫১২১৬; } অস্ত্রবিশেষ । ১৬২২২৮; বাড়ী । মহল 'চারিটি
 চলীদার...৮৬১১৪; ঘোড়ার সহিস । খণ্ড বা মহলযুক্ত ।
 চোঁতাঁরা...১১২১৩; চাতাল । চক্কর । বেদী ।

ছ

ছামনি...৯৭২১৮, } বিবাহ এখনও আছড়ায়, আছড়াইয়া । জোরে
 ছামনি...৮২২৪; ৩২১১১০ } চলে—'ছামুনি ভুমিতে নিক্ষেপ করা বা হিচরাইয়া,
 ছামুনি...৯২২১৩, } নাড়া, 'ছামুনি বলে টানিয়া ।
 } নাড়ায় ফুল' ছোড়ান...৮৮১১১০; অব্যাহতি ।
 ছেঁছরি...৭৪১২০; ৭৬১২৬; ১১৪২১৪;

জ

জবেকে...১৬২১২৩; যখন । জুয়ায়...১২১২৮; ২০৭১১৯; যোগ্য হয় ।
 জশা...২৭২১৪; যশস্বী । সং—যুজ্যতে ।
 জানান...৫২২২৫; জ্ঞাপন, সংবাদ । জেহু...১১২১৮, যেন ।
 জিল...২৫৮১২৬; } বাঁচিল । জোবড়ায়...১০০২২৭; ডুবাইয়া বা মাথা-
 জীলা...৫৯১২; } ইয়া দেয় ।
 জুঝার...৮৯১১১; ১৮৩১১১; ৯৭১১৯; ২৫৪১
 ১২; যোজা ।

ঝ

ঝড়া...১৭২১১; ঝটিকা । ঝোলা দিয়া 'নৌকায় ঝিকি মারা'
 ঝাট...১০৪১১৯; ২১৬১২৫; ২৬৭২২২; এ দেশে প্রসিদ্ধ । ঝিকি মারিলে
 শীত । ঝটতি নৌকা শীত্বে চলে ।
 ঝাপিআ—১৭১১২২; ঢাকিয়া । আবৃত ঝিল ৬৬২২৩, ময়লা । শব্দটি সম্ভবত
 করিয়া । 'ঝিল্লী' শব্দজাত । 'ঝিল্লী' শব্দের
 ঝায়া...১১২১৬; ঝালর । অর্থ—বিলেপনমল, উদ্বর্তনাংশক
 ঝিকি...৯১২২; কহা । প্রভৃতি । (?)
 ঝিকি...১১৫২২৬; 'ঝিকি' মারিয়া' খুব ঝুরে...১৯০১২৮, অশ্রুবর্ষণ করে ।

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ।

এ

এঁহার...১৭২।১।১, হইঁহার ।

ট

টিনে...৫৫।২।২২ ; তুণে ।

টুটন...৪৩।২।২৩ ; (ক্রটন) কম ।

টিটকারী...৩৭।২।২৫ ; • অবজ্ঞাসহকৃত
উপহাস ।

টুট্যা...১৩৬।২।৬ ; টুটিয়া, ভাঙ্গিয়া বা
কমিয়া, ক্রটিত হইয়া ।

টুঙ্গি...১৭৪।১।২৮ ; টঙ ; খুব উঁচু ঘর ।

ঠ

ঠকঠান্দি...৯৭।২।২৭ ; 'ঠকঠান্দি লাগে'
অর্থাৎ সকলে ভীতচকিত হইয়া
পড়িল । (?) (মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

ঠাই...১৬৮।২।২৭ ; নিকটে ।

ঠাকুরাল...৯৬।১।১৫-২।১৮ ; প্রভুত্ব ।

ড

ডড়াইল...১৭১।২।২৭ ; ভীত হইল । ডর
পাইল । 'বর' শব্দজাত ।

মধ্য ২০ পরিচ্ছেদে ডাঁককা
পাঠ আছে । • কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে
১০।১।১০৩ (বং সং) 'বাড়ুকা'
পাঠ দেখা যায় ।

ডর...২৬১।১।৯ ; ভয় ।

ডরেম...১১।১।২০ ; ভয় করিব (?)

ডাবুস...৪২ ২।৪ ; অস্ত্রশস্ত্রবিশেষ ।

ডাকরি...২৭২।১।১ ; ডাক সাড়া ।

ডাহে...৭৭।২।১১ ; (??) ডাহিন (দক্ষিণ)

ডাগর...১৮৮।২।১১ ; বৃহৎ ।

দিকে হইবে কি ?

ডাণ্ডা...১১২।২।২৩ ; লগুড় । 'দণ্ড'-
শব্দজ (?)

ডিষা...৮৫।২।১ ; ডিষ ।

ডাণ্ডুকা...৫০।১।৭ ; বেড়ি চৈতন্তচরিতামৃতে

ঢ

ঢউলি...১২৩।১।২৫ ; নকল, স্বরাদির
অনুকরণপূর্বক ঠাট্টা । চৈতন্ত-
ভাগবতে ১০৯ পৃঃ 'ঢোল' বা
'ঢোল' পাঠ আছে ।

করে । 'ঢামালি' খুব মাতা-
মাতির রসের গান । এখানে
অর্থ হইবে—'ছটুপনা' । ছয়ত
ছেলেকে 'ঢামালি-ছেলে' বলে ।

ঢামালি...৩৮।১।১ ; যে খুব মাতামাতি

অপ্রচলিত শব্দের তালিকা

তড়িতাপড়ি...৭১২৬; (?) প্রকরণানুসারে	তাসভার...২৫৭১১২; তাহাদিগের সকলের।
বোধ হয়—উদাসীনবিশেষ।	তিতল...২২৯১১৯; ভিজিল।
তথি...১১১১১৪; ৩১১১১০; } ১৭১১১১৪; ১৭৪১১১২৫; } ১৭১১১২; ১৮৫১১১২২; } সেখানে ২৬৫১১১৩; }	তিরড়ি...২৬৫১১১৩; পক্ষিবিশেষ (মূল- গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)
তথো... ১২৪১১২৩; তত।	তিহো...২৬৮১১১০; তিনি।
তনু...২৪৫১১১৩; বোধ হয় ছাপার ভুল “তম” হইবে।	তুণ্ডে...২৯১১১৫; ৮৯১১১৩; ১৬৮১১২; মুখে।
তম...৭৭ ১১২৮; ১১২২১১২৩; } ১১৫১১১৫; ১১৬১১১২৮; } ১৩৯১১২; ১৪৮১১১১৪; } ১৬৯১১১২৮; ২২৫১১২৮; } তথাপি।	তুরা... ১৬৪১১১৭; তোমার (সং—তব)
তরাতরি...৬৯১১২২; ‘হরাতরি’—তাড়া- তাড়ি, শীঘ্র শীঘ্র।	তুরিত...১১১১১০; ২৫১১২৫; ৫৭১১১২; ২৫৭১১১২৬; অরিত; শীঘ্র।
তাজি...৬৪১১২৮; ১৮৩১১১৩; তাজা, টাটকা।	তুলি... ২৬৫১১২০; তোষক, সেপ। সং— তুলী বা তুলিকা।
তাজন ২২১১১২২৮; অর্থাৎ খাটিয়া খাটিয়া যাহারা জুবসন হয় নাই।	তেঘাই...১৫৪১১২৫; (?)
তানার...১৩৫১১১৩; তাঁহার।	তেন... ১৩৪১১২৩; সেই প্রকারে
তাপরে...১৩৭১১১৭; * তৎপরে। তাহার পরে	তেপাতন্তে...৫০১১১১৯; } ত্রিপাত্তর, তেপাত্তর...৭৩১১২৫; } জনমানবহীন ২১৩১১২০; } শূন্যভূমি।
	তেয়জ...২০৮১১১৪, তৃতীয়।
	তেহৌ...১২১১১৫; ১৯১১২৫; } তিনি বা ২৫১১১২; ১০৪১১১২৯; } তিনিও।

থ

থেন্টল...১৫১১১১৬; থেন্টলান; দলিত করা। থুহৌ...৩৪১১১৩; রাখিব

‘দ

দস্তাখানি... ৫১১১২৪; (?)	দোআদশ...১৫৯১১২৭; দ্বাদশ।
দীঘলে...২৩১১১৭; দীর্ঘে।	দোহাতিয়া ১৮৮১১১২, ২২৭১১২৫, ছই হাতে। ছইহাত দিয়া।
দ্রাক্ষর... ৪৬১১২৭; দ্রবচন।	দোসহ...১৩৫১১১২৯; ‘সহোদর’ হইবে কি ? ‘দ্বো সহ ভাই’—দ্বই সহোদর ভাই
দুর্জরী...১৫৪১১১২৫; (?)	
দেব্রা ৫৫১১৭; দেবতা। (সং—দেবক’ বা দেবতা, দেব+অ=দেবা।)	

ধ

ধড়া...১৪৮২১৮; বস্ত্রবিশেষ ।

ধর্ম্মস...৩৭১২৩; ?

ধল...৮৫২১২, ধবল, দ্বৈতবর্ণ ।

ধাড়ি...২৫১২৫; ১৫৪২৮, খাটী শব্দভাঙ

খাটী—শব্দসম্মুখগমনম্ ।

ধারা...২২২১৪ ; ?

ন

নব (লব ?)...২২১২২৭, ছাপার তুল ?

নহিলাহৌ...২২২১২২; হইলাম না ।

নাকড়ির...২২২১২১; বোধ হয় 'লাকড়ির'

হইবে । লাকড়ি বা লেকড়ি শব্দের

অর্থ—খাট, চাবুক ।

নাগিআছে...২৪৪১২১; লাগিয়াছে ।

নাটুআ...২৬৩২২৬; নর্তক ।

নাদ...১৪৫১২৬; ধ্বনি, শব্দ ।

নাবড়ি...৭৬১২৫; 'না বড়ি' 'বড় নাই'

'না বড়ি করে' অর্থাৎ 'আমার

চেয়ে আর বড় নাই' এইরূপ অহ-

কারপ্রকাশ করে ।

নাহে...২৭১২২; নান করে ।

নিঅড়...৫০১২০; নিগড় । শৃঙ্গল ।

নিয়ড়...১০২১৬; ১১৫১২৬; নিকট ।

নিকটিআ...৮১২১২৪ ; 'নিকসিয়া' বা

'নিকলিয়া' হইবে বোধ হয় ।

নিকলিল...৪৫২১২; বাহির হইল ।

নিকলে...৬৩২ ২৭; ৭৮২১৫, বাহির হয় ।

নিহিঞা...৮১২২৩; নির্মূল্যন করিয়া ।

নিবোজিঞা...১৩১২২৩; নিযুক্ত করিয়া ।

নিয়ড়...৫০১২০; }

নিয়লী...৫০১২৭; }

নিগড় । ছন্দের

অনুরোধে 'নিয়লী'

হইয়াছে ।

নিরকত...৭৮১২৪; নিরন্ত; রক্তশূন্য ।

নিরাকুল...৭৩২১০ ; অব্যাকুলভাবে,

স্বচ্ছন্দে ।

নিরাপ...৩২১.৩ মূলগ্রন্থ দেখ ।

নির্জাস...৩৬১২২; এটি চলতি কথা ।

প্রবলরূপে ।

নির্ঘাস...১১২৮; ভাবার্থ 'সার কথা বা

'তত্ত্ব' । (ইংরাজী—Extract,

দইতে পারে)

নিবৃতি...২১২২৫; ২১২৪; স্থিতি । সূখ ।

নির্কার...১৮২১২২ 'বধ' হইবে কি ?

নির্দিষয়...১৮৩২১৭; বিষয়চিন্তাসূত্র ।

নিবড়ি...১৭৪২১৩; সমাপ্ত করিয়া ।

নিবড়ে...২৬২২৫; সমাপ্ত হয় ।

নিবড়িল...১৪৭১২২-১৫-২৬; ১৫৮১২৪;

সমাপ্ত করিল বা হইল । (নিবর্তিল)

নিষরে...১১২১২৮; নিঃসৃত হয় । বাহির

হয় ।

নেউটি...১৮৯১২৫; কিরিয়া ।
 নেউটিআ...৯১২৯; ৯৮২২; ১৩২১১৯;
 ২২৭১১৬; কিরিয়া ।
 নেউটিলা...২৫৭২১; কিরিল; প্রত্যাবর্তন ।
 নেত...১০১৫; ১৫৬১১১; ২৬৫২১৯-২০;
 • সূক্ষ্ম বস্ত্রবিশেষ ।

নেহালিয়া...১৮৫১১৬; } নিরীক্ষণ করা ।
 নেহালিঞা...৩১১৬; }
 নেহালে...১১৪১২৬; ১৩৫১১৮; ২৩১২৬;
 ২৩৪১২০; ২৩৮২২৪; নিরীক্ষণ
 করে ।

প

পআন...৯৮২১৫; প্রস্থান । প্রয়াণ ।
 পঞ্চনি...২৬৮২২; 'পঞ্চলি' হইবে । 'পুং-
 শ্চলী' 'পঞ্চলি আবস্তা' অর্থাৎ পুং-
 শ্চলী বা বেস্তার মত ব্যবহার ।
 পড়িনাতি...৪৯১১০; প্রপোত্র । প্র-নপ্ত ।
 পস্তন...১৮৯২২১; গ্রাম ।
 পর...৯১২১; শত্রু ।
 পরচণ্ড—২৪৮১৮; প্রচণ্ড; প্রবল ।
 পরতেক...২২০১১৩;
 পরতেখ...৯২১৬; ২৪৪১১৯; প্রত্যক্ষ ।
 পরমপাত...৯২৩; পীতাবিশেষ ।
 পরমুখে...২৬৫২২; পরমুখে ।
 পর্কতিআ...৬৪২৮; পার্কতি ।
 পাকলে...১৩৩২১৮; পাকল—পঙ্কিল অর্থাৎ
 সজল । ছন্দোহস্তুরোধে 'পাকলে'
 হইয়াছে ।
 পাখালিল...৬৬২২৩; প্রক্ষালন করিল ।
 পাখালে...২৩৮২২৩; প্রক্ষালন করে ।
 পাখী...১১২১০;
 পাখি...২৬৫২১৯; পক্ষী

পাখীআলি...১১২১০; 'পাখী--পাখী-
 আলি' বা 'পাখি
 পাখ্যাইলি...২৬৫২১৯; পাখ্যাইলি' এক
 পদ হইবে ।
 এখনও চলতি কথায় 'পাখি
 পাকালি' বলে । অর্থাৎ পাখী
 এবং অত্যাগু জন্ত । ঠিক যেন
 'পাখী টাখী' ।
 পাঙ...১৬৯২১৭; পাই ।
 পাঙসে...২০৫১২০; ভাষে । আমরা এখন
 ছাই-পাঁশ বলি । পাংগু-
 শব্দজাত ।
 পাঁচির...১১১১১৭; প্রাচীর ।
 পাঁচে...৪৫২২৮; সম্মুখের দিকে প্রেরণ
 করে । (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য)
 পাছড়া...২১৭২১১; } বস্ত্রবিশেষ ।
 পাছোড়া...২১৭২১৮; }
 পাটধড়া...২১৭২১২; পটুধটা ।
 পাটনেত...১৫৬২২০; পটু-সূক্ষ্মবস্ত্রবিশেষ ।
 পাটশালা...১০৫২১১; পাটশালা ।
 পাটোআড়...৮০২২৬; ৮১১১১; ২১৭২২৮;
 যোক্ ক্রীড়া ।

পাড়াত্তে...৯৮।১৫; প্রত্যয়িত্তে—আশস্ত	পুনরবা...৫৫।২৮;—পুনরব, আবার নূতন।
করিতে।	পুয়স্করী...২।২.১৬; } প্রশংসা করি।
পাতিলী...৫।১।১০; পাত্র, হাঁড়ী প্রভৃতি।	১২।১।১.৫ } (অগ্রগণ্য।
পাতে...৯৭।১।৩; 'মুখ নাহি পাতে' অর্থাৎ	১১৮।১।২২; } প্রশংসাই।)
মুখ দেখায় না, সমুখ হয় না।	পুয়স্কারি...২০.৭।১৯; 'লোকপুয়স্কারী'
পাত্যাইতে ১৭১।২।৬; } প্রত্যয় বা বিশ্বাস	লোকপুজিত বা লোকগ্রগণ্য।
পাত্যাইয়া ১৯৭।২।৪; } জন্মাইতে,—	পেলাপেলী ৩৫।২।৪; ফেলাফেলি
পাতি...১৬।১।৪; সারি। পংক্তি।	পেলায়ে...৭৪।১।২০; } ফেলাইয়া বা
পারনা...১০৮।১।৯; ১৭৯।২।২৭; ভোজন;	২৭২।১।১৪-১৫ } ফেলে। পরি-
পারণ অর্থে ব্রত-উপবাসের পর-	পেলে...৯০।২।২৬; } ত্যাগ করে।
দিনে আহার।	৯৬।১।৯; } প্রেরণ করে।
পারিল...২।৮।১।১; 'পারিল' হইবে।	পৈশহ...২৪।২।২৫; } প্রবেশ করে।
পালান...৪২।২।২১; 'পানান' হইবে বোধ	পৈশে...১৮।১।১২; } প্রবেশ কর।
হয়। পানান—পয়োনালী। (?)	পো...২১৫।২।১৩; } পুত্র।
পিত্রবদিনী...২৩।২।২০; পিতৃবদিনী হইবে	পোএর...২৬৯।১।৭; } পুত্রের।
না ত? পিতৃবাতিনী।	পোএর...১৭৫।২।২৬; } পুত্রের।
পিক্কে...১৯৭।২।১৬; পরিধান করে।	পোথরী...১১।১।২৫; } ১।২।১৮; পুকুর, পুষ্করিণী।
পুছিএ ২০।১।২৫; জিজ্ঞাসা করি।	২০।২।১০;
পুছেস্ত...২।১।২৪; জিজ্ঞাসা করেন।	পোড়নি...১৬৬।২।৮ জালা, দগ্ধানি।
পুটাজলী...১৩৬।১।১৭; ২৩০।১।১০;	প্রতিপাল...১৭৮।১।৮; প্রতিপালক।
কৃতাজলী।	

ভ

ভঙ্গান...২৯।১।৬; ২৪১।১।৮;	ভালে...৯৮ ২ ২৩; ভালরূপে।
ভঙ্গ। ভাঙন।	ভিত...১৮০।২।১৮; ভীত, ভয়।
ভঙ্কিব...৩।১।৬; ভৎসনা করিব।	ভিনাক্রা...৭।২।২৭; ভিজাইয়া।
ভাঙ...১২৪।১।২;	ভোকশোষে...৭৬।২।১৩; ক্ষুধা পিপাসার
ভাঙাব...১৭৩।১।২০;	ভোখে...৯।১।২২; ক্ষুধায়।
ভাঙে...৭৫।১।১১;	

ভোগ জে পিয়াস...১৭২১৪; ভোগতৃষ্ণা। ভোল...৮১১২১; মোহে। ভ্রমে।
ক্ষুধা পিপাসা।

মথি...১৭৭১১২, মছন করিয়া।
মনোহিত...২৪২১২৫; মনস্বামপূর্ণ বা মঙ্গল।
মহে...১২১৪; মছন করে।
মহিল...৩৬১১১৩; মারিল; বধিল।
মান...১১৮১২১; সম্মান, 'মান নাহি
ধরি' অর্থাৎ সম্মান বা প্রশংসা
করি না।
মানা...১৩৪১২১; ১৪৮১২১; এ শব্দটি
কথার মাত্রাবিশেষ। রাঢ়দেশে
এখনও ঐরূপ অর্থে 'মেনে' শব্দের
প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।
মার... ৬৬২১৩; 'মারুণ্ড' শব্দের অর্থ—
পথ। সম্ভবত ঐ 'মারুণ্ড' শব্দ
হইতেই 'মার'র উৎপত্তি।
মালা...১৮৮১১৫; বধ বা প্রহার করিল।
মাইল, মারিল।
মালা...১৮২১২৮; বধ বা প্রহার করি-
লেন। মাইলে,—মারিলে।

মিত...৩৪১১২৫; মিত্র।
মুটকি...১৩৮১২১; 'বজ্রের মুটকি' 'বজ্র-
মুষ্টি' হইবে বোধ হয়।
মুঠকা মুঠকি...১৪৩১১২৬; মুঠামুষ্টি।
কিলাকিলি।
মুড়্যালা...৬৬২১৩; মুকুটাদি 'শিরোভূষণ-
বিশেষ' হইবে বোধ হয়।
মুঢ়া...২১২১২৬; শীর্ষদেশ; অগ্রভাগ।
মুদা...৫১১৪; 'মুদ্রা' শব্দজাত। পূর্বকালে
কোন জিনিস কোথাও পাঠাইতে
হইলে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া 'মুদ্রা'
বা শিলমোহর করিয়া ঢাকনি দেওয়া
হইত। এখানেও সেই অর্থ।
পাত্রের মুখের মোহর বা ঢাকনি।
মেলনা...৯২১২; ? ভাঙ্গিয়া।
মেলানি...১৬০১১৮; ১৬১১২৬ ইত্যাদি
বিদায় বা বিদায়সম্বন্ধ।
মো...৩৭১২২৬; ৩৮১১২; আমি বা আমাকে।
মোসভার...১৮০১১৮; আমাদের সকলের।

য

যাবড়ি...৪৬১১১৪; (?)
যুক্তি...১৭১১২১; ৩১১১২৫; যুক্তি।

যুকার...৩০১১২৬; ৪২১১৮-১৯; যোদ্ধা।
যুদ্ধ করে।

জ

জুয়ার...৮১১১২ ইত্যাদি

র

রক্ত...১৬।১৪; রক্ত।
 রঙ্গ...১৬।১২৬; রঙ্গনকারী। 'শৌর্য্যে
 ...রঙ্গ' অর্থাৎ এতদিন রাক্ষস-
 বধাদি কার্য্যে কেবল শৌর্য্যবীৰ্য্যই
 প্রকাশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু
 তাহাতে জীর মনোরঞ্জন করিতে
 পারি নাই।
 রজোমোহে...৩৮।২২৪; রজোমোহনিত
 মোহে।
 রঞ্জে...৪৩।২২৮; রোচে, ভাল লাগে।
 রড়ে...১১৪।১১১; ১৩৮।২১২; ৯৭।১১৩;
 পলায়ন করে বা পশ্চাৎপদ হয়।
 দোউড় দেয়।
 রসইশালের...১৫৩।২২২; রক্ষনশালার।
 রহাইতে...১০।২২৪; } রাখিতে;
 রহাঞা...২২।১১৬; } রাখিয়া।

রা...১৯৯।১১১; রব; শব্দ; চীৎকার।
 রাউত...১০৮।১৫; ১৫৪।১২৬; রবকারী
 সৈন্যবিশেষ। (ঘড়-শব্দ দেখ)
 রাএ...৩৮।১১৮; শব্দ বা চীৎকারে। রবে।
 রাধ...১৯৯।২১২; 'রাধ গেল' রক্ষা
 হৈল।
 রাজবিচ্ছেদে...৬০।২১৩; 'ভৃগুরাজবিচ্ছেদে'
 হইবে বোধ হয়। বিচ্ছেদে
 —বিগত-চ্ছেদে। এলো-
 মেলো রকমে।
 রাণ্ড রাঙি...৯৮।১৮-১৪; বিধবা, পতি-
 হীনা।
 রাতা...১৪৭।২১৯; 'রাজা' হবে না ত ?
 উপনিষৎ অনুসারে 'দাতা' অর্থ
 করিতে পারা যায়।

ল

লড়িলা...৭।১২৭, নড়িল, চলিল।
 লড়ে...২৭।১১০; ১৫৮।১২-৩; আন্দো-
 লিত হয় বা অগ্রসর হয়।
 লংঘিতে...১১৭।২২৮; লঙ্ঘন বা অবমাননা
 করিতে
 লাগ...৫৮।২২; নিকটে; সমীপে।
 লাকট...৭।১২৬; উলঙ্গ।
 লাক্স...৯।১১৫; খই।
 লিখনসম্ভ্রাত...৬২।১১২; (যে পত্রখানি)
 লেখা হইয়াছে।

লিলাএ...২১০।২১৭; লীলায়।
 লেটটিয়া...২৪৪।১২—২২২; }
 ২৪৫।২১৯; ২৫১।২১৬; } প্রত্যা-
 লেউটিঞা...২৫২।১৬; ৬৩।২১৯; } বর্জন।
 লেউটিলা...১২।২১৮;
 লেউটে...১৭৪।১১৫।
 লেউড়ে...১৬।১১৪; (?) 'লেউড়ে রক্ত'
 এ কথাটির অর্থ ঠিক যেন 'রক্ত
 শুকাইয়া যায়' বা রক্ত চোপকে
 গঠে প্রভৃতির মত।

লেখি...১২৮।২।২৭; তুলনা করি।

লেখী...৩৩২।১২; গণনা করি। মূলগ্রন্থ
দেখ।

লোড়ে...৩৭।১।২৫; লোটে—লুট করে।

লোহ...১৬০।১।১৩; ১৬১।১।১৬; ১৬২।১।১২

১৭০।১।১০; ১৭২।১।১৬; ৮৫২।২০;
২৫২।২।১২; অশ্রু।

ব

বই...১৫৭।১।১; গত হইলে, পরে।

বউরী...২৮।১।৭; 'বধূটী' অল্পবয়স্কা বধু।

বন্ধেবন্ধ...৪৭।১।১; বাঁকার প্রতি বাঁকা।

বড়াঞি...৪০।১।১২; ২২৩।১।২৫; অহঙ্কার,
গৌরব।

বন্দিআন...১১২।২।২৭; বন্দী।

বরদায়...১২৩।২।২; বরদাত্তী, প্রার্থনা-
পূর্ণকারিণী।

বরান...১৭৫।২।১৫; 'বরানসে' হইবে বোধ
হয়। বারাগসীতে।

বলআ...১৫৬।২।১২; বলর, বালা।

বলায়...১২৩।২।২৮; বলুও, কহাও।

বলোমো...১২৫।১।১২; বলিব।

বলু (বই ?)...১১২।২।২৩; ছাপার ভুল;
ভিন্ন।

বাই...১৪।২।৬; বাহ।

বাই...১৬৮।২।২৮; চালনা করে।

বাউ...১৫২।১।১২; বায়ু।

বাক...১৫৬।১।২৬; বাক্যে।

বাগান...২।২।১০; প্রশংসা।

বাঘছাড়...১২৩।২।১১; বাঘছাল।

বাট...১৭।১।৩; ১৭৮।১।৩; ২০২।২।১০

২৬৭।১।৩; বস্ম, পথ।

বাড়লি...১০৩।২।২;

বালী...১৮৮।১।১;

বাহরা...১১।২।৫; (?)

বাহাড়ি...২৫।১।১৬; ১৮২।১।১২; ত্যাগ
করিয়া। 'ফিরাইয়া' অর্থও হয়।

বাহ...৭।১।২৫; ১২১।২।৫; বাহ।

বাসসি...৬২।১।৮; অমুভব কর।

বিকলি...৭৬।২।১৮; 'করয়ে বিকলি' ব্যাকু-
লতা বা বিকলভাবে প্রকাশ
করে।

বিজুরি...১১৪।২।১২; বিজলী, বিজ্ঞাৎ।

বিতথা...২২৩।২।৮; ব্যর্থ, মিথ্যা।

বিতথি...১৭।১।১৬; ব্যর্থ।

বিমুকি বিমুকি...১৩৮।১।২২; } মূলগ্রন্থ
বিষুকি...১০২।২।৫; } দ্রষ্টব্য।
বিষুকী বিষুকী...১০৮।১।৭;

বিলসে...১৭৬।১।২৮; ভোগ করে।

বিরুদ্ধি...১২৫।২।৩; হুর্দ্বুদ্ধি।

বিসাট...৬০।১।২৭; 'বচন-বিসটে' বাগ্-
বিসৃষ্টি। বাক্য-ত্যাগ।

বিহন্দ...৮৫।১।২০; ৮৬।১।৭; ১৬৬।২।২৮;
১৬৭।১।১; ১৭৪।১।২৪; দরদালান।
মহল

সিদ্ধাম...১০১১২১; ১০২১১২৬;
১২৬১১২-১৫
বেহান...৫৪২২৩; ২৬২১১১;
ইত্যাদি

প্রাতঃ
কাল।

বুদ্ধি...২৫১১২৭; বুদ্ধিতে।

বুল...২০০১১৬; ২৪২১১২৬; ভ্রমণ কর।

বুলি...১৭৫১১১৭; ১৮৮১১২; ২১১১১১৩;
ভ্রমণ করি।

বুলে...২২১১২০; ৯৮১১২৩; ২০৯১২৫;
২২১১১১৬-১১৫; ২৩১১১৮; ভ্রমণ
করে।

বুহিনী...১৭১১১১৫; ভুগিনী।

বেঅস্তা...২৭২১১৩; বেস্তা।

বেঙসে...১৭৫১১২৬; ১৮৬১১২৯; খোশা-
মোদ করে। প্রার্থনা করে।

বেঙসি...৯৮১১২৩; প্রার্থনা করি।

বেকতি...২২১১১৬; ব্যক্তি।

বেড়ি...৮১১২; বেড়িয়া, ঘিরিয়া।

বেলে...৫১১১; ১৩১১১২৬; বেলায়।

বৈল...৪১২৫; বলিল।

বোধে...১৭২১১১৫; বুঝানতে, সাঙ্ঘনায়।

শ

শস্তে...১৫৮১২২; শস্তিতে।

শস্তো...২১১১১৯; 'প্রাণশস্তে' প্রাণ দিয়া
শক্তি দিয়া।

শকরপুটালি...১৮৭১২৮; চিনির বোকা।

শব্দ...৭৭১১২৩; শব্দ।

শাল...২৬১১২; শলা।

শিঅলি...৩৬১১২১; শৃঙ্খলী অর্থাৎ শৃঙ্খলা-
ভিদ্ধ।

শিবাই—৪১১১২; হে শিব!

শুতিঞা...৫২১১১; শয়ন করিয়া। সং—শুপ্ত।

শুনিউ...২৮১১১৬; শুনিব।

স

সউরন...৮০১১২৭; 'সউরন' হইবে। স্মরণ।

সক্রাশন...১২৪১১১৪; 'শক্রাশন' হইবে।

সিদ্ধি, ভাঙ।

সঙ্কলি...১৭২১১১৩; ২৫৯১১২৭;
সঙ্কলে...১১৩১১৫; } সঞ্চরণ করা

সজ্জ...১৫১১১২; ৪০১১২৩; দ্রব্য। 'সজ্জ' হইবে।

সজ্জা...৩৫১১২২; ৮০১১২৫; সজ্জিত।

সুঞা...১৭৯১১১৪; শয়ন করিয়া।

সতাই...২৪২১১২; সপত্নী।

সতিআ...২৭২১১১৮; } সংশাস্ত্রী 'শাস্ত্রী'
সতিসা...২৬৬১১১২ } 'সতিসা' শাস্ত্রী এবং
তাহার সপত্নীগণ।

সঙ্ক...১২৪১১১০; সন্দেহ।

সপ্তমা...২৭১১১১৬; সং মা; বিমাতা।

সমতোষ...২০৮১১৫; সমতোষ।

সমাব...২১১১২; সমাজ।

সম্পাত...১২০১১১৭, ১২২১১১৫; ১৬৯১১২৩;

অতিসম্পাত। শাপ।

সম্ভাইল...১৮৪১।১১; প্রবেশ করিল।
 সম্ভাল...২০৪১।১৮; সামান্য।
 সরিতে...২২১।১৬; 'সহিতে' হরে কি?
 সবদি...১৬৪।১৯; শপথ, দিবা।
 সহি...১৭১।২১৫; সহি বা সখী।
 সাজাড়...২৬৪।১২১; 'রথের সাজাড়' রণ-
 সজ্জা'।
 সাজিবোঁ...২৫১।১৫; সজ্জিত হইব।
 সান্না...৭৭।২১৯; সূঁজোয়া।
 সাস...২৬৭।২৪; শাপ।
 সামাই...৬০।২২২ প্রবেশ করিবা।
 সাম্ভাইল, সামাইল, ১৮।২২৫; } প্রবেশ
 ৮৫।২০, ১৮৭।২২২; ২৫১।১১৪, } করিল।
 সাম্ভায়...১২৬।২২৮; ২৬০।১১৪;
 সায়ক...১৯২।২৫; বাণ। হৃষ্টিকরূপ বাণ
 'হৃষ্টিকসায়ক'।
 সালে...১৭০।২১৫; গৃহে, শালাতে, দেয়ান-
 শালে, সভাগৃহে।
 সাসিও...১৭০।১২২; শাসন করিও।

সাহা...৫৫২।৫; সাঁজোয়া।
 সিটিকা...৭৪।২৫; 'সুচিকণ' শব্দসহ
 বোধ হয়।
 সিঞ্চড়া...৮৪।১২২; ৯২।২২০; ৯৬৮।২১৭;
 ১৮৪।২।১৪; 'সিউরে উঠায়ে'
 'সিঞ্চড়া পড়া' বলে।
 সিতের...১৭৪।২৭; শীতকালের ঝালের
 নিমিত্ত।
 সিঙ্কেয়...১৯১।৫; 'সিঙ্কের' হবে কি? সিঙ্ক
 পুরুষের।
 সিয়লি...১৬৭।১৮; প্রণাম।
 সিরাইঞা...৩৫।১৮; (?)
 সুধাকর্ণদাস...২৫০।২১৮; যে দাস সুধাময়
 (আমার বোধ হয় 'সুধাকর্ণ'
 কবির গুরু ছিলেন।
 সুনিলাও...১২২।২১০; সুনিলাম।
 সুলঙ্গ...৮০।২।১২২; সুড়ঙ্গ।
 সুলুঙ্গ...সুড়ঙ্গ।

হ

হক...১২১।১১৬; }
 হকু...১৬৭।২১৯; } হউক।
 হঙ...১৫৫।২২০; }
 হঞা...১০।১।১৩; } হইয়া।
 হয়া...৪।১।৫; }
 হব...১৩০।২২০; হইবে।
 হবৈক...৩১।১৮, ৪১।১২; হইবেক।
 হরিসের...২৭০।১৪; হর্ষের, আল্লাদের
 হক...৪১।১৮; ৪২।১১৪; হও।
 হাই...১৯১।২৮; মাই, স্তন।

হাঁকরিঞা...১১।১১৬; ডাকিয়া, আহ্বান
 করিয়া।
 হাকার...৪৭।২।১১; ১৫৪।২।১৪; ডাক,
 আহ্বান।
 হাড়...১২২।২২০; হাত, হস্ত।
 হাঙী...৫।১৮; ৬৬।২।২৭; হাঁড়ী, যাহাতে
 পাক করে।
 হাঙা...৭৬।১।২৩; হস্তা, প্রতিবন্ধকতা, বাধা
 হাতাস...৫৪।১।১; হতাশ।

হাথি...৭৫১১১৪; হস্তী, হাতী ।	হেট...১৫১১৪; } নীচ, নীচ,
হাথে...৩১১২৪; ৪১১১৪; হাতে, হস্তে ।	হেঠ...৯১১১১; ২২১১১৩; } নীচে ।
হানি...১২৫১২৪; বাধা ।	হেন...৪৩১১২; এমন ।
হানে...৪২১১১২২; বিধে, বিদ্ধ করে ।	হেমন্ত...৪১১১২; হিমালয় ।
হারাল্য...হারাইল ।	হের...৭৯১১১৬; দেখ ।
হিআ...১৬৮১১২৩; } হৃদয়, অন্তঃকরণ,	হেলায়ে...৪৬১১১৮; অনান্বাসে ।
হিয়া...১৩৬১২৬; } বুক	হোথা...৫৮১১৮; ওখানে ।

